শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭২ { ১ম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

অষ্টাদশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮০ বিষ্ণু হইতে ৪৮০ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৭২ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৩ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৬ মার্চ্চ হইতে ১৯৬৭ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা—৫·০০ টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

—(*)—

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-কর্ত্তৃক নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব	১।৩৪
২। অকূট মহোৎসব—শ্রী শ্রী [নবদ্বীপ, চুঁচুড়া ও মথুরা মঠে]	১০।৩৯৬
৩। অপ্রাকৃত-বাণী [কবিতা]	৬।২৩০
৪। অমল পত্র [কবিতা]	১২।৪৬৫
৫। অমূল্য কণ্ঠের কয়েকটী ধ্বনি [চুঁচুড়া মঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহে গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ শ্রীমদ্ কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক]	৬।২৩৫
৬। আচার্য্যদেবের বক্তৃতা—শ্রীল [নবদ্বীপে ব্যাসপূজা-বাসরে]	২।৬৯
৭। আচার্য্যদেবের ভাষণ—শ্রীশ্রীল [কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে]	১২।৪৬৯
৮। আচার্য্যদেবের মথুরাধামে শুভবিজয় ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা—শ্রীশ্রীল	১০।৩৯৯
৯। আছে অধিকার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৮৪
১০। আনন্দপাঠায় শ্রীল আচার্য্যদেব	১২।৪৭২
১১। আবাহন [কবিতা]	৯।৩৫১
১২। আর কেন? [কবিতা]	৩।১১২
১৩। ইহলোক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৫
১৪। উৎসব সমাচার [শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব; চুঁচুড়া ও পিছলদা মঠে স্নানযাত্রা উৎসব]	৪।১৫৪
১৫। একজাতি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৫
১৬। একাদশী-মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রী [পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড হইতে অনূদিত] [উৎপন্না ২।৫৭, মোক্ষদা ৩।১০৯, সফলা ৪।১৪৩, পুত্রদা ৫।৭৭, ষট্‌তিলা ৬।১১৬, জয়া ৭।২৫৮, বিজয়া ১০।৩৮৩, আমলকী ১১।৪২১]	
১৭। কবোঁয়ার পানি	১০।৩৮০
১৮। কর্ত্তব্য [কবিতা]	১০।৩৭৩
১৯। কর্ম্ম ও ভক্তি	১।২৯
২০। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	১২।৪৬৮
২১। কীর্ত্তনে বিজ্ঞান [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৫
২২। কৃষ্ণাবির্ভাবে ব্যাজস্তুতি [কবিতা]	৭।২৫২
২৩। কেদার-বদ্রী-দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন [তীর্থ-পরিক্রমার বিবরণ]	৭।২৭৩
২৪। খল ও সাধু [কবিতা]	৯।৩৫৩
২৫। গুরুপদে বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [কবিতা]	৬।২২০
২৬। গোপীনাথ পট্টনায়ক কথা [কবিতা]	১০।৩৯২, ১১।৪১০
২৭। গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব—শ্রীল	১০।৩৯৭

২৮। গৌর-ভজন—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৪।১২৭
২৯। গৌরসুন্দরের গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা—শ্রী [কবিতা] ৭।২৬৫, ৯।৩৪৩
৩০। গৌড়ীয় প্রজ্ঞান ৪।১৮৬, ৬।২২৪
৩১। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের সাফল্য—শ্রী ৭।২৮০
৩২। গৌড়ীয়-সরস্বতী ২।৬৩
৩৩। গৌড়ীয়-স্তুতি—শ্রী [কবিতা] ১।১২
৩৪। গৌড়ীয়ের অষ্টাদশ বর্ষ ১।৩৬
৩৫। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-সমাপ্তি ১০।৩৯৮
৩৬। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও বার্ষিক মহোৎসব—শ্রীশ্রী ৫।১৯৭
৩৭। জন্মাষ্টমী [কবিতা] ৮।৩০৮
৩৮। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব—শ্রীশ্রী ৮।৩১৩
৩৯। জীবমঙ্গল [কবিতা] ৪।১৩৪
৪০। জৈবধর্ম্মের ফলশ্রুতি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৪।১৪৬
৪১। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব [নবদ্বীপ, মথুরা ও চুঁচুড়া মঠে] ৭।২৭৬
[শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে] ৮।৩০৯
[শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও চারিদিবস-ব্যাপী ধর্ম্মসভার বিবরণ সহ] ৭।২৭৭, ৮।৩০৯
৪২। টাকা দিয়ে মোড়া ৬।২২১
৪৩। ঠাকুর তোমায় চাই [কবিতা] ২।৫১
৪৪। ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১২।৪৪৬
৪৫। তীর্থযাত্রা [কবিতা] ১২।৪৫১
৪৬। তুফান [কবিতা] ৮।৩০৭
৪৭। ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ—শ্রীমৎ ৩।১১৫
৪৮। দামোদর ব্রতে ভাগবত পাঠ [কাশীনগরে] ১০।৩৯৮
৪৯। দীনার অর্ঘ্য [পূজ্যপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণে] [কবিতা] ১১।৪১৪
৫০। দীনের কাতর প্রার্থনা [কবিতা] ৩।৯৭
৫১। দীনের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—[শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের পাদপদ্মে] ২।৬৩
৫২। দুই চোর [নাটিকা] ৩।১০৪, ৪।১৪০
৫৩। নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রীশ্রী ১২।৪০৩
৫৪। নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণ খণ্ডঃ)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীলভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীত সঙ্কলিতঞ্চ] ১।১, ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১
৫৫। নবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী ৩।১১৮
৫৬। নববর্ষে শরণাগতি [কবিতা] ৩।১০৮
৫৭। পরমেশ্বর-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীদেবগণ-কৃতং] ১০।৩৬১, ১১।৪০১
৫৮। পরলোক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৩।১

৫৯। পরলোকে শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ ২।৭৯
৬০। পাণ্ডিত্য ১।২৫
৬১। প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় কে? ১।১৮
৬২। প্রচার-প্রসঙ্গ [দক্ষিণ বঙ্গে, দমদম দেশবন্ধুনগর কলোনীতে ও উত্তর-বঙ্গে রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি ৩।১১৯], [২৪ পরগণার শ্যামবন্দরচক, কাকদ্বীপ; মেদিনীপুরে খেজুরী থানা ; দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি] ৪।৫৭
[কুচবিহার ৬।২৪০] [দুমকা জিলায়, সিউড়ি, আসাম ৭।২৭৮]
[সাঁওতাল পরগণার চণ্ডালমারা, মহেশপুর] ৮।৩১৯
[বহরমপুর] ১০।৪০০
৬৩। প্রতিবাদ ["শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা" পুস্তকের] ৫।১৯৩, ৭।২৬৮, ৯।৩৪৬, ১০।৩৮৬, ১১।৪২৫
৬৪। প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী হইতে]
[বৈষ্ণব তত্ত্ব ১।৮, বিদ্ধবৈষ্ণব ২।৪৯, গৃহস্থবৈষ্ণব ৩।৯৩, পরমহংস-স্বরূপ ৪।১৩২, প্রচার ও প্রচারক ৫।১৬৮, বিজ্ঞান ৬।২০৮, দর্শন ৭।২৪৭ ঐতিহ্য ৮।২৮৯, ৯।৩৩২, শ্রুতি ও ন্যায়-প্রস্থান ১০।৩৬৭, স্মৃতি-প্রস্থান ১১।৪০৭, প্রকরণ-প্রস্থান ১২।৪৪৮
৬৫। বাণী সংরক্ষণ যন্ত্র ৯।৩৬০
৬৬। বিচার আদালত [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১১।৪০৬
৬৭। বিরহ-বার্ত্তা [শ্রীহরিপদ দাসাধিকারীর] ৮।৩১৮
৬৮। বিশেষ নিবেদন ১০।৪০০
৬৯। বেষাশ্রয় [শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী] ৪।৫৫
[শ্রীবলরাম ব্রজবাসী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী] ৮।৩১৭
৭০। বৈষ্ণব সম্মিলন—শ্রীশ্রী ১১।৪৩৯
৭১। ব্যাসপূজা ও আহ্বান—শ্রীশ্রী ১১।৪৪০
৭২। ব্যাসপূজা মহোৎসব—শ্রীশ্রী ২।৭৬
৭৩। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী ৫।২০০
৭৪। ব্রহ্ম—খণ্ডবস্তু ১১।৪৩৪
৭৫। ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের স্বধাম প্রয়াণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ১২।৪৬৬
৭৬। ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজের মহাপ্রয়াণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ১০।৩৯৪
৭৭। ভক্ত্যর্ঘ্য [ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-বাসরে] ২।৬২
৭৮। ভগবদ্বিভূতি-বর্ণনম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মা-কথিতং] ৯।৩২১
৭৯। ভ্রম-সংশোধন ৮।১৬
৮০। মধ্ব-জন্মতিথি—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১০।৩৬৫

৮১। মহাপ্রসাদ—শ্রী ১১।৪৩৬
৮২। মানবানাং কর্ত্তব্য-নির্ণয়ঃ [শুকদেবেন] ৫।৬১, ৬২০১
৮৩। মানবানাম্ বর্ণধর্ম্মো নির্ণয়ঃ [শ্রীশুকদেবেন] ৭।২৪১
৮৪। মানবানাম্ সদাচার-নির্ণয়ঃ—
[যুধিষ্ঠির-মহারাজস্য প্রশ্নে শ্রীনারদ-ঋষিণা] ৮।২৮১
৮৫। মায়ানফরের মুক্তি ৫। ৮১
৮৬। মূকং করোতি বাচালং [কবিতা] ৮।২৯৩
৮৭। রথযাত্রায় আহ্বান [বিজ্ঞাপন] ৪।১৫৯
৮৮। রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম দর্শন [পরিক্রমা বিবরণ] ৭।২৭৪
৮৯। রাজর্ষি রুক্মাঙ্গদ ৮।২৯৬, ৯।৩৩৭, ১২।৪৫৩
৯০। রাধাষ্টমী—শ্রীশ্রী ৮।৩১৬
৯১। শক্তি-সঞ্চার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৫।১৬৬
৯২। শ্রবণ ১।২২
৯৩। শ্রীধাম-মায়াপুর [কবিতা] ১১।৪৩৩
৯৪। শ্রেষ্ঠ পথ [কবিতা] ৬।২১১
৯৫। স্টেটমেণ্ট [ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্টারী সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত] ১।৪০
৯৬। সগণ শ্রীচৈতন্য-চরণসরোজে অধমার আকিঞ্চন [কবিতা] ৯।৩৫১
৯৭। সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব—শ্রীল ৫।১৯৬
৯৮। সন্দর্ভ-সার [শ্রীভক্তিসন্দর্ভ]—(১৩) ১।২, (১৪ ২।৫২, (১৫) ৩।২৯, (১৬) ৪।১৩৬ (১৭) ৫।১৭৩, (১৮) ৬।২১৩, (১৯) ৭।২৫৫, (২০) ১০।৩৭৪, (২১) ১১।৪১৪
৯৯। সপ্ততাল উদ্ধার [কবিতা] ৫।১৭১
১০০। সমাজের বোঝা ৭।২৬১, ৮।৩০২
১০১। সাত্বত শ্রাদ্ধ [শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসাধিকারীর পত্নীর] ৩।১১৮
[আঁধারমাণিক গ্রামে শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধন দাসাধিকারীর] ৪।১৫৭
[চুঁচুড়ার শ্রীপবিত্রকুমার দত্ত-মহাশয়ের] ৫।১৯৮
[ধাদিকার শ্রীরসিকরঞ্জন দাস ব্রহ্মচারীর পিতৃদেবের] ৬।২৪০
[পূর্ব্বচকের শ্রীপাদে গিরিধারী দাসাধিকারীর পত্নীর] ৭।২৭৫
১০২। সেবাপর নাম [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৯।৩২৭
১০৩। স্মার্ত্তের কাণ্ড [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৬।২০৬
১০৪। স্বাধীনতা [কবিতা] ৯।৩৩৬
১০৫। সংখ্যাদ্বারা দার্শনিক-শিক্ষা ৪।১৪৮
১০৬। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ৯।৩৫৫
১০৭। হংসভগবৎ-স্তোত্র-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী[সানুবাদং শ্রীপ্রজাপতি-কৃতং] ১২।৪৪১

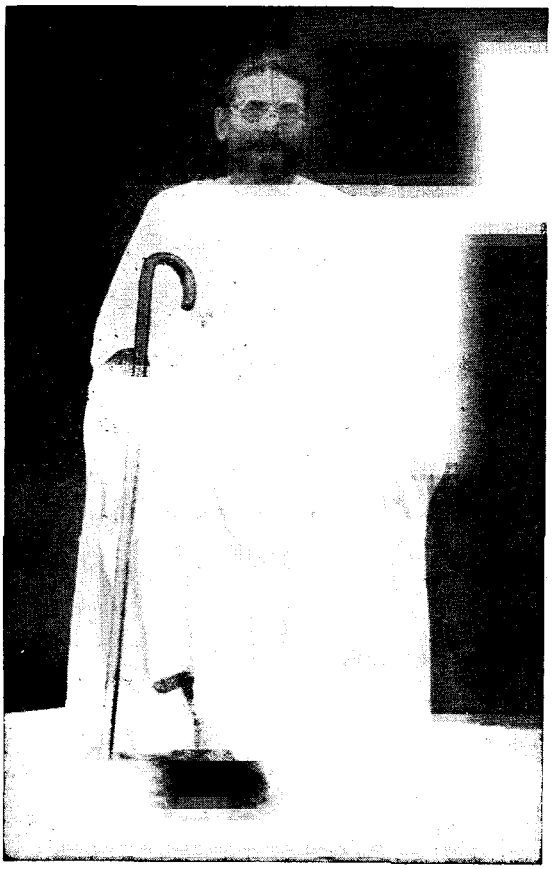

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্য

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহ-রূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥
শ্রীসরস্বত্যভীপ্সিতং সর্ব্বদা সুষ্ঠু-পালিনে।
শ্রীসরস্বত্যভিন্নায় পতিতোদ্ধার-কারিণে॥
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ স্থাপকায় চ।
শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধাম্নঃ সেবা-সমৃদ্ধি-কারিণে॥
বজ্রাদপি কঠোরায় চাপসিদ্ধান্ত-নাশিনে।
সত্যস্যার্থে নির্ভীকায় কুসঙ্গ-পরিহারিণে॥
অতিমর্ত্ত্য-চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীব-দুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ৭ বিষ্ণু, ৪৮০ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭২; ইং ১৪।৩।১৯৬৬ | ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ]

প্রমাণখণ্ডঃ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

যদুক্তং ধামমাহাত্ম্যং শিবেন গিরিজাং প্রতি।
ঊর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে শৃণু তদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্॥চ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট যে ধাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর॥চ॥

শ্রুত্বা গৌরকথাঃ দেবী বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
পপ্রচ্ছ শঙ্করং দেবং ভক্ত্যা পরময়া মুদা॥১॥

বিষ্ণুমায়া-স্বরূপিণী সনাতনী দেবী গৌরকথা শ্রবণ করত পরমভক্তি ও প্রীতি-সহকারে মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥১॥

গৌরমন্ত্রাদিকং নাথ শ্রুতং তবোর্দ্ধবক্ত্রতঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যমিদানীং বদ তত্ত্বতঃ॥২॥

হে দেব, আপনার ঊর্দ্ধমুখ হইতে গৌরমন্ত্রাদি শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য যথার্থভাবে বর্ণন করুন ॥২॥

নবদ্বীপকথা পুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
ন কদাচিৎ পুরা নাথ কৃপয়া কথিতা ত্বয়া ॥৩॥

হে নাথ, নবদ্বীপ-ধামের কথা অতীব পুণ্যা এবং সর্ব্বপাপবিনাশিনী; আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত তাহা বলেন নাই ॥৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শ্রীহরেঃ পরমা শক্তিঃ স্বরূপাখ্যা বরাননে।
যস্যাশ্ছায়াস্বরূপা ত্বং মহামায়া গুণাত্মিকা ॥৪॥
তৎপ্রভাবাস্ত্রিধা সম্বিৎ-হ্লাদিনী-সন্ধিনী প্রিয়ে।
সন্ধিনী ধামনামাদের্হরেঃ সাক্ষাৎপ্রকাশিনী ॥৫॥

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,—অয়ি সুমুখি, শ্রীহরির পরমা শক্তি স্বরূপশক্তি নামে কথিত হইয়াছে। তুমি তাহারই ছায়াস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি। সেই স্বরূপশক্তির সম্বিৎ (জ্ঞান), হ্লাদিনী ও সন্ধিনী (সত্তাবিস্তারিণী) এই ত্রিবিধ প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সন্ধিনীশক্তিই সাক্ষাৎভাবে শ্রীহরির ধাম-নামাদির প্রকাশ করিয়াছেন ॥৪-৫॥

ভগবান্ সচ্চিদানন্দশ্চোদয়ামাস সন্ধিনীম্।
সা সন্ধিনী নবদ্বীপমকরোদক্ষিগোচরম্ ॥৬॥

সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রেরণায় সন্ধিনী-শক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে লোকের নয়নগোচর করিয়াছেন ॥৬॥

ফলং পুষ্পাৎ যথা দেবি শক্তের্ধাম তথা শুভে।
অতো নিত্যং নবদ্বীপং প্রকটং হি বিদুর্বুধাঃ ॥৭॥

অয়ি দেবি, পুষ্প হইতে ফলের প্রকাশের ন্যায় শক্তি হইতে ধামের প্রকাশ হইয়া থাকে, এইজন্য পণ্ডিতগণ নবদ্বীপকে নিত্য প্রকটিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥৭॥

অপ্রাকৃতং নবদ্বীপং চিন্ময়ং চিদ্বিশেষণম্।
জড়াতীতং পরং ধাম ব্রহ্মপুরং সনাতনম্ ॥৮॥
বদন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্দহরং সর্ব্বসুন্দরম্।
নবসংখ্যাস্তথা দ্বীপাঃ বর্ত্তন্তে পদ্মপুষ্পবৎ ॥৯॥

শ্রুতিসকল এই নবদ্বীপধামকে অপ্রাকৃত, চিন্ময়, চিদ্‌বিশেষণযুক্ত, জড় জগতের অতীত, পরমসনাতন ব্রহ্মপুর, মনোরম দহর-সংজ্ঞক পদ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নয়টী দ্বীপও পদ্মপুষ্পের ন্যায়ই শোভা পাইতেছে ॥৮-৯॥

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নবখণ্ড-স্বরূপকম্।
যত্র বৈ রাজতে নিত্যং শ্রীগৌরসুন্দরো হরিঃ ॥১০॥

অয়ি দেবি, যেখানে সাক্ষাৎ হরি শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই নবদ্বীপের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥১০॥

অন্তর্দ্বীপস্তথা দেবি সীমন্তদ্বীপসংজ্ঞকঃ।
গোদ্রুমদ্বীপসংজ্ঞোঽন্যো মধ্যদ্বীপস্তথাপরঃ ॥১১॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যে দেবি দ্বীপ-চতুষ্টয়ম্।
কোলদ্বীপ-ঋতুদ্বীপো জহ্নুদ্বীপঃ সুরেশ্বরি।
মোদদ্রুমস্তথারুদ্রঃ পঞ্চৈতে পশ্চিমে তটে ॥১২॥

গঙ্গার রমণীয় পূর্ব্বতীরে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ নামে চারিটী দ্বীপ এবং পশ্চিমতীরে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ নামে পাঁচটী দ্বীপ বর্ত্তমান আছে ॥১১-১২॥

গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদা সিন্ধুঃ কাবেরী তাম্রপর্ণী পয়স্বিনী ॥১৩॥
কৃতমালা তথা ভীমা গোমতী চ দৃষদ্বতী।
সর্ব্বাঃ পুণ্যজলা নদ্যঃ বর্ত্তন্তেঽত্র যথাযথম্।
নবদ্বীপো মহাদেবি তাভিঃ সর্ব্বৈঃ পরিবারিতঃ ॥১৪॥

এখানে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, পয়স্বিনী, কৃতমালা, ভীমা, গোমতী, দৃষদ্বতী-প্রভৃতি সমস্ত পুণ্যসলিলা নদী যথাযথভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, নবদ্বীপ-ধাম ঐ সমস্ত তীর্থদ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত ॥১৩-১৪॥

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা।
দ্বারাবতী কুরুক্ষেত্রং পুষ্করো নৈমিষং বনম্।
বর্ত্তন্তেঽত্র নবদ্বীপে নিত্যে ধাম্নি মহেশ্বরি ॥১৫॥

অয়ি মহেশ্বরি, এই নিত্যধাম নবদ্বীপে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারাবতী, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৫॥

ভাগীরথ্যলকানন্দা মন্দাকিনী তথাপরা।
ভোগবতীতি গঙ্গায়া অস্তি ধারাচতুষ্টয়ম্।
নবদ্বীপস্য পরিধিশ্চত্বারি যোজনানি চ ॥১৬॥

এখানে ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী এবং ভোগবতী নামে গঙ্গার চারিটী ধারাই বর্ত্তমান, এই নবদ্বীপক্ষেত্রের পরিধি চারি যোজন পরিমিত ॥১৬॥

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি রসায়াং দিবি বা প্রিয়ে।
তানি সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্তি নবদ্বীপে সুরেশ্বরি ॥১৭॥

অয়ি প্রিয়ে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে-সমস্ত তীর্থ আছে, নবদ্বীপে তাহাদের সকলেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৭॥

নাহং বসামি কৈলাসে ন ত্বং বসসি মদ্গৃহে।
ন দেবা দিবি তিষ্ঠন্তি ঋষয়ো ন বনে বনে ॥১৮॥
সর্ব্বে বয়ং নবদ্বীপে তিষ্ঠামঃ প্রেমলালসাঃ।
গৌর-গৌরেতি গায়ন্তঃ সঙ্কীর্ত্তনপরা ভুবি ॥১৯॥

বস্তুতঃ আমি কৈলাসে বর্ত্তমান নহি, তুমিও কৈলাসে আমার গৃহে বর্ত্তমান নহ, দেবতাগণও স্বর্গে বর্ত্তমান নহেন, ঋষিগণও বনে বনে অবস্থান করেন না, কিন্তু আমরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-লাভের আশায় গৌরনাম সঙ্কীর্ত্তন করত পৃথিবীতে নবদ্বীপ-ধামে বাস করিতেছি ॥১৮-১৯॥

যে নরাঃ কৃতিনো দেবি নবদ্বীপে বসন্তি তে।
জীবনে মরণে তেষাং পতিরেকো মহাপ্রভুঃ ॥২০॥

যে-সকল বুদ্ধিমান্ লোক নবদ্বীপে বাস করেন, একমাত্র মহাপ্রভুই জীবনে মরণে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের প্রতিপালক রহিয়াছেন ॥২০॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং গৌরং কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।
যে ভজন্তি নবদ্বীপে তে মে প্রিয়তমাঃ কিল ॥২১॥

কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞক পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরকে নবদ্বীপে যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা আমার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে ॥২১॥

পদ্মাকারং নবদ্বীপং অন্তর্দ্বীপঞ্চ কর্ণিকাম্।
সীমান্তাদিস্থলাংস্তত্র দলানষ্ট-স্বরূপকান্ ॥২২॥

এই নবদ্বীপক্ষেত্র পদ্মাকারে অবস্থিত, অন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর ক্ষেত্র) সেই পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ এবং সীমন্তাদি অষ্টদ্বীপ উহার অষ্টদলস্বরূপ ॥২২॥

কর্ণিকা-মধ্যভাগে তু পীঠং রত্নময়ং পরম্।
পঞ্চ-তত্ত্বান্বিতং তত্র গৌরং পুরটসুন্দরম্।
যে ধ্যায়ন্তি জনাঃ শশ্বত্তে তু সর্ব্বোত্তমোত্তমাঃ ॥২৩॥

সেই কর্ণিকার মধ্যভাগে রত্নময় উত্তম পীঠ বর্ত্তমান, যাঁহারা উক্ত পীঠস্থিত কনককান্তি পঞ্চতত্ত্বযুক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥২৩॥

যত্র তত্র নবদ্বীপে স সন্ন্যাস্যথবা গৃহী।
হা গৌরেতি বদন্নিত্যং সর্ব্বানন্দান্ সমশ্নুতে ॥২৪॥

সন্ন্যাসী বা গৃহী যে কোন ব্যক্তি নবদ্বীপের যে-কোন স্থানে নিরন্তর "হা গৌর", "হা গৌর" এইরূপ কীর্ত্তন করিলে নিখিল আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৪॥

কীর্ত্তনে বিজ্ঞান

ভগবান্ কি এবং কিরূপেই বা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ মনুষ্য-হৃদয় সমুৎসুক। শাস্ত্রকারগণ ধ্যান, ধারণা, নাম-সংকীর্ত্তনাদি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ পন্থা মনুষ্য-হৃদয়ের সহজ-বোধগম্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ভগবান্ অসীম। অসীমের পূর্ণ ধারণা করা সসীম মনুষ্যের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির দ্বারা সম্ভব নহে। উক্ত চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের চিন্তা করিতে গিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা দেখা যাউক।

দেখা যায়, কোনও বিষয় চিন্তা করিতে হইলে মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্যক ; কারণ, মন সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত। এক বস্তুর চিন্তায় মনকে অধিকক্ষণ স্থির রাখা সাধারণতঃ অসম্ভব। নির্জ্জনে আহ্নিক করিতে বসিলাম, কিন্তু কোথায় আহ্নিক! সাংসারিক যাবতীয় বিষয় ক্ষণে ক্ষণে মনে উদিত হইয়া ক্ষণে লয় হইতে লাগিল। অলী যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু-আশে ধাবিত হয়, মনও তদ্রূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিল, কিছুতেই বশে আনিতে পারিলাম না! আমার আহ্নিক হইল না। বিক্ষিপ্ত মন

বশে না আসিলে—একাগ্র না হইলে চিন্তিত বিষয় কিরূপে ধারণাযোগ্য হইতে পারে? বিক্ষিপ্ত মন সংযত করিয়া চিন্তিত বিষয়ে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করিলে চিন্তিত বিষয় বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। পাঠাভ্যাসরত বালক পাঠাভ্যাসকালীন যদি ক্রীড়া-কৌতুকাদি চিন্তা করিতে থাকে, তবে কি তাহার পাঠাভ্যাস হয়?

ভগবদ্-বিষয়ক বিরাট ব্যাপার চিন্তা করিতে হইলে কিরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা অনুমেয়। শব্দময় সংকীর্ত্তনাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে চিন্তাময়, জ্ঞানময় যোগের বিষয় আলোচনা করা যাউক। যোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-দ্বারা মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিবার প্রথা আছে। মন কেনই বা সদা বিক্ষিপ্ত ও যোগাভ্যাসদ্বারা মনস্থির কিরূপ সম্ভবপর, তাহার বিজ্ঞানসম্মত কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা অগ্রে দেখা যাউক; পরে নামসংকীর্ত্তনাদিদ্বারা মনস্থির অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কি-না, সে বিচারভার ভক্ত-পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করা যাইবে। অন্ধকার যেমন আলোকের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিকর, কৃষ্ণবস্তু যেমন শ্বেতবস্তুর উৎকর্ষসাধক, নিকৃষ্ট যেমন উৎকৃষ্ট বস্তুর ধারণোদ্দীপক, শব্দময় নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে যোগ বা প্রাণায়াম কি, তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

জাগতিক সমস্ত সৃষ্ট বস্তু অণু-পরমাণুদ্বারা গঠিত। এই অণু-পরমাণু সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এই কারণে স্বল্পপরমাণুগঠিত জগৎ বহু-পরমাণুগঠিত সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ আছে। আমাদের এই অণু-পরমাণুগঠিত দেহও পৃথিবীদ্বারা সদা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সংলগ্ন আছে। তাহাকেই দেহের গুরুত্ব কহে। স্বল্পপরমাণুগঠিত ক্ষীণকায় ব্যক্তি অধিক পরমাণুগঠিত স্থূলকায় ব্যক্তি অপেক্ষা লঘু, কারণ স্থূলকায় ব্যক্তির অধিক পরমাণু পৃথিবী-কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইতেছে, বিজ্ঞানবিৎ-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ একটী আনুমানিক সরলরেখার উপর অবস্থিত। যদিপি একটী দণ্ড ঠিক মধ্যস্থলে, উপরিভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত, আনুমানিক সরল-রেখাবিশিষ্ট একটী ছিদ্র করা যায় ও সেই দণ্ডটী পৃথিবীর উপর এরূপভাবে রাখা যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা দণ্ডের মধ্যবর্ত্তী আনুমানিক ছিদ্রপথের ভিতর পড়ে, তবে উক্ত দণ্ডটী পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। দণ্ডের বক্রতা ঘটিলে উক্ত দণ্ড আর যথাস্থানে থাকিতে পারে না।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দণ্ডের একবিন্দু হইতে বিন্দুন্তরে গমন বিধায় দণ্ডের চঞ্চলতা-হেতু পতন অবশ্যম্ভাবী। বাজীকরগণ এই প্রক্রিয়ায় নিজদেহ শূন্যস্থিত তারের উপর ঠিক রাখিয়া তদুপরি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেহে যে মেরুদণ্ড আছে তাহা শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি-হেতু উক্ত মেরুদণ্ড সরলভাবে রাখিলে উৎসর্গদ্বার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থানের ছিদ্রপথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা পতিত হয়। যোগাভ্যাস-প্রক্রিয়ায় মেরুদণ্ড এইরূপ সরল রাখিবার প্রথা আছে।

এখন অণু কি, তাহা দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, একটী অণু একটী ধন ও আটটী ঋণ তড়িৎদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক অণুতে আটটী ঋণ ও একটি ধন তড়িৎকণ প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় বাস করে। দেখা গিয়াছে যে, একটী সজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ ও একটি বিজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই বিজাতীয় তড়িৎ উভয়ের আকর্ষণের ফলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে দানায় বা অণুতে পরিণত হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ শক্তি থাকিয়া যায়। ইহা হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সজাতীয় তড়িৎকণ যখন অণু হইতে বিভক্ত হইয়া আলাহিদা অবস্থায় থাকে, তখন তাহার প্রত্যেকে, একটী অণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা, বহুগুণ অধিক।

মনে করুন, আপনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া আর একখণ্ড প্রস্তরে আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এরূপ করিতে করিতে সমস্ত প্রস্তর নিঃশেষ হইয়া গেল। আপনি কি বুঝিলেন? বুঝিলেন,—ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সংঘর্ষে উত্তেজিত প্রস্তরের প্রত্যেক অণুর ভিন্ন জাতীয় এবং তড়িৎকণ সুপ্তাবস্থা হইতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় শূন্যে নিজ নিজ স্বভাবদ্বারা সংযুক্ত হইয়া অণুরূপ ধারণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অণু যদি পুনঃসংযুক্ত হয়, তবে যে প্রস্তর সংঘর্ষদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই পুনর্গঠিত হইবে। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম এসকল প্রাকৃত-বিজ্ঞান-বিচার হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত — ইহা উপলব্ধির বিষয় হইলেই জীব কৃতকৃত্য হয়।

আসুন, সুধী পাঠক-পাঠিকাবর্গ! যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন-সুরধুনীর অমলধারা প্রপঞ্চে প্রকটিত করাইয়া গৌরকীর্ত্তন-রসহীন মরুজগৎকে অনুক্ষণ সুশীতল করিতে সদাই ব্যস্ত, যিনি স্বয়ং অধোক্ষজের সেবা-অনুষ্ঠান করিয়া সৌভাগ্যবান্ জীববৃন্দকে অধোক্ষজ-সেবারস পান করাইবার মূল উৎসস্বরূপ, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আমরাও অনুক্ষণ গৌর-বিহিত কীর্ত্তন গান করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(বৈষ্ণব-তত্ত্ব)

১। শুদ্ধভক্তের স্বভাব কি ?

"সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না ; শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ", সঃ তোঃ ৮।১০

২। বৈষ্ণব-চরিত্র কিরূপ ? বৈষ্ণব-পদবী পাইবার যোগ্য কে ?

"বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ ; **তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন।** স্বীয় চরিত্র, সর্ব্বত্র প্রকাশ-পূর্ব্বক শিক্ষা দাও। **চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব পদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না।** —'সাধুশিক্ষা', সঃ তোঃ ৪।১০

৩। চিন্ময় প্রকৃতি-দেহে কৃষ্ণভজনকারী মহাজন কি বৈধাচার পরিত্যাগ করেন ?

"আত্মায় কৃষ্ণ-যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শারীর কর্ম্মফল ধীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্প-কার্য্য, বায়ুসেবা, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীর-রক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়।" —কৃষ্ণঃ সং ১০।১২

৪। মনুষ্য-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় থাকিয়াও সারগ্রাহী বৈষ্ণব কি হরিভজন হইতে চ্যুত হন ?

"সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে ধীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। কখনও স্ত্রী-জাতির আশ্রয় পুরুষরূপে যোষিদ্বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজে অবস্থিত হইয়া কখনও সামাজিক কার্য্য-সমুদয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া কখনও প্রধান-শিক্ষক মধ্যে পরিগণিত হন।" —কৃঃ সং ১০।১৩

৫। অবিদ্বৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না কেন ? অন্যাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যাবরণ-রহিত ও আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনকারীর প্রতি শ্রীহরির কিরূপ কৃপা হয় ?

"**সন্ন্যাস-ধর্ম্মও আশ্রমোচিত কর্ম্ম-বিশেষ ; তাহাতে মোক্ষ**

স্পৃহা-রূপা ফল-কামনা থাকায় কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না। সন্ন্যাসীরাও কর্ম্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন এবং নিতান্ত নিষ্কাম হইলেও আত্মারামতারূপ ক্ষুদ্র ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারাও অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণ সেই সকল লোকের কর্ম্ম, কর্ম্মবাসনা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫৪

৬। বর্ণাশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত কি কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি-নিষেধ স্বীকার করেন?

"বর্ণাশ্রমস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি **পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবপূজা ও অপর বিবিধ রাজস-তামস, বেদ-পুরাণে কথিত সকল প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সমূহ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছেন;** অথবা পক্ষান্তরে, একান্ত ভক্তগণের যদিও শূদ্রের ও সঙ্কর অন্ত্যজগণের ন্যায় আচার-ব্যবহার, তথাপি তাঁহারা সংসার-বন্ধনজনিত সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

—সঃ সাঃ দী, বঙ্গানুবাদ

৭। যে কোন কুলে উদ্ভূত শুদ্ধবৈষ্ণবের পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব লভ্য হয় কি?

"যে বর্ণই হউন, শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে তিনি **পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা** লাভ করেন।"　　—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। যে কোন কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের বেদাধ্যাপনায় অধিকার আছে কি?

"যাঁহার অনন্যভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি **তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক** হইবার অধিকারী।"　　—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৯। কৃষ্ণ কৃপা ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় কি? শুদ্ধভক্তের কি মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হয়?

"কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়াও কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না; এইজন্যই **জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।** শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না; কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম প

১০। পার্থিব রাজৈশ্বর্য্য ও স্বর্গ-সুখাদি বৈষ্ণবের প্রার্থনীয় কি ?

"The kingdom of the world, the beauties of the local heavens and the sovereignty over the material world are never the subjects of *Vaishnava* prayer."

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

১১। অকিঞ্চন আত্মরত ব্যক্তি কি ভাবে হরিভজন করেন ? তাঁহার কোনরূপ বিষয়মদ থাকে কি ?

"অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার॥
সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি॥
বর্ণ-মদ, বল-মদ, রূপ-মদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তি-পথে হন রত॥"

—'অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, ক: ক:

১২। সর্ব্বোত্তম সাধক কাহারা ?

"সাধন-ভক্তি যতপ্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম সাধক।"

—'প্রবোধিনী কথা', হ: চি:

১৩। শুদ্ধবৈষ্ণবের বাদানুবাদ বা প্রেমরহস্য-কলহ কি মায়িক-বুদ্ধির অধিগম্য ?

"শুদ্ধবৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য ; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই ; তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন।" —ব্র: সং ৫।৩৭

১৪। শুদ্ধবৈষ্ণব কি কখনও নিজের স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণে যত্নবিশিষ্ট ? তিনি কিরূপে শুদ্ধদাস্য লাভ করিয়াছেন ?

"শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস, **পরতন্ত্র স্বাধীন নহেন**। স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু **তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয়ের দ্বারা তিনি কৃষ্ণ-দাস্য লাভ করিয়াছেন।**" —'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', স: তো: ১১।১০

১৫। কৃষ্ণদাস্য-মধুপান-মত্ত শুদ্ধভক্ত কি ত্রিতাপ-ক্লেশ অনুভব করেন ?

"শুদ্ধভক্তজন কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-আসবে।
নিজ-নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে ॥
না জানে অভাব-পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা ॥"　　—নঃ ভাঃ তঃ ১০২

১৬। বৈষ্ণব-ঠাকুরের চরিত্র কিরূপ ?

"বৈষ্ণব ঠাকুর,　　অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত,　　জগতে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয় ॥
অভিমান হীন,　　ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তরে বাহিরে　　নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা-অনুরক্ত ॥"

—লালসাময়ী, প্রার্থনা কঃ কঃ

১৭। কাঁহার আবেদনে কৃষ্ণ দয়া করেন ?

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর-প্রতি হ'বেন সদয় ॥

—*দৈন্যময়ী প্রার্থনা, কঃ কঃ*

১৮। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট কিরূপ প্রার্থনা হওয়া উচিত ?

"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি, ধাই তব পাছে পাছে ॥

*　　*　　*　　*

অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥"

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-স্তুতি

সাড়াটি বরষ, তোমারে সেবিয়া, কত যে আনন্দ পেয়েছি।
বলিয়া বা আমি, জানাব তা কা'রে, তাইত বসিয়া ভাবিছি॥
প্রথম যে দিন, মোরে কৃপা করি', আমার নিকটে আসিলে।
তোমারে তখন, চিনিতে নারিনু, তাই অনাদর পাইলে॥
কিন্তু ক্রমে ক্রমে, সে ভ্রম আমার, কোথায় গেল যে চলিয়া।
কিরূপ আনন্দে, দিন মম যায়, জানাব তাহা কি কহিয়া॥
প্রতি প্রবন্ধেতে, কত উপদেশ, আমারে তুমি যে অর্পিলা।
বহুজন-সঙ্গে, ফিরিয়া যা কভু, জীবনে নাহিক পাইলা॥
আউল বাউল, কর্ত্তাভজা আদি, কুসঙ্গে পড়িয়া বৃথা।
বহুদিন আমি, কাটায়ে দিয়াছি, আর না যাইব ভুলিয়া॥
এখন বুঝেছি, আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ সে পরম আরাধ্য।
অন্য দেবসেবা, বৃথা কালক্ষয়, জীবে যা' করে আবদ্ধ॥
ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করি, ফিরিছে অনেকে, জড়েতে আবদ্ধ হইয়া।
অক্ষজ-জ্ঞানেতে, পালিত তাহারা, চিজ্‌জ্ঞান নাহি লভিয়া॥
অধোক্ষজ-জ্ঞান, জীবনে কখন, শুনি নাই কারো কাছেতে।
তুমি দয়া করি', মোরে দেখাইলে, অক্ষজ বিমূঢ় যাহাতে॥
অবরোহবাদ—সাধন-উপায়, অধিরোহ—সর্ব্বনাশ যে॥
শুদ্ধভক্ত ছাড়া, যারে মোরা দেখি, পড়িছে বিষম ফাঁসে সে॥
কত তত্ত্বকথা, শুনালে আমারে, ভুলিব নাহিক জীবনে।
এ পাঞ্চভৌতিক, দেহ যতদিন, ভজিব তোমার চরণে।
নূতন বরষে, মনের হরষে, পূজিব তোমায় সাদরে।
তব গুণরাশি আনন্দেতে ভাসি, কহিব যতনে সবারে॥
দন্তে তৃণ ধরি, সবারে কহিব, সেব' 'শ্রীগৌড়ীয়' যতনে।
মানব-জনম, করিতে সার্থক, ইচ্ছা থাকে যদি জীবনে।
পরম যতনে, নিত্য পাঠ কর, ভকতি-ধন যে লভিবে।
অনায়াসে তুমি, এ ভব তরিবে, বৃন্দাবনে শেষে যাইবে॥
তুমি কৃষ্ণদাস, পাবে নিত্য-সেবা, চৌরাশী ভ্রমিতে হবে না।
চিরশান্তি সেথা, লভিবে যে তুমি, কোন দুঃখ আর র'বে না॥
'শ্রীপত্রিকা' যাঁদের, জীবন-সর্ব্বস্ব, তাঁরাই আমার বন্ধু।
তাঁদের চরণে, লইয়া শরণ, তরিব এ ভবসিন্ধু॥

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তি-ভূষণ)
(গ্রাহক নং ৪৩৩৫)

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৩)

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ চান্যে ॥ (ভাঃ ১০।৭২।৪)

হে পদ্মনাভ, হে পুরুষোত্তম, যে-সকল শুদ্ধাত্মা জীব অবিদ্যা-নাশক তোমার পাদুকাদ্বয় নিরন্তর সেবা ও ধ্যান এবং কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করেন। যদি কিছু কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই উহা লাভ করিতে সমর্থ, অন্যান্য লোক রাজচক্রবর্ত্তী হইলেও তাহা লাভে সমর্থ হন না।

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥

জল যেমন সমস্ত লোকের জীবন বলিয়া বিখ্যাত, তদ্রূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির প্রাণ-স্বরূপ।

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্।
তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দ্দনে ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ)

যজ্ঞে যিনি 'যজ্ঞেশ্বর' বিষ্ণু এবং যোগে যিনি 'পরমাত্মা' বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইলে আর কি অপ্রাপ্য আছে অর্থাৎ কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।

তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬) উক্তি—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা বতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ মানবগণের প্রার্থিত দ্রব্য সত্যসত্যই প্রদান করেন, কিন্তু কেবলমাত্র তাহা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন না। যেহেতু কামের উপভোগ দ্বারা উপশমিত না হইয়া কাম পুনরায় বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। ভোগ ক্ষয় হইলে সকাম উপাসকগণ পুনরায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এইজন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বর, যাঁহারা তাঁহার পাদপদ্মের মাধুর্য্য না জানা হেতু

তাহা লাভ করিতে ততটা ইচ্ছা বা আগ্রহবিশিষ্ট হন না, ভজনরত তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা-পরিপূরক নিজ-পাদপদ্ম প্রদান করেন। দৃষ্টান্ত—যেমন মাতা মৃত্তিকা-চর্ব্বণরত বালকের মুখ হইতে মৃত্তিকা নিষ্কাসিত করিয়া মুখে মিষ্টদ্রব্য প্রদান করেন, তদ্রূপ "অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া তীব্র ভক্তি-যোগের সহিত পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করিবে"—এই বাক্যে ভক্তির তীব্রত্বের কথা উক্ত হইয়াছে।

এইজন্য গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্।
তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥

যাহা দুর্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, মনেরও যাহা অগোচর, মধুসূদনকে ধ্যান করিয়া কেহ এরূপ বস্তু প্রার্থনা করিলে তিনি উহা প্রদান করিতে পারেন। ব্যতিরেকভাবে কর্ম্মের অনাদর জানাইতেছেন—

শ্রীসূতের প্রতি শৌনক—

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু॥ (ভাঃ ১।১৮।১২)

অনীশ্বর ফলজনক এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের ধূমরাশিতে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম-মকরন্দসুধা পান করাইতেছেন।

বিঘ্ন বাহুল্যহেতু কৃষিকার্য্যে যেমন ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না, তদ্রূপ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে সংশয় বর্ত্তমান বলিয়া উহা নির্ভরতার অযোগ্য। কিন্তু ভক্তির সাধন ও ফল উভয়ত্রই এই নিশ্চয়তা থাকায় নির্ভরযোগ্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি--

যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।
কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃ প্রভৃতীনি চ।
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিণাম্॥

আমাকেই যাহারা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়, ইহার অন্যথা হয় না। কলিকালে কলুষিতচিত্ত বর্ণাশ্রমিগণেরই আয়ুঃ প্রভৃতি জীবন-ধারণই বৃথা, কিন্তু আমার শরণার্থী জনগণের জীবন-ধারণ নিরর্থক হয় না।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ (১।৫।১৭)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ শ্রীহরি-পাদপদ্ম ভজন করিতে অপক্ক (অসিদ্ধ) অবস্থায় পতিত হন, ভজন ত্যাগ বা মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও তাহাতে কিছু অমঙ্গল হয় না, কিন্তু ভগবদ্ভজনহীন ব্যক্তির বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-যাজনে বিশেষ ফল লাভ হয় না।

এজন্য শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি—(ভাঃ ৭।৯।৯)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে বিমুখ দ্বাদশ-গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবানে অর্পিত মন, বাক্য, প্রাণ ও চেষ্টাদি, এরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি; যেহেতু ভক্ত-চণ্ডাল নিজ-কুল পবিত্র করেন, কিন্তু গর্ব্ববিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিজেকে পবিত্র করিতেও অসমর্থ।

শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য ঈশ্বর-বিশ্বাস এই দ্বাদশ গুণ ব্রাহ্মণের।

কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ
প্রশস্ত সর্ব্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ।
ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতিধার্মিকস্তথা॥ (স্কান্দে)

জিতেন্দ্রিয় এবং ভগবানে দৃঢ়া ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি সৎকুল ও সদাচার-শূন্য হইলেও সর্ব্বলোক-শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অষ্টাদশ বিদ্যাবিশিষ্ট, শান্ত, সৎকুলোৎপন্ন ধার্ম্মিক হইলেও ভগবদ্ভক্তিহীন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ নহেন।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ (কাশীখণ্ড)
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥ (নারদীয়ে)

ভাগবতেও (২।৪।১৮)—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীর-শুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ব্রাহ্মণ হউক, ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য বা শূদ্র হউক অথবা তদিতর অন্ত্যজই হউক না কেন, বিষ্ণুভক্তি-সংযুক্ত হইলে তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তমোত্তম জানিতে হইবে।

যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন তাহারাই চণ্ডাল, আর যাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহারা চণ্ডালকুলোৎপন্ন হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হে মহারাজ, বিষ্ণুভক্ত শ্বপচকুলোৎপন্ন হইলেও দ্বিজ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। আর দ্বিজাতি হইয়া বিষ্ণুভক্তিহীন হইলে সে শ্বপচ অপেক্ষাও হীন।

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খশ প্রভৃতি যাহারা জাতিগত পাপে দূষিত এবং অপর যে-সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপাচারিরূপে দৃষ্ট হয়, তাহারাও যে শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয়মাত্রেই ঐ জাতিগত ও কর্ম্মগত পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন, সেই স্বাভাবিক প্রভাবশালী শ্রীহরিকে নমস্কার।

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

কর্ম্মী যাজ্ঞিক বিপ্রগণ ভক্তিহীনতার জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—যাহারা অধোক্ষজ শ্রীহরিতে বিমুখ, তাহাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মে, ব্রতে, বহুদর্শিতায়, কুলে ও ক্রিয়া-দক্ষতায় ধিক্ অর্থাৎ ভক্তি না থাকিলে এই ত্রিবিধ জন্মও নিরর্থক।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

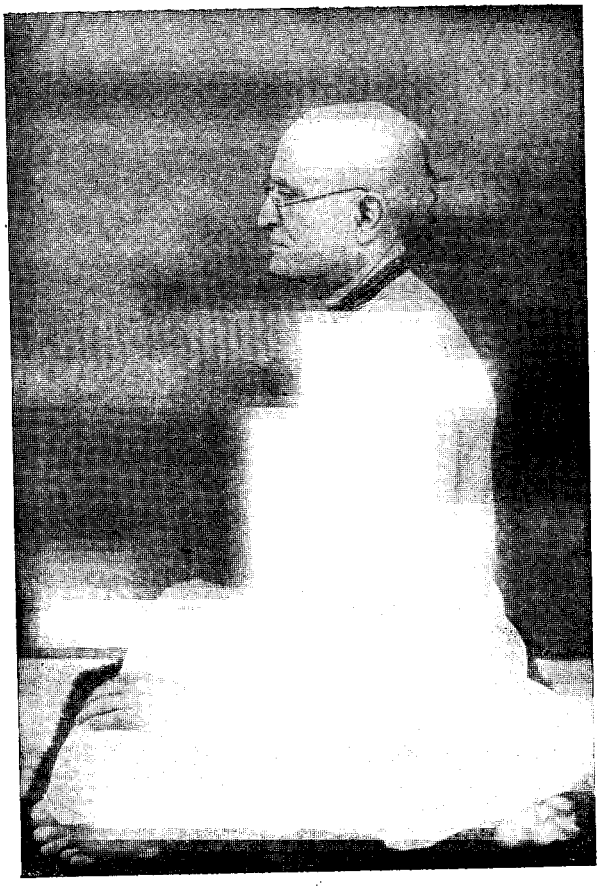

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ (গীঃ ১২।৮-১১)

ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় অহরহঃ একাগ্রচিত্তে ভক্তবৎসল ভগবানের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিই কর্ত্তব্য। ভগবানে সমর্পিত কর্ম্মেরও অনাদর-পূর্ব্বক কেবল ভক্তিই বিহিত। কেবলাভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থাবস্থাতে ভগবানে কর্ম্মার্পণ বিহিত হইয়াছে। যথা—হে ধনঞ্জয়, আমার নিত্যস্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতে নিযুক্ত কর এবং ভগবত্তত্ত্বেই অবস্থিত হও। তাহা হইলে সেই সাধনভক্তির সর্ব্বোচ্চফল নিরুপাধিক প্রেম লাভ করিবে। যদি সহজ অনুরাগ দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে মৎকর্ম্মপর হও। তাহাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি মৎকর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে সংযত-চিত্তে সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

এস্থলে পদ্মপুরাণোক্ত কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য-বিষয়ক ইতিহাসটী আলোচ্য—

বিষ্ণুদাস নামক শুদ্ধ অর্চ্চনকারী কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক সময় চোলরাজ ঐ ব্রাহ্মণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া কাহার অগ্রে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় তদ্‌বিষয়ে উৎসুক হইয়া বহু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণেরই ভগবৎ প্রাপ্তি দর্শন করিলেন, নিজে ভগবানকে লাভ করিতে পারেন নাই। তখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুদ্গলের নিকট বলিয়াছিলেন —আমি স্পর্দ্ধা-সহকারে যজ্ঞদির অনুষ্ঠান করিলাম, সেজন্য কোন ফল লাভ হইল না। আর বিষ্ণুদাস সারূপ্য লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছে। অতএব যজ্ঞ বা দানে ভগবান প্রসন্ন হন না, কেবল ভক্তিই তাঁহার সন্তোষ বিধানে সমর্থ। তৎপরে রাজা হোমকুণ্ডের সম্মুখস্থ হইয়া—"ভগবান বিষ্ণু আমার কায়-মনোবাক্যে অচলা ভক্তি দান করুন" এই বলিয়া হোম-কুণ্ডে দেহত্যাগ করিয়া ভগবানকে পরবর্ত্তিকালে লাভ করিয়াছিলেন।

এই প্রকার যোগেরও অনাদর করা হইয়াছে—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে নরুথিতম্॥ (ভাঃ ১০।৫১।৬০)

হে রাজন্, অভক্ত যোগিগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন সংযোগের চেষ্টা করিলেও বাসনাক্ষয়াভাবে তাহাদের চিত্ত পুনরায় বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতে দেখা যায়।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

পুনঃ পুনঃ কাম-লোভাদির বশীভূতচিত্ত মুকুন্দ-সেবাদ্বারা যে-প্রকার সাক্ষাদ্‌ভাবে শান্ত হয়, যমাদি যোগপথে সেরূপ শমতাপ্রাপ্তি হয় না।

এক্ষণে জ্ঞানেরও অনাদর করা হইতেছে—

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসাধীয়রকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্॥ (ভাঃ ৩।৫।৪৬)

হে দেব, তোমার কথারূপ সুধাপান ও প্রবৃদ্ধ ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, তাঁহারা বৈরাগ্যের সার জ্ঞানকে লাভ করিয়া যেরূপ অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তদ্রূপ ধীর জ্ঞানীসকল আত্মসমাধি-বলে দুষ্পারা প্রকৃতিকে জয় করিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে গিয়া বিপুল পরিশ্রমের আবাহন করেন মাত্র; কিন্তু তোমার সেবাপর ভক্তগণের তাদৃশ পরিশ্রম হয় না।

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥

সর্ব্বদাই যখন পত্র, পুষ্প, ফল, জল, বিনামূল্যে লভ্য উপকরণরাজি বিদ্যমান এবং পুরাণপুরুষ ভগবানও যখন ভক্তিলভ্যরূপেই বর্ত্তমান, তখন মানবগণ ঐ সকল উপকরণের দ্বারা ভগবানের সেবা না করিয়া কি জন্য মুক্তিলাভে চেষ্টা করিয়া থাকে?

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় কে?

মানুষ কখনও একাকী থাকিতে পারে না। পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভালবাসে। তাই দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুত্ব। বন্ধুতা সম-স্বভাব বা সম-মতাবলম্বী ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত ধর্ম্ম। মানব সম-স্বভাব ব্যক্তির সঙ্গ লাভে ইচ্ছুক এবং যাহার সহিত মনের বিশেষ ঐক্য আছে, তাহার সহিতই সে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়।

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধু তদ্রূপ মহাঅনিষ্টের মূল। কপট বন্ধু লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আনুগত্য ও প্রীতি প্রকাশ করে এবং সুযোগ পাইলেই নিজকার্য্য সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কতলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে অনেকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া তাহাদের উপদেশানুসারে নরকের পথে অগ্রসর হয়।

যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করেন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, তজ্জন্য আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, নীতিশাস্ত্রকারগণ তাঁহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন,—মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ মাতাপিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না। নীতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

কিন্তু এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারলৌকিক বিষয়—ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য-প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার চরণ-সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এজগতে—মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। মৃত্যুর পরও আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্ম্মফলে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকিব। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে; তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মার স্বরূপই কৃষ্ণের নিত্যদাস।

আমাদের সম্মুখে অনন্ত কাল বর্ত্তমান, ইহার তুলনায় মানব-জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ধরিয়া চৌরাশীলক্ষ জন্মে দুঃখময় সংসার-সাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। তাই যিনি হরিভজনে সহায় হন, সদুপদেশদ্বারা আমার জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহারা তথাকথিত উপদেশদ্বারা আমাদের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি করে, তাহারা কখনই যথার্থ বন্ধু-পদবাচ্য নহে। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন, যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি-বিধানের উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ স্বমুপেত-মৃত্যুম্॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

কু-শিক্ষামাত্রকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি আসন্ন-মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা বা পতি-পদবাচ্য হইতে পারেন না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীবকে ভক্তিমার্গের উপদেশদ্বারা তাহাদের উদ্ধারের চিন্তা না করিয়া কেবল লৌকিক সম্বন্ধে গুরু বা স্বজন এবং পিতামাতা, দেবতা বা পতিরূপে পরিচয় প্রদান করা বৃথা। লৌকিক বা ব্যবহারিক গুরু ভক্তি-পথাশ্রয়ী শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বামনাবতার স্বয়ং বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে দান-ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া ভগবানকে সর্ব্বস্ব দানপূর্ব্বক তাহার চিরভৃত্যে পরিণত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ স্বজন রাবণাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীপ্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে ভগবদ্বিদ্বেষী বলিয়া ত্যাগ করেন। খট্টাঙ্গরাজা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করেন। গোচারণ কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্য-বালকগণের দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া যাজ্ঞিকগণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভূত-ভাবন ভগবানকে অন্নপ্রদান করিবার জন্য স্ব স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অন্নাদি-হস্তে সেই গোচারণস্থলে উপস্থিত হন।

অতএব যাঁহার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই তাঁহার গুরু হওয়া উচিত নহে এবং তজ্জন্য বৃত্তি গ্রহণ করাও অবিধেয়। তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র উৎপাদন করাও কর্ত্তব্য নহে, যে পুত্রকে কেবল ভোগেই নিযুক্ত রাখিয়া সন্তুষ্ট এবং পুত্রকে ভাবী পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ও ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানে বিরত; সেই দেবতার পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে এবং সেই পতিরও কেবল কাম চরিতার্থের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যিনি তাহাদিগকে পরমার্থ পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহেন। অতএব ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের

পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেইরূপ বন্ধুরই সঙ্গ একমাত্র কাম্য।

"ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥"

এস্থলেও যাহাকে 'বন্ধু' বলা হইল, তাহা অর্থকরী বিদ্যা নহে। কারণ জড়বিদ্যা দ্বারা জীবের জড়াসক্তিই প্রবল হয় এবং পরমবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীব দূরে চলিয়া যায়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥

*　　*　　*　　*

"নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে, বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাইপদ পাশরিয়ে, অসত্যেরে সত্য করি মানি॥"

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সেবা-মতিই প্রকৃত পরাবিদ্যা —উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। এই পরাবিদ্যার জীবনই—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান্ এবং নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানে ভক্তিবিধানই জীবের একমাত্র কৃত্য। এইরূপ উপকার শুদ্ধভক্তের নিকটই লভ্য; ভক্ত সর্ব্বদা নিজে ভজন করিয়া জীবকে হরিভজনেরই উপদেশ দান করেন। এইপ্রকার হরিভক্ত বন্ধু অতি দুর্ল্লভ। যিনি এইরূপ বন্ধু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে অতি ভাগ্যবান্ জানিতে হইবে। তাহার তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকে সান্ত্বনা দিতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে, বিপদ্‌কালে হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতে এমন বন্ধু আর কেহই নাই।

বন্ধুর নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিলে আনন্দ হয়, কিন্তু এরূপ বন্ধুর অভাবে জীবন বিড়ম্বনা-বিশেষ। কারণ এইরূপ ভক্ত-বন্ধু ব্যতীত আমাদের নিত্য পরমবন্ধু হরিকে লাভ করা যায় না। সেই জগন্নাথ শ্রীহরি ভক্তেরই অধীন, তাই শাস্ত্রে তাহার দীনবন্ধু, জগবন্ধু, ভক্তবৎসল প্রভৃতি অনেক নাম শুনা যায়। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না। তাই ঐকান্তিক ভক্তকে দর্শন দিয়া ভগবান তাঁহার ভক্তবৎসল নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন।

যেদিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সে-দিন পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেহই আমাদের সঙ্গে যাইবে না এবং কেহই আমাদিগকে এখানে রাখিতে পারিবে না; প্রাণের বন্ধু, ধন-জনাদি সমুদয় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে-সময়ে দুস্তর ভব-সাগর-পারের কেহই সাহায্য করিবে না। একমাত্র শ্রীহরিনামই আমাদিগকে এহেন বিপদে রক্ষা করিতে সমর্থ। তাই বলি, যদি ভব-সমুদ্রের -পারে যাইবার যদি কাহারও বাসনা থাকে, তবে অসময়ে বন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ লইতে হইবে; তিনি অনায়াসে এই দুস্তর ভব-পারাবার পার করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অবশ্যই আশ্রয় দিবেন। আমাদিগকে আর জন্ম-মৃত্যুর নাগরদোলায় ভ্রমণ করিতে হইবে না - নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিব।

যিনি ভগবানের চরণকমল আশ্রয় করেন, তাঁহার নিকট এই দুস্তর ভবার্ণব গোষ্পদ তুল্য প্রতীয়মান হয়। হায়! এমন দিন কবে হইবে, যেদিন আমরা এই অসার সংসারে নিজে ভোক্তা সাজিয়া 'আমি-আমার' করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সময় থাকিতে সেই প্রাণবন্ধুর অভয় শ্রীচরণকমলে ধন-জনাদি যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করত তাঁহার চরণে একান্তভাবে আশ্রয় লইব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রবণ

আদি-পুরুষ শ্রীভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে নিজতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করেন। ব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, বৈয়াসকি প্রভৃতি আম্নায়-পারম্পর্য্যে সেই নিরন্তকুহক সত্যতত্ত্ব শ্রবণ-প্রভাবে অবগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্তই অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রকে 'শ্রুতি' আখ্যা অর্পণ করা হইয়াছে। যাহা মনোজ বিচারদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা শ্রুত বা শ্রুতি নহে। আর্য্যগণ শ্রুতিরই সেবক, তাঁহারা অবরোহমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক গুরু-পরম্পরাক্রমে মন্ত্রযোগে শ্রবণ করিয়া কৈতব-রহিত নিত্যসত্য অবগত হইবার অধিকারী হন। যেহেতু "মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

যাঁহারা এই আম্নায়-পারম্পর্য্যে বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মন্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন

করিতেছেন, তাঁহারা নিজ মনকে অসংযত করিয়া যথেচ্ছ বিচার-মার্গে পরিভ্রমণ করিয়া আরোহ-মার্গের পথিক হইতেছেন, ইহা সনাতন-ধর্ম্মাশ্রয়ী আর্য্য-সম্মত প্রণালী নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই অপকৃষ্ট প্রণালীর অত্যধিক আদর হইয়াছে। তন্নিমিত্ত আমরা শ্রুতি-শাস্ত্রের অমার্য্যাদা করিতে শিখিয়াছি; যথার্থ শ্রবণকারীর নিকট শ্রবণ না করিয়া শ্রৌত-পথ উল্লঙ্ঘন করিতেছি। মধ্যে মধ্যে শ্রুতিবিরোধী এক একজনের অভ্যুদয় হইতেছে, আর আমরা দুর্ভাগা জীব তাহাদের অনুগমনে অপৌরুষেয় শ্রুতি উল্লঙ্ঘন করিয়া গণ-গড্ডলিকাগত মত শ্রবণ করিয়া উন্মার্গগামী হইতেছি. কিন্তু শ্রবণ বিনা আমাদের অন্যগতি নাই।

শ্রবণই যদি করিতাম, তবে বেদ উল্লঙ্ঘনকারী আস্তিক্য-ধর্ম্মশূন্য মনস্বীর উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক উন্মার্গগামী হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে যাঁহারা যথার্থ সত্যতত্ত্ব শ্রবণের অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারাই কীর্ত্তনকারী গুরু—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।" যাহাদের উক্ত পারম্পর্য্য ব্যাহত হইয়াছে. যাহারা স্বকল্পিত মত প্রচারে ব্যস্ত,তাহাদের নিকট বা তাহাদের অনুগগণের নিকট শ্রবণ করিলে কি লাভ হইবে? ইতর জন-কল্পিত মত কখনও সত্য হইতে পারে না, তাহা কপটতাপূর্ণ মনো-বিকার মাত্র। ইহাকে বহুমানন করিলে আমাদের কি মঙ্গল হইবে? অবিমিশ্র সত্যই আমাদের একমাত্র কাম্যবস্তু। তাহার পরিবর্ত্তে কুহকাশ্রিত ও সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া আমাদের কোনই লাভ নাই। সুতরাং বেদানুগ মহাপুরুষগণই আমাদের আদর্শ, তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিলেই সনাতন ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালিত হইবে, অন্যথায় অনার্য্য আচার-বিচারের বহুমানন করিয়া নরকগামী হইতে হইবে।

যখন হিরণ্যকশিপু বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় অস্বীকার করিয়া 'সোঽহংবাদ' প্রচার করিতে উদ্যত, তখন তাঁহারই গৃহে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ভগবদ্বিদ্বেষরূপ অসুর-ভাবমুক্ত হইয়া দৈবভাব, ভগবদুন্মুখতা লাভ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনবন্দ্য হইয়াছেন। অনার্য্যভাবের মধ্যে থাকিয়াও তিনি যথার্থ সনাতন আর্য্যাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শ্রৌতমার্গ অবজ্ঞা করিতে নাই, শ্রুতি-পারম্পর্য্যই জীবের মঙ্গল-নিদান! তাই তিনি পিতা-কর্ত্তৃক 'উত্তম অধীত কি?'—জিজ্ঞাসিত হইলে নবধা ভক্তি-লক্ষণের আদিতে শ্রবণের উল্লেখ করেন। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন, স্মরণ, প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ-

গুলির বিকাশ হয় না। তাই তিনি বলিলেন—বিষ্ণুর বিষয়েই শ্রবণ করিতে হইবে, তদিতর বিষয়ের শ্রবণ শ্রুতির উদ্দিষ্ট নহে। তিনি ষণ্ডামর্কের নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা যথার্থ শ্রুত বিষয় নহে বলিয়াই তিনি জানেন, উহাদিগকে তিনি গুরুত্বে বরণ করেন নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে,—উহারা বিপ্রাধম, উহাদের গুরুত্ব নাই; শ্রীনারদের নিকট আমি (প্রহ্লাদ) কেবলা ভক্তিই শ্রবণ করিয়াছি, সুতরাং তাহাই বলিব মনে করিয়া শ্রবণাদি বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

পরম পূজনীয় শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—'শ্রবণ' বলিতে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় শব্দের কর্ণস্পর্শ বুঝায়। ভক্তি-নব-লক্ষণান্বিতা। ভক্তির অন্যান্য অঙ্গগুলি উহাদের অন্তর্গত। নামাদি-শ্রবণ ভক্ত্যঙ্গের এই ক্রম। প্রথমে অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য শ্রীনামের শ্রবণ করিতে হইবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ-শ্রবণ-দ্বারা উহার উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। রূপ সম্যক্ উদিত হইলে গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। গুণ স্ফূরণ হইলে পরিকর-বৈশিষ্ট্যদ্বারা তাহাদের বিশিষ্টতা সিদ্ধ হয়। তৎপরে সেই নাম-রূপ-গুণাদি সম্যক্ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার পর সুষ্ঠুভাবে লীলাস্ফূর্ত্তি হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। এস্থলে চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে লীলা-শ্রবণের অধিকার হয় না—ইহাই সূচিত হইল। এই উদ্দেশ্যেই সাধন ক্রম লিখিত হইয়াছে। কীর্ত্তন-স্মরণের পক্ষেও এই ক্রম অবলম্বনীয়। শ্রবণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যে ভগবৎসেবা-লোলুপ ঐকান্তিক ভক্ত-ভাগবতের শ্রীমুখেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণাদি পরম ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তাঁহারই কথা একমাত্র শ্রবণীয়া।

কলিকালে যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান, তাহার মূলে শ্রবণই পরি-লক্ষিত হয়। সাধুর নিকট শ্রুত-বিষয়ই কীর্ত্তনের যোগ্য। সুষ্ঠু শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন কিরূপে সম্ভবপর? সুতরাং আদি ভক্ত্যঙ্গ যে শ্রবণ, সর্ব্বাগ্রে তাহারই জন্য আমাদিগকে চেষ্টান্বিত হইতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন সাধু-গুরু-পদাশ্রয়ে সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রচার করেন বা এইরূপ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করেন, তাহাদের নিকট শ্রবণ করিলে আমরা বিপথগামীই হইব। তাই বৈষ্ণব-মহাজন আদেশ করিয়াছেন—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

যাহাদের বিষয়-ভোগ-স্পৃহাই প্রবল, যাহাদের বৈষ্ণব-বিদ্বেষই বৃত্তি, তাহাদের মুখে ভাগবত উচ্চারিত হন না, ভাগবতের নামে তাহাদের বিষয়-কথারই আলোচনা হইয়া যায়। যাহারা নিজেরা বৈষ্ণব-অভিমানে অপর সকলকে হেয় প্রতিপন্ন করেন, তাহাদিগকে অবৈষ্ণব জানিতে হইবে, কারণ—

"আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥"
"দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব।
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব॥"

হায়, হায়! কবে আমি হরিদাসগণের পাদত্রাণবাহী—এই অভিমান করিতে সমর্থ হইব? শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা হইলেই শ্রীনামের সুষ্ঠু শ্রবণ সম্ভব, তাই গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট সকাকু প্রার্থনা—তাঁহারা মাদৃশ জীবাধমকে কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ-যোগ্যতা প্রদান করুন, তবেই আমার জীবন ধন্য হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পাণ্ডিত্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে একজন খ্যাতনামা ভাগবত-পাঠক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে তাঁহার পাঠ শুনিয়া ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন—

"ভাগবতে মহা-অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানে ভক্তিহীন-দোষে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"

শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"—ভক্তিদ্বারাই ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, জড়বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যদ্বারা বুঝা যায় না। অতএব সংস্কৃত বলিতে পারিলেই ভাগবত বুঝা যায়, একথা নির্ব্বোধ বালকের প্রলাপ মাত্র।

বৈষ্ণবের অপর নাম—ভাগবত, বৈষ্ণবের জীবনই ভাগবত। যাহার অনুভূতি নাই, যে মায়ার দাস, তাহার কি সাধ্য যে, ভাগবত বুঝিয়া লইবে? বিশ্রবা ঋষি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাহার পুত্র রাবণ অসুর হইয়া মনে করিয়াছিল, আমি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিলাম। কিন্তু—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯ম পঃ)

শুদ্ধভক্তের নিকট গীতা বা ভাগবত জড়বস্তু নহে—অর্থকরী বিদ্যালাভের নির্ব্বাচিত পাঠ্যপুস্তকও নহে অথবা অক্ষজবাদীর জড় দর্শন বা কাব্যগ্রন্থ নহে, কিন্তু কাল কলি, আজকাল তাহাই হইয়া পড়িয়াছে। যে মনে করে যে, সংস্কৃত অক্ষর চিনিলেই বা পাণিনির সূত্র কণ্ঠস্থ থাকিলেই বা অমরকোষ মুখস্থ করিলেই বা সংস্কৃতে কয়েকটা কথা কপ্‌চাইতে পারিলেই গীতা-ভাগবত বুঝিয়া লইতে পারিব, সে অত্যন্ত অপরাধী জীব। মহাজন বলেন—

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ, ভক্তিসার॥

বৈষ্ণব কখনও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সেবক নহেন—"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।" ভক্তির উদয়ে ভগবানে প্রীতি, ভগবদ্-অনুভূতি, ইতরবিষয়ে বিরক্তি লাভ হয়। যাহার ইতর-বিষয়ে বিরক্তি হয় নাই, অথচ নিজকে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তাহাকে কপট জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব রঙ্গক্ষেত্র ভ্রমণকালে একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে শ্রীগীতাপাঠ করিতে দেখিতে পান। ঐ ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ ভাষায় গীতা পাঠ করিতেছিলেন; তাঁহার অশুদ্ধ পাঠ শুনিয়া নিকটবর্ত্তী লোকসকল নানারূপ বিদ্রূপ করিতেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের অপূর্ব্বভাব দেখিয়া মনে হইত, তিনি কতই না আনন্দ অনুভব করিতেছেন! শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে দেখিতেছি, আপনি অক্ষরমাত্রও চিনেন না, তবে আপনার হৃদয়ে এত আনন্দ কি প্রকারে"? ব্রাহ্মণ বলিলেন—

"বিপ্র কহে—'মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাও কৃষ্ণ-দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন॥'
প্রভু কহে—'গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার॥"

অতএব ভুল সংস্কৃতে কথা বলিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলেই অপ্রাকৃত গীতা, পঞ্চরাত্র, ভাগবতের বিচার হৃদয়ঙ্গম সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত 'পণ্ডা' শব্দের উত্তর জাতার্থে 'ইত' করিয়া 'পণ্ডিত' শব্দ নিষ্পন্ন। 'পণ্ডা'-শব্দের অর্থ—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। যাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। সংস্কৃতে 'বেদ' এই ক্রিয়ার অর্থ—'জান'। 'হে জীব! ব্রহ্মবস্তুকে জান'—ইহাই বেদের আদেশ। ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার জন্য যাঁহার উজ্জ্বলা বুদ্ধি হইয়াছে, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। নতুবা যিনি জড়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাকে পণ্ডিত বলা যাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ অনুস্বার ও বিসর্গ-জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতের স্থান অতিনিম্নে দিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিত সংস্কৃত জ্ঞানে পারদর্শী হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে বলিলেন —

"বুঝিলাম, তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোনজন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংস্কৃতে পারদর্শী পণ্ডিতের অহঙ্কারকে অনাদর করিলেন। সেইজন্য সংস্কৃতে কথা কহিতে শিখিলেই নিজের বা সমাজের কোন হিতই করা হয় না। এইরূপ পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার যিনি করেন, তাহাকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে—

"পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসব বঞ্চিল তাহারে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥"

শ্রীগৌরসুন্দর যে-সময়ে নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে নবদ্বীপ শাস্ত্রচর্চ্চা ও পাণ্ডিত্য-কোলাহলে মুখরিত ছিল। কত বড় বড়

নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকেও জানাইয়াছেন—হে ভগবন্, আমি ধন, জন বা পাণ্ডিত্য কিছুই চাহি না; জন্মে জন্মে যেন তোমার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য,—তবে কি মূর্খ হওয়াই শাস্ত্রের অভিমত? না—তাহাও নহে। ভগবদ্ভক্তিবিহীন মূর্খতা ও পাণ্ডিত্য উভয়ই ত্যাজ্য, ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই পণ্ডিত। বাংলা শব্দে অনুস্বার-বিসর্গ লাগাইয়া পণ্ডিত সাজিলে সুবুদ্ধিগণ তাহার বহুমানন করিতে পারেন না—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি-শাস্ত্র-জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥

ভগবদ্ভক্তিহীনের ব্রাহ্মণাদি উচ্চজন্ম, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ-তপ সকলই মৃতদেহে অলঙ্কারের মত লোকরঞ্জনের হেতু মাত্র।

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া 'কাহাকেও পরাস্ত করিব বা নানা কৌশলে আমি সভা জয় করিব' এই দুরভিসন্ধির পোষণ করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করিতে প্রয়াস পায়, সে বৈষ্ণব নহে। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের মৎসরতা নাই। বৈষ্ণব কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করেন না। বৈষ্ণবের জয়-পরাজয় বুদ্ধি নাই। তাঁহারা প্রাণান্তেও নিজেরা বাস্তব সত্যকথা আচরণপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। জীবোদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টার তুলনা হয় না।

বৈষ্ণব—অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যে ভূষিত; তবে তিনি যে তাঁহার স্বভাব সুলভ দৈন্য প্রকাশ করেন, ইহাও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও মহিমা। তিনি জগতের নিকট তাঁহার ইষ্টদেবের নাম প্রচারেই উৎকণ্ঠিত। জীবনে তাঁহার সেবা-চেষ্টাই একমাত্র কাম্য। মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী নাস্তিক সমাজ তাই তাঁহাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ—

"বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
জাতি-বিদ্যা-ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ধন নহে, জন নহে, না চাহে পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি?
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥ (চৈঃ ভাঃ ৯ম অঃ)

—শ্রীরাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

কর্ম্ম ও ভক্তি

'কর্ম্ম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—কার্য্য, অর্থাৎ যাহা করা যায়। কিন্তু দর্শনের পরিভাষায় ইহার একটী বিশেষ অর্থ আছে। আমরা ভগবৎসেবা-কল্পে যে-সকল চেষ্টা করি, সেগুলি ইহার অন্তর্গত নয়; সেগুলির নাম —ভক্ত্যঙ্গ। 'কর্ম্ম' বলিতে যে-সকল কার্য্য লোকে ইহজন্মে বা পরজন্মে অথবা স্বর্গে নিজসুখ-ভোগের আশায় কিংবা এই দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া ইহার সম্পর্কে যে সব ব্যক্তিকে আপন জ্ঞান করে, যথা—জ্ঞাতি, কুটুম্ব, গ্রামবাসী, দেশবাসী, পৃথিবীবাসী, তাহাদের সুখের জন্য যে কার্য্য করা হয়, সেই গুলিকে বুঝায়। আর ভগবানের সেবা উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা ভক্তি। 'ভজ্'-ধাতুর অর্থ সেবা করা। একই কার্য্য ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম্ম হইতে পারে, অন্যক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে; বুদ্ধি-বিচারে তাহার কর্ম্মত্ব অথবা ভক্ত্যঙ্গত্ব। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম-সকল যখন পুণ্য-লাভার্থে বা স্বর্গ-কামনার বশে কৃত হয়, তখন সেগুলিই কর্ম্ম।

আমরা কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। কর্ম্ম আমাদের বন্ধন-দশা বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে সংসারে নিক্ষেপ করে। কর্ম্মে সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও অনুস্যূত আছে। সংসারে এমন কোন সুখ নাই যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত থাকে না। সংসারে সুখভোগে শান্তি নাই। ভোগের দ্বারা কাম বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতে থাকে, আর কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখ আছেই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে কখনই হইতে পারে না। স্বর্গসুখেও কামনার অন্ত নাই, ইন্দ্র-চন্দ্রকেও পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। আর পুণ্য সমাপ্ত হইলে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া আবার সংসার-দশা বরণ করিতে হয়।

ভক্তিই আমাদের নিত্যবৃত্তি। ভগবান্ নিত্য চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ, জীবের স্বরূপও চিৎ। এস্থলে ভগবানে ও জীবে নিত্য অভেদ। এজগতে জীব অচিৎ সংস্পর্শে স্থাবর-জঙ্গম-দেহ লইয়া সংসার করিতেছে। চিৎকণ জীব নিত্যকাল হরিসেবা-রত। বাস্তব জ্ঞানের সন্ধান লইয়া যখন শ্রদ্ধাসহকারে সাধু পদাশ্রয় করিয়া সাধন করিতে থাকি, তখনই আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি ঘটে। তখনই আমরা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবক্রমে ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হইতে পারি। ইহাই জীবের পরম প্রয়োজন, পরম-পুরুষার্থ। ভক্ত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্ম এবং মোক্ষাভিসন্ধানরূপ অপবর্গ—এই চারি পুরুষার্থকে নরক-সদৃশ জ্ঞান করিয়া একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিই যাজন করেন।

অনেকের ধারণা,—কর্ম্ম করিতে করিতে তাহারই ফলরূপে ভক্তি আসিবে, কেননা কর্ম্মিগণও হরিপূজাদি করিয়া থাকেন। ভাগবত-সিদ্ধান্ত তাহা নহে; কারণ কর্ম্ম করিতে করিতে কেবল কামনা-বাসনাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মের ফল কিরূপে ভক্তি হইতে পারে? তবে কর্ম্মে যে ভক্তির মত কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায়, উহা কর্ম্মাঙ্গ, ভক্তি নহে। কর্ম্মে উদ্দিষ্ট বস্তু ভগবান্ আমাদের নিত্যসেব্য, সুতরাং সকল প্রকার ভোগবাঞ্ছা পরিহারপূর্ব্বক ভগবানেরই সেবা কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মিগণ কখনও ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের চাই—নিজের ভোগ। সেই ভোগসাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় কিছু ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা ভক্তের অহৈতুকী ভক্তির সহিত কখনই সমতুল্য নয়। ইহা কর্ম্মাঙ্গ—ইহা দ্বারা ভক্তিলাভ সুদূর-পরাহত।

কর্ম্মীর ভক্তিকে মিশ্রাভক্তি বলা যায় কিনা, একথাও কেহ কেহ প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরে বলা যায়, উহা মিশ্রা ভক্তিও নহে—উহা বিদ্ধা-ভক্তি। যেরূপ বিদ্ধা একাদশী ত্যাজ্যা, তদ্রূপ বিদ্ধা ভক্তিও হেয়া; উহা ভক্তিই নহে, নিজের ভোগের উপায়ভূত অনুষ্ঠান বিশেষ। যেখানে ভগবদ্ভক্তির জন্য কেহ যত্নপর, ভগবানকে নিত্যসেব্যজ্ঞানে তাঁহার সেবাতেই মনোনিবেশ করা হয়; অথচ অনাদিকাল হইতে বদ্ধাবস্থায় যে-সংসারের সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সেই কামনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, এমন অবস্থায় যে ভক্তি, তাহাই মিশ্রা ভক্তি। উহা ভক্তি, তবে কিছু কর্ম্মভাব উহাতে মিশ্রিত। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ঐ কর্ম্মভাবটুকু শ্রীভগবৎকৃপায় কাটিয়া গিয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে।

ধ্রুব মহারাজের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, যদিও তিনি রাজ্য-লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি আছেন—এই বিশ্বাসে ভক্তি-পথাশ্রয় করিয়াছিলেন। কর্ম্মাঙ্গের অন্যতম অনুষ্ঠানরূপে তিনি অনিত্যভক্তির আবাহন করেন নাই। ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তবে রাজ্যলাভরূপ দুর্ব্বাসনা তাঁহার চিত্তকে বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়াছিল। অবশ্য ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গের দ্বারা তাঁহার দুর্ব্বাসনা বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। কর্ম্মীর এরূপ সৌভাগ্য কদাচিৎ লাভ হয়, হইলেও তাহা কর্ম্মের ফল নহে। প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি আদৌ মিশ্রা ছিল না। মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তিনি দেবর্ষির সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। কোনও ইতর কামনা-বাসনাই তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। সাধুসঙ্গের এইরূপ অপার মহিমা। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের আর উপায়ান্তর নাই এবং ভক্তির দ্বারাই সেরূপ সাধুসঙ্গ লাভ সম্ভব।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়]

শ্রীশিব বলিলেন,—হে বৎস নারদ! এক সময়ে আমি বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের নিকট গমন করি। সেখানে আমি তাঁহাকে ঐ একাদশী-ব্রতের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং যথাযথ ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত মুনিগণ এ জগতে নানা ভোগসুখ লাভান্তে স্ব-স্ব-ধামে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ বলিলেন,—হে মহাদেব! এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একাদশীর স্বরূপ কি এবং ব্রতেরই বা ফল কিরূপ, তাহা আমাকে বলুন।

বিশ্বেশ্বর বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! এই একাদশী মহাপুণ্যফল প্রদান-কারিণী, বিশেষতঃ উহা শ্রবণাদি-নক্ষত্রযোগেই মুনিশ্রেষ্ঠগণের করণীয়। তন্মধ্যে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—ইঁহারা সমস্ত পাপ হরণ করিয়া থাকেন। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষিগণেরও এই সকল ব্রত অবশ্য করণীয়। শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী-দিনে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে দ্বাদশী **'জয়া'**-মহাদ্বাদশী নামে বিখ্যাত হন; এই জয়া মহাদ্বাদশী সমস্ত তিথির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ তিথিতে উপবাস করিয়া মানব পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যে শুক্ল-দ্বাদশী-তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহাকে **'বিজয়া'**-মহাদ্বাদশী নামে অভিহিত করা হয়। ঐ শ্রেষ্ঠ তিথিতে দান, হোম ও উপবাসকারীর সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। যে শুক্লদ্বাদশীতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হয়, তাঁহাকে সর্ব্বপাপহারিণী **'জয়ন্তী'** মহাদ্বাদশী বলা হয়। ঐ দিনে শ্রীগোবিন্দ মানব-কর্ত্তৃক উপবাসাদি দ্বারা অর্চ্চিত হইলে তাহার সপ্তজন্মকৃত স্বল্প বা বহুতর পাপ নিশ্চিতই প্রক্ষালন করিয়া থাকেন। শুক্লদ্বাদশী-তিথিতে যদি পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে উহা মহাপুণ্যশালিনী **'পাপনাশিনী'**-মহাদ্বাদশী নামে বিখ্যাত হন। এক বৎসরকাল ব্যাপিয়া নিত্য তিলপ্রস্থ দানে যে ফল হয়, ঐ মহাদ্বাদশীতে একদিন উপবাসেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে এবং ব্রতাচরণকারীর প্রতি জগৎপতি সর্ব্বেশ্বর হরি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ-স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন। সুতরাং এই ব্রতের অনন্ত ফল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

সগরপুত্র অসমঞ্জ, কুকুৎস্থ (ইক্ষাকু পুত্র পুরঞ্জয়), নহুষ ও গাধিরাজের ঐ পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীতে উপবাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে

সর্ব্বসম্পদ দান করিয়াছিলেন। একমাত্র পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত এই মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মানব সপ্তজন্মকৃত বাচিক, মানসিক ও কায়িক অশেষ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাদ্বাদশী-ব্রত পালন করিয়া মানব সহস্র-একাদশী-ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রতদিনে স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবার্চ্চন প্রভৃতি যাহা কিছু করে, তাহারই অক্ষয় ফল লাভ হয়। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষিগণের যত্নের সহিত এই পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী-ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মহারাজ পঞ্চম অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক অবভৃথ-স্নানান্তে যদুবংশ-তিলক শ্রীকৃষ্ণকে একাদশী-ব্রত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে কৃষ্ণ! একাদশী-ব্রতে উপবাস, নক্ত ও একভুক্ত-ভেদে কি পুণ্য এবং কি ফল, সে-সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন্। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! হেমন্তকাল উপস্থিত হইলে শোভন গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় যে একাদশী, তাহাতে উপবাস করিবে। দশমীদিনে একভুক্ত বা নক্তব্রত আচরণ, শুদ্ধচিত্ত ও দৃঢ়ব্রত হওয়া সমস্ত দশমী-দিনের নিয়মরূপেই জানিবে।

দিবসের অষ্টমভাগে সূর্য্যতেজ মন্দীভূত হইয়া আসিলেই যে ভোজন, তাহাই নক্তব্রত, রাত্রিতে ভোজনকে নক্তব্রত বলা যায় না। আকাশে নক্ষত্র-দর্শনই গৃহস্থাশ্রমীর নক্ত নামে কথিত হয়। সুতরাং উক্ত নক্তব্রতে দিনের অষ্টমভাগেই ভোজন কর্ত্তব্য, রাত্রিতে ভোজন নিষেধ জানিতে হইবে। হে যুধিষ্ঠির! তৎপরে প্রভাত সময়ে একাদশী-ব্রতধারী স্নানান্তে ব্রতোক্ত নিয়ম গ্রহণপূর্ব্বক মধ্যাহ্নেও দেহশুদ্ধির জন্য স্নান করিবে। ঐ স্নান—কূপ-জলে অধম, বাপীজলে মধ্যম ও তড়াগে উত্তম এবং নদীতে তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ জানিবে। আর যে জলের মধ্যে স্নানের জন্য অবস্থানকালে জলস্থ প্রাণিগণ পীড়াপ্রাপ্ত হয় বা মরিয়া যায়, সেরূপ জলস্নানে পাপ ও পুণ্য সমান হয়; অর্থাৎ স্নানজন্য যেমন পুণ্যোদয়, আবার প্রাণিবধ জন্য পাপে পুণ্য নষ্ট করে। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তদপেক্ষা গৃহে স্নানই উত্তম—গৃহস্নানে জল বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যায়; সুতরাং গৃহেই স্নান করা কর্ত্তব্য। ঐ দিন ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক একচিত্ত ও দৃঢ়ব্রত হইবে এবং অন্ত্যজ ব্যক্তি, দুরাচার, পাষণ্ডী, মিথ্যাবাদরত, ব্রাহ্মণনিন্দক, অগম্যাগমনরত, পরদ্রব্যাপহারী ও পরস্ত্রীগামী প্রভৃতি লোকের সহিত আলাপ করিবে না। শ্রীকেশবের

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

পূজাপূর্ব্বক নৈবেদ্য প্রস্তুত ও ভক্তিযুক্তচিত্তে ভগবন্মন্দিরে দীপদান কর্ত্তব্য।

হে পার্থ যুধিষ্ঠির! ঐ একাদশীর দিনে নিদ্রা ও মৈথুন বর্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাদিদ্বারা সমস্তদিন যাপন করিবে এবং রাত্রিতে জাগরণ করিয়া প্রভাতে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও দক্ষিণা দানপূর্ব্বক বিঘ্নাদিশূন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। উক্ত বিধি-অনুসারে যেমন কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী-ব্রত করিবে, তদ্রূপ শুক্লপক্ষীয় একাদশীও করিবে হইবে, উভয়পক্ষীয় একাদশীর মধ্যে কোনও বিভেদ জ্ঞান করিবে না।

একাদশী-ব্রতের ফল অতুলনীয়

হে যুধিষ্ঠির! এই প্রকারে যে ব্যক্তি একাদশী-ব্রতাচরণ করে, তাহার যে পুণ্যলাভ হয়, তাহাও শ্রবণ কর। মানব সমুদ্রস্নান করিয়া বা বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা একাদশী-ব্রতের ষোড়শভাগের একভাগের তুল্যও নহে। চারিলক্ষ সংক্রান্তিতে দান করিয়া যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষা একাদশী-ব্রতের ষোলগুণ ফল হয়। প্রভাসক্ষেত্রে বা চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ-স্নানে যে পুণ্য হয়, একাদশীর উপবাসেও নিশ্চয়ই উপবাসকারীর সেই ফল হইয়া থাকে। কেদারে জলপান করিলে যেমন আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেইরূপ একাদশী-ব্রতও গর্ভবাস ক্ষয় করেন অর্থাৎ ঐ ব্রতকারীরও পুনর্জ্জন্ম হয় না।

হে যুধিষ্ঠির! পৃথিবীতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল হয়, একাদশীর উপবাসে তাহার শতগুণ ফল হইয়া থাকে। দ্বিজোত্তম তপস্বিগণ গৃহে ভোজন করিলে যে ফল হয় একাদশীর উপবাসেও সেই ফল হইয়া থাকে। বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে গো-সহস্রদানে যে ফল হয়, একাদশী-ব্রতকারীর তদপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের দেহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতা বাস করেন অর্থাৎ যাঁহারা দেবতুল্য, একাদশী-ব্রতকারীর দেহেও উক্ত দেবতাত্রয়ের অবস্থানহেতু ব্রতকারীও দেবতুল্য জানিবে। যে সকল মানব ভক্তির সহিত রুক্মিণী-পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপ্রদ এই একাদশী-ব্রত পালন করেন, তাঁহারাই এজগতে প্রকৃত পুণ্যকর্ম্মা। একাদশী-ব্রতের পুণ্যের পরিমাণ অসীম। দেবতাগণেরও দুর্লভ যে পুণ্য, সে-সমস্তই এই ব্রতকারী লাভ করিয়া থাকেন।

একাদশী-ব্রতজন্য যে পুণ্য হয়, নক্তভোজন করিলে তাহার অর্দ্ধেক পুণ্য হয়। আর একভুক্ত (মধ্যাহ্নে একবার ভোজন) দ্বারা মানবের নক্তব্রতের অর্দ্ধেক ফল লাভ হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত মানব শ্রীবিষ্ণুর পরমপ্রিয় এই একাদশী-ব্রত না করে, ততদিন পর্য্যন্তই তীর্থসকল, দান ও অন্যব্রত-নিয়মাদি স্ব-স্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। হে যুধিষ্ঠির, অতএব তুমি এই ব্রতাচরণ কর। আর তুমি যে ইহার পুণ্যের পরিমাণ জানিতে চাহিয়াছ, তাহা আমি নিজেই অবগত নহি। হে পার্থ! তোমার নিকট এই গোপ্য ব্রতকথা বর্ণন করিলাম। সহস্র যজ্ঞ করিয়াও একাদশীর সমান ফললাভ হয় না। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব

প্রকৃত তত্ত্ববস্তুর বা পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইতে হইলে আমাদের এই জড়চক্ষুর সাহায্যে তাহা সম্ভবপর নহে। কেবলমাত্র প্রাতিভাসিক সত্য বা Apparent Truthই আমাদের এই জড় দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভাব্য। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যে-সকল সত্য আমরা বর্ত্তমান সময়ে অবগত হইতেছি, সে-সকল আমাদের ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ ব্যাপার নহে। যে-সকল জীবাণু আমাদের সাধারণ দৃষ্টিশক্তিকে মিথ্যায় পর্য্যবসিত করিতেছে, তাহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিকট ধরা পড়িতেছে। যে অতিক্ষীণ বৈদ্যুতিক কম্পন ও প্রবাহ আমাদের সাধারণ অনুভব-শক্তিকে পরাভূত করিতেছে, যন্ত্র-বিশেষের সাহায্যে আমরা তাহারই অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছি। এমন কি, বৃক্ষ-পত্রাদির সুখ-দুঃখবোধ আছে, মানুষের সুখে তাহারা প্রফুল্লিত হয় এবং দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করে, এ সকল ব্যাপারও আমরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সহায়তায় অবগত হইতেছি। এই সকল ব্যাপারই এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন দিক্ এবং এই কারণেই ইহা আমাদের প্রাকৃত দর্শনের অধিকারভুক্ত।

'প্রাকৃত' শব্দের নিরুক্ত—প্রকৃতি হইতে জাত। Natural ও Phenomenal শব্দেও জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগতে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত সত্তাকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু তত্ত্ববস্তুর জড়ের ন্যায় কোন একটী নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, তজ্জন্য তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য নহে। তাহা উপলব্ধির জন্য প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে না, অপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাহা সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্ অপেক্ষা অন্ধের তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকারের ক্ষমতা অধিক, তাহা নহে। জ্ঞান-চক্ষু দ্বারাই ইহার দর্শন সম্ভবপর এবং সকল অন্ধের এই জ্ঞান-চক্ষু না-ও থাকিতে পারে। এই জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলনের জন্য শ্রবণ এবং শ্রুত-বিষয়ে বিচারণ আবশ্যক। প্রপত্তিহীন চেষ্টা দ্বারা অক্ষজ এবং প্রপত্তিযুক্ত হইলে অধোক্ষজ জ্ঞান লব্ধ হয়। অক্ষজ জ্ঞান বা Emperic knowledge প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সাহায্য লাভ করিয়া উহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। আমরা ঐ সকল পুস্তকাদি পাঠে তত্তৎ জ্ঞান আহরণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। অক্ষজ জ্ঞান যদিও প্রাকৃত দর্শনোত্থ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করে, তথাপি আমাদিগকে সাধারণতঃ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই জ্ঞান লাভ করিতে হয়, যেহেতু শব্দ বা Authority জ্ঞান-লাভের অন্যতম উপায়।

অপরপক্ষে অধোক্ষজ জ্ঞান বা Transcendental Knowledge আমাদিগকে বাহির হইতে লাভ করিতে হয় না। ইহা আমাদের আত্মার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ বা অতীন্দ্রিয়। সুতরাং অক্ষজ ও অধোক্ষজ-জ্ঞানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। অক্ষজজ্ঞানে আজ যাহা লাভ হইতেছে, কালই তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে এবং অন্য প্রকার জ্ঞান তাহার স্থানাধিকার করিতেছে। কিন্তু অধোক্ষজ জ্ঞান স্থান-কালাদির অতীত এবং

কোনরূপ পরিবর্ত্তনেরও অবকাশ রাখে না। অক্ষজজ্ঞান জড়জগতের অনাত্ম-বিষয়ের অনাত্ম-বিচারোত্থ জ্ঞান। জড়জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, অতএব অক্ষজ-জ্ঞানের নিত্য স্থায়িত্ব নাই; পরিবর্ত্তনই তাহার প্রধান লক্ষণ। পক্ষান্তরে অধোক্ষজ জ্ঞান—আত্মসম্বন্ধীয় অতীন্দ্রিয় নিত্যজ্ঞান।

অধোক্ষজ জ্ঞানের আর একটী বৈশিষ্ট্য—ইহা একান্তরূপে আম্নায়-পরম্পরাগত বা গুরুমুখী। আত্মবস্তুকে চাক্ষুষ দেখা যায় না, তাহার ঘ্রাণ লওয়া যায় না, তাহাকে স্পর্শ করা যায় না; এককথায় আত্মা সর্ব্বপ্রকার জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। আত্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান জড়েন্দ্রিয়-লভ্য নহে। জড়ীয় জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই জ্ঞান অন্যকে দান করিতে পারেন; তদ্রূপ আত্মজ্ঞানীই তদ্বিষয়ক জ্ঞান অন্যকে দান করিতে সমর্থ। জড়জ্ঞানীর অন্যকে অধোক্ষজ জ্ঞান দানের ক্ষমতা বা অধিকার নাই—তাঁহারা নিজেরাই এই পরমার্থ জ্ঞানের কাঙাল।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনোধর্ম্মের রাজ্য, আর অধোক্ষজ জ্ঞান হইতে আত্মধর্ম্ম আরম্ভ। অধোক্ষজ বস্তু—অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এই পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত। সেবকের সেবাবৃত্তির ক্রম-বিকাশানুসারে অধোক্ষজ বস্তু আত্মপ্রকাশ করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বহু রূপ স্বীকৃত হইলেই পঞ্চোপাসনা ও মায়াবাদের আবাহন করা হয়। অধোক্ষজ তত্ত্ব এইরূপ সর্ব্বনাশা বুদ্ধি হইতে জীবকুলকে নিরস্ত করেন। মহাজনগণ, অধোক্ষজই অপ্রাকৃত হইলেও, অধোক্ষজ অপেক্ষা অপ্রাকৃতেরই ঔৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দ-তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত অত্যধিক সেবানিরত-হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময়ী ও অপ্রাকৃত রসময়ী। * * 'অধোক্ষজ'-শব্দে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু 'অপ্রাকৃত'-শব্দে স্ব-মাধুর্য্যভাব-প্রচুর। * * 'অধোক্ষজ' প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত নহেন; অধোক্ষজ—অপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত। সেই অপ্রাকৃতে চিৎপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ, চিদপরোক্ষ ও চিন্ময়-অধোজক্ষতত্ত্ব ব্যক্ত।"

এই পরম চিজ্‌জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মোপলব্ধ শ্রীগুরুর চরণে একান্ত শরণাগতি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তিনিই এই অপার্থিব জ্ঞানদানের একমাত্র অধিকারী। অতএব বুদ্ধিমান্ জনগণ নশ্বর জড়জ্ঞানের বহুমানন না করিয়া ও তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পরমধন আত্মজ্ঞান-লাভেই সর্ব্বদা নিরলস ও যত্নবান হইয়া থাকেন।

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি.ই.

গৌড়ীয়ের অষ্টাদশ বর্ষ

আমরা অষ্টাদশ-বর্ষে উপনীত হইয়াছি। 'বর্ষ' বলিতে কালের একটী অঙ্গকে বুঝায়। কিন্তু 'কাল' বলিতে মায়িক কালকে লক্ষ্য করিলে অনেক-প্রকার কালের কথা আমরা জানিতে পারি। একই কালকে (সময়) বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার নানা প্রকার সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটী কালই প্রধান। এই তিনটী কালের মধ্যে বর্ত্তমান কাল সর্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান কালকে বাদ দিলে কোন কালেরই অবস্থিতি স্বীকৃত হয় না। কোন দার্শনিক বর্ত্তমানকে মিথ্যাজ্ঞান করিয়া উহাকে বিশ্ব-মিথ্যায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মিথ্যাজ্ঞানই অজ্ঞান, কুজ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞান।

বর্ত্তমান ভারতীয় ন্যায়-বিচারক্ষেত্রে কোন মানব অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত না হইলে বা তাহা পরিপূর্ণতা লাভ না করিলে তাহার আত্মবোধ সিদ্ধ নহে বলিয়া আইন-পরিষদ স্থির করিয়াছেন। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন, গৌড়ীয়ের বর্ত্তমান বর্ষ হইতে আত্মবোধের পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হইবে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মানুষ ১৮শ বর্ষে সাবালক হইবার পূর্ব্বে নাবালক কালে তাহার আত্মবোধ না থাকায় পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত ক্রিয়াসকল ন্যায়-বিজ্ঞান-রাজ্যে বা সাধারণের নিকট অস্বীকৃত অর্থাৎ নাবালকের কোন আইনসঙ্গত ক্রিয়া শুদ্ধ নহে। অভিভাবকের দ্বারাই অর্থাৎ হিতকামী ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই তাহার শুদ্ধিতা লাভ করে। এইরূপ যুক্তি উত্থাপন করিলে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অঙ্গীকৃত হইবে কি-প্রকারে? তজ্জন্যই 'কাল' সম্বন্ধে বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের জীবন-স্বরূপ।

—উত্তরে জানাইতেছি যে, পরমহংসকুল-চূড়ামণি জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র নিত্য, স্থায়ী অভিভাবকসূত্রে শ্রীপত্রিকা পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? আমরা প্রতি বর্ষের প্রতি সংখ্যায়ই উক্ত মহাপুরুষকুল-চূড়ামণি শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ মঙ্গলাচরণমুখে প্রথম হইতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের কালগত বৈষম্যের মধ্য দিয়া বিচার করিলেও কাল-বৈষম্য-দোষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রবেশ করে না বা করিতে পারে না।

বিশেষতঃ বক্তব্য এই যে, মায়িক কালের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী কালের অবস্থিতি পরিলক্ষিত হইলেও বৈয়াকরণিকগণ দশবিধ কালের বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈয়াকরণিক কাল আমাদের বৈকুণ্ঠ-কালের একটী ক্ষুদ্রতম অংশকেও স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। বৈকুণ্ঠ-কালগত সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম পল, বিপল, অনুপলাদি ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্মতম অবস্থিতির কথা গ্রহণ করিলেও, পার্থিব যুগ-যুগান্তর-মন্বন্তরাদির অনন্তগুণে গুণিত শ্রেষ্ঠ কালকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-কালের তুলনায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির চতুর্যুগীয় ব্যবধধানকে মন্বন্তরে পরিণত করিয়াও শাস্ত্রকারগণ কালের অন্ত না পাইয়া অনন্ত-কালের কথা জানাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে বর্ত্তমান কলিযুগকে অষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগীয় শেষ কালকে লক্ষ্য করিয়াই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেছি। ইহা নিত্যকালের কত নিম্নতম অংশের অংশ, তাহা আজ পর্য্যন্ত সসীম ভাষায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তথাপি কাল-বৈষম্যের চিন্তা মনুষ্য বা প্রাণীমাত্রেরই মস্তিষ্কে আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছে।

'বর্ত্তমান কালে'র অস্তিত্ব-অঙ্গীকারকারী দার্শনিকগণের অবিচার ও অজ্ঞতার পরিণতি-স্বরূপ বিবিধ নাস্তিকতার লেলিহান্ জিহ্বা বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহারা ঈশ্বর-চিন্তাকে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত করিয়া শূন্যমার্গে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। আমরা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপা-দৃষ্টিতে কালাতীত তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার শিক্ষালাভ করিয়াছি এবং তাহাই সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করিবার জন্য "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র লেখনী-মাধ্যমে সরব ও নীরব ভাষায় সঙ্কীর্ত্তন-বিজ্ঞান প্রকাশ করিতেছি।

'নিত্যকাল' বলিতে নিত্য বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করা হয়। যাহারা বর্ত্তমান স্বীকার করেন না, তাহাদের পক্ষে নিত্যকাল বা নিত্য-বর্ত্তমানকাল রুদ্র ও বিভীষিকা-স্বরূপ। এস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীভগবানের নিত্যলীলার কথা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যলীলার কথা যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে পার্থিব কালের লেশমাত্রও স্পর্শ নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ভগবৎ-তত্ত্বের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণাদি-কালে পার্থিব কালের সহিত উপমিত লক্ষিত হইলেও তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে উপমাণ-স্বরূপ নহে। নিত্যকাল' বলিলে উহা কখনও পার্থিব-'কালকে' বুঝায় না। পরি-ভাষার মাধ্যমে 'কাল' শব্দ ব্যবহৃত হইলেও ইহা কালাতীত তত্ত্ব এবং নিত্য-

বর্ত্তমান তত্ত্ব। সুতরাং নিত্যকাল-সংজ্ঞক কালের ছায়া-স্বরূপ বর্ত্তমান-যুগীয় কাল।

ছায়া বস্তুতঃ কায়া নহে। কায়া সাক্ষাৎ বস্তু, উহার ছায়া অবাস্তব বস্তু। তথাপি মিথ্যা—সত্যাশ্রিত মিথ্যাবস্তু। উদাহরণ-স্বরূপে কোন একটী পুরুষের ছায়াকে বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলেও কায়ার তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হয় না; নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধভাবে কায়ার অবস্থিতি উপলব্ধ হয়। এমন কি, সেই পুরুষটী সূর্য্য-রশ্মিপাতের মধ্যে স্থানান্তরে গতানুগতিক ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার ছায়া সেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গেই যাতায়াত করিয়া থাকে। ছায়া কায়া হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না বা হইতে পারে না। ঠিক সেই প্রকার মায়িক কাল অপ্রাকৃত নিত্য-কালের সহিত সংপৃক্ত থাকিয়া অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র। অতএব মায়িক কাল অবাস্তব, উহা বাস্তব নিত্য-কালের ছায়ামাত্র।

ঈশ্বরের নিত্যলীলা নিত্যকালই বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইহার কখনও শেষ নাই। শুধু শেষ নাই অর্থাৎ বলিলেই চলিবে না, ইহার কোন আদিও নাই; আদি ও অন্ত—মায়িক কালেই অবস্থিত; মায়াতীত কালে আদি ও অন্ত নাই; নিত্যকালই ইহার অবস্থিতি। ভগবানের জন্ম-লীলা, বাল্য-লীলা, কৈশোর-লীলা, যৌবন-লীলা, প্রৌঢ়-লীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য-বর্ত্তমান। এমন কি, ভগবানের বাল্যলীলায়ও যৌবন-লীলার প্রকাশ স্পষ্ট-ভাবে পরিলক্ষিত ও অনুভূত হয় এবং যৌবনেও বাল্যলীলা পরিস্ফুট থাকে। নিত্যলীলায় মায়িক কালগত বৈষম্য এইরূপভাবে ধ্বংসীভূত হইয়াছে। ভগবানের নিত্য-লীলাগত বৈষম্যই মায়িক লীলায় বিকৃতভাবে যাহা প্রতি-ফলিত হইয়াছে, তাহাই বৈয়াকরণিককুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামিপাদ 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে'র "আখ্যাত প্রকরণে" নিরূপণ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল।—

প্রবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যতোঽর্ব্বাচীন-বস্তুষু।
হরেস্তস্যৈব লীলাস্তা নিরূপ্যন্তে যথামতি॥

যে পরমেশ্বর হইতে "অর্ব্বাচীন" অর্থাৎ আধুনিক বস্তুসমূহে (ছায়াস্বরূপে) 'ক্রিয়া'সকল অবস্থিতি করিতেছে, সেই শ্রীহরির লীলাস্বরূপ ক্রিয়াসকল যথাজ্ঞান সাধিত হইতেছে।

শ্রীল জীবপাদের উক্ত শ্লোকের অনুবাদ করিতে গিয়া বন্ধনী মধ্যে [ ]

ছায়াস্বরূপে বাক্যটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল শ্লোকে ঐ শব্দটী না থাকিলেও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—

বিশ্ব বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলন, ইহা দার্শনিক-সমাজে সর্ব্বত্রই সুবিদিত। 'বিকৃত প্রতিফলন' বলিলে বিপরীত ছায়াকেই লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং ভগবানের লীলাসমূহই অর্ব্বাচীন বা আধুনিক জগতে বিকৃত 'ক্রিয়া'রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং ক্রিয়ামাত্রেই বৈয়াকরণিকের মতে দশবিধ কালের যে কোন একটী কাল অবস্থিতি করে। এই কাল-ধর্ম্মের অবস্থিতি বৈকুণ্ঠ-জগতে ভগবল্লীলার প্রতিচ্ছবি। ভগবল্লীলায় দশবিধ-কালীয় অথবা তদতিরিক্ত বিভিন্নকালীয় ক্রিয়া বা লীলা অবস্থিত না থাকিলে বর্ত্তমান অর্ব্বাচীন বিশ্বে তাহার অবস্থিতি সম্ভাপর নহে। কেবল বৈকুণ্ঠ-জগতের বিকৃতভাবইইহজগতে প্রতিফলিত। বিশ্বের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকৃতভাববিলুপ্ত হইয়া ঈশ্বরে সুপ্ত বা অচেতন অবস্থায় (Latent formএ)অবস্থিতি করিলেও ছায়ার কোন প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরে পরিলক্ষিত হয় না। মানুষের ছায়ায় আঘাত করিলে যে-প্রকার কায়া-স্বরূপ মানুষের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নাই, সেই প্রকার ছায়া-স্বরূপ বিশ্বের কোন প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরে নাই। 'বর্ত্তমান বিশ্বের ক্রিয়া' বলিতে ভগবানের বিকৃত লীলাই বুঝায়। সুতরাং এই বিশ্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলে জীব নিত্য-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করে।

সুতরাং গৌড়ীয়ের নাবালকত্ব ও সাবালকত্ব উভয়ই সমান। শিশু গোপাল-কৃষ্ণ বৃদ্ধ-বৈষ্ণবগণেরও উপাস্য। পরতত্ত্বে যে বালত্ব অর্থাৎ নাবালকত্ব, তাহাতে পার্থিব কালতত্ত্বের বিন্দুমাত্রও স্পর্শ নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী-বিকাশ-বিগ্রহ "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' অষ্টাদশ বর্ষ বা প্রথম বর্ষ হইতে সপ্তদশ বর্ষ তত্ত্বতঃ একই এবং একই সিদ্ধান্ত ধারাবাহিক-রূপে গ্রথিত শৃঙ্খলিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Uuder Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e., once in a month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address — Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vadanta Baman Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia) W. B.
6. Names and Address of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the capital.

Paramahansa-Swami Shri Shrimad Bhakti Projnan Keshab Maharaj, Founder-Acharya & Controller, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society.

I, Bhakti Vedanta Baman hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

14. 3. 1966. Sd/- BHAKTI VEDANTA BAMAN
Signature of Publisher,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭২ { ২য় সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হেমন্তবিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

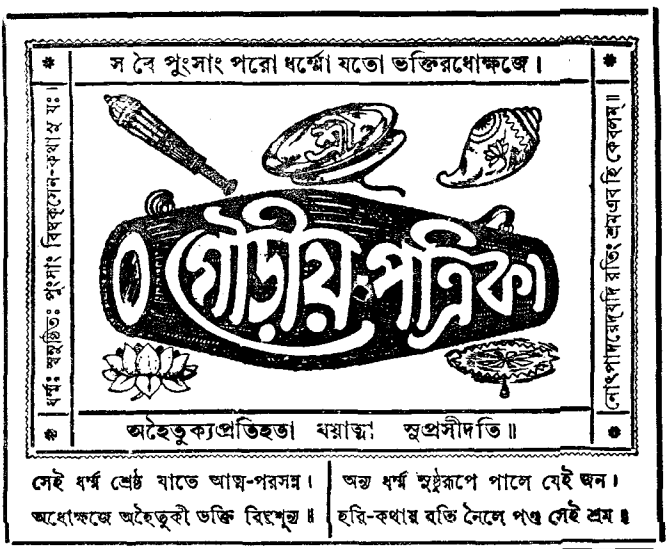

১৮শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৭ মধুসূদন, ৪৮০ গৌরাব্দ | ২য় সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭২ ; ইং ১৪।৪।১৯৬৬

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ]

প্রমাণখণ্ডঃ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্।
তস্যাস্তটে পশ্চিমে হি বৃন্দাবনং বিদুর্বুধাঃ॥২৫॥

ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে গোকুলস্বরূপ শ্রীমায়াপুর এবং তাহার পশ্চিমতটে বৃন্দাবন অবস্থিত, ইহা বুধগণ বলেন॥২৫॥

তত্র রাসস্থলী দিব্যা পুলিনং বালুকাময়ম্।
রাসস্থলী পশ্চিমে তু পুণ্যং ধীরসমীরকম্॥
যদ্‌যদ্‌বৃন্দাবনে দেবি তত্তত্তত্র ন সংশয়ঃ॥২৬॥

সেখানে দিব্য রাসক্ষেত্র বর্ত্তমান। রাসক্ষেত্রের পশ্চিমে মন্দ মন্দ সমীরণ—

সুশীতল বালুকাময় পবিত্র সৈকত অবস্থিত। হে দেবি, বৃন্দাবনের যাবতীয় বিষয়ই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২৬॥

ত্বং হি মায়া হরেঃ শক্তি র্দুর্ঘটনপটীয়সী।
চিন্ময়মন্তরাদিত্যমাচ্ছাদয়সি সাম্প্রতম্ ॥২৭॥

তুমি অঘটনপটীয়সী শ্রীহরির মায়াশক্তিরূপে চিন্ময় অন্তঃসূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাক ॥২৭॥

ততো মায়াপুরখ্যাতির্যোগপীঠস্য ভূতলে।
প্রৌঢ়ামায়া তব খ্যাতিঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে প্রিয়ে ॥২৮॥

সেইজন্য এই যোগপীঠ ভূতলে 'মায়াপুর' নামে এবং তুমি 'প্রৌঢ়ামায়া' নামে বিখ্যাতা হইয়াছ ॥২৮॥

গতে তু পুলিনাভ্যাসং কালে শ্রীগৌর-বিগ্রহে।
বংশীবটং সমাশ্রিত্য ত্বং পাসি বৈষ্ণবান্ জনান্ ॥২৯॥

যখন শ্রীগৌরসুন্দর পুলিন সমীপে গমন করেন, তৎকালে তুমি বংশীবট আশ্রয় করতঃ বৈষ্ণবগণকে পালন করিয়া থাক ॥২৯॥

অহং বৃদ্ধশিবঃ সাক্ষাৎ প্রভোরাজ্ঞানুসারতঃ।
কল্পিতৈরাগমৈস্তৈস্তৈর্বঞ্চয়ামি বহির্মুখান্ ॥৩০॥

আমি বৃদ্ধশিব নামে বিখ্যাত হইয়া প্রভুর আজ্ঞানুসারে কল্পিত আগমশাস্ত্র প্রকাশ করত বহির্মুখগণকে বঞ্চিত করিয়া থাকি ॥৩০॥

লীলাপুষ্টিং ভগবতশ্চৈতন্যস্য হরেঃ স্বয়ম্।
করোমি সততং দেবি তব মায়াবলেন হি ॥৩১॥

হে দেবি, আমি তোমার মায়াবলে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যরূপ ভগবান্ শ্রীহরির লীলাপুষ্টির বিধান করিয়া থাকি ॥৩১॥

অন্তর্দ্বীপে হরিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণং কৃপয়া স্বয়ম্।
গৌরাবতার-তাৎপর্য্যং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥৩২॥

অন্তর্দ্বীপে সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীব্রহ্মার নিকট শ্রীগৌরাবতারের যথার্থ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন ॥৩২॥

সীমন্তদ্বীপমাসাদ্য ত্বং হি দেবি সনাতনি।
দদর্শ সুন্দরং রূপং গৌরাঙ্গস্য মহাত্মনঃ ॥৩৩॥

হে দেবি, তুমি সীমন্তদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মনোরম রূপ দর্শন করিয়াছিলে ॥৩৩॥

তৎসমীপে মহাদেবি মথুরা বিদ্যতে পুরী।
অভবৎ যত্র বৈ কংসো যবনস্য গৃহে কলৌ ॥৩৪॥

অয়ি মহাদেবি, তাহার নিকটে মথুরাপুরী বর্ত্তমান, সেখানে কলিকালে কংস যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥৩৪॥

শোধিত্বা তং কীর্ত্তনাদৌ শ্রীগৌরসুন্দরঃ প্রভুঃ।
তীর্থং দ্বাদশকং তীর্ত্বা শ্রীধরস্য গৃহং যযৌ ॥৩৫॥

প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর আদিকীর্ত্তনকালে তাহাকে শোধন করত দ্বাদশ তীর্থ উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তদ্ধি নবদ্বীপে দেবি সুদামপুরমীর্য্যতে।
তত্রৈব বর্ত্ততে গৌরি বিশ্রামকুণ্ডমুত্তমম্ ॥৩৬॥

হে গৌরি, সেই নবদ্বীপে সুদামপুর অবস্থিত, তাহার মধ্যে বিশ্রামকুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥৩৬॥

ময়মারীং ততোত্তীর্য্য দৃষ্ট্বা রামপরাক্রমম্।
সুবর্ণসেনদুর্গে স ননর্ত্ত কীর্ত্তনে হরিঃ ॥৩৭॥

অনন্তর শ্রীহরি ময়মারী নামক স্থান অতিক্রম ও রামচন্দ্রের বীর্য্যদর্শন করত সুবর্ণসেনের দুর্গে কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

দেবপল্লীং ততো গত্বা দেবান্ সূর্য্যমুখান্ প্রভুঃ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্লাবয়ামাস ভামিনি ॥৩৮॥

অয়ি মানিনি, তাহার পর প্রভু দেবপল্লীতে গমন করিয়া সেখানে সূর্য্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট দেবতাগণকে শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্ত্তনানন্দে প্লাবিত করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

ক্ষেত্রং হরিহরং তীর্ত্বা কাশীঞ্চ মোক্ষদায়িনীম্।
গোদ্রুম-দ্বীপমাসাদ্য সুরভী-সেবিতং হরিঃ।
ননর্ত্ত পরমাবিষ্টো মৃকণ্ডসুতসন্নিধৌ ॥৩৯॥

অতঃপর শ্রীহরি হরিহরক্ষেত্র ও মোক্ষদায়ক কাশীক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া সুরভি-কর্ত্তৃক সেবিত গোদ্রুমদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় মার্কণ্ড সমীপে পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

মধ্যদ্বীপং ততো গত্বা সপ্তর্ষিমণ্ডপে হরিঃ।
ননর্ত্ত নৈমিষে তীর্থে সাবধূতঃ সপার্ষদঃ ॥৪০॥

অনন্তর তিনি মধ্যদ্বীপে গমন করিয়া নৈমিষতীর্থে সপ্তর্ষিমণ্ডপে অবধূত ও পার্ষদগণসহ নৃত্য করিয়াছিলেন ॥৪০॥

ততো গত্বা পুষ্করাখ্যং তীর্থং বিপ্রনিষেবিতম্।
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং প্লাবয়ামাস কীর্ত্তনৈঃ ॥৪১॥

সেস্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ-পরিষেবিত পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া কীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছিলেন ॥৪১॥

ততো মহাপ্রয়াগাখ্যং পঞ্চবেণীসমন্বিতম্।
তীর্থং শ্রীজাহ্নবীং তীর্ত্বা কোলদ্বীপং জগাম হ ॥৪২॥

তথা হইতে পঞ্চবেণীযুক্ত মহাপ্রয়াগ তীর্থ ও শ্রীগঙ্গাদেবী উত্তীর্ণ হইয়া কোলদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন ॥৪২॥

সমুদ্রসেনরাজ্যে তু গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
কীর্ত্তয়িত্বা হরিং দেবি চম্পাহট্টং জগাম হ ॥৪৩॥

হে দেবি, পরে তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-স্থলে সমুদ্রসেনের রাজ্যে হরি-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক চম্পকহট্টে গমন করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

ঋতুদ্বীপং ততো গত্বা দৃষ্ট্বা শোভাং বনস্য চ।
রাধাকুণ্ডাদিকং স্মৃত্বা রুরোদ শচীনন্দনঃ ॥৪৪॥

অতঃপর শচীনন্দন ঋতুদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বনের শোভা সন্দর্শনে রাধাকুণ্ডাদির স্মরণ হওয়ায় রোদন করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

ততঃ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে শ্রীবিদ্যানগরং হরিঃ।
দদর্শ পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং বেদস্থানমত্যুত্তমম্ ॥৪৫॥

সেখান হইতে প্রভু পার্ষদগণ সহ সঙ্কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে করিতে বেদবিদ্যার অত্যুত্তম ক্ষেত্র বিদ্যানগর দর্শন করিয়াছিলেন ॥৪৫॥

জহ্নুদ্বীপং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা জহ্নুতপোবনম্।
মোদদ্রুমে রামলীলাং স্মরন্ গৌরং মুমোদ হ ॥৪৬॥

অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর জহ্নুদ্বীপে জহ্নুমুনির তপোবন দর্শন করিয়া মোদদ্রুমে রামলীলা স্মরণ-পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥৪৬॥

বৈকুণ্ঠপুরমধ্যে তু দৃষ্ট্বা নিঃশ্রেয়সং বনম্।
ব্রহ্মাণীং বিরজাপারে গতবান্ শ্রীমহৎপুরম্ ॥৪৭॥

বৈকুণ্ঠপুর মধ্যে নিঃশ্রেয়স বন ও বিরজার পারে ব্রহ্মাণীকে দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমহৎপুরে গমন করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

স্থানঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং কাম্যনাম বনং শুভম্।
দৃষ্ট্বা পঞ্চবটীঞ্চাত্র শ্রীশঙ্করপুরং যযৌ ॥৪৮॥

অতঃপর পাণ্ডুপুত্রগণের পরম পবিত্র কাম্যবন ও পঞ্চবটী দর্শনান্তে শ্রীশঙ্করপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

ততঃ পুলিনমাসাদ্য পীঠং বৃন্দাবনাত্মকম্।
দদর্শ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুঃ ॥৪৯॥

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুলিন প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনাত্মক পীঠ দর্শন করিয়াছিলেন ॥৪৯॥

তত্র রাসস্থলীং দৃষ্ট্বা সপার্ষদরমাপতিঃ।
শ্রীভাগবতপদ্যেন রাসগীতং চকার সঃ ॥৫০॥

সপার্ষদ মহাপ্রভু সেখানে রাসস্থলী দর্শন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুসারে রাসলীলা গান করিয়াছিলেন ॥৫০॥

স্মৃত্বা রাসাত্মিকাং লীলাং মহাভাবদশাং প্রভুঃ
লেভে তত্র মহাদেবি পুলিনে রাসমণ্ডপে ॥৫১॥

অয়ি মহাদেবি, সেই পুলিনস্থ রাস-মণ্ডপে মহাপ্রভু রাসলীলা স্মরণ করিয়া মহাভাবদশা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৫১॥

ইহলোক

এই বিশ্বে স্থূল ও সূক্ষ্ম আকারবিশিষ্ট বস্তু-সমূহের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিভিন্ন প্রাণী বিচরণ করে। প্রাণিগণের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন আছে। এই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ইহলোক বলে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা অক্ষজ জ্ঞান-মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবঘাতে, অভাবে ও বিকারে পরিদৃশ্যমান জগতের অনেকাংশ পরিলক্ষিত হয় না। আবার নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়-চালনাদ্বারা অনুমানাদির

সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলি চারি প্রকার দোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে এই দোষচতুষ্টয়কে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করুণাপাটব বলে। জগতের প্রাণিগণ এই চারি-প্রকার দোষে বিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অক্ষ সাপেক্ষ ধারণায় দৃশ্য জগৎ ভোগ করেন। যাঁহারা ভোগপরায়ণ, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ঐহিক বা লৌকিক জ্ঞানদৃপ্ত হইয়া নিজনিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে সমর্থ হ'ন। যেখানে ব্যাঘাত ঘটে সেখানে ইন্দ্রিয়পরিচালনায় সঙ্কোচ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকে কর্ম্মের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়তর্পণে অকৃতকার্য্য হইয়া দৃশ্য-জগতের প্রতি বিরাগ-ভাবের পোষণ করেন। ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাঁহারা ব্রতপরায়ণ কৃচ্ছ্রসাধন কর্ম্মফলভোগ-বিরত সন্ন্যাস ও বাহ্যবস্তু-গ্রহণে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। জগৎ দুঃখময়—কতিপয় কর্ম্মীর এই ধারণা, কতকগুলি লোক ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শকে সৎকর্ম্ম-প্রাপ্য জ্ঞান করেন। ইহলোকে ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং ইহলোকে বিচরণকালে প্রাণিগণ সুখার্থী হইয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন, কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তিবলে তাঁহাদের কপালে "সে গুড়ে বালিই" হইয়া যায়। বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস বলেন—"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। অমিয় সায়রে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥ শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু রবির কিরণ দেখি।"

ইহলোকে কর্ম্মবীরসমূহ নানাপ্রকার আকাশ-কুসুমের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কতই না তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন, কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মফলভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হ'ন। বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্র, ধর্ম্মার্থকাম, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিদ্যা, গৃহসূত্র, সমাজনীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি নানাবিধ "দিল্লীর লাড্ডু" আমাদিগকে ঐহিক সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাসিকাবিদ্ধ-বলদের ন্যায় ধাবিত করায়। এই ভ্রমণ-ভূমিই ইহলোক। আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করি না যে, এই সকল লইয়া আমরা কতদিন আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিব! আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত ত' পদে পদে! স্ত্রীবিয়োগ পুত্রবিয়োগ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মরণভীতি, অস্ত্রোপচারের ক্লেশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, নৈরাশ্য, কপটের হস্তে নিষ্পেষণ, সুখৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দাম ক্রিয়াকলাপ ও বৃত্তিসমূহ আমাদিগের ইহলোক-বাসের দুরন্ত বাসনা হ্রাস করাইয়া দেয়। ইহলোকে এই আগমা-

পায়ীর অধিকার ও অনধিকার-বিচার আমাদিগকে নানা ক্লেশ-জলধিতে তরঙ্গায়িত করে। 'কেনই বা আমি ইহলোকের অধিবাসী হইলাম—যে ইহলোকে নশ্বরতা ধর্ম্ম, অবচ্ছেদ-ধর্ম্ম, অপূর্ণধর্ম্ম আমাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিতেছে, পদগোলকের (Foot Ball) ন্যায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করিতেছে—একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে দেয় না।' সুতরাং ইহলোকের আশাভরসা নিতান্তই রুদ্ধ। যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ইহ-লোকেই ভোগায়তন মনে করি, সেগুলি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি নহে। আবার, স্থূলবস্তুজ্ঞানে যে সকল দ্রব্য আমাদের অধিকারে আসে, তাহাদেরও কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষেপযোগ্যতা এবং গ্রহণকারী আমাদেরও অনিচ্ছাসত্ত্বে অদম্যে স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্যতা থাকায় এই ভোগের বস্তুগুলি এবং ভোগের যন্ত্রগুলির উপর আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

অনেকে বলেন, 'ইহলোকে অবস্থান কালে আমরা যতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে অধিকারী হই, ততটুকুই আমরা পাইলাম! বিরাগবিশিষ্ট হইলে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সেজন্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ক্ষণিক জানিয়াও তদ্দ্বারা সুখান্বেষণই আমাদের শ্রেয়ঃ।' এই আশা-ভরসায় আমাদিগের পুত্র-কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ করিয়া সুশিক্ষা প্রদান করি। যখন যাহা প্রয়োজন, সেইরূপই করিবার জন্য ব্যগ্র হই, ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সময় ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা তখন পরিহার করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করি এবং ইহলোকে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া রাখি। আমরা আরও বুঝি এই যে, ইহলোকের পরে এই ইন্দ্রিয়গুলির অভাবে এবং আমাদের প্রাণের অভাবে ভোগময় জগতের অস্তিত্ব আমরা এইরূপভাবে ধারণা করিতে পারিব না। লোকান্তরিত হইলে আমাদিগের এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাবে, দৃশ্য জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ইহলোকে থাকিয়া কল্পনাদ্বারা পরলোকের দৃশ্য জগৎ ও আমাদিগের অধিষ্ঠান আমরা ধারণা করিতে পারি না। ঐহিক বিচার অবলম্বন করিয়া যদি আমরা পরলোকের বিচার কল্পনা করি, তবে তাহা বাস্তব সত্য না-ও হইতে পারে। ইহলোকে যে কয়েকটী ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ আছে, তাহার কি পরিমাণ সমাবেশ আমরা পরলোকে পাইব, ঐহিক চেষ্টাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে গেলে আমরা যে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কিরূপে জানা গেল? পরলোকের বিষয় ঐহিক ধারণায় প্রমত্ত

ব্যক্তিগণের নিরন্তর ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত। কিন্তু তাহাও নশ্বর বলিয়া বিচারশাস্ত্রে লিখিত আছে। গীতা-পাঠকালে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ ত্রিদশপুর-বাস স্থূল-ইন্দ্রিয় পরিহার করিয়া সূক্ষ্মেন্দ্রিয়দ্বারা সম্ভবপর হইলেও নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র—এই কথা বেশ উপলব্ধি হয়।

পরলোকের স্বর্গাদি-সুখভোগ বা নরকাদি দুঃখভোগ নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য, সুতরাং অনাত্মবৃত্তিতে অবস্থিতিকালে পরলোকের ধারণায় ইহলোকে কতকটা হেয়াংশ না থাকিলেও স্বর্গাদিতে নশ্বরাদিরূপ হেয়াংশ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এই স্বর্গসুখের ভোক্তা ইহলোকের কর্ম্মী প্রভৃতি প্রাণিগণ, নরকাদির ভোক্তাও তাঁহারা। যে উপাদান অবলম্বন করিয়া নশ্বর সুখদুঃখাদি-ভোগ হয়, তাহা উপাধি মাত্র। বস্তুর নিত্যশক্তির উহা পরিচয় নহে। কতকগুলি ব্যক্তি স্বর্গসুখাদির হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জানেন, তাহাও বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় সেই লোকে নিত্যত্বের ব্যাঘাত আছে। **নির্ভেদব্রহ্ম কেনই বা ইহলোকে বিভিন্ন হইয়া জীব-উপাধিতে অনর্থক কষ্ট পাইবেন?** আর যিনি তাদৃশ কষ্ট পান, তাঁহার বন্ধনমোচনই বা কেন নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবে?—এই সকল কথার সুমীমাংসা ঐহিক যুক্তিদ্বারা নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়। ইহলোকে প্রত্যক্ষ বা স্থূল-ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবল, স্বর্লোক, পরোক্ষ বা সূক্ষ্ম ভোগ প্রবল এবং তাহাও বালকদিগের অনুশাসন মাত্র। এইরূপ জানিয়া অপরোক্ষ পরলোকবাদী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ইন্দ্রিয়ের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সম্মেলন আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের তাদৃশ ঐহিক সম্মেলনাকাঙ্ক্ষা পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞানপথের আদৌ নির্দ্দেশক না-ও হইতে পারে। যেখানে ঐহিক জ্ঞানের প্রবলতাক্রমে বিচিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট হইল, সেখানে 'চিন্মাত্র'শব্দ অচিৎ-এর অপসারক হইলেও কেবল-চিৎএর বাক্য মাত্রে নির্দ্দেশক হইয়া অচিৎ-এর সহিত সমন্বয়-ভাববিশিষ্ট অর্থাৎ 'চিদচিৎ-সমন্বয়' এই ঐহিক ধারণা তাঁহাদের পরলোকের ধারণা করিতে দেয় না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(বিদ্ধ বৈষ্ণব)

১। নামাপরাধী কি শুদ্ধবৈষ্ণব নহে ?

"নামাপরাধিগণ কখনই শুদ্ধ বৈষ্ণব নয়; এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়'—বাক্য দ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী অপরাধ,' সঃ তোঃ ৮।৯

২। সাত্ত্বিক-বিকার বাহিরে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যদি কাহারও পাপ-প্রবৃত্তি থাকে, তিনি কি 'বৈষ্ণব' নহেন ?

"যাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্য-শ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ দেখানও, তথাপি তাঁহার অনন্য নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি কখনও স্বীকার করা যাইবে না। **যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুলকাশ্রুপাত করিয়াও কপট বৈষ্ণব-মধ্যে গণিত হইবেন**; কেন না তিনি নামাপরাধী।"

—'নাম বলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ,' সঃ তোঃ ৮।৯

৩। মায়াবাদীতে যদি বাহিরে সাত্ত্বিক বিকার দৃষ্ট হয়, তথাপি কি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যাইবে ?

"**মায়াবাদী**—প্রতিবিম্ব-নামাভাসী, অতএব তাঁহারা অপরাধী; ইঁহাদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন। তাঁহারা **যতই সাত্ত্বিক ভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে না।**"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি' ? সঃ তোঃ ৫।১২

৫। পঞ্চোপাসক যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তবে কি তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা যাইবে না ?

"বিদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম দুই-প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। **স্মার্ত্ত মতে যে-সকল বৈষ্ণব ধর্ম্মের পদ্ধতি** আছে, সে-সমস্তই **কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম**। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে, বিষ্ণু সকল-দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ম্মাধীন; বিষ্ণুর

ইচ্ছাধীন কর্ম্ম নয়,—কর্ম্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এইমতে, উপাসনা, ভজন ও সাধন সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ, যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব আর নাই। জড়-মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করেন; শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যমাত্র। * * *

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোচ্চ-তত্ত্ব। সেই মতে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়; শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে অনাদর করেন। **পঞ্চোপাসনার মধ্যে বিষ্ণুর যে উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক, বা কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।**

এবম্ভূত বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৫। রামানন্দিগণ কি শুদ্ধবৈষ্ণব?

"যিনি হৃদয়ে 'মুমুক্ষু', তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত ন'ন। বস্তুত রামোপাসক থাকায় রামদাসকে (রামানন্দি-সম্প্রদায়ভুক্ত) বৈষ্ণবপ্রায়' বলা যায়; কিন্তু সেকালে শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ১৩।৯২

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ঠাকুর, তোমায় চাই *

ঠাকুর, তোমায় চাই !
আরো বহু বছর তোমায়
মোদের মাঝে চাই।
আমরা আছি তোমার কাছে
গরবে তাই হৃদয় নাচে,
তোমার কাছেই আমরা সদা
শান্তি খুঁজে পাই !!

ঠাকুর, তোমায় চাই !
সব কথারই খাঁটী জবাব
তোমার কাছে পাই।
বেদের খাঁটী সত্য কথা
তোমার কাছে শুন্‌ছি সদা,
পণ্ডিত এবং তার্কিকেরাও
লুটায় তব পায় !!

ঠাকুর, তোমায় চাই !
তোমার চরণ ছাড়া জীবের
ঠাঁই তো কোথাও নাই।
আমাদেরই উদ্ধার আশে
গড়িলে মঠ দেশ-বিদেশে,
কত যে জীব উদ্ধারিলে,—
তুলনা তার নাই !!

ঠাকুর, তোমায় চাই !
তোমায় দেখি পাতকীও
হর্ষে শ্রীনাম গায়।

মধুর তুমি,—পরশমণি,
ভক্তি লভে প্রতি প্রাণী,
কৃষ্ণ দিতে তুমিই পার
তোমার মহিমায় !!
ঠাকুর, তোমায় চাই !
জীবের তুমি পরম শরণ
তোমায় পূজি' তাই।
তোমার চরণ-ধূলি ক'রে
রাখো আমায় চির তরে,
ঠাকুর, মম প্রাণের ঠাকুর !
তোমার কৃপাই চাই !!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

---

* ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের পত্রে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অসুস্থ-লীলাভিনয়ের সংবাদ পাইয়া লেখক তাঁহার মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।—প্রকাশক

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৪)

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, এজন্য এই শ্লোকের অতবারণা। 'শ্রেয়ঃ স্রুতি' শব্দে শ্রেয়ঃসমূহ অর্থাৎ অভ্যুদয় ও অপবর্গ, তাহাদের স্রুতি অর্থাৎ গতি যাহার অর্থাৎ ভক্তিমার্গই ভোগ ও মোক্ষের শেষ গতি; যেমন কোন বৃহৎ সরোবর ঝরণা অর্থাৎ জলপ্রবাহ সমূহের শেষ আশ্রয়, তদ্রূপ। অথবা মঙ্গলসমূহের পথস্বরূপ তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা জ্ঞানের

প্রয়াস করেন, তাঁহাদের অবশেষে ক্লেশই লাভ হয়। অন্তঃকণা বিশিষ্ট অল্প পরিমাণ ধান্যকে পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্য বলিয়া প্রতীয়মান তূষ-সমূহকে যাহারা কুট্টিত করে, তাহাদের যেমন কোন ফল (অর্থাৎ তণ্ডুল) লাভ হয় না, তদ্রূপ ভক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেবল জ্ঞানের জন্য যত্ন করিলে কেবল দুঃখমাত্রই লাভ হয়।

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনা শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনোঽহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গপুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ (গীঃ ১৩।৭-১১)

অমানিত্ব—উৎকর্ষসত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, অদম্ভিত্ব—দম্ভের অভাব, পূজাদি-স্বধর্ম্মলাভের চেষ্টা না করা, অহিংসা—প্রাণীপীড়ার অভাব, ক্ষান্তি—ক্ষমা, আর্জব—সরলতা, আচার্য্যোপাসনা—গুরুসেবা, শৌচ—শরীরের ও মনের শুদ্ধি, স্থৈর্য্য—সাধন পথে স্থিরতা, আত্মবিনিগ্রহ—শরীর ও মনকে অসৎ পথ হইতে নিবারণ করা, ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা ও ত্বক্-ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় হইতে মনকে দূরে রাখা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বিরক্তি, অনহঙ্কার—অভিমান শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে মমতাভাব, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে চিত্তের সমভাব, ভগবানে অনন্য ভক্তি, নির্জন বাস—প্রাকৃত-জনসঙ্গত্যাগ, আত্মতত্ত্ব নিত্য আলোচনা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা —এই সকলকে জ্ঞান বলে। এতদ্ব্যতীত ইহার বিপরীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান।

পুনশ্চ—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তং।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥
(ভাঃ ৬।৯।২২)

'অবিস্মিত'-শব্দে ভগবদ্ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অভিনব বস্তুর অভাব নিবন্ধন বিস্ময়রহিত অতএব তিনি নিজে পরিপূর্ণকাম, অন্য বস্তুর লাভদ্বারা পূর্ণকাম নহেন। সম অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছেদরহিত একমাত্র পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের শরণাগত হয়, সে বালিশ—মূর্খ; কারণ সে কুকুরপুচ্ছ ধরিয়া দুস্তর সাগর পার হইবার ইচ্ছা করে। কুকুর পুচ্ছ ধরিয়া যেরূপ দুস্তর সাগর পার হওয়া যায় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়া অন্য কোন দেবদেবী বা প্রাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুস্তর ভব সাগর পার হওয়া যায় না।

তজ্জন্যই বলিতেছেন—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥ (স্কান্দে)
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্॥ (অন্যত্র)
যে তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
তে হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥ (মহাভারত)
ন যৎ প্রসাদাযুতভাগলেশমন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংসস্তমীশ্বরং বৈ শরণং প্রপদ্যে॥
(ভাঃ ৮।২৪।৪৯)

ভগবান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডালীকে বন্দনা করে।

ভগবান বাসুদেবকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ় অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অন্য দেবের উপাসনা করে, সে সুবর্ণরাশি ত্যাগ করিয়া ধূলিরাশি গ্রহণ করে।

শ্রীমৎস্যদেবের প্রতি সত্যব্রত বলিয়াছেন—সকল দেবতাগণ পিত্রাদিগুরুবর্গ ও সমগ্র রাজা সকলে সমবেত হইয়া যে ভগবানের অনুগ্রহের অযুত ভাগের এক ভাগও অনুগ্রহ করিতে পারেন না, আমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি।

ব্রহ্মা ও শিবকে বৈষ্ণব বলিয়াই জানিবে। দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীশিবের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি—

বরমেকং বৃণেঽথাপিপূর্ণকামাদ্‌বিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥ (ভাঃ ১২।১০।৩৪)

কামের পূর্ণ অভিবর্ষণকারী আপনার নিকট আমি একটি মাত্র বর প্রার্থনা করি, ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ও ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ আপনার প্রতি আমার অস্খলিতা ভক্তি হউক।

বৈষ্ণবপ্রায় হইয়া বিষ্ণু ও শিবে সমদর্শনকারী ব্যক্তির ভক্তি লাভ হয় না, বরং প্রত্যবায় হয়। যথা—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যে সকল মূর্খ বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমবুদ্ধি করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মাশিবাদির সমান জ্ঞান করে সে পাষণ্ডী। তবে যে স্থানে স্থানে অভেদদর্শন-সূচক বাক্য দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুর নিরপেক্ষ উপাসক জ্ঞানীর পক্ষে বুঝিতে হইবে। যথা, ১২শ স্কন্ধে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি শিবের উক্তি—

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥

সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চ্চন্ত্যুপাসতে।
অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ॥

ন তে মষ্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে।
নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্ যুষ্মান্ বয়মীমহি॥ (ভাঃ ১২।১০।২০-২২)

ব্রাহ্মণগণ সাধু, শান্ত, নিঃসঙ্গ ও ভূতবৎসল এবং আমাদের প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত, বৈরতাবিহীন ও সমদর্শী। লোকসহিত লোকপালগণ, আমি, ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীহরিও তাঁহাদিগকে (ব্রাহ্মণদিগকে) বন্দনা, অর্চ্চনা ও উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাতে অজে বা অচ্যুতে অণুমাত্র ভেদ এবং নিজের সহিত অপরের ভেদ দর্শন করেন না; তাহা হইলেও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে আপনাদিগকে অর্থাৎ আপনার ন্যায় শুদ্ধবৈষ্ণবকে আমরা ভজনা করি অর্থাৎ প্রিয় জ্ঞান করি।

ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্য—

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

যিনি আমাকে (শিবকে) অথবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত। কেননা

পরব্রহ্ম স্বরূপ বাসুদেবের বিজ্ঞান লাভ হইলেই সকল বস্তুর বিজ্ঞান লাভ হয়। অতএব শিবকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করাই সঙ্গত।

কোন কারণে শিবপূজার প্রয়োজন হইলে বৈষ্ণবগণ শিবমূর্ত্তিতে শ্রীহরিরই উপাসনা করেন। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে একটী ইতিহাস আছে—বিশ্বকৃসেন নামক এক পরম ভাগবত পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদিন তিনি কোন বন সমীপে উপস্থিত হন। তথায় গ্রামাধ্যক্ষপুত্র আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিল —অদ্য আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। সেজন্য আমার ইষ্টদেবের পূজা করিতে অক্ষম, তুমি আমার প্রতিনিধি স্বরূপে শিবের পূজা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, শ্রীহরিই আমাদের পূজ্য, আমরা অন্যদেব পূজা করি না। তখন গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন, আমি যাইতেছি। সেখানে গিয়া তিনি মনে বিচার করিলেন—রুদ্রদেব তমোগুণের মূর্ত্তি। আর তামস দৈত্যসংহারক শ্রীনৃসিংহদেব তমো-ভঞ্জনকারী বলিয়া স্বীয় ভজন প্রদর্শনার্থ তমোরাশি নাশ করিয়া উদিত হন। অতএব 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে উদ্যত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করায় ঐ লিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহ-দেব আবির্ভূত হইয়া গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে বিনাশ করিলেন। অদ্যাপি লিঙ্গস্ফোট নামক শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তি তথায় বিরাজিত আছেন।

শ্রীনৃসিংহ তাপনীর উক্তি—

অনুপনীতশতমেকেনোপনীতেন তৎ সমম্। উপনীত শতমেকেন গৃহস্থেন তৎ সমম্। গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎ সমম্। বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমম্। যতীনান্তু শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন। রুদ্র জাপক-শতমেকমথর্ব্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকেন তৎ সমম্। অথর্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকশত-মেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎ সমম্।

এক জন উপনীত ব্যক্তি এক শত অনুপনীতের সমান, এক জন গৃহস্থ শত উপনীতের সমান, একজন বানপ্রস্থ শত গৃহস্থের সমান, একজন যতি শত বানপ্রস্থের সমান। একজন রুদ্র মন্ত্র জাপক এক শত যতির সমান। একশত রুদ্রজাপক একজন অথর্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকের তুল্য; আর, একজন মন্ত্ররাজ —শ্রীনৃসিংহ মন্ত্রাধ্যাপক এক শত অথর্বাঙ্গীরস শাখাধ্যাপকের তুল্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

উৎপন্না একাদশী—উৎপত্তি ও বিবরণ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে দেব! গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণের পুণ্যপ্রদা কৃষ্ণা একাদশী কি জন্য উৎপন্না-নামে এ জগতে কথিত হন, কিজন্যই বা তিনি পবিত্রা ও দেবগণের প্রিয়া?—তাহা শুনিতে বাসনা করি। শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে মুরনামে এক দানব ছিল। সে অতি অদ্ভুত আকৃতি, মহাকোপন স্বভাব ও দেবগণের ভয়-উৎপাদক রূপে বর্ত্তমান ছিল। যুদ্ধে দেবগণের সহিত ইন্দ্রকেও সে পরাজিত করিয়াছিল, এবং যমতুল্য সেই দুরাত্মা অসুর দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ায় দেবগণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন। সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত ও ভয়বিহ্বল ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তখন মহেশ্বরের নিকট গমনপূর্ব্বক আপনাদের সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন—হে মহেশ্বর! সমস্ত দেবগণ মুরাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মর্ত্ত লোকে বিচরণ করিতেছেন। দেবগণ মর্ত্ত্য-লোকে কি শোভা পায়? আপনি আমাদের দুঃখনিবারণের উপায় বলুন। আমরা তাহা অবলম্বন করিব। মহাদেব কহিলেন—হে দেবরাজ ইন্দ্র! তোমরা সকলে যেখানে শরণ্য জগন্নাথ—গরুড়ধ্বজ নারায়ণ রহিয়াছেন সেখানে গমন কর। তিনি আশ্রিতজনের পরিত্রাণকারী, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ষার উপায় করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির! মহাদেবের বাক্য শুনিয়া মহা-মতি দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রতীরে গমন করিলেন; জলমধ্যে প্রসুপ্ত সেই গদাধরকে দেখিতে পাইয়া ইন্দ্র তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। স্তুতিতে নিজেদের দৈন্য, দুঃখের কারণ মুরাসুর কর্ত্তৃক পরাজয় ও স্বর্গচ্যুতি নিবেদন করিলেন। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ বলিলেন—হে ইন্দ্র! সেই মুরদানব কিরূপ? তাহার বল কি প্রকার, কোথায় থাকে, বীর্য্য ও শক্তি কতদূর, এবং সেই দুষ্টের প্রতি কাহার কি ভয় আছে, সে সমস্ত আমাকে বল।

ইন্দ্র বলিলেন—হে দেবেশ! পুরাকালে ব্রহ্মবংশে তালজঙ্ঘ নামে এক অতিপরাক্রান্ত মহা অসুর ছিল। তাহারই পুত্র মুরনামক অসুর অতীব

বলশালী, অত্যুৎকট এবং দেবতাগণের-ভয়ও উৎপাদক। সে চন্দ্রাবতী নামক পুরীতে বাস করে। দেবতা সকলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহারই স্বজাতি একজনকে ইন্দ্ররূপে স্থাপন করিয়াছে। সেরূপ অন্যান্য অসুর বন্ধুকে কাহাকেও অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ এবং কাহাকেও বায়ু প্রভৃতি দিক্‌পাল-রূপে নিজের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক দেবলোক সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে। তাহার প্রতাপে আমরা সকল দেবগণ মর্ত্ত্যে বিচরণ করিতেছি। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কোপাবিষ্ট হইলেন এবং দেবতাদের ভয়কারী এই দুষ্ট দৈত্যকে বধ করিব—এই বলিয়া দেবতাগণসহ নারায়ণ চন্দ্রাবতী-পুরীতে গমন করিলেন। সেই দৈত্যরাজ নারায়ণকে দেবতা-গণেরহ ত আগত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল। যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র নারায়ণকে অবস্থিত দেখিয়া সেই দানব তাঁহাকে "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিতে লাগিল। ভগবান্-ও ক্রোধারক্তলোচনে সেই দৈত্যকে বলিতে লাগিলেন—রে দুরাচার দানব! আমার বাহু-বল দেখ, এই বলিয়া অসুর-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকে দিব্য বাণদ্বারা বিনাশ করিতে লগিলেন। তখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল ও নানাদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে যুধিষ্ঠির! তখন নারায়ণ দৈত্য-সৈন্য মধ্যে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে শত শত দৈত্য ছিন্ন হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল, একমাত্র মুরাসুরই পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে সমস্ত দেবগণকে বিনাশ করিয়াছে, যুদ্ধে মধুসূদনকেও পরাজিত করিল। অস্ত্রযুদ্ধে নারায়ণ পরাজিত হইয়া দৈত্যের সহিত বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দিব্য পরিমাণে সহস্রবৎসর যুদ্ধ করার পরও দৈত্যকে পরাজিত করিতে না পারিয়া বিষ্ণু চিন্তাবিষ্ট হইলেন এবং সমস্ত দেবতাকে নষ্টপ্রায় দেখিয়া নিজে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন তথায় সিংহাবতী নামে একটি একদ্বারবিশিষ্ট দ্বাদশযোজন-বিস্তৃত গুহা আছে, বিষ্ণু ঐগুহায় শয়ন করিয়া রহিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই গুহায় প্রসুপ্ত বিষ্ণুকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই দানবও তাঁহার পাছে পাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। দৈত্যের সহিত মহাযুদ্ধে পরিশ্রান্ত বিষ্ণু যোগমায়া-আশ্রয়ে শয়ন করিয়া আছেন, এদিকে তাঁহার পশ্চাদাগত সেই দানবও ঐগুহায় তখন প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুকে তথায় শয়ন করিয়া

রহিয়াছেন দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল। মনে মনে সে ভাবিল—'নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিষ্ণু ভয়ে এখানে আসিয়া গোপনে শয়ন করিয়া আছে, অসুর-কুলারি এই বিষ্ণুকে আমি অবশ্যই বধ করিব।

হে যুধিষ্ঠির! দানবের এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবিষ্ণুর শরীর হইতে একটি কন্যা উৎপন্না হইলেন। এই কন্যাই 'উৎপন্না একাদশী'। তিনি রূপবতী, সৌভাগ্যশালিনী ও দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদিধারিণী। বিষ্ণুতেজাংশ সম্ভূতা বলিয়া মহাবল-পরাক্রমশালিনী ছিলেন। দানবরাজ মুরও তখন সেই কন্যাকে দেখিতে পাইল। সেই স্ত্রীরূপিণী দেবী এই অসুরের সহিত যুদ্ধ-বাসনা জানাইলে দানবও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইল। অনন্তর সেই দানবের সহিত সর্ব্বযুদ্ধ-কৌশলনিপুণা কন্যা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সেই দেবীর হুঙ্কারের দ্বারাই মুর নামক অসুর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সেই দানব নিহত হইলে পর বিষ্ণু জাগরিত হইলেন এবং সম্মুখে ভস্মীভূত দানবকে দেখিতে পাইয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

বিষ্ণু বলিলেন—অতি পরাক্রান্ত উগ্রমূর্ত্তি আমার পরমশত্রু এই মুর দানবকে কে বধ করিল? আমার প্রতি করুণাবশত যিনি উহাকে বধ করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করিয়াছেন। সেই কন্যা কহিলেন—এই দানব দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষসগণের সহিত ইন্দ্রকে জয় করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। সম্প্রতি আমি দেখিলাম যে ভগবান্ শ্রীহরি শয়ন করিয়া করিয়াছেন আর এই মুরদৈত্য তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছে। সে ত্রিলোক সংহার করিবে ভাবিয়া আমিই তাহাকে বধ করিয়াছি। কন্যার এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—আমি যাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি, তুমি কিরূপে তাহাকে বধ করিলে? একাদশী কহিলেন—হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহেই আমি এই মহাদৈত্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

উৎপন্না একাদশীর মাহাত্ম্য

ভগবান্ কহিলেন—আমি এই ত্রিলোকে দেবতা ও ঋষিগণকে অনন্ত বর প্রদান করিয়াছি। হে ভদ্রে! সেমতে তুমিও তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা সুরগণের দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। একাদশী বলিলেন—হে দেব জনার্দ্দন! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার হৃদয়ে একটি বরের কামনা রহিয়াছে। আপনি যদি তাহা প্রদান করিবেন বলিয়া ত্রিসত্য করেন তবেই

সেই বর প্রার্থনা করিব। ভগবান কহিলেন—তোমার নিকট আমি ত্রিসত্য করিলাম যে প্রার্থিত বর অবশ্যই প্রদান করিব, ইহাতে অন্যথা হইবে না।

একাদশী বলিলেন—হে দেবেশ! ত্রিভুবনের মধ্যে চতুর্যুগ ব্যাপী সমস্ততীর্থ স্থানেই অদ্যাবধি আমার এরূপ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করুন, যাহাতে আমি সমস্ত হইতেও প্রধান, সর্ব্ববিঘ্ননাশিনী ও সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনীরূপে আপনার প্রসাদে পূজ্যা ও বিখ্যাতা হইতে পারি। হে জনার্দ্দন! আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ যাহারা ভক্তির সহিত আমার উপবাস করিবে (অর্থাৎ উৎপন্না একাদশীর উপবাস করিবে) তাহাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে—এই বর প্রদান করুন। তাহা হইলেই আপনি পরিতুষ্ট জানিব। যে ব্যক্তি উপবাস, নক্ত ও একভুক্তরূপ ব্রত পালন করিবে, তাহার ধন, ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ হইবে—এই বর প্রদান করুন।

বিষ্ণু কহিলেন—হে কল্যাণি! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তোমার ব্রত-পালনকারীর সে সমস্তই লাভ হইবে। তুমি তাহার সকল মনোবাসনা পূরণ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। একাদশী বলিলেন—হে প্রভো! এ জগতে যাহারা আমার ভক্ত এবং যাহারা কার্ত্তিকের ভক্ত (অর্থাৎ কার্ত্তিক ব্রতকারী) তাহারা ত্রিলোকে চারিযুগ ব্যাপিয়া বিখ্যাত হউক।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—তোমাকে আমি আমার শক্তি বলিয়াই মনে করি, সুতরাং তোমার ব্রতাচরণকারী সকলেই আমার পূজা করিবে; ইহার ফলে তাহারা সকলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তৃতীয়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী এবং বিশেষতঃ একাদশী তিথি হরিপ্রিয়া নামে বিখ্যাত। ঐ একাদশী তিথিতে উপবাসে সমস্ত তীর্থফলের অধিক পুণ্য সত্য সত্যই লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি ব্রতকারীর অপর শত্রুগণকে বিনাশ কর এবং তাহাকে পরমা গতিও দান করিয়া থাক। সর্ব্বসিদ্ধিবর-প্রদায়িনী তুমি নিজেই তাহার সকল বিঘ্ন বিদূরিত কর।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে কুন্তীনন্দন! বিষ্ণু 'উৎপন্না-একাদশীকে' ত্রিসত্যপূর্ব্বক এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই বর লাভ করিয়া একাদশী মহাব্রত হৃষ্ট ও পুষ্ট হইলেন ইহাতে কোনও সংশয় নাই। উভয় পক্ষের একাদশীই তুল্যা ও শুভদাত্রী। শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি করিবে না। সমস্ত ব্রতকারীই দিবসে বা রাত্রিতে ভক্তি-পরায়ণ হইয়া এই উৎপন্না একাদশীর উৎপত্তি কথা শ্রবণ করিবে। একমাত্র

এই একাদশীতেই সকল মাসের উভয় পক্ষের সমস্ত একাদশী তিথি পালিতা হন।

একাদশী তিথির বিদ্ধা বিচার

যদি সূর্য্যোদয়ের পর অল্প একাদশী থাকে, শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী আরম্ভ হয় এবং মধ্যবর্ত্তী কালে পুণ্যা দ্বাদশী তিথি থাকে, তবে ঐ দ্বাদশী ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলিয়া কথিত হয়। একমাত্র এই ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে উপবাসে সহস্র একাদশীর উপবাস ফল লাভ হয়। পরদিন ত্রয়োদশীতে পারণেও স্বাভাবিক পারণের সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। অষ্টমী, একাদশ, ষষ্ঠী, তৃতীয়া ও চতুর্দ্দশী তিথিগুলি উপবাস কখনও পূর্ব্ববিদ্ধায় করিবে না, এই সকল তিথির উপবাস পরবিদ্ধাতেই করিবে। আর শুদ্ধা একাদশী অহোরাত্র ব্যাপিনী হইয়া যদি দ্বাদশী দিনে সূর্য্যোদয়ের পরও কিছুকাল থাকে, তবে ঐ শুদ্ধা একাদশীকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশী যুক্ত একাদশীতেই উপবাস করিবে।

বিদ্ধা বিচারপূর্ব্বক একাদশী তিথি পালনের মাহাত্ম্য

উভয় পক্ষীয় বিদ্ধা একাদশীর বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। এই রূপে বিদ্ধা-বিচার পূর্ব্বক যে মানব একাদশীতেই উপবাস করে, সে ব্যক্তি গরুড়ধ্বজ নারায়ণ যেখানে অবস্থান করেন সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। এ জগতে বিষ্ণু-ভক্তি পরায়ণ মানবগণই ধন্য যিনি সকল সময় একাদশীর মাহাত্ম্য পাঠ করেন, সেই মানব সহস্র গো-দানের যে ফল সেইরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দিবসে অথবা রাত্রিতে যাহারা ভক্তির সহিত এই একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাহারাও ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। হে যুধিষ্ঠির! বিষ্ণুর সমান বলিয়া উল্লেখযোগ্য যেমন এ জগতে কোন বস্তু নাই, একাদশীর সমান পাপনাশকারী তেমন কোনও ব্রত নাই।

ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে গৌণ চান্দ্র অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষীয় উৎপন্না নামক একাদশীর উৎপত্তি-বিবরণ-কথনে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণ তীর্থ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ঊনসপ্ততিতম শুভ আবির্ভাব বাসরে ভক্ত্যর্ঘ্য

(১)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব,

অভয়পাদপদ্মে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

দেব! শ্রীশ্রীমাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া মহাপুণ্যতমা তিথি নিকটে উপস্থিত। এই ভূতল-পবিত্রকারিণী তিথিতে আমার হৃদয়ের অভিব্যক্তি কি প্রকার, আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অসমর্থ; তবে এই মাত্র নিবেদন—কাল অতি ভয়ঙ্কর, আমরা সকলেই শিশুমতি দুর্ব্বল-হৃদয়, ভক্তি পরিপাকের কথা ত' দূরে থাকুক, হৃদয়ে তাহার বীজাঙ্কুরও উৎপন্ন হইয়াছে কিনা তাহাতেও সন্দেহ। এমতাবস্থায় আপনার পুনঃ পুনঃ অসুস্থলীলাভিনয় দর্শন করিয়া আমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ মুহ্যমান হইয়া পড়ি। যে সময়ে সংসারে আপনার বলিয়া কেউ থাকে না, ধরাতল শূন্য ও চতুর্দ্দিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয় তখন নানাপ্রকার কুচিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হয়—আমরা নিরাশ্রয় হইয়া পিতৃহীন বালকের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইব নাকি? আমাদের ভক্তিলতা কাহাকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইবে? সাক্ষাৎভাবে প্রীতিপূর্ব্বক ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের মত অনভিজ্ঞ অন্ধগণকে কে শাস্ত্র-উপদেশের দ্বারা ভক্তিরস পান করাইবে? এই সমস্ত চিন্তায় হৃদয় উদ্বিগ্ন ও শোকাকুল হইয়া উঠে।

হে করুণাসাগর, সেবক বৎসল আচার্য্যদেব! এই আপনার আবির্ভাব তিথিতে ইহাই প্রার্থনা যে, ভগবৎ ইচ্ছাই আপনার ইচ্ছা—ইহা সত্য; তথাপি আপনি কৃষ্ণদয়িতা-দয়িত, অতএব আপনার ইচ্ছা ও কৃষ্ণের ইচ্ছা, আপনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, কালের বিক্রম আপনার উপরে থাকিতে পারে না। আপনি পুনরায় আপনার অসুস্থলীলাভিনয় দর্শন করাইয়া আমাদিগকে ত্রস্ত করিবেন না।

হে গৌরকরুণা শক্তি! আপনি আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন, যেন আপনার নির্ম্মল ও জগতে অতুলনীয় শ্রীগুরুসেবকের আদর্শ আমরা জগতে রক্ষা করিতে পারি।

হে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট পরিপূরণকর, হে শ্রীল সরস্বতীপ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন যেন আমরা আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শুদ্ধ-

ভক্তি-প্রচার-ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া আপনার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারি, সহস্র সহস্র বিঘ্ন বাধা ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যেও আপনার সেবা হইতে যেন পথভ্রষ্ট না হই, আমরা পুনঃ পুনঃ আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার বিধান করিতেছি। ইতি—

আপনার অহৈতুকী কৃপালেশ প্রার্থী
দাসাভিমানী
(শ্রীমৎ) নারায়ণ (মহারাজ)

(২)

দীনের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব, অভিন্ন নিতাই !
আজি এই শুভ দিনে তব গুণ গাই ॥
সুপবিত্রা হ'ল তিথি তব আবির্ভাবে।
গোলোক হইতে তুমি আসিলে এ ভবে ॥
বরিশাল জেলার 'বানারীপাড়া' গ্রামে।
উজ্জ্বল করিলে কুল সুপুত্র রূপেতে ॥
না আছে ভকতি-স্তুতি, নাহি কোন ধন।
কি দিয়ে পূজিব আমি তব শ্রীচরণ !!
গৌরপ্রেষ্ঠ হও তুমি গৌরগত প্রাণ।
গৌরের আচার-বিচার-শিক্ষা কর দান ॥
সরস্বতী প্রভুপাদের তুমি প্রিয়তম।
গুরুমনোভীষ্ট পূরণ সদা তব কাম ॥
সর্ব্বগুণে শিরোমণি হেরিয়া তোমায়।
গুরুবর "কৃতিরত্ন" ঘোষিল ধরায় ॥
অসাধ্য সাধন কর সদা সেবারত।
তব ভয়ে শান্ত কুলিয়ার পাষণ্ড কত !!
জগমধ্যে সুবিদিত কোলদ্বীপ স্থান।
তথা প্রভুপাদ-শ্রীবরাহে করিলে স্থাপন ॥

গৌরহরি পাদপদ্মে তুমি মত্ত ভৃঙ্গ।
তথা আস্বাদিলে কত ভক্তিরসভাণ্ড॥
গগনে উড়ন্ত পক্ষী নাহি পায় অন্ত।
তেমনি মহিমা তব অসীম অনন্ত॥
বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ আর।
জিহ্বাবেগ, উদর, উপস্থ-বেগ আর॥
মিলিত হইয়া সবে আমাকে ঘিরিল।
নিমজ্জিয়া ভবকূপে পাগল করিল॥
এহেন সময়ে তুমি ওহে কৃপাসিন্ধু!
উদ্ধার করহ মোরে ওহে দীনবন্ধু॥
অধম পামর আমি কর শুভদৃষ্টি।
তোমার অভয় চরণ করিয়াছি দৃষ্টি॥
জন্মে জন্মে পাই যেন তব শ্রীচরণ।
অধম প্রার্থিছে সদা লইয়া শরণ॥

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় সরস্বতী

কালের প্রভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গতি নিত্য নহে, পরিবর্ত্তনশীলা। যাবতীয় বস্তু সর্ব্বক্ষয়ী কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভে অসমর্থ। এমন কি "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—শ্লোকটী হইতে দেবগতি-ও সাময়িক এবং কর্ম্ম-ফল ভোগান্তেই তাহার পতন, শাস্ত্রকার প্রমাণ সহকারে তাহা বিশদভাবে জানাইয়াছেন। "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা"—শ্লোকের তাৎপর্য্য বোধগম্য না হওয়ায় প্রাকৃত বদ্ধজীব আপনাকে ভোক্তা-জ্ঞানে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণী বৃত্তির প্রচুর আবাহন করায় কালাতীত অতীন্দ্রিয় আত্মা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিদ্রা যাইতে থাকে। ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন তখন সেই আত্মার পরিচালক-অভিমানে জীবকে সংসারের নাগরদোলায় নিষ্পেষণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় যে কোন শিক্ষাই লাভ করিলেও সে সমস্তই মায়িক রাজ্যের বেড়াজালে নিবদ্ধ। এই সকল শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীই 'বীণাপাণি সরস্বতী'।

আমাদের আলোচ্য "**গৌড়ীয় সরস্বতী**" তাদৃশ নহেন। তিনি মায়িক-বিকারী অপরিণামদর্শী জীবগণের হিতসাধনে নিরন্তর নিরত। প্রয়োজন-বিশেষে সুনিপুণ শল্য চিকিৎসকের ন্যায় "মনোব্যাসঙ্গমুক্তি" দ্বারা বিরজার নিম্নলোকে অবস্থিত ত্রিগুণবদ্ধ জীবের ঈশবিরোধী সংশয় নির্দ্দয়হস্তে ছেদন করেন। বীণাপাণির শিক্ষণীয় যাবতীয় প্রাকৃত জ্ঞানাদিতে ভবব্যাধি নিরাময়-করণে অদ্বিতীয় এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ সহজ অধিগত থাকিলেও অগ্রাহ্য-পূর্ব্বক ঐ সকল কুজ্ঞান জগতে শিক্ষা না দিবার লীলাই তিনি বাল্যেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে বিশ্ববাসী তাঁহার এই লীলার কথা ন্যূনাধিক অবগত আছেন। মনোধর্ম্মজাত রাজ্যে অস্থায়ী ভূপের নকলনবিশী করিতে এই সরস্বতী শিক্ষা দেন না।

গৌড়ীয় সরস্বতীর আবির্ভাবের কারণ

মায়িক, কুণ্ঠারাজ্যের বৈচিত্র্যে অবিমুগ্ধ, তদ্‌রাজ্যের জ্ঞানান্বেষণে অপ্রবৃত্ত —পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক অপ্রাকৃত 'গৌড়'-রাজ্যে অধিষ্ঠান করায় 'গৌড়ীয়'-সংজ্ঞায় অলঙ্কৃত। তাদৃশ গৌড়ীয়গণের শিক্ষিতব্য বিষয়সমূহের সরস্বতীই ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। একমাত্র ভক্তিই সিদ্ধান্ত, তদনুগত বিষয়সমূহ সকলই মাধব; পার্থিব বিজ্ঞানে অধীতব্য বিষয়সমূহ-মাত্রই অসিদ্ধান্ত, কুসিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তসিদ্ধান্তপর—দুর্দ্দশাগ্রস্ত জগদ্‌বাসীকে এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই সম্প্রতি গোলোক হইতে "গৌড়ীয় সরস্বতীর" শুভাবির্ভাব হইয়াছিল।

গৌড়ীয় সরস্বতীর আবির্ভাব

পার্থিব জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির আবির্ভাব মাঘী শুক্লা পঞ্চমী কিন্তু শাস্ত্রপাণি শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতীর আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী—জ্যোতিষ-বিচারে এক পক্ষ কাল পরে উদয়। এই প্রকার বৈষম্যের বিদ্বৎ-প্রতীতি এই যে, মায়িক বিচার যথায় পরাস্ত, সেই স্থান হইতেই নিরস্তকুহক পরম সত্য সিদ্ধান্তের আবির্ভাব। বীণাপাণি যাহা প্রদানে অসমর্থ, সেই অভাব পূরণ করিতেই তাঁহার ধরায় আগমন। মায়িক শিক্ষা ধ্বংস না হইলে অপ্রাকৃত সহজ সিদ্ধান্ত হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করে না। তজ্জন্যই গৌড়ীয় সরস্বতীপাদ-কর্ত্তৃক প্রায়শঃই উক্ত হইত, "পূর্ব্বার্জ্জিত সকল বিদ্যা সম্পূর্ণ Undo (পরিত্যাগ) করিতে না পারিলে লোকে আমার নিকট আসিতে পারে" না।

গৌড়ীয় সরস্বতী কালাতীত

সাধারণ মানব সমাজ বহু শিক্ষা লাভ করিলেও 'কাল' সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা তাহাদের নাই। প্রাকৃত বিজ্ঞান কালের কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা অদ্যাপি নির্দ্ধারণে অসমর্থ। তাহাদের 'কাল'-এ Aging আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ কালে এইরূপ কোন পরিবর্ত্তন বা Aging না থাকায় উহা নিত্য নবায়মান—ইহাই ব্যাসানুগ সিদ্ধান্ত-সার। গৌড়ীয় সরস্বতী এবম্বিধ 'বৈকুণ্ঠ-কালের' অতুলনীয় সমীক্ষক। এ জন্য তাঁহার শিক্ষা জগতে জরা, বার্দ্ধক্য আনয়ন করে না।

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি-সংহার-কারকাঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ॥"

—বীণাপাণির অনুগৃহীত জনগণ এই প্রকার কালের উন্নতাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন মাত্র। এই কালও অক্ষয় নহে, অসীম নহে। ভারতীয় জ্যোতিষ তাহার বিচার করিতে জানে, করিয়াছেও। দিগন্তব্যাপ্তি অসীমত্বের বা অক্ষরত্বের পরিচায়ক নহে। কালান্তর্গত দেবদেবীর উপাসনায় এতৎ অতিরিক্ত কোনও কোন লাভ সম্ভবপর নহে। গৌড়ীয় সরস্বতীপাদ কালান্তর্গত তাদৃশ কোন বস্তু নহেন।

প্রাকৃত বিজ্ঞান কালাধীন

প্রাকৃত পদার্থ-বিজ্ঞানী, গণিতবিদ্‌গণের চর্চ্চিত কাল কোনও নিত্য বস্তু নহে, উহা বীণাপাণিরই অধীনস্থ। গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৌরচক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই কালের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পার্থিব কালের কোন Absolute Measurement কালধর্ম্মী বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না; কারণ যদ্দ্বারা কাল গণনা করা হইবে, তাহা স্বয়ংই একটি অনিত্য ও অস্থির বস্তু হওয়ায় তাহার সাহায্যে পরিমিত বস্তুতেও অস্থিরতা সচরাচর পরিলক্ষিত হইবেই—ইহা অনস্বীকার্য্য।

অপ্রাকৃত সুধীই কালের পরিমাপক

কাল মায়ার চক্র। এই কালের দ্বারাই মায়া তাহার শাসনক্ষমতা বিস্তার করে; সুতরাং প্রাকৃত কাল পরিমেয়, অতিক্রমণীয়। ইহা অতিক্রম করিলেই মায়িক কুণ্ঠারহিত রাজ্যে অবস্থিতি সম্ভব—অপ্রাকৃত সুধীজন-মাত্রেই ইহা অবগত থাকিলেও জড়বিদ্যাবিশারদের সীমিত মস্তিষ্ক অদ্যাপি ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা এই কালকেই অনন্ত বলিয়া

থাকেন। যাহা হউক, জাগতিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রই এই কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিমাপক। অত্র প্রবন্ধে আলোচিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সর্ব্বোন্নত অবস্থা তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীর তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে "সিদ্ধান্ত সরস্বতী" আখ্যায় বিভূষিত করিয়া স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের মস্তিষ্ক ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর পাদপদ্মে অবনত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে জাগতিক বহু পণ্ডিত এই মহাপুরুষের সন্তুষ্টিবিধানে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত-গুণ সাহিত্য, মায়ার গৌরববৃদ্ধিকারিণী অসজ্জড়-শিক্ষার সহিত চির বিবদমান এই মহাপুরুষ কিন্তু পূর্ব্বপ্রকার চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করেন। প্রাকৃতবিদ্যা নিষ্ফলা হইলেই ঈশানুসন্ধানে বদ্ধজীবের প্রবৃত্তি জন্মে—এই শিক্ষাই আচরণ-মুখে "গৌড়ীয় সরস্বতী"-পাদ সমগ্র জগতকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় সরস্বতীর তিরোভাব -লীলা

বিশ্বের সর্ব্বোত্তম মঙ্গলসাধনোদ্দেশে অগ্রহায়ণী কৃষ্ণ-চতুর্থী তিথিতে দৃশ্য জগৎ হইতে "গৌড়ীয় সরস্বতী"-পাদের শুভ অপ্রকট লীলাবিকার পারমার্থিক রাজ্যে একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ" —অর্থাৎ কাল সৃষ্টির পূর্ব্বেই জীবের বহির্ম্মুখ দশা প্রাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মঙ্গল চিন্তায় ভগবান্ যে কাল সৃষ্টি করেন তাহার গণনা আছে, —অগ্রহায়ণই সেই গণনার সর্ব্বপ্রথম মাস (অগ্র = আগে, প্রথম; হায়ণ = বর্ষ); সুতরাং স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে "সিদ্ধান্ত-বাণীর" বিস্মৃতিই জীবের বহির্ম্মুখতার কারণ। সেই জন্য মায়িক কালের প্রারম্ভেই "গৌড়ীয় সরস্বতী"-পাদের বিরহ মাঙ্গল্য হরিকীর্ত্তনের মাধ্যমে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যিনি বদ্ধ জীবের প্রতি কৃপাবারিবর্ষণে এতাদৃশ হরিকীর্ত্তন-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক করুণা আর কে কবে জগতে বর্ষণ করিয়াছেন?

সারস্বত-ধারা নিত্যা

'বাণী' শব্দে বেদ, বেদ নিত্য। সুতরাং 'বাণী' ও নিত্যা অর্থাৎ সারস্বত-ধারা নিত্যা। কালপ্রভাবে এই ধারা লুক্কায়িতা হইলেও ধ্বংস হইবার নহে। ভূমণ্ডলোপরি অপ্রাকৃত বাণী—ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্প্রতি পুনরাবির্ভাব ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

'বাণীই' মূককে বাচাল করিতে পারে, অজ্ঞান ব্যক্তিই মূকদশা প্রাপ্ত হয়। মায়িক কলভাষণই ভেকের কোলাহল, তদ্দ্বারাই অজ্ঞান-কালসর্প জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানকে দংশন করিতে চেষ্টা করিলেও **"গৌড়ীয় সরস্বতীই" ওঁ বিষ্ণুপাদ-স্বরূপে তাহার রক্ষক ও পালক।**

শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতী শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অবতার

সুধীসজ্জন-মাত্রেই "গৌড়ীয় সরস্বতী"—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদকে জীব গোস্বামিপাদের অবতার বলিয়া থাকেন। কথাটী অমূলক বলিয়া মনে হয় না। "গৌড়ীয় সরস্বতী'র কৃপা ব্যতীত যেরূপ কোন জ্ঞানলাভ হয় না, তদ্রূপ জীব গোস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত-সলিলে বদ্ধ জীবের কুতর্কানল নির্ব্বাপিত না হইলে অরূপ, কুরূপ, বিরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরূপ রাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না।

শ্রীজগন্নাথদেবই গৌড়ীয় সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা প্রচারক

মাত্র পঞ্চ/ষষ্ঠ মাস বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রীল প্রভুপাদের নীলাচলে অবস্থিতি-কালে স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণে গুণ্ডিচাবাড়ী বিজয় পথে স্বীয় একান্ত প্রেষ্ঠ-জন-দর্শন-মানসে তাঁহার গৃহ সম্মুখে হঠাৎ স্থির হইয়া যান। বিশেষভাবে রথ-রজ্জু আকর্ষণকারী লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এইরূপ আকস্মিক স্থিরাবস্থা দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন উক্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাদস্পর্শ করাইলে অনন্তর রথ চলিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই এইরূপ অলৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বয়ং জগন্নাথ-দেবই তাঁহার একান্ত প্রেষ্ঠ সেবকের মহিমা সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত করেন।

গৌড়ীয় সরস্বতীর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অননুমোদিত কোন বস্তুর অপ্রাকৃত গৌড়ের **"রূপ"** দর্শনে অধিকার ছিল না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রাকৃত গৌড়ের **"রূপ"**ই বিশ্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য গৌড়ীয় সরস্বতী—শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিটী ক্রিয়াতেই রূপানুগত্যই সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। পারমার্থিক সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য-সংরক্ষণে, ভক্তিধর্ম্মপ্রচারকল্পে নব নব উপায় উদ্ভাবনে এবং গোস্বামিবর্গের প্রতিটী অক্ষরই কার্য্যে পরিণতকরণে তিনি যেরূপ চেষ্টা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন অদ্যাপি সমগ্র ভারতবর্ষের কোন আচার্য্যের

মধ্যেই তাহা দৃষ্ট হয় না।

মধ্যযুগীয় আচার্য্যবর্গ সকলেই প্রচুর পরিমাণে দেশীয় অধিপতি ও শাসকবৃন্দের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষও দেশীয় হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল; সুতরাং ভগবৎ শক্তিতে স্বল্প বিশ্বাসী, বেদ-বিরোধী পাশ্চাত্য জড়বাদী ও তদনুগতগণের দৌরাত্ম্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র শক্তিও নষ্ট করিতে হয় নাই। কলিরও তখন বাল্যাবস্থা। মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার বিপরীত ঝঞ্ঝা ব্যতীতও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ—শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতী পাদের আবির্ভাবকাল—ভারতবর্ষের একটী বিশেষ সঙ্কটময় যুগ; সুতরাং সামাজিক রাজনৈতিক,—সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল বাতের মধ্যে অপ্রাকৃত গৌড়ের "রূপ" ভারতবর্ষ, প্রাচ্য অন্যান্য দেশ এবং লণ্ডন প্রভৃতি সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে বিপুল ভাবে প্রচার ও প্রসারিত করা শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতী পাদের কিরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক, তাহা সহজেই বোধগম্য।

গৌড়ীয় সরস্বতীয় বাণীসেবাই প্রকৃত মঙ্গল

হে গৌড়ীয় সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিবিনোদনকারীরও নিত্য বৈভব। কৃষ্ণভক্তিই আপনার হৃদয়। নির্ভীকভাবে অপ্রাকৃত গৌরবাণী প্রচার আপনার স্বরূপ। আপনি প্রচুর কৃপা করুন আমরা যেন ভবদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত "বাণী"র প্রকৃত "রূপ" উপলব্ধি করিতে পারি, "বপু"র চিত্তাকর্ষক রূপ যেন কখনও আমাদের হৃদয় মথিত না করে, অর্থাৎ **বাণী ও বপুর** পার্থক্য যেন প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম হয়।

—**শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী** B. E (Cal)

ব্যাসপূজা-বাসরে
শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার চুম্বক

বৈষ্ণবগণের তিরোভাব ও বিশ্বের মঙ্গল জনক

দেশের মঙ্গল হউক্—এই বিবেচনা ক'রে বৈষ্ণবগণ অন্তর্হিত হন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের আরতি-কীর্ত্তন প্রত্যহই করি। তাঁ'র অপ্রকটলীলা জগৎ ধ্বংসের নিমিত্ত নহে। তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আগমন করেন, লীলা-সংগোপনকালে সেই উদ্দেশ্যই সাধন করেছেন। প্রকটকালে সমগ্র পৃথিবীতে তিনি ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করেছেন, আবার অপ্রকট হইয়াও

শিষ্যবর্গের দ্বারা সেই ভক্তির কথাই প্রচার করছেন। সেটা আগে যেমন মঙ্গলজনক ছিল, এখনও সেইরূপ মঙ্গলজনক।

আবির্ভাব—উৎসব, সহজে বুঝ্‌তে পারা যায়। কিন্তু তিরোভাবে আবার উৎসবটা কি? 'উৎসব' শব্দের অর্থ আনন্দ; সুতরাং আবির্ভাব ও তিরোভাব —দুইটীই আনন্দ হয় কি প্রকারে? বৈষ্ণবগণের এই একটী অতি চমৎকার বিচার।

যদ্দ্বারা সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয় তাহাই আনন্দ। মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা আমরা বিমোহিত হ'য়ে মায়ার মধ্যে আচ্ছন্ন হই। বৈষ্ণব-মহাজনগণ কিন্তু অন্তর্হিত হ'লে যে দুঃখ তাতে মায়া আক্রমণ করতে পারে না। তা হ'লেই আনন্দ। মায়ার ষোল আনাই নিরানন্দ।

পাষণ্ডগণই সংসারের পরিপোষক

ন্যায় শাস্ত্রে "মৃগ-তৃষ্ণিকা" নামে একটা ন্যায় প্রচলিত আছে। প্রকাণ্ড মরুভূমি ধূ ধূ করছে, কোথাও একটা বৃক্ষলতা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তখন মনে হয় ঐ নিকটেই বুঝি জল; সুতরাং জল পাবার আশায় মানুষ, পশু সেই স্থানে ছুটে যায়; কিন্তু দেখে জল নেই—জল আবার নিকটেই দেখা যাচ্ছে। আবার তা'রা দূরে ছুটতে থাকে। কয়েকবার এইরূপ করার পর দৌড়ে হাঁপিয়ে মৃত্যুলাভ করে। মায়াও সেইরূপ আমাদের একটা সুখের ছায়া দেখিয়ে দেয়। যে সংসার করে না সেটা মূর্খ—এরূপ কথা পাষণ্ডরা বলে। তারাই মায়ার প্রচার কর্ত্তা, আর কেহ নয়। মায়া তাদের বলে দিয়েছে, 'তোমরা প্রচার কর—সংসারের মত এমন সুখের আগার আর কোথাও নাই, সকলেই সংসার কর। প্রকৃত পক্ষে সংসারই মায়ার প্রধান আড্ডা।

আমরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি, কিন্তু একটীও উদাহরণ কখনও খুঁজে পাই না—যেখানে গৃহীরা সুখে আছে। কাজেই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মায়ার মধ্যে যতই ছুটে যাব ততই কষ্ট পাব, মৃত্যু ততই সন্নিকট।

বিবাহকরণই মায়ার ফাঁদ

নূতন বিবাহ হ'য়েছে—স্ত্রী রয়েছে, বেশ রান্নাবান্না করে দেয়, কত না আরাম! তুলসীদাস বলেন, "দীনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহু চুষে। দুনিয়া সব বাউরা হো কর বাঘিনী ঘর ঘর পুষে"। যারা কামুক পুরুষ তারাই স্ত্রীর সন্ধানে ছুটে। নারীরা দিনের বেলা মোহিনী-মূর্ত্তিতে

পুরুষ মন হরণ করে অন্য মেয়েদের মন ত হরণ করেই ; রাতকা বাঘিনী—অর্থাৎ রাতে খেয়ে ফেলবে, কি ভীষণ গ্রাস!

ঘরে আমরাও থাকি ; কিন্তু এখানে দীনকা মোহিনী নেই। যেখানে এই 'দীনকা মোহিনী' সেখানে দণ্ডবৎ কর,—বাবা ওখানে যাব না।

মহাপুরুষগণের চিন্তা জগতের চিন্তার বিপরীত

মহাপুরুষদের কাছে গেলে, তাঁদের কথাগুলি একপ্রকার Revolting বলে মনে হয়। এই যে মহাপুরুষগণ, তাঁরা চিরকালই জীবের মঙ্গল চিন্তা করে থাকেন। তাঁরা যে দেহরক্ষা ও দেহধারণ করেন—সবটাই জগতের মঙ্গল। যা'রা মনে করে, সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁর শিষ্যরা ঝগড়া করেই গেল,—তারা নিজেরাই ঝগড়াটে। তা'রা বুঝতে পারে না যে, বিরহটা সুখ।

লীলা-স্মরণ সর্ব্বত্রই হ'তে পারে

একবার শ্রীল প্রভুপাদের কোন একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিলেন, "প্রভুপাদের সমাধি-ক্ষেত্রে আবির্ভাব উৎসব কেন? আপনি ইহার প্রতিবাদ করুন"। এ কথা ঠিক নয়। লীলা-স্মরণ যে কোন স্থানেই হ'তে পারে। তিনি মৃত নহেন,—অপ্রকট, এরূপ ব'লে থাকি।

গুরুপূজাই ব্যাসপূজা

গুরুপূজা-তিথিকে-'ব্যাসপূজা তিথি' বলা হয়, কারণ অন্বয়ভাবে এই গুরুপূজা-বাসরে ব্যাসদেবেরই আবির্ভাব। শ্রীবাস অঙ্গনে নিত্যানন্দ প্রভু ব্যাসপূজা করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলেছিলেন,—

"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর"।

শ্রীবাস পণ্ডিত তদুত্তরে বলেছিলেন,—

"তোমার প্রসাদে **সর্ব্ব**—ঘরেই আমার॥
বস্ত্র, মুদ্গ, যজ্ঞ, সূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সর্ব্ব বিদ্যমান॥
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজন দেখিব॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ম অঃ ১২-১৫)

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এই ব্যাসপূজা করেন। নিত্যা-

নন্দ প্রভু ব্যাসপূজার মাল্য মহাপ্রভুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি ধর্ম্ম প্রচারক। বেদব্যাস যেমন সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার করেন, আপনিও সেই প্রকার কর্‌ছেন। ব্যাসদেব আপনারই অংশ, আপনাতেই ব্যাসের পূর্ণ অবস্থিতি লক্ষ্য করছি, অতএব মাল্য আপনারই প্রাপ্য।"

ব্যাসপূজা অতি প্রাচীন

এই ব্যাসপূজা নূতন নয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে বহুকাল থেকে এই ব্যাস-পূজা চলে আস্‌ছে। বঙ্গদেশে ব্যাসপূজা প্রবলভাবে না থাকায় পদ্ধতিগ্রন্থ-খানি সর্ব্বত্র সহজলভ্য ছিল না। শ্রীবাস পণ্ডিতও এই পদ্ধতিগ্রন্থ অন্যত্র মাগিয়া লইয়া ব্যাসপূজা করেছিলেন। এই মহাপুরুষ (শ্রীল প্রভুপাদ) গৌড়ীয় সমাজে তথা সমগ্র বঙ্গদেশে ৪০০ শত বর্ষ পরে ব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করে ব্যাসপূজা-পদ্ধতি সংগ্রহ করেন। দুই স্থান থেকে এই পুঁথি পাওয়া যায়— (১) পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠে (২) পুষ্কর তীর্থের এক মঠে। এই শেষোক্ত মঠে আমি নিজে গিয়ে ঐ পুস্তক দেখেছি। শ্রীল ভক্তবিনোদ ঠাকুর ঐ গ্রন্থ সাত্বত মতানুসারে সংশোধিত করেন।

এই ব্যাসপূজা সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য * আপনারা প্রত্যেকেই আলোচনা করবেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ যা' বলেছেন তা'র কিঞ্চিৎ আমি উল্লেখ করছি,— "জড়-ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্ব গুরুর পূজা বিধান করেন। .....শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরু পাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবী সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

—শ্লোকটী থেকে ব্যাসপূজা চরমে, ইহাই জানিতে পারা যায়। ব্যাসের শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে লোকে কথা বল্‌তে শিখেছে, অথচ সেই বেদব্যাসের

---

* 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত' মধ্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়ের ৮ম পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদ লিখিত 'গৌড়ীয় ভাষ্য'।

পূজা কেউ কর্‌ছে না। আমরা এখানে ব্যাসপূজা আবার কর্‌ব। সমগ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান কর্‌ব। তা'রা দেখে যাক্, ব্যাসপূজা কা'কে বলে? সরস্বতী পূজা আগে করে তাঁর কাছ থেকে কৃপা চাইতে হবে —ব্যাস শিক্ষা দাও। "যা'র জন্য রামের মা, তা'কে তুমি চিনলে না!"

পাশ্চাত্যগণ ব্যাস বিরোধী

পাশ্চাত্যদেশের শয়তান চরিত্রহীন পণ্ডিতগুলো বেদব্যাস সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে থাকে,—"বেদব্যাসকে উড়িয়ে দাও, কারণ তাঁর মত এত বড় পণ্ডিত থাক্‌লে আমরা মরে যাব, অতএব তাঁকে অস্বীকার কর।"

ব্যাস-বিস্মৃতিই ভারতবর্ষের উৎসন্নের কারণ

স্মার্ত্তরা, যা'রা, বেদব্যাস ছাড়া চলে না, চল্‌তে পারে না, তা'রাও এই দূষিত আবহাওয়ায় পড়ে অসুবিধা হ'লে বলে,—এটা বেদব্যাসের লেখা নয়, এটা প্রক্ষিপ্ত ইত্যাদি। **দুঃখের বিষয়, ভারতে এত বড় বড় University হ'য়েছে, কিন্তু কোথাও বেদব্যাসের প্রতিমূর্ত্তির পূজা হয় না। ফলে দেশটা উৎসন্ন যাচ্ছে।**

শঙ্কর সম্প্রদায়ে ব্যাসপূজা-পদ্ধতি

ব্যাসপূজায় বিবিধ পূজাপঞ্চকের বিধি আছে। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে ঐ পূজা পঞ্চকের মধ্যে 'কৃষ্ণ পঞ্চক' পূজার বেদীর মধ্যস্থলে পূজিত হন। শঙ্করাচার্য্যও 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দম্' বলেছেন। ঐ সম্প্রদায়ে চরমে ব্যাসের কথাই আছে।

আচার্য্য শঙ্কর কেবল মহাভারতের গীতা, সনকসুজাতীয়, ও ১০ খানা উপনিষদ্ মেনেছেন। তিনি পুরাণ মানেননি, যেহেতু পুরাণগুলি তাঁর মতের বিরুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের চারজন প্রধান শিষ্য ছিল—আনন্দগিরি, পদ্মপাদ, হস্তামলক ও মণ্ডনমিশ্র। শঙ্করাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত আলোচনা ক'রতেন। একদিন ঐরূপ অলোচনা সভায় পদ্মপাদ প্রভৃতি অন্যান্য কৃতবিদ্য আচার্য্যগণ উপস্থিত হ'য়েছেন, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর দার্শনিক আলোচনা না করে চুপ করে বসে আছেন। শঙ্করের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করে আলোচনা সভার প্রধানরূপে পদ্মপাদ তাঁ'র গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যকে সম্বোধন করে বল্‌লেন, "প্রভো আলোচনা আরম্ভ করুন। আমরা সকলেই উপস্থিত আছি।" শঙ্করাচার্য্য তদুত্তরে বলেছিলেন, "আনন্দগিরি এখনও আসে নাই। তাহার আসার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" এই কথা শ্রবণে পদ্মপাদ শঙ্করাচার্য্যকে বলেছিলেন, "সে ত মূর্খলোক, আপনার বেদান্তের কঠিন উচ্চ বিচার সে কিছুই বুঝিতে

পারিবে না। তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন কেন? আপনি বিচার আরম্ভ করুন।" এর কিছুক্ষণ পরে আনন্দগিরি সভাস্থলে এসে তাঁ'র গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে সংস্কৃত শ্লোকে তাঁ'র স্তব কর্‌তে থাকেন। এই স্তবের ভাব, ভাষা, বিচার এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল যে, পদ্মপাদের ন্যায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরও তা'র অর্থ বুঝা বেশ কষ্টের হ'য়েছিল। ইহা দেখে তা'রা সকলেই চমৎকৃত হয়ে পরস্পর বলাবলি কর্‌তে থাকেন, "আনন্দগিরি আচার্য্যের অঙ্গ-সেবাদি ও কৌপীন বহির্ব্বাসাদি বিধৌত করেন এবং রসুই-এ বামুন-স্বরূপে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন মাত্র। তাহার পক্ষে এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ আচার্য্যদেবের স্তব করা অসম্ভব ব্যাপার।"

"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—এই বিচার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পদ্মপাদাদি আনন্দগিরির প্রতি যেরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলেন, তাহাতে আচার্য্য শঙ্কর নিজ প্রিয় সেবকের অবমাননা সহ্য কর্‌তে না পেরে যোগবলে তাহাতে সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করে তাহার স্তবের দ্বারা সমস্ত শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই আনন্দগিরির গীতার টীকা, বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের টীকা আছে। খুব শক্ত সংস্কৃত, সেরূপ Literature আজকাল প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না,—পাঠক নেই। আনন্দগিরির 'শঙ্কর-জয়' শঙ্কর-জীবনীর প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আনন্দগিরি বল্‌েন,—

"শঙ্করঃ শঙ্করো সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণস্তথা।
দ্বয়োর্মধ্যে ভেদে দৃষ্টে কিঙ্করঃ কিং করিষ্যতি॥"

—আনন্দগিরির পক্ষে এটা বলা বা সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তিনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। এই শ্লোকের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে **শঙ্কর-মত ও বেদব্যাসের মত পৃথক**। এ বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য আনন্দগিরি সেই বিষয় আমাদের পরিস্ফুট ক'রে দিয়েছেন। একদিকে বেদব্যাস—নারায়ণ, অন্যদিকে শঙ্করাচার্য্য—স্বয়ং শিব। আমরা কা'র কথা মান্‌ব। এ ক্ষেত্রে আনন্দগিরির প্রশ্নের উদয় হ'য়েছিল, কিন্তু সাধারণের তা হ'বে না; কারণ শিব অপেক্ষা নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। আনন্দগিরি স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে কিরূপে যাবেন? তজ্জন্য সংশয়াপন্ন হ'য়ে বিনাশপ্রাপ্ত হ'তে চলেছেন। তবে এটা ধ্রুব সত্য, শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসের বিচার অবলম্বন না করে, 'জগন্মিথ্যাত্ব'-রূপ নূতন

অদ্বৈতমতের স্থাপন ক'রেছেন। ইহা বেদব্যাসের কখনও মত নহে। কবিরাজ গোস্বামী শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন,—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তা'য় উঠাইল বিবাদ॥"

আমরা ব্যাসপূজা দিবসে এই সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ্যভাবে যদি জগৎকে না জানাই, তা' হলে জগতের মঙ্গল কি প্রকারে হবে? জীব গোস্বামিপাদও 'ষট্‌সন্দর্ভে' এই শঙ্করমতের খণ্ডন ক'রেছেন। তজ্জন্যই আমরা বলি, আবির্ভাব ও তিরোভাব একই। গুরুপূজা দিনেই জগৎকে বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কর্‌বার জন্যই **ব্যাসপূজা খুব বিরাটভাবে করা কর্ত্তব্য সহজিয়া সম্প্রদায়ের বাবাজীদের মত মালাবদল ক'রে যুগল-ভজনের ব্যাসপূজা কর্‌লে চল্‌বে না।**

প্রকৃত পণ্ডিতের নিকট শঙ্কর-গ্রন্থ আদরণীয় নহে

প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সমাজ থেকে শঙ্কর-গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-তুলে দিয়েছেন। **যা'রা মূর্খ,** পাণ্ডিত্য-অভিমানী **তা'রাই শঙ্কর-গ্রন্থ পড়ে। আমি যে কোন শঙ্কর, স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে তা' বুঝিয়ে দিতে পারি।** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—**"মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"।**

মধ্ব-সম্প্রদায়ে ব্যাসপূজা বৈশিষ্ট্য

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে ব্যাসদেবের বামে লক্ষ্মী রেখে ব্যাসপূজা করা হয়। ব্যাসদেব যেহেতু সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁ'র পার্শ্বে তাঁ'র অঙ্কলক্ষ্মী ত থাক্‌বেনই। এই হ'ল শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে ব্যাসপূজার বিধি।

শঙ্করাচার্য্যের মতেই নবদ্বীপ ব্যাস-বিরোধী স্থান

নবদ্বীপ মূর্খের স্থান। এরা প্রায় সকলেই ব্যাস-বিরোধী। এটা আমাদের বৈষ্ণবদের কথা নয়। শঙ্করাচার্য্যই তাঁ'র বেদান্তভাষ্যের প্রথম অধ্যায়েই এ কথা উল্লেখ ক'রেছেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল—এই সব নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যের প্রভা বিস্তার করে। এগুলি সমস্তই বেদ-বিরোধী—ব্যাস মানে না। সুতরাং এগুলির দ্বারা ব্যাস-মহিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এখানকার স্মার্ত্ত পণ্ডিতগুলো পয়সা নেবার বেলা মুখে বলে, আমি ভগবানের দাস। কাজের বেলায় কিন্তু অন্যরূপ—খাঁটী অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদ নিরীশ্বর চিন্তায় পরিপূর্ণ।

গুরুদেব ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ

গুরুদেব ভগবানের Manifestive Aspect—প্রকাশ-বিগ্রহ। সেইজন্য গুরুদেবের জন্মতিথি লক্ষ্য ক'রে আমরা ব্যাসপূজা ক'রে থাকি। **স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকার মধ্যে কেহ কেহ আজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের আবির্ভাব ও ব্যাসপূজা লিখ্‌ছেন।** অদ্য ব্যাসপূজা দিবসে আমরা সকলেই শ্রীল ব্যাসদেবের নিকট, জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট তাঁ'র আবির্ভাব দিবসে ব্যাসপূজার অঞ্জলিস্বরূপ একটা প্রার্থনা জ্ঞাপন কর্‌ছি যে, ব্যাস-বিরোধী নাস্তিক্যবাদ বা অদ্বৈতবাদ আমাদের দেশ থেকে বিদূরিত হউক্। এই প্রার্থনাঞ্জলি প্রদান ক'রে আমি অদ্য আমার বক্তব্য সমাপন কর্‌লাম।

—প্রকাশকের সংগৃহীত

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গত মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত দিবসত্রয় (২৫শে মাঘ মঙ্গলবার হইতে ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার ইং ৮।২।৬৬ হইতে ১০।২।৬৬), বিশেষ আড়ম্বরের সহিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া অকৃত্রিম সত্যস্থাপক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের এবং কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিল ভুবন পবিত্রকারিণী শুভ আবির্ভাব-তিথি। গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব তিথিতে ব্যাসপূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে প্রদান করিয়াছেন, কারণ সদ্‌গুরুদেব সাক্ষাৎ বেদব্যাসের অবতার, ব্যাসবাণী কীর্ত্তন করাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম।

বেদব্যাস সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার প্রতীক। ভারতবর্ষই সেই সভ্যতার প্রাচীনতম পৌরানিক দেশ। যখন নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, পরমাণুবাদ, প্রকৃতিবাদ, কর্ম্মবাদ প্রভৃতি বিবিধ সৃষ্টি-সংহারী মতবাদসকল পৃথিবীকে প্রবলভাবে গ্রাস করিয়া কলির হস্তে তাহাকে সমর্পণোদ্যত হইয়াছিল, ঠিক সেই দারুণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ নারায়ণ বেদব্যাসরূপে ধরায় আবির্ভূত হইয়া নিখিল জীবের অসীম কল্যাণ বিধান করেন। বেদব্যাসেরবাণীচ্যুত জনগণ অতি শীঘ্রই তাহাদের নগ্ন সামাজিকতার পরিচয় দিয়াছে, আরও দিবেও। কলি তাহাদের নিপীড়িত করিতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করে নাই। আহার-বিহার-নিদ্রা

শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের প্রতিটী পদক্ষেপেই ব্যাসদেব যে বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্যাপি সমগ্র পৃথিবী সেই বিজ্ঞান বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই। সেই বেদব্যাসের পূজা-প্রচারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অকৃত্রিম প্রচেষ্টা সুশিক্ষিত জনগণকে বিশেষভাবে সাড়া দিয়াছে। তাহারই ফল-স্বরূপ এই বৎসর সমিতির নিকট বহুস্থান হইতে ব্যাসপূজা-শিক্ষা প্রদান করিবার আহ্বান আসে।

সমিতির মূলকেন্দ্র **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** অস্মদীয় শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্ম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রেরণায় এতদুৎসব একটী বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করে। ঊষাকাল হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীল প্রভুপাদ ও বেদব্যাসের মহিমাকীর্ত্তনে সমস্ত মঠ মুখর হইয়া উঠে। উল্লিখিত দিবসদ্বয় মধ্যাহ্নে শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হইলে বহু শত ব্যক্তি ব্যাসপূজার বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া জীবন সার্থক করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দিবসত্রয় অপরাহ্নে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে ভক্তগোষ্ঠী-প্রেরিত বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় বিবিধ পুষ্পাঞ্জলি পাঠ হয়। ২৫ ও ২৭শে মাঘ সন্ধ্যায় শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে বিদ্বজ্জনসমাবৃত এক মহতী সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বেদব্যাসের সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ ও সমিতির অন্যান্য শাখামঠ সমূহেও তত্তৎ মঠাধ্যক্ষবৃন্দের চেষ্টায় এই উৎসব যথারীতি পালিত হইয়াছে।

মেদিনীপুর জিলায় **চক্‌গাড়্‌পোতা গ্রামে** শ্রীগৌরহরি দাসাধিকারী ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীহরিমোহন ব্রহ্মচারী মহোদয়ের প্রচেষ্টায় সমিতি কর্ত্তৃক ব্যাস-পূজা করিবার আহ্বান আসে। তদনুযায়ী শ্রীপত্রিকার সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ মঠবাসী কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ উক্ত গ্রামে শুভ-বিজয়পূর্ব্বক বিরাটভাবে ব্যাসপূজা করেন। ব্যাস-বিরোধী স্মার্ত্তসমাজ কখনও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। সুতরাং পূজামণ্ডপে বহু সহস্র দর্শকের আগমন হয়। আগন্তুক সকলকে ব্যাসপূজার প্রসাদ প্রদান করিবার এবং সহস্রাধিক ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার আয়োজন করিয়া সগণ শ্রীগৌরহরি দাসাধিকারী ও শ্রীহরিমোহন ব্রহ্মচারী মহোদয় সমিতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই অপূর্ব্ব পূজা-দর্শকমাত্রেই বলিতে থাকেন, শাস্ত্রে এত বড় ব্যাপার থাকিতে আমাদের পুরোহিতগণ বা সরকার বাহাদুর ত তাহার একবিন্দুও সন্ধান রাখেন না, ইহাই ঘোরকলি !! ব্যাসপূজা উপলক্ষ্যে উক্ত গ্রামে দুই দিবস ধর্ম্মসভা আয়োজিত হয়। উক্ত দুই দিবসই পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মঠবাসী অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের বক্তৃতান্তে দুই দিবসই উক্ত সভাপতি মহোদয় বিপুল জন-সমাবেশের সম্মুখে তেজস্বীকণ্ঠে "পৃথিবীর সভ্যতায় বেদব্যাসের স্থান" সম্বন্ধে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করেন। তাঁহার এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা বহু লোককে ভক্তিপথে ব্যাস-বাণীতে আকর্ষণ করিয়াছে। এতদঞ্চলে সমিতির এই ব্যাসপূজা একটি নব জাগরণ আনয়ন করিয়াছে।

২৪ পরগণায় **গদামথুরা ৫ম খণ্ডে রামনগর আবাদ গ্রামে** শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবীর আহ্বানে সমিতি কর্ত্তৃক তৎস্থানেও বিরাটভাবে ব্যাসপূজা সম্পন্ন হয়। সমাগত বহু শতদর্শক ব্যাসপূজার স্বার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। দর্শকগণকে শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ তথায় শ্রীগুরুদেব ও শ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে চমৎকার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বেদব্যাসের শিক্ষা প্রসারে যাঁহাদের হৃদয় ক্রন্দন করে সমাজ তাহাদের প্রকৃত মূল্য কখনও দিতে পারিবে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যাসপূজার ধ্বনি উঠুক্—সমিতির ইহাই একমাত্র কামনা। যাঁহারা ব্যাসপূজায় আগ্রহী ঈশ্বর নিশ্চয় তাঁহাদের পরম মঙ্গল বিধান করিবেন।

মেদিনীপুর জিলায় **খামটী গ্রামে** শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ জানা মহাশয়ের বাটীতেও সমিতির গৃহস্থ-ভক্ত ও অনুগত জনগণ শ্রীব্যাসপূজা করেন। আরও বহুস্থানে সমিতি প্রদর্শিত পন্থায় শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানাভাবে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। **—নিজস্ব সংবাদদাতা**

পরলোকে শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ ৯৫ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ-নাম স্মরণ করিতে করিতে বিগত মাঘী শুক্লা প্রতিপৎ শ্রবণা নক্ষত্রে শনিবার (২২শে জানুয়ারী ১৯৬৬) মধ্যাহ্নে তদীয় প্রতিষ্ঠিত গঞ্জুম্থ 'শ্রীসারস্বত আশ্রমে' ইহলীলা সংবরণ করেন।

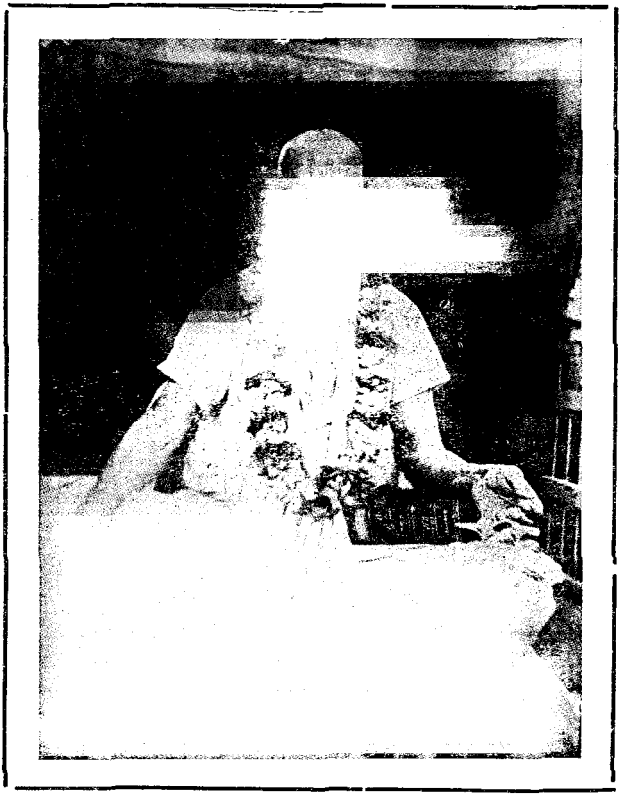

তিনি গার্হস্থ্য-আশ্রমে থাকাকালে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া নিত্য-মঙ্গলের জন্য সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সেই সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের চিত্রপট তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সেই আলেখ্য দর্শনে ইনি বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, এবং মনে মনে শ্রীল প্রভুপাদকে একমাত্র উপযুক্ত গুরু মনে করিয়া তাঁহার দর্শন লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৯৩৩ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে

উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহার ভক্তিপথে সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীউজ্জ্বলরসানন্দদাস নামে পরিচিত করেন। ইহা তাঁহার বাণপ্রস্থ-অবস্থা।

পূজনীয় মহারাজের পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীউজ্জ্বলেশ্বর পট্টযোষী। ইনি উড়িষ্যার বড়গড় মহারাজের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে পট্টযোষী উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীউজ্জ্বলরসানন্দদাসের ভজনে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব তিথিতে, ৪৪৮ গৌরাব্দ, ইং ১৯৩৪, ১লা মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটভূমি শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। তদবধি তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিগৌরবৈখানস মহারাজ নামে পরিচিত হন। অতঃপর পরিব্রাজক বেশে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন।

শেষ বয়সে তিনি স্বীয় শিষ্যদের অনুরোধে উড়িষ্যায় ব্রহ্মপুরের নিকট গঞ্জুগ্রামে 'শ্রীসারস্বত আশ্রম' স্থাপন ও শ্রীগৌরগোবিন্দ-সেবা প্রকট করিয়া তথায় ভজন করিতেন। ইং ১৯৬৬ সালের ২২শে জানুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্ন এক ঘটিকায় গুরুকৃপা সখী শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতের ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশ করেন। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য — ১·২৫ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৭৩ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম মুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৮শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১০ ত্রিবিক্রম, ৪৮০ গৌরাব্দ শনিবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৭৩; ইং ১৪।৫।১৯৬৬ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ]

প্রমাণখণ্ডঃ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ বভূবুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগদুর্মুনয়ো বেদান্ ছান্দোগ্যাদিস্বরূপকান্ ॥৫২॥

তখন স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদ এবং তথা পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। মুনিগণও ছান্দোগ্যাদি বেদগান করিয়াছিলেন ॥৫২॥

শ্রুতিমূলগতে নাম্নি দীর্ঘবাহুর্মহাপ্রভুঃ।
হরে কৃষ্ণেতি সংক্রোশ্য চচাল জাহ্নবী তটে ॥৫৩॥

অতঃপর কর্ণমূলে নাম উচ্চারণ করিলে পর দীর্ঘবাহু মহাপ্রভু ভাবদশা হইতে উত্থিত হইয়া 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' ধ্বনি করত গঙ্গাতটে গমন করিয়াছিলেন ॥৫৩॥

ভাগীরথীং সমুত্তীর্য্য সপার্ষদঃ শচীসুতঃ।
নাম সঙ্কীর্ত্তনে রেমে রুদ্রদ্বীপে সমন্ততঃ ॥৫৪॥

তাহার পর শ্রীশচীনন্দন পার্ষদগণসহ ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন সহকারে রুদ্রদ্বীপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

বিল্বপক্ষ ততো গত্বা বিপ্রান্ কৃষ্ণপরায়ণান্।
প্রেম্না সংপ্লাবয়ামাস কাঞ্চীপুরং জগৎপতিঃ ॥৫৫॥

সেখান হইতে জগৎপতি শ্রীগৌরসুন্দর বিল্বপক্ষ নামক স্থানে গমন করত কৃষ্ণপরায়ণ বিপ্রগণকে ও কাঞ্চীপুরকে কৃষ্ণ-প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন ॥৫৫॥

ততো গত্বা ভরদ্বাজস্থানং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ হরিম্।
ততো মায়াপুরাবাসং প্রবিবেশ স্বয়ং হরিঃ ॥৫৬॥

তথা হইতে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করত মায়াপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

শৃণ্বন্তি পরয়া ভক্ত্যা যে গৌরকীর্ত্তনক্রমম্।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ শিবে সংসারসাগরে ॥৫৭॥

অয়ি দুর্গে, যাঁহারা পরমভক্তি সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের ক্রম শ্রবণ করেন, তাঁহাদের আর সংসার-সমুদ্রে পতিত হইতে হয় না ॥৫৭॥

নবদ্বীপসমং স্থানং শ্রীগৌরাঙ্গসমঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণপ্রেমসমা প্রাপ্তির্নাস্তি দুর্গে কদাচন ॥৫৮॥

অয়ি দুর্গে, নবদ্বীপ তুল্য স্থান, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় প্রভু এবং কৃষ্ণপ্রেমের তুল্য লভ্য বস্তু আর কোথাও কোন দিন মিলিবে না ॥৫৮॥

এতদ্ধি জন্মসাফল্যং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ।
ভজনং শ্রীনবদ্বীপে ব্রজলোকানুসারতঃ ॥৫৯॥

লোকের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ইহাই জন্মের সার্থক যে, তাহারা নবদ্বীপ ধামেই ব্রজধামের অনুরূপ ভজন করিতে সমর্থ হয় ॥৫৯॥

ক্ষৌরমুপোসনং শ্রাদ্ধং স্নানদানাদিকং হি যৎ।
অন্যতীর্থেষু কর্ত্তব্যং নবদ্বীপে ন তদ্বিধিঃ ॥৬০॥

অন্যতীর্থে ক্ষৌর, উপবাস, শ্রাদ্ধ, স্নান, দানাদি কর্ম্ম বিহিত আছে, কিন্তু নবদ্বীপে তাহার বিধান নাই ॥৬০॥

তানি তানি হি কর্ম্মাণি কৃতানি যদি তত্র বৈ।
নশ্যন্তি সহসা দেবি কর্ম্ম-গ্রন্থিনিকৃন্তনাৎ ॥৬১॥

যদি সে সমস্ত কর্ম্মের তথায় অনুষ্ঠান করাও হয়, তথাপি কর্ম্মগ্রন্থির ছেদ বশতঃ ঐ সকল নাশ হইয়া যায় ॥৬১॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে জড় কর্ম্মাণি গৌরে দৃষ্টে পরাৎপরে ॥৬২॥

পরাৎপর শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ, সমস্ত সংশয়ের ছেদ ও জড়কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৬২॥

অতো বৈ মুনয়ো দেবি নবখণ্ডং সমাশ্রিতাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজে ॥৬৩॥
দ্বীপে দ্বীপে প্রপশ্যন্তি বিষ্ণোরবয়বং পরম্।
গায়ন্তি হরিনামানি মজ্জন্তি জাহ্নবী জলে ॥৬৪॥
নবরাত্রে নবদ্বীপং ভ্রমন্তি ভক্তিপূর্ব্বকম্।
জীবন্তি পরমানন্দে মহাপ্রসাদসেবয়া ॥৬৫॥

অয়ি দেবি, সেইজন্যই মুনিগণ নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করত রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন এবং প্রতিদ্বীপে স্বাংশ-ভগবানের বিগ্রহ-সকল দর্শন, জাহ্নবী-জলে স্নান, নয় রাত্রিতে ভক্তিপূর্ব্বক নবদ্বীপে ভ্রমণ ও মহাপ্রসাদ সেবনে মহানন্দে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন ॥৬৩-৬৫॥

প্রসাদং পরমেশানি গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ।
পাবনং সর্ব্বজীবানাং দুর্ল্লভং দুষ্কৃতাং কিল ॥৬৬॥

হে মহেশ্বরি! মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ সমস্ত জীবের পবিত্রতাজনক, কিন্তু পাপিগণের পক্ষে উহা দুর্লভ ॥৬৬॥

অহং ব্রহ্মা ত্বমীশানি দেবাশ্চ পিতরস্তথা।
মুনয়ো ঋষয়ঃ সর্ব্বে প্রসাদযাচকাঃ ধ্রুবম্ ॥৬৭॥

আমি ব্রহ্মা, তুমি দেবগণ, ও পিতৃগণ, মুনিগণ, ঋষিগণ সকলেই ঐ প্রসাদ-যাচক ॥৬৭॥

গৌরনিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদা বয়ম্।
পবিত্রং গৌরনির্ম্মাল্যং গ্রাহ্যং দেয়ং জনৈঃ সদা ॥৬৮॥

শ্রীগৌসুন্দরের নিবেদিত অন্নদ্বারা সর্ব্বদা আমাদের পূজা করিবে। মনুষ্য-গণের পক্ষেও পবিত্র গৌরনির্ম্মাল্য দেয় এবং গ্রহণীয় ॥৬৮॥

জাত্যভিমানমোহান্ধাবিদ্যাহঙ্কারপীড়িতাঃ।
দুষ্কৃতিদূষিতাঃ সত্ত্বাঃ প্রসাদে রতিবর্জ্জিতাঃ ॥৬৯॥
অহং তান্ রৌরবে দেবি নিক্ষিপ্য যাতনাময়ে।
দণ্ডং দদামি সত্যং তে বদামি নাত্র সংশয়ঃ ॥৭০॥

যে সকল ব্যক্তি জাত্যভিমান ও মোহে অন্ধ, বিদ্যাজনিত অহঙ্কারগ্রস্ত এবং দুষ্কৃতিযুক্ত হইয়া মহাপ্রসাদে আসক্তিহীন হয় আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাময় রৌরবে নিক্ষেপ করত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকি,—ইহা তোমার নিকট সত্য বলিলাম; এ বিষয়ে সংন্দেহ নাই ॥৭০॥

যত্র তত্র নবদ্বীপে যদন্নং তন্নিবেদিতম্।
তদ্‌গ্রাহ্যং ব্রহ্মণা সাক্ষাৎ চণ্ডালাদপি চণ্ডিকে ॥৭১॥

অয়ি চণ্ডিকে! নবদ্বীপের যে কোন স্থানে চণ্ডালও যদি বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন ব্রহ্মাকে প্রদান করেন তাহা হইলে তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৭১

শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা বহুদূরতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥৭২॥

উক্ত মহাপ্রসাদ শুষ্ক পর্য্যুসিত অথবা বহুদূরে নীত হইলেও প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্ষণ করা উচিত, এবিষয়ে কাল-বিচার নাই ॥৭২॥

ন দেশনিয়মস্তত্র ন পাত্রনিয়মস্তথা।
ন দাতৃনিয়মো দেবি গৌরভুক্তনিষেবনে ॥৭৩॥

গৌরাঙ্গের প্রসাদভক্ষণে দেশ, পাত্র সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই ॥৭৩॥

আকণ্ঠভোজনাদ্দেবি গৌরে ভক্তিঃ প্রজায়তে।
ন চাতিধর্ম্মবাধোঽস্তি গৌরভুক্তনিষেবনে ॥৭৪॥

হে দেবি! আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে গৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। গৌরভুক্ত প্রসাদভক্ষণে অতিধর্ম্ম-দোষ (অধিক ভক্ষণজনিত দোষ) বিচার্য্য নহে ॥৭৪॥

অহো দ্বীপস্য মাহাত্ম্যং ন কোঽপি বর্ণনে ক্ষমঃ।
অন্যতীর্থমৃতিঃ পুংসাং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী।
নবদ্বীপমৃতিঃ সাক্ষাৎ কেবলা ভক্তিদায়িনী ॥৭৫॥

এই নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বর্ণনে কাহারও ক্ষমতা নাই। অন্যতীর্থে মৃত্যু হইলে মানবের ভোগ ও মুক্তি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এই নবদ্বীপে মৃত্যু ঘটিলে শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥৭৫॥

অকালমরণং বাপি কষ্টমৃত্যুর্গৃহে মৃতিঃ।
অপমৃত্যুর্ন দোষায় নবখণ্ডে বরাননে ॥৭৬

অয়ি সুমুখি! নবদ্বীপে অকাল মরণ, কষ্ট-মরণ, গৃহ-মৃত্যু বা অপমৃত্যু-জনিত দোষ ঘটে না ॥৭৬॥

অন্যত্র যোগমৃত্যুর্বা কাশ্যাং জ্ঞানমৃতির্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বং ফল্গু চাঙ্গি নবদ্বীপে মৃতস্য বৈ ॥৭৭।

অন্যস্থানে জাত যোগমৃত্যু অথবা কাশীস্থ জ্ঞানমৃত্যু, নবদ্বীপে মৃত ব্যক্তির নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার জানিবে ॥৭৭॥

বরং দিনং নবদ্বীপে প্রয়াগে কল্পযাপনাৎ।
বারাণসীনিবাসাদ্বা সর্ব্বতীর্থনিষেবনাৎ ॥৭৮॥

প্রয়াগে কল্প-পরিমিত-কাল বাস করা, বারাণসী ক্ষেত্রে অথবা অন্যতীর্থে বাস করা অপেক্ষা নবদ্বীপে একদিন বাস করাও শ্রেষ্ঠ ॥৭৮॥

যোগেঽন্যত্র ফলং যত্তদ্ভোগে দ্বীপে নবে শুভে।
পদক্ষেপে মহাযজ্ঞ শয়নে দণ্ডবৎ ফলম্ ॥৭৯॥

অন্যস্থানে যোগ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই নবদ্বীপসেবায় তাদৃশ ফল জন্মিয়া থাকে। এখানে প্রত্যেক পদক্ষেপে মহাযজ্ঞ ও শয়নে প্রণামক্রিয়ার ফল অর্জ্জিত হইয়া থাকে ॥৭৯॥

ভোজনে পরমেশস্য প্রসাদসেবনং ভবেৎ।
কিং পুনঃ শ্রদ্দধানস্য হরিনামপরস্য চ।
গৌর প্রসাদভক্তস্য ভাগ্যং তত্র বদাম্যহম্ ॥৮০॥

এখানে সাধারণ ভোজনমাত্রেই ভগবানের প্রসাদসেবনের ফল হয়; আর যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও হরিনামপরায়ণ হইয়া গৌরাঙ্গদেবের প্রসাদ সেবন করেন, তাহাদের ভাগ্যের কথা আমি আর কি বলিব! ॥৮০॥

এতত্তে কথিতং দেবি সমাসেন তবাগ্রতঃ।
গোপ্যং হি ভবতা সর্ব্বং গৌরাঙ্গ প্রভোরিচ্ছয়া ॥৮১॥

হে দেবি! আমি সংক্ষেপে যাবতীয় বক্তব্য তোমার নিকট বলিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ইচ্ছানুসারে ইহা গোপন রাখিবে ॥ ৮১ ॥

ধন্যে কলৌ সংপ্রবিষ্টে গৌরলীলা মনোরমা।
প্রকটা ভবিতা হ্যেতৎ ব্যক্তং তদা ভবিষ্যতি ॥৮১॥

ধন্য কলিকাল আরম্ভ হইলে মনোরম গৌর-লীলা প্রকটিত হইবে। তৎকালে এই ধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইবে ॥৮২॥

ইতি শ্রীঊর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে
শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্।

ইতি শ্রীঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

কথিতং শ্রীবিশ্বসারে চণ্ডিকায়ৈ শিবেন হি ॥ ণ ॥

শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীমহেশ্বর পার্ব্বতীর প্রতি বলিয়াছেন ॥ ণ ॥

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ ॥১॥
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিত্র পুরন্দর গৃহেস্বয়ম্।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাং চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ ॥২॥

অয়ি প্রিয়ে! গঙ্গার দক্ষিণভাগে মনোরম নবদ্বীপধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের পাপবিনাশের জন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাত্রিতে মিশ্র-পুরন্দরের গৃহে শচীদেবীর গর্ভে গৌররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥১-২॥

তন্ত্রে কুলার্ণবে শম্ভুরবদৎ পার্ব্বতীং প্রতি ॥ ত ॥

কুলার্ণব-তন্ত্রে পার্ব্বতীর প্রতি মহেশ্বর বলিয়াছেন ॥ ত ॥

ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোঽপি মহানিধিঃ।
হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি ॥৩॥

অনন্তর কলিযুগের আরম্ভে হরিনামপ্রচারের জন্য গঙ্গাতীরে কোনও মহাগুণনিধি জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৩ ॥

বৃহদ্ব্রহ্মযামলাখ্যে তন্ত্রে তৎ কথিতং পুরা ॥ থ ॥

পুরাকালে বৃহদ্ব্রহ্মযামল-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥ থ ॥

কলৌ পূর্ণানন্দস্ত্রিভুবনজয়ী গৌরসুতনুর্নবদ্বীপে
জাতঃ সুরধুনিসমীপে নরহরিঃ।
দদৎ পাপীভ্যঃ সংস্তুতমপি হরের্নাম সুকৃতং তরিত্বা
পাপাব্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ ॥৪॥

কলিযুগে যে পূর্ণানন্দ ত্রিভুবনজয়ী সুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি গঙ্গাসমীপে নবদ্বীপে উদিত হইয়া পাপিগণকে অতিশয় পবিত্র হরিনাম প্রদান-পূর্ব্বক পাপসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বদা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৪ ॥

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং
কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসৎস্বর্ণসংসক্তগণ্ডম্।
কেয়ূরাঙ্গদদিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ে বিভ্রতং
ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ব্বং হরেঃ ॥৫॥

যিনি কলিমল-বিনাশের জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেছেন, যাঁহার কণ্ঠদেশে মাল্য, গণ্ডদ্বয়--কর্ণযুগলে সুশোভিত সুবর্ণকুণ্ডলচ্ছটায় উজ্জ্বল, বাহুদ্বয় কেয়ুর ও বলয়ের দিব্যরত্নে অলঙ্কৃত, যিনি ভক্তগণকে পাপনাশন হরিনাম প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করিতেছি ॥ ৫ ॥

কপিল-তন্ত্রে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জানত্বা পার্শ্বদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি ॥৬॥

কপিলতন্ত্রে উক্ত আছে,—

ঘোর কলিকালে জম্বুদ্বীপান্তর্গত মায়াপুরে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করত ভগবান্ পার্ষদগণের সহিত কীর্ত্তন করিবেন ॥ ৬ ॥

মুক্তিসঙ্কলিনী-তন্ত্রে—

কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরে নৈমিষারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল ॥৭॥

মুক্তিসঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সত্যযুগে কুরুক্ষেত্রে, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে নৈমিষারণ্য এবং কলিযুগে 'নবদ্বীপ' তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মযামলে—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে ॥৮॥

ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন,—

অথবা আমি আমার ভক্তরূপে কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনকালে পৃথিবীতে মায়াপুরে অবতীর্ণ হইব ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণযামলে—

পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ ॥৯॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

কৃষ্ণযামলে বলিয়াছেন,—

পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে শচীসুতরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বিদ্বদ্ভির্যৎ সমীরিতম্।

সংগৃহীতং ময়া সর্ব্বমধ্যায়েঽস্মিন্ সুখাবহম্ ॥ দ ॥

নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে— পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে আমি সেই সকল আনন্দদায়ক বাক্য সংগ্রহ করিতেছি ॥ দ ॥

আদৌ কর্ণপুরস্যৈব বর্ণনং শৃণু যত্নতঃ।

চৈতন্যচরিতে কাব্যে নবদ্বীপকথাশ্রয়ে ॥ ধ ॥

চৈতন্যচরিত-কাব্যে নবদ্বীপ-কথা আশ্রয় করত কবিকর্ণপূর যাহা বর্ণন করিয়াছেন, প্রথমে তাহাই যত্নসহ শ্রবণ কর ॥ ধ ॥

ইয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী দিবোপি

দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।

মহান্তি রত্নানি যদা দদাত্যতো

দধৌ নবদ্বীপমতীব দুর্লভম্ ॥ ১ ॥

অশেষ পুণ্যগুণশালিনী এই ধরিত্রী দিব্য স্বর্গধাম হইতে ভাগ্যবতী এবং শ্রেষ্ঠতরা যেহেতু এই বসুন্ধরা সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট নানারত্ন প্রদান করিয়া থাকে, সেই জন্যই তাহার ফল-স্বরূপ নবদ্বীপ-নামক অতিদুর্লভ পুণ্যস্থানকে অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ১ ॥

অনেকধা সঞ্চিত ভাগ্য সঞ্চয়ং

সমস্তমেকত্র বিধায় সর্ব্বতঃ।

মহীরুহৈরুৎপুলকেয়মুৎসুকা দধৌ

নবদ্বীপ ইতি প্রথাং কিমু ॥ ২ ॥

পৃথিবী তাহার বহুবিধ সঞ্চিত ভাগ্যরাশিকে একস্থানে সংগ্রহ করিয়াই কি এই নবদ্বীপরূপা খ্যাতি ধারণ করিয়াছেন এবং এখানকার বৃক্ষরাজি কি সেই ভাগ্যরাশিসঞ্চয়-নিবন্ধন পুলকজনিত রোমাঞ্চ-স্বরূপ ॥ ২ ॥

প্রভুঃ কদা বাবতরিষ্যতীত্যদো
বিচিন্তয়ন্ত্যা মনসি প্রফুল্লয়া।
মনোরথাক্রান্তিবশাদনেকশঃ
সতাং পদাব্জানুগতির্যয়া দধে॥ ৩॥

কোন কালে প্রভু অবতীর্ণ হইবেন,—এই চিন্তায় মনে মনে অতিশয় প্রফুল্লা হইয়া এই ভূমি মনোরথের তাড়নায় বহু-প্রকারে সাধুগণের পাদপদ্মের অনুসরণ করিয়াছে॥ ৩॥

ইয়ং নবদ্বীপমিষেণ মেদিনী
দধার ভূয়ো মথুরামিবাপরাম্।
বদেদমুষ্যাং চ বিমুক্তিদায়িনী
প্রভোঃ পদস্পর্শরসামলাত্মনঃ॥ ৪॥

এই পৃথিবী যেন নবদ্বীপ-রূপে পুনরায় অন্য এক মথুরাপুরীকেই ধারণ করিতেছে, এবং প্রভুপদস্পর্শরসে যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাহাকে মুক্তি দান করত যেন নিজকে মথুরাপুরী বলিয়াই বলিতেছে॥ ৪॥

আপ্লাব্য যা ধূর্জটিসজ্জটাতটীং
কপালমালাচ্ছটয়া সমন্বিতাম্।
শশাঙ্কলেখা প্রতিবিম্বরূপিণীম-
লব্ধপূর্ব্বাং শফরীং সমাসদৎ॥ ৫॥
প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য পাবনী
ধারামনোজ্ঞা মধুরা মহীয়সঃ।
চকার যত্রাস্পদমুৎসুকা সতী
সমন্ততোঽসৌ বিমলাম্বুবাহিনী॥ ৬॥
দ্রবস্বরূপাপি ভবাব্ধিশোষিণী
শুভ্রাপি যাসীদ্ধৃতকৃষ্ণবিগ্রহা।
ক্ষিত্যাশ্রিতাপি দ্যুনদীতি বিশ্রুতা
ভ্রমাপহাপি ভ্রমিবিভ্রমাবহা॥ ৭॥
সেয়ং নবদ্বীপ ভুবো মহীয়সীং
শোভামিবাধায় তদন্তবাসিনী।

প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য সৌরভং
প্রাপ্যৈব ভূয়োৎকলিকাকুলীকৃতা ॥ ৮ ॥

যিনি কপালমালার কান্তিযুক্ত মহাদেবের জটাতট প্লাবিত করায় স্বকীয় বারিগর্ভে তদীয় ললাটস্থ চন্দ্রকলার প্রতিবিম্বপাতে যেন অলব্ধপূর্ব্ব শফরীর (মৎস্য বিশেষ পুঁটী মাছের ন্যায়) শোভা ধারণ করিয়াছেন।

যিনি প্রভুর পদযুগল হইতে রম্য-ধারায় প্রবাহিতা হইয়া জগৎ পবিত্র করেন, এবং চতুর্দ্দিকে মধুর ও বিমল জলভার বহনপূর্ব্বক জীবকে মহৎপদ প্রদান করেন।

যিনি দ্রবস্বরূপা হইয়াও ভবসমুদ্র শোষণ (অর্থাৎ জীবের সংসার-দশা-নাশ) করেন, যিনি শুভ্রবর্ণা হইয়াও কৃষ্ণ-বিগ্রহা (অবগাহন-কালে নিজের সলিলে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন), যিনি পৃথিবীতে প্রবাহিতা হইয়াও স্বর্গতরঙ্গিণী-নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন (স্বর্গ হইতে আগতা বলিয়া ঐ নাম), যিনি জীবের যাবতীয় ভ্রম দূর করিয়াও ভ্রমি-বিভ্রম ধারণ করিতেছেন (ভ্রমি—আবর্ত্ত, এবং বিভ্রম—তদীয় ভঙ্গী, পক্ষে, ভ্রমে পতিত), সেই গঙ্গাদেবী প্রভুর পাদ-পদ্মের সৌরভ-লাভেই যেন কল্লোলধ্বনিতে আকুলিতা হইয়া নবদ্বীপের প্রান্তে বাস করত তত্রত্য ভূমিভাগের পরম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। (কুলক এস্থলে চারিটী শ্লোকে একত্র অন্বয়) ॥ ৫-৮ ॥

চতুর্ভিঃ কুলকম্। বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেব-
সত্তমাঃ সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু শ্রুতি-
স্মৃতীনাং বিধয়ঃ শরীরিণঃ ॥ ৯ ॥

যেখানে (নবদ্বীপ) সর্ব্বদা সদাচার-পরায়ণ এবং বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত-কর্ম্ম-সকলের সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিধিস্বরূপ উত্তম ব্রাহ্মণগণ বাস করেন ॥ ৯ ॥

স্বভাবভাজাং ভিষজাং মহত্তমাঃ
সধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বিশাম্বরাঃ পরে।
প্রতিষ্ঠয়া নির্ভরশুভ্রয়া সদা
সমন্বিতা যত্র বসন্তি মানবাঃ ॥ ১০ ॥

যেখানে উত্তমস্বভাব ভিষক্ (বৈদ্য) গণ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ বৈশ্যগণ স্বোপার্জ্জিত শুদ্ধ-প্রতিষ্ঠাযুক্ত হইয়া বাস করিতেছে ॥ ১০ ॥

তেনৈব বর্ণিতং চন্দ্রোদয়াখ্যে নাটকে পুনঃ ॥ ন ॥
গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংসপ্রায়া
যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্ ।
যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্মূর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥১১॥

তিনিই 'চন্দ্রোদয়'-নামক নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ন ॥

যিনি পুণ্যতীর্থ-সকলের শিরোভূষণস্বরূপা, যিনি নবদ্বীপ-নাম্নী নগরীকে নিজমণ্ডলের মধ্যে ধারণ করিতেছেন, সেই গৌড়ভূমি জয়যুক্ত হউন্। সেই গৌড় ভূমিতে (অথবা, নবদ্বীপে) কনককান্তি শ্রীগৌর-সুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সেখানে প্রতিপুরীতে ভক্তিদেবী স্পন্দিত হইতেছেন ॥ ১১ ॥

পরলোক

আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান হইতে আমরা ইহলোকের ধারণা লাভ করি। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়া পরলোকের ধারণা কতদূর সম্ভব, তাহাও দেখা আবশ্যক। ঐহিক ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা যে সকল ঐহিক ধারণা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, উহার সকলগুলিই আমাদের শরীর-পতনে এই খানেই রহিয়া গেল, আর যে জিনিষটী স্থূল শরীর হইতে বিচ্যুত হইল, তাহার কোন সন্ধানই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ করিতে সমর্থ হইল না। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও তাহার পরিণতি অনুমান—সম্বল করিয়া পরলোকে যাইবার জন্য চেষ্টা হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাদৃশ অনুমান সেখানে কতদূর কার্য্যে লাগিবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। লৌকিক প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও তদনুবর্ত্তী অনুমান ইহ জীবনেই অসত্য নিরাকরণ করিয়া সত্য ধারণায় উপনীত করায়। যেখানে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি চলচ্ছক্তিরহিত হইল, তথায় ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন বাহ্য-করণের অভাবে অন্তঃকরণসমূহকে চালনা করিতে পারে মনে করিয়া যদি আমরা স্থূল উপাধির হস্ত হইতে পরিত্রান পাই, তাহা হইলে সূক্ষ্ম উপাধিতে অন্তঃকরণ লইয়া বিচরণ করি। ইহাও পরলোকের একটী স্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ইহলোকে পূর্ব্বে বাসনা, পরবর্ত্তী কালে স্থূল জগতের সান্নিধ্যে ক্রিয়াকলাপ। যেখানে স্থূলের সংস্পর্শ হইল না, তথায় ঘনীভূত করাইয়া,

স্থূল বিষয়ে সংলিপ্ত করে। ইহলোকে স্থূল-সূক্ষ্ম মিশ্রিত ভাব যে সময়ে স্থূলের সহিত সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু সেই সূক্ষ্ম-প্রতীতি স্থূলের সংমিশ্রণে জাত, সে কারণ সূক্ষ্মও স্থূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে,—জন্মান্তর-বাদী শাক্যসিংহ, জৈমিনি প্রভৃতি মনিষিগণ এরূপ স্বীকার করেন স্থূলোপাধির অভাবে সূক্ষ্মোপাধি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎ হইতে বিরামলাভ না করিলে ঐহিক অশান্তি নিরাকৃত হয় না। আবার সূক্ষ্মোপাধির উন্নতাংশ স্বর্গাদিকে অনেক বিচারক সম্প্রদায় আকাশ-পুষ্প অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। মৃত গাভী কখনও ঘাস ভক্ষণ করে না, পিতৃ উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড ও তর্পণ-জলাদি কিরূপভাবে প্রেতাদি-লোকপ্রাপ্ত পূর্ব্ব পুরুষগণ পাইবেন, এ বিষয়েও প্রত্যক্ষ-বাদিগণের মধ্যে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। পাপপুণ্য-মিশ্র অবস্থায় কেবল স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিতে এই জগতে অবস্থান, কেবল পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গাদি-গতি, কেবল পাপ-প্রভাবে নরকাদিই আমাদের গম্যস্থান হয়। স্বর্গ, নিরয় ও কর্ম্মভূমি—এই ত্রিভুবনই অক্ষজ-জ্ঞান ও অনুমানের প্রাপ্য ভূমিকা। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, এই ত্রিভুবনই অথবা সপ্তব্যাহৃতি ও সপ্ত অবর লোকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাধিষ্ঠিত রাজ্যে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ইন্দ্রিয়-তৎপরতাই লক্ষিত হয়।

ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে অতীন্দ্রিয় পুরুষগণ বাস করেন। সেখানে জীবের ইন্দ্রিয়জ বাসনা নাই। নশ্বর ইন্দ্রিয় তথায় গমন করিতে অসমর্থ। তাদৃশ পরলোক, বিচারকের ভাষায়, পরোক্ষবাদ-লক্ষিত চতুর্দ্দশভুবনাতীত গুণত্রয়-সাম্য-সলিলা বিরজা নদীর অপর পারে স্থিত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মলোক। কাহারও কাহারও বিবেচনায় এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধামই মুক্ত পুরুষগণের লভ্য ভূমিকা। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান স্তব্ধ হওয়ায় ভোগময় বস্তুবিশেষকে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের বিচারে ইহাই পরলোক, তাঁহারা ইহ জগতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলিয়া খ্যাত এইরূপ পরলোক লাভ করাইবার জন্য নাস্তিক, প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী ব্যস্ত। আর প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তি—এই বেদ-প্রতিপাদ্য অভিধেয় বিনষ্ট করিয়া নির্ব্বিশেষ-ধামকেই পরলোক বলিতে পারেন; কিন্তু তাহাও এই পার্থিব জ্ঞানের অতন্নিরসন-মাত্র। উহা কখনই 'নিত্যধাম' শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। যেখানে অনিত্যের উপাধি প্রবল, তাদৃশ অজ্ঞানদূষ্ট জ্ঞানী যে কাল্পনিক মুক্তধামের কল্পনা করেন, তাহা তাঁহার অধিকৃত বিষয় নহে। সুতরাং অন্ধকারে ঐ রূপভাবে হাঁতড়াইতে গেলে তাহা পরলোক নাও হইতে পারে।

পরলোকে ইহলোক অপেক্ষা এমন একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান—যদ্দ্বারা আমরা ইহলোকের সহিত পরলোকের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। সেই পরলোক-সম্বন্ধীয় আলোচনার আভাস দিবার উদ্দেশে 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' সাময়িক পত্রখানি নানা প্রকারে সংসারাভিনিবিষ্ট জীবকুলকে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বর্ষকাল চেষ্টা করিয়াছেন। আগামী বর্ষেও সেই চেষ্টা আরও সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের ঐকান্তিক ভক্তগণ চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। পারলৌকিক জ্ঞানকেই অপর ভাষায় 'পরমার্থ' বলে: আর, ঐহিক জ্ঞানকেই পারমার্থিকের ভাষায় 'অনর্থ' বলে।

ঐহিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ইহলোকে জীবকে উদ্দামভাবে নৃত্য করায়; আবার, উদ্দাম নৃত্যের বিশ্রামস্থলী বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবকেই চরম প্রাপ্য বলিয়া নিরূপণ করে। যাঁহারা পরমার্থে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থাকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়া বদ্ধজীবকুলকে বুঝাইয়া থাকেন। ভগবানের পারমাত্ম্য-ভাব শুদ্ধ জীবাত্মার গ্রহণীয় বিষয়-জ্ঞানে বৈদান্তিক অপরোক্ষ-বাদের অবতারণা করেন। ইহাই জীবাত্মার অধোক্ষজ-সেবা। 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' সাময়িক পত্রের কেবল পরমার্থের কথা আলোচনা করিতে গেলে অক্ষজ জ্ঞানবাদী সন্তুষ্ট হন না বলিয়াই অক্ষজজ্ঞানি-সজ্জায় পারমার্থিকের ইহাই প্রয়াস। **—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

প্রশ্নোত্তর

(গৃহস্থ-বৈষ্ণব)

১। সদ্ গৃহস্থ কে? কাহার গৃহে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন?

"তিনিই সদ্‌গৃহস্থ—যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন; তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের সাধারণ অধিকার কি?

"যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থবেগ সহিতে পারেন না, অনেক অবৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার ভজন-পিপাসু দৃষ্ট হয়। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন—ইঁহারা "গৃহত্যাগী" বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধিক্রমে 'গৃহস্থ' থাকিয়া ভগবদ্‌ভজন করেন।" —'ধৈর্য্য', সঃ তাঃ ১১৫

৩। বৈষ্ণব-গৃহস্থের পত্নী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আচরণ কিরূপ হইবে ?

"বিবাহিতা স্ত্রীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। * * * বৈষ্ণবী পত্নী-সহকারে বৈষ্ণব-জগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে-সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে **ভগবদ্দাস** বলিয়া জ্ঞান করিবে।"

৪। ষড়্‌বেগ-দমনের উপদেশ কি গৃহস্থগণের জন্য নহে ?

"ষড়্‌বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তিই পৃথ্বীজয়ী হন। এই **বেগসহন উপদেশ কেবল গৃহি-ভক্তের পক্ষে ;** কেন না, **গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি-বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে।"** পীঃ পঃ বৃঃ, ১ম শ্লোক

৫। সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের জীবনযাত্রা-বিধি কিরূপ ?

"সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ-চরিত্রে, ন্যায়-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন।' —'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

৬। গৃহস্থগণের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যয় কিরূপে হইতে পারে ?

"যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বৃত্ত ধন পান, তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্য-মাংস-ভোজন, অসৎ নাট্যাদি-দর্শন, বৃথা মোকর্দ্দমা, অসৎ পাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি-সেবা, দুঃখী লোককে অন্ন-দান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা-দান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি-দায় হইতে মুক্তকরণ—এই **সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত সেবাতে হইয়া থাকে।** * * প্রভুর দৈনন্দিন সেবা-সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।"

—'গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের জীবনবৃত্তি', সঃ তোঃ ৭।২

৭। অতিথি-সেবা গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য কেন ?

"আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম্ম। যে দেশে-আতিথ্য নাই, সে-দেশ মরুভূমি তুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাঁহার আতিথ্য নাই, তাঁহার

বৃথা জীবন— লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করে না; সুতরাং তিনি এক জন পাপিষ্ঠদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থের যে-সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয়।"

—'বৈষ্ণব গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।১২

৮। সাধারণ-অতিথি ও বৈষ্ণব-অতিথির সেবায় বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোন তারতম্য করা উচিত কি?

"ভক্ত-গৃহস্থও যখন অতিথি পান, তখন দেখিয়া থাকেন যে, সে অতিথিটী সাধারণ অতিথি, কি বৈষ্ণব-অতিথি। যদি বৈষ্ণব-অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করেন এবং **তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতি সাধন করেন**। যদি সাধারণ অতিথি পান, তবে সাধারণ-আতিথ্য-বিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ ব্যবহারই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার।"

—'বৈষ্ণব গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।১২

৯। গৃহস্থের প্রধান কার্য্য কি?

"ভক্ত-সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১০। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবেন?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১১। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিবেন? তাঁহাদের পক্ষে অন্যাভিলাষ একান্তভাবে পরিত্যাজ্য কেন?

"মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থ প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুকরণীয়। কৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। আর **অবান্তর-ফল-কামনার ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতেই সংসারী হইয়া পড়িবেন।**" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১২। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অন্যান্য কৃত্য কি?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান করিবেন।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১৩। অধিক সঞ্চয় করা কি বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে?

"গৃহী বৈষ্ণবের যাবৎ ভক্তি-নির্ব্বাহ তাবৎ সঞ্চয়েরই আবশ্যকতা

ততোঽধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার। ভজন-প্রয়াসিগণ বিষয়িদিকের ন্যায় সেরূপ অত্যাহার করিবেন না।" —পীঃ পঃ বৃঃ, ২য় শ্লোক

১৪। বৈষ্ণব-গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিশেষ প্রয়াস করা কি উচিত নহে?

"গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পান, তাহাতেই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সুখবোধ করা উচিত।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১৫। কিরূপ বৈষ্ণব লইয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থ মহোৎসব করিবেন?

"বৈষ্ণবকে সম্মান করিবেন, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবেন এবং এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থ-বৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

১৬। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন?

"বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়,—ইহাতে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১৭। ভক্তের পক্ষে 'গৃহত্যাগী' বা 'গৃহস্থ' কোন্‌টী হওয়া উচিত?

"ভক্ত লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তঃ ১১।১২

১৮। গৃহস্থ-অবস্থাটী কি? ইহা কি চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে?

"গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের **আত্ম-তত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ** করিতে পারে।" —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৯। গৃহস্থ কি ভেক বা সন্ন্যাসাশ্রম প্রদান করিতে পারেন?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকটই বেষাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। **গৃহস্থ ভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই; এইজন্য কাহাকেও বেষাশ্রম দিবেন না।** —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দীনের কাতর প্রার্থনা

হে পরমারাধ্য প্রভো !

লহ মম অগণিত ভক্তি-অর্ঘ্য,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্নে পতিত এ দীন ;
কি দিয়ে পূজিব চরণ তোমার—
কিছু নাহি জানে এই দুরাচার হীন ॥

শুনিয়াছি তুমি বড় দয়াময়,
দীনের প্রতি তোমার করুণা অপার ;
অকাতরে যেবা লয় তোমার শরণ—
শ্রীচরণ দিয়ে তার নাশহ আঁধার ॥

আমি অতি মূঢ় অভাজনাধম
মায়াচক্রে ঘুরি বহু আবর্ত্তনে ;
সদা আশা মোর হয় বিষয় ভুঞ্জিতে—
নাহি হয় রতি মোর আত্মার সাধনে ॥

ভ্রান্ত পথিক সম ধাই অনর্থে,
ষড়রিপু সিঞ্চে তাহে কামনা প্রচুর ;
বিষয়ের ভোগ লাগি কতনা সাধনা—
মায়া গিয়া তাহে দেয় ইন্ধন যোগাড় ॥

মায়া কুহকিনী-মোহে হইয়া প্রলুব্ধ,
কামনায় বাসনায় নেচে উঠে প্রাণ ;
কুহেলিকা সম হেন ছলনা তাহার—
বিলাস-ব্যসনে মুগ্ধ নাহি মোর ত্রাণ ॥

কলুষে দলিত হিয়া ত্রিতাপে তাপিত,
দুর্লভ জীবন মোর যেতেছে বিফলে ;
কি তরে আইনু (আমি) সকলি ভুলিনু—
প্রবঞ্চনা করে মোরে ইন্দ্রিয় সকলে ॥

কজ্জলিত হিয়া এই তামস আচ্ছন্নে,
অশান্তির চিতা-বহ্নি সদা ধু-ধু জ্বলে ;

নিমজ্জিত হ'য়ে আছি ভবসিন্ধুমাঝে
তথায় পড়িয়া চিত্ত কাঁদিছে আকুলে ॥
সীমাহীন পারাবার কর্ম্মপথ-মাঝে,
বিঘূর্ণিত কাল-রূপ চক্রের ঘূর্ণনে ;
দারুণ বিপদ্‌গ্রস্ত নাহিক পাথেয়—
এ অধমে কে রক্ষিবে তব কৃপা বিনে ??
যবে এ শরীর হ'বে পতন-উন্মুখ,
কি হ'বে আমার গতি ভাবিয়া না পাই ;
কত না জনমে যাতনা ভুগিয়া আমি—
লভেছি মানব-জন্ম কোথা পাব ঠাঁই !!
হেলায় গোয়া'নু সব সময় সকল
না ভজিনু গুরু-কৃষ্ণে অমূল্য রতনে ;
আমি যে কাঙ্গাল অতি পতিত অধম—
শরণ লইনু তব অভয় চরণে ॥
দেব ! (তাই) মলিনতা লয়ে মনের আবেগে
এসেছি ছুটিয়া তব শ্রীচরণ পাশে ;
ওই রাঙ্গা পদে আমি শরণার্থী হ'য়ে
অজ্ঞান-আঁধার নাশ' আলোক-প্রকাশে ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি অগতির গতি,
নিরাশার আশা তুমি অকূলের কূল ;
পতিত-পাবন তুমি দয়াময় প্রভু—
পামর জনার সব ভেঙ্গে দিও ভুল ॥
হে দয়াময় ! অতীব অযোগ্য যে আমি
মম সম পাতকী ত নাহি পাবে আর ;
তোমার কৃপাতে যেন মায়া কেটে যায়—
ভক্তিতে আপ্লুত হোক্ হৃদয় আমার ॥
বন্দিতে তোমায় মোর প্রাণে নাহি ভাষা,

হৃদয়ে ভকতি নাই তোমায় তুষিতে ;
গুণের সাগর তুমি ভবভয়-ত্রাতা
তোমার চরণ বন্দি' তোমার কৃপাতে ॥
পরীক্ষার তরে যত দুঃখ দাও—
সহিতে শকতি দাও এই অকিঞ্চনে ;
কৃপা করি' শোধ' মম মন-মরু
নিত্যদাস করি' রাখিও চরণে ॥
যতই ঝঞ্ঝা আসুক্ জীবনে আমার,
কভু যেন নাহি ভুলি নিত্যধনে ;
মায়ামুক্ত হ'যে একনিষ্ঠ-মনে
কায়-মনো-বাক্যে যেন সেবি ও চরণে ॥

নিত্য সেবাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৫)

স্বতন্ত্ররূপে শিব ভজন বিষয়ে ভৃগু মুনির শাপ আছে—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিণস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ (ভাঃ ৪।২।২৮)

যাহারা ভবব্রতধারী (শিবোপাসক) অথবা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সচ্ছাস্ত্র পঞ্চরাত্রাদির প্রতিকূল আচরণকারী বলিয়া পাষণ্ডী নামে খ্যাত হইবে। স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনায় পাষণ্ডিত্ব দোষ হয়, কিন্তু বৈষ্ণবরূপে তাঁহার উপাসনাতে দোষ হয় না।

বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে বিষ্ণুর বহিরঙ্গ আবরণ-সেবকরূপে অপ্রাকৃত অন্যান্য দেবগণের পূজার বিধান আছে। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে ভগবল্লোক-সংগ্রহ-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট অথবা তাদৃশী লীলার উপযোগী নরলীলাকারী পাষণ্ডগণের দ্বারা অন্যান্য দেবতাগণেরও ভগবদ্ বিভূতিরূপে পূজার বিধান আছে। যথা—

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্।
ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ॥ (ভাঃ ৭।১০।২৬)

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব অন্তর্হিত হইলে প্রহ্লাদ ভগবৎকলাস্বরূপ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি ও অন্যান্য দেবগণকে পূজা করিয়া মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিলেন।

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন —

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনী।
যক্ষ্যে বিভূতির্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ (ভাঃ ১০।৭২।৩)

হে গোবিন্দ! আমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় দ্বারা আপনার পবিত্র বিভূতি সকলের যজন করিব। হে প্রভো, আপনি তাহা সম্পাদন করুন।

অতএব বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণকে 'তদীয়' বলিয়া উপাসনায় কোন দোষ হয় না; কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবোপাসনা শ্রীভগবদ্গীতায়ও নিষিদ্ধ হইয়াছে,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মাং অভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥
(গীতা ৯।২৩-২৫)

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাহারা অন্য দেবতার ভজন করে তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমার ভজন করিয়া থাকে। আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। এবম্বিধ না জানিয়া তাহারা স্বস্থান হইতে চ্যুত হয়। অন্য দেবতার ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণ সেই সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক, যক্ষরক্ষাদি ভূতপূজকগণ তত্তৎ ভূতকে এবং আমার ভজনকারী ব্যক্তি আমাকেই লাভ করে।

অতএব তদীয়ত্ব-বিচারে উপাসনায় কোথায়ও গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু অন্য দেবতার অবজ্ঞায় দোষ হয়।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ (পদ্মপুরাণ)

সর্ব্বদেবেশ্বর বলিয়া শ্রীহরিই সদা আরাধ্য, কিন্তু তদিতর দেবতা ব্রহ্মরুদ্রাদিকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্যদেবতাভক্তো ভবেদ্ ভাগবতোত্তমঃ॥

শৈব, সৌর, ব্রাহ্ম বা শাক্ত কিম্বা অন্য দেবতার ভক্তগণ কখনই ভগবদ্ভক্ত-তুল্য হইতে পারে না। বিষ্ণুধর্ম্মে এইরূপ উপাখ্যান শুনা যায়—পূর্ব্বকালে অম্বরীষ মহারাজ বহুকাল ভগবদারাধনা করিয়াছিলেন। অতঃপর একদিন শ্রীভগবান্ ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ও গরুড়কে ঐরাবত রূপ ধারণ করাইয়া তদুপরি আরোহন করত অম্বরীষকে বর গ্রহণে প্রলুব্ধ করেন। অম্বরীষ ইন্দ্ররূপ দর্শনে নমস্কার করিয়া বলিলেন—যিনি আমার আরাধ্য, তিনিই আমাকে বর দিবেন, অন্য কেহ আমার বরদাতা নহেন। তখন ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বলিলেন—তোমার আরাধ্যদেবের প্রদেয় বর আমিই তোমাকে দিব। অম্বরীষ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইন্দ্র চক্র উত্তোলন করেন। অম্বরীষ তাহাতেও ভীত না হওয়ায় ভগবান নিজরূপ প্রকট করিয়া অম্বরীষকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীকপিলদেব মহৎ বৈষ্ণবগণের অবজ্ঞা করা ত দূরের কথা, সাধারণ প্রাণীদিগের অপমান কার্য্যেরও নিন্দা করিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।২১)

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মা আমাকে মূঢ়তাবশতঃ অবজ্ঞা করিয়া লৌকিকী রীতিতে প্রাকৃত বুদ্ধি অনুসারে আমার অর্চ্চার পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে মাত্র। এই প্রতিমাটী প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী ইত্যাদি রূপ মূঢ়বুদ্ধিপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা আমার সহিত অর্চ্চা মূর্ত্তির ঐক্যবুদ্ধি না করিয়া প্রতিমার পূজা করে সেই মূঢ় ব্যক্তির সর্ব্বভূতে আমার দর্শনাভাব হেতু ভূতাবজ্ঞারূপ দোষ হইয়া থাকে। সেই কারণে ভস্মে হোম করিলে যেমন বৃথা হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরও ফললাভ হয় না।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৩)

পরদেহে অন্তর্য্যামী ও আশ্রয়রূপে অবস্থিত আমাকে না জানিয়া অপরের বিদ্বেষকারী, দেহে আত্মাভিমানী এবং প্রাণীদের প্রতি শত্রুতাবদ্ধ ব্যক্তির মন কখনও শান্তি লাভ করে না।

মহাভারতেও আছে--

পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যোজনম্।
বিশুদ্ধস্ত হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি॥

কৃপালু পিতা যেমন পুত্রকে উৎপীড়ন করে না, তদ্রূপ যিনি অন্য ব্যক্তিকে উদ্বেগ দেন না, তাহার প্রতি ভগবান সত্বর সন্তুষ্ট হন।

সাধক যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থিত ভগবানকে না জানিতে পারেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রতিমার অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য।

অর্চ্চাদৌ অর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্ব-হৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৭)

আবার স্বধর্ম্মপূর্ব্বক অর্চ্চন করিলেও প্রাণীদের প্রতি দয়া না করিলে অর্চ্চন সিদ্ধ হয় না।

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৬)

যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে অত্যল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, মৃত্যু-স্বরূপ আমি সেই ভেদ-দর্শীকে অত্যুৎকট ভয় প্রদর্শন করি। অতএব মিত্র-ভাবে অভেদ দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে অবস্থিত ভগবানকে দানমানাদির দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য।

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতং শুভে।
ততঃ সবিজ্ঞাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদাস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ॥
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ। (ভাঃ ৬।২৯।২৮-৩৩)

অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্বাসাদি ক্রিয়াশীল প্রাণবৃত্তিমান জঙ্গম পদার্থ শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা জ্ঞানবান শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়-বৃত্তিবিশিষ্ট বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ। স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবশীল বৃক্ষাদি অপেক্ষা জিহ্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবশীল মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ; তাহাদের অপেক্ষা নাসিকেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবশীল ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা কর্ণদ্বারা অনুভবশীল সর্পাদি শ্রেষ্ঠ। তাহাদের অপেক্ষা রূপভেদবিৎ কাকাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উভয় দিকে দন্তবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা বহুপদজীব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদ এবং চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদার্থবিৎ, তদপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা, তদপেক্ষা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা নিষ্কাম জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও আমাতে কায়মনোবাক্য সমর্পণকারী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। আমাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।

অন্য জীবের প্রতিও যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি আদর করা কর্ত্তব্য। তৎসম্বন্ধে ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ (ভাঃ ৩।২৯।৩৪)

ভগবান্ বিষ্ণুই অন্তর্যামিরূপে জীব হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছেন, ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকেই মনে মনে বহুমানপুরঃসর প্রণাম করিবে। 'জীবকলয়া' অর্থে সেই সেই জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্ব্বক অন্তর্যামিরূপে। এইরূপে প্রথমোপাসক-গণের সম্বন্ধেই সর্ব্বভূতের আদর বিহিত; কিন্তু শ্রদ্ধাবান সাধকগণের সর্ব্বত্র ভগবদ্বৈভব স্ফূর্ত্তি বিদ্যমান বলিয়া তাহাদের সর্ব্বভূতাদর স্বভাবতই হইয়া থাকে। জাতরতি ব্যক্তিদের অহিংসা ও বৈরাগ্যই স্বভাব।

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্ম॥ (ভাঃ ১।১৮।২২)

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যখন ভগবানে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সাধনের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত পরমহংসাবস্থা লাভ করেন, তখন অহিংসা ও উপশম-নিবৃত্তি তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

দুই চোর

(নাটিকা)

শ্রীধাম মায়াপুর

জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ

[জগন্নাথ মিশ্র ও শিশু নিমাইকে কোলে করিয়া শচীদেবী]

শচীদেবী—ওগো, বাছা নিমাইয়ের এবার একটা বেশ ভাল দেখে বিশেষ শক্তিশালী রক্ষাকবচ ক'রে দাও। কি জানি,—আমার বড় ভয় করে।

মিশ্র—কেন কি হ'ল?

শচীদেবী—হয় নি কিছুই; তবে আমাদের ঘরে এখন খুব বিপদ চল্‌ছে কিনা, তাই!

মিশ্র—তা' যা বলেছো! বিপদের পর বিপদ একটা লেগেই আছে। তবে নারায়ণ যা' করেন, তাই হবে। তুমি রক্ষাকবচ করার কথা বল্‌ছ বটে,—কিন্তু রক্ষাবন্ধ তো নিমাইয়ের অনেক রয়েছে।

শচীদেবী—যতই রক্ষাবন্ধ থাকুক্ তবু একটা গড়িয়ে দিও। আর এবারের রক্ষাকবচটা যেন মহাশক্তিসম্পন্ন আজীবন ফলপ্রদ হয়।
(নিমাইয়ের মুখে চুম্বন করিয়া) আহা বাছা রে! এই সেদিন বাছা আমার এক সাপের উপর শুয়ে খেলা কর্‌ছিল;—এ সমস্ত কাণ্ড দেখেও কি তোমার একটু হুঁস হয় না! হাজার রক্ষাবন্ধ থাক্‌লেও সে দিনের বিপদ দেখে আর স্থির থাকা যায় না। শীঘ্র শীঘ্র রক্ষাকবচটা গড়াবার ব্যবস্থা কর।

মিশ্র—দেখ্‌ছি নিমাইকে রক্ষাকবচ পরাবার তোমার একান্তই ইচ্ছা! আচ্ছা, আচ্ছা! খুব শীঘ্রই ওর রক্ষাকবচ গড়াতে দিচ্ছি। কোন ভয় নেই,—ভগবান ওকে রক্ষা কর্‌বেন। তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা!
(নিমাইকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া) আয় বাবা, আয়—বুকে আয়।

(শিশু নিমাইকে মিশ্র ক্রোড়ে লইলেন)

শচীদেবী—তবে তুমি একে নিয়ে একটু এইখানে থাক। আমি একবার ভিতরে যাচ্ছি। বাছার আমার বড় খিদে পেয়েছে, একটু দুধ নিয়ে আসি। (মিশ্র-ক্রোড়-স্থিত নিমায়ের প্রতি) বাবা, তা'হলে আমি যাই। (নিমাইকে চুম্বন করতঃ) আমি এখনই আস্‌ছি। এসে তোমায় দুধ খাওয়াব।

[শচীদেবীর গমন]

মিশ্র—(নিমাইকে কোলে করিয়া পায়চারি করিতে করিতে ও নিমাইকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে)

ওরে আমার বুকের মাণিক
আমার প্রাণ-ধন,
নিমাই আমার সোনার নিমাই
জগৎ-জীবন।

(কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা চিন্তিত হৃদয়ে)

তাইতো, বড় ভুল হয়ে গেছে! এখনও তো শালগ্রাম পূজা হয় নি'। (নিমাইয়ের প্রতি) বাবা নিমাই, তুমি এইখানে একটু খেলা কর। আমি শালগ্রাম পূজা সেরে এখনই আস্‌ছি। আর তোমার মা-ও এখনই এসে পড়্‌বে। [নিমাইকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া মিশ্রের প্রস্থান]

[শিশু নিমাই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন]

* * * *

জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর বহির্ভাগ

[নিমাই নিরালায় হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘরের দরজা পার হইয়া অঙ্গনে আপন মনে খেলা করিতেছেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় শ্রীঅঙ্গে স্বর্ণ ও মণি মুক্তার অলঙ্কার শোভা পাইতেছে]

(ইত্যবসরে ১ম চোর ও ২য় চোরের প্রবেশ)

১ম চোর—(দূর হইতে নিমাইকে দেখিতে পাইয়া) দেখ, দেখ,—কেমন সুন্দর নয়নাভিরাম একটী খোকা খেলা কর্‌ছে। আহা, এমন জ্যোতির্ম্ময় দেহ তো কখনও দেখি নি। যেমন রঙ্, তেমনি ঢঙ্। দেখ্ ভাই, দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন ময়ূর নৃত্য কর্‌ছে। (নিমাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া) অহো, দেখ্ দেখ্, শিশুর দিব্য অঙ্গে কত দামী দামী গহনা ঝল্‌মল্ কর্‌ছে। এমন দামী গহনা তো কখনো চোখেও দেখি নি! কত মণি মুক্তা দিয়ে এ সমস্ত গহনা তৈরী! ভাইরে,—কেয়াবাৎ, কি স্ফূর্ত্তি; এবার ওগুলো খুলে নেবার ব্যবস্থা কর।

২য় চোর—তাইতো, ছেলেটীর দেহের রঙ্ ঠিক যেন কাঁচা সোনার মত। এর দেহের অনুপম ঔজ্জ্বল্য যেন মণি মুক্তার গহনাগুলোর সৌন্দর্য্যকেও চাপা দিয়েছে। এ শিশুর নিকটে তো কোন অভিভাবকও দেখ্‌ছি না। এ শিশু কা'র্?

১ম চোর—ও যারই ছেলে হোক্, তোর তা' জেনে লাভ কি? এখন স্থানটার চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখে নে,—নিকটে কেউ আছে কি না। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ) কই—আমার তো কাউকে নজরে পড়ে না। নে—নে, এই সুযোগে ওর গহনাগুলো খুলে নে।

২য় চোর—(১ম চোরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একমনে শিশু নিমাইয়ের প্রতি চাহিয়া) দেখ—দেখ, কি সুন্দর শিশু! হরিণের চোখের মত চোখ দুটি টানা টানা। হাত দু'খানি কি তুল্‌তুলে,—হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা। ঠোঁট দু'টি পক্ক বিম্বের মত। আহা, ছেলেটীর গায়ে কি দিব্য জ্যোতি·····পূর্ণিমা চাঁদের স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণের মত মনোমুগ্ধকর। পা দু'টি লাল টুকটুকে। নখগুলির আভায় চোখ যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। বাঃ—কি সুন্দর! ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে, আর ঐ রাঙা পা দু'টি দিয়ে যেন রক্ত ঝড়ে পড়ছে। বাছার সর্ব্ব শরীর পদ্মগন্ধে ভরপুর! নদীয়া নগরে এমন ছেলে তো কোথাও দেখি নি!

১ম চোর—তুই কি ছেলেটার রূপ দেখে পাগল হয়ে গেলি? নাঃ—এ ছোঁড়াটা কোন কাজের নয় দেখ্‌ছি। (২য় চোরের গায়ে হাত দিয়া) এই, কি ভাব্‌ছিস্?···তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নে,—শিশুর রূপ দেখে মুগ্ধ থাক্‌লে চল্‌বে না। দেরী হ'লে কেউ এসে পড়তে পারে। তুই ওকে ধর দেখি; আমি বরং ওর গহনাগুলো একে একে তাড়াতাড়ি করে খুলে নিই। অবিলম্বে কাজ হাঁসিল ক'রে চম্পট দিতে হবে।

[নিমাইয়ের গায়ের গহনা খুলিতে উদ্যত হইল]

২য় চোর—(১ম চোরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ভাই, গহনা খুল্‌তে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ঐ ছেলেটা কাঁদ্‌তে সুরু কর্‌তে পারে। তার চেয়ে ওকে বরং কাঁধে তুলে নিয়ে পালাই চল। আমাদের ঘরে নিয়ে নিশ্চিন্তে ওর সমস্ত গহনা খুলে নেওয়া যাবে। আর শিশুটীর অমন রূপ দেখে ওকে কেনা চুরি ক'রে নিয়ে যাবে ভাই! কাজেই এখানে তাড়াহুরা ক'রে গহনা না খোলাই ভাল।

১ম চোর—তাই হোক্! তবে ছেলেটা যদি পথে কোথাও কাঁদে তা'হলে কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়।

২য় চোর—আমার কাছে এক খণ্ড সন্দেশ আছে। ওকে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে কাঁধে করে অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া চল্‌বে। তো'কে অত ভাব্‌তে হবে না।

১ম চোর—তা'হলে আমিই কাঁধে করি!

২য় চোর—তাই কর। তবে ওকে নানারকম প্রবোধ কথায় ভুলিয়ে তুষ্ট করে কাঁধে নে,...দেখিস্ যেন ও চীৎকার করে না। তা'হলেই ব্যস্—কর্ম্ম ফতে।

১ম চোর—(নিমাইকে কাঁধে লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া) আয় বাবা—বুকে আয়! (শিশু নিমাইয়ের হাত দু'টি ধরিয়া) আয় মাণিক, ওরে নয়নের ধন,—আমার সোনামণি, বাছা রে.....আয় বাবা!..... [শিশু নিমাই হাসিমুখে হাত বাড়াইলেন ও ১ম চোর নিমাইকে কাঁধে করিল]

২য় চোর—এতক্ষণ কোথা ছিলি বাপ্! চল বাপ্,...তাড়াতাড়ি ঘরে যাই। নে,—সন্দেশ খা (নিমাইয়ের হস্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সন্দেশ দিতে লাগিল)।

[১ম চোর নিমাইকে কাঁধে করিয়া অগ্রে ও ২য় চোর তাহার পিছু পিছু রওনা হইল]।

"আথে ব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়।"
লোকে বলে যার শিশু সেই ল'য়ে যায়॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোকে কেবা কারে চিনে।
মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে॥"

[কিয়ৎদূর গমন করতঃ]

১ম চোর—আমি ছেলেটার বালা দু'জোড়া নেব।

২য় চোর—তুই যদি বালা নিস্, তা'হলে আমি কিন্তু ওর নুপুর নেবো।

১ম চোর—যাই নাও, উভয়ের ভাগ তো সমান হ'তে হবে।

২য় চোর—বালা ও নুপুরের ওজন এমন কিছু কম বেশী হবে না। তা'ছাড়া আরও তো বহু গহণা রয়েছে,—হার, তাগা, অঙ্গুরী আরও কত কি!

১ম চোর—ভাই রে, আজ আমার কি আনন্দ! আজ সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম,...না চাইতেই এত সোনা,—মাণিক্য!

২য় চোর—চল, এখানে রাস্তায় বেশী কথা বলে কাজ নেই! আগে আমাদের ঘরে পৌঁছাই,—তারপর.....! [উভয়ের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

নববর্ষে শরণাগতি।

একে একে কত পুরাতন বর্ষ মিলিত অতীতকালে;
ক'দিনের কথা জানে ইতিহাস গণিয়া সনাব্দসালে?
আজি নববর্ষে ভাবি আরো কত আসিবে নবীন বর্ষ,
এ বিশ্ববাসীর জীবনে লাগাবে কত সুখ-দুঃখ-স্পর্শ।

এই যাতায়াত নাগর দোলায় উত্থান-পতন খেলা,
বিরহ-মিলন, জীবন-মরণ চলে বিশ্বে সারা বেলা।
অবিরামগতি চলিছে জগৎ, মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই;
পরিবর্ত্তনের নিষ্পেষণ যন্ত্রে নব নব রূপ পাই।

কে আছে কোথায়, কোন্ বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্র কি থামাতে নারে?
সংখ্যাতীত গ্রহ, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, নিশিদিন ঘু'রে মরে।
ঘোরে বিশ্বজীব, অনুপরমাণু, কা'রো অব্যাহতি নাই,
দে'খে বিবর্ত্তন, ব্রহ্মাণ্ড-নর্ত্তন, মাথা ঘোরে সর্ব্বদাই।

কোথায় দাঁড়াব, কা'র কাছে যাব, কে অপরিবর্ত্তনীয়?
ভক্ত-ভাগবত, বৈষ্ণব চরণ সর্ব্বাগ্রেই বন্দনীয়।
সর্ব্বকালাতীত সত্য ভগবান্- নিত্যতৃপ্ত আত্মারাম;
সেইরূপ ভক্ত, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, আত্মতৃপ্ত আপ্তকাম।

শ্রীভগবানের তদীয় জনের সঙ্গই পরমাশ্রয়;
লভে যেই জন এ চৌদ্দ ভুবন আর না ভ্রমিতে হয়।
তাই নব বর্ষে শ্রীহরি-শ্রীগুরু- বৈষ্ণবচরণ-তরী,
ভব সিন্ধুপার হ'ব অনায়াসে যতনে শরণ করি।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, M. A., B. T.

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬১ পৃষ্ঠার পর)

মোক্ষদা একাদশী-উৎপত্তি ও বিবরণ—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হে দেবদেবেশ! হে বিষ্ণু! আপনাকে আমি বন্দনা করি। আপনি ত্রিলোকের সুখদায়ক, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্ত্তা, পুরুষোত্তম। আমার একটি মহাসংশয় আছে। লোক সকলের হিতার্থে ও পাপক্ষয়-নিমিত্ত আমি তাহা আপনাকে নিবেদন কবিতেছি। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয়া যে একাদশী তাহার কি নাম, কি বিধি ও কোন্ দেবতা ঐ একাদশীতে পূজিত হন তাহা আমাকে সবিস্তারে বর্ণনা করুণ।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহা দ্বারা আপনার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবে। এক্ষণে অগ্রহায়ণী শুক্লপক্ষীয়-একাদশীর কথা বলিতেছি। ইহা শ্রবণ মাত্রেই বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।"

হে যুধিষ্ঠির! এই একাদশী **'মোক্ষদা'** নামে কথিতা হন। ইনি সর্ব্বপাপনাশিনী ও ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠা। ইহার দেবতা শ্রীদামোদর। যত্নের সহিত তুলসী, তুলসী-মঞ্জরী, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা শস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শ্রীদামোদর দেবের পূজা করিবে। দশমী ও একাদশী দিবসের কৃত্যাদি পূর্ব্বে কথিত একাদশী ব্রতের ন্যায়। এই ব্রতদিনে আমার স্তব, নৃত্য ও গীতাদি সহযোগে রাত্রি-জাগরণ করিবেন। হে মহারাজ! এই একাদশীর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুণ। ইহার শ্রবণ মাত্রেই সকল পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যাহার পিতৃগণ নিজ নিজ পাপবশতঃ অধোযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই ব্রতাচারণের পুণ্যফল তাহাদিগকে বিন্দু মাত্রও প্রদান করিলে তাহারাও মোক্ষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

মনোরম চম্পক নগরে বৈষ্ণব সদ্‌গুণে বিভূষিত বৈখানস নামক এক নৃপ ছিলেন। তিনি পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে বেদবেদাঙ্গ-পারঙ্গত বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। উক্ত ভূপতির রাজ্য-মধ্যে প্রজাগণ সকলেই সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। এইরূপ সুশৃঙ্খল

ভাবে রাজ্য পরিচালনাকারী সেই নৃপ অনন্তর একদিন রাত্রিকালে স্বপ্ন মধ্যে দেখিতে পাইলেন, নিজের পিতৃগণ অধোযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে সেই পিতৃগণকে নরকে পতিত দেখিয়া বৈখানস রাজা বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ব্রাহ্মণগণের নিকট পরদিবস বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—"হে ব্রাহ্মণগণ! আমি গত রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম যে আমার পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হইয়াছেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া 'হে পুত্র তুমি আমাদিগকে এই নরক-সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর'—এইরূপ বলিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন। আমি তাহাদিগের এতাদৃশ অবস্থা দেখিতে পাইয়া অন্তরে তদবধি কোনও সুখ প্রাপ্ত হইতেছিনা। হে ব্রাহ্মণগণ! আমার এই বিশাল রাজ্য, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি এবং অশ্ব, হস্তী কিছুতেই সুখবোধ হইতেছেনা। কি করি, কোথায় যাই,—এই চিন্তায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহা দ্বারা আমার পূর্ব্বপুরুষগণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সেরূপ কোন ব্রত, তপস্যা বা যোগের কথা আমাকে উপদেশ করুন। আমি তাহাই আচরণ করিব। আমার মত শক্তিশালী পুত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি পিতামাতা পূর্ব্বপুরুষগণ ঘোর নরকে পতিত হ'ন, সেরূপ পুত্র হওয়া কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণগণ কহিলেন—"হে মহারাজ! আপনার রাজ্যের সন্নিকটেই পর্ব্বত মুনির বিশাল আশ্রম রহিয়াছে, সেই মুনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তাঁহার নিকট গমন করুণ। তিনি আপনার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিবেন।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বৈখানস রাজা তৎক্ষণাৎ শীঘ্রই সেই পর্ব্বতমুনির আশ্রমে গমন করিলেন। রাজাকে গমনোদ্যত দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ ও সভাস্থ প্রজাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই রাজা পর্ব্বত ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ মুনিগণ বেষ্টিত দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় উপবিষ্ট সেই ঋষিকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তৎপর নিকটে যাইয়া পুনরায় তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। মুনিবর রাজার সপ্তাঙ্গের কুশল, রাজ্যের নিষ্কণ্টকত্ব ও রাজ্যসুখ অব্যহত আছে কি না ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা বলিলেন—"হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমার সপ্তাঙ্গের কুশল।

বিষ্ণুরত ভবাদৃশ মহৎজনের যাহারা ভক্ত, তাহাদের কখনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। তবে আমি একদিন রাত্রে স্বপ্নযোগে আমার পিতৃপুরুষগণকে নরকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইতেছি। হে ঋষিবর! কোন্ পুণ্যের ফলে তাহারা এই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহা জানিবার জন্য আপনার এখানে আমার আগমন। আপনি এ বিষয়ে আমার জন্য একটি উপায় নির্ণয় করিয়া দিন। পিতৃপুরুষগণের মুক্তির জন্য আমি তাহাই আচরণ করিব।"

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মতুল্য তপস্বী পর্ব্বত মুনিরাজ পিতৃগণের নরক যাতনার কারণ অবগতির জন্য নির্মীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইলেন! এক মুহূর্ত্তকাল ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকিবার পর রাজাকে বলিলেন—"হে মহারাজ তোমার পিতৃগণের পূর্ব্বজন্মের দুস্কর্ম্ম আমি জানিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বজন্মে তোমার পিতা রাজ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন! তিনি নিজ পত্নীর ঋতু দান না করিয়াই রাজধর্ম্মের প্রেরণায় ঋতুমতী স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। পত্নীর ঋতুকালে ঋতুদান না করা পাপপ্রভাবেই তোমার পিতা পিতৃগণের সহিত দারুণ নরকে পতিত হইয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈখানস রাজা পুনরায় পর্ব্বত ঋষিকে বলিতে লাগিলেন,— "হে মুনিবর! কোন্ ব্রতের প্রভাবে তাহাদের এই হইতে মুক্তি হইতে পারে?"

মুনি কহিলেন—"হে রাজেন্দ্র! অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় মোক্ষদা-নামা শ্রীহরির তিথি আছে অর্থাৎ একাদশীব্রত আছে; তোমরা সকলে সেই ব্রত পালন পূর্ব্বক তাহার পুণ্যফল তোমার পিতাকে প্রদান কর সেই মোক্ষদা ব্রতের পুণ্য প্রভাবে তোমার পিতার মোক্ষ লাভ হইবে।"

রাজা মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন এবং অতিকষ্টে অনেকদিন পরে সেই অগ্রহায়ণী শুক্লা একাদশী তিথিকে প্রাপ্ত হইয়া, পুত্র ও অন্তঃপুরচারী সকলের সহিত যথা বিধানে সেই মোক্ষদা' —একাদশী ব্রত পালন করিয়া তাহার ফল নিজ পিতার উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। উক্ত পুণ্যফল পিতৃপুরুষগণকে প্রদান মাত্রেই আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর বৈখানস রাজার পিতা পিতৃগণের সহিত নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে গমনকালে আকাশ হইতে রাজাকে পুণ্য বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক্! তোমার মঙ্গল হউক্!!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই প্রকারে যে ব্যক্তি এই শুভদায়িনী মোক্ষদা একাদশী ব্রতাচারণ করে তাহার সমস্ত পাপই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং মৃত্যুর পর সে মোক্ষ লাভ করে। এই মোক্ষদা একাদশী হইতে পুণ্যতর কোন ব্রত অদ্যাবধি সৃষ্ট হয় নাই। এই ব্রতের পুণ্য সংখ্যা আমিও জানিনা, চিন্তামণি তুল্য এই ব্রতটী আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই ব্রত মানবগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। এই ব্রতকথা পঠন এবং শ্রবণ করিলেও বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

ইতি—শ্রীপদ্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে মার্গশীর্ষ-শুক্লপক্ষীয় মোক্ষদা একাদশী-ব্রত -কথন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণ তীর্থ

আর কেন ?

আর কেন দুষ্ট মন রয়েছ ভুলিয়া ?
মোহ-ঘোরে অন্ধ আঁখি গেল না খুলিয়া ?
আর কেন মাংসপিণ্ডে কর আত্মজ্ঞান ?
তার সূত্রে মাংসপিণ্ডে আত্মীয় সম্মান !
আর কেন জড়রূপে দেখ পূজ্য দেবে ?
জলমাত্রে তীর্থজ্ঞানে লাভ কিবা সেবে' ?
আর কেন ভক্তবরে নাহি কর রতি ?
আত্ম নিজ-পূজ্য তীর্থ-বোধে দৃঢ় মতি ?
আর কেন গোখরের বুদ্ধি নাহি ত্যজ ?
মায়ামোহে প'ড়ে মিছা জড়সুখে মজ ?
আর কেন অর্চ্চ্য দেবে শিলাবুদ্ধি কর ?
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ধর ?
আর কেন বিপ্রগুরু বৈষ্ণব-প্রধানে,
জাতিবুদ্ধি অপরাধ কর দৃপ্তজ্ঞানে ?
আর কেন কলিমল-বিধৌতকারণ—
বিষ্ণু বৈষ্ণব-পাদোদকে কর নীর-জ্ঞান ?
আর কেন সর্ব্বপাপনাশন-ঔষধি
শ্রীবিষ্ণু-শ্রীনাম-মন্ত্রে শব্দসাম্য-বুদ্ধি ?
আর কেন সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সমান
অন্য দেব দেবীসম করিছ রে' জ্ঞান ?
এই সব বুদ্ধি যা'র নারকী সে জন।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ফুকারিয়া ক'ন ॥

—শ্রীঅধোক্ষজ দাস ব্রহ্মচারী, B. A.

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অতুলনীয়, অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য মণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিগত ১৮ই ফাল্গুন ১৩৭২, ইং ২রা মার্চ্চ ১৯৬৬ বুধবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবের মাধ্যমে সমনুষ্ঠিত হইয়া গৌররসবিহীন বিবর্ত্তবাদী মরুবিশ্বে পুনরায় কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-সুরধুনীর মায়াশৈলেন্দ্র বিচূর্ণকারী খরস্রোতা বান প্রবাহিত করিয়াছেন। তদুত্থ অবিশ্রান্ত শ্রীনাম-নিনাদ অক্ষজ জ্ঞান-প্রমত্ত-বর্গের সর্পিল জিহ্বা স্তম্ভনপূর্ব্বক বৈয়াকরণিক তথা পদার্থ বৈজ্ঞানিক-গণের ধ্বংসশীল শব্দের স্ফোট হইতে বেদান্তের সর্ব্বশেষ সূত্র—"অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ"—এ লক্ষিত Ever existing spontaneous—শব্দব্রহ্মের অসকৃৎ আবৃত্তি-স্ফোটেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছে। নিত্যবস্তু ধ্বংস হইবার নহে। ভোগাভাবে ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব অতৃপ্ত জনগণের ক্রোধারুণ লোচনে ভীত, সন্ত্রস্ত দেশনেতৃবৃন্দের হিতাহিতজ্ঞানশূন্যাবস্থায় কেবল জিগীষু মনোভাবের ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ দেশব্যাপী চরম অরাজকতা ও অনাচারে লুপ্ত ষড়ৈশ্বর্য্যানুসন্ধানে ব্যস্ত কর্ম্মক্লান্ত জগৎ এই কয় দিবস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পাদপীঠে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের নীরা স্থিতি দর্শনে বিস্মিত, বিমুগ্ধ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত কলিপাবন গৌররস-পিপাসু সহস্র সহস্র যাত্রিবৃন্দের মুহুর্মুহু হরিকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণে উৎসব-প্রাঙ্গণে সমাগত অগণিত জনস্রোত সেদিন কেবল একটীই জিজ্ঞাসা অপ্রাকৃত-কুলমুকুটমণি অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছিলেন, –"স্বামীজি, এ-কি ক'রে আপনার সম্ভবপর হ'ল?" কয়েক সহস্র-সংখ্যক যাত্রীর প্রাত্যহিক প্রতিটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের (বাসস্থান-মহাপ্রসাদ-দানাদি) গুরুদায়িত্ব গ্রহণ নিতান্ত নাস্তিকের হৃদয়েও "কৃষ্ণেচ্ছায় সকলই সম্ভব" —বাক্যটীতে অনাদর পোষণকারীর প্রতি একাগ্রী বাণ যোজনার তীব্রাকাঙ্ক্ষা সমিতির সদস্যবৃন্দের সহিত বাক্যালাপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। সুদুঃখদ রাষ্ট্রবিপ্লবে সর্ব্বত্রই হতাশার কালধ্বনি, নগ্ন ভোগ-পিপাসায় চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ইন্দ্রিয়ীর উদ্দাম নর্ত্তন ও মাৎস্যন্যায় নীতিতে একের অন্যপ্রতি বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বার সম্প্রসারণে শৃঙ্গোপরিস্থিত সর্ষপের ন্যায় অস্থির

বিশ্বের যাবতীয় আধিপত্য-রহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসব-মুখর শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণ চিন্তানিরোধ-মানসে কৃষ্ণোপাসনালালসাযুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রাম্যমান দেবর্ষি নারদের অন্তিমে গম্যস্থল Law of Gravitation, তথা প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপমুক্ত দ্বারকাপুরীর সমতুল অবস্থাই দর্শককে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

সঙ্কীর্ত্তনমুখে ষোড়শক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-মণ্ডল পরিক্রমাকালে ফাল্গুনের নবনিদাঘ তপ্ত সহস্র সহস্র যাত্রিবৃন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন্ত-মৃদঙ্গ ত্রিদণ্ডিপাদ ১। শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ। ২। শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পুরী মহারাজ। ৩। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈত মহারাজ। ৪। শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ। ৫। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ। ৬। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। ৭। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। ৮। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ। ৯। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ। ১০। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ। ১১। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। ১২। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী-মহারাজ। ১৩। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ। ১৪। শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ। ১৫। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ। ১৬। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ-বৃন্দেরভক্তিরসামৃত হরিকথা, সুরসিক ভক্ত-বৃন্দের কৃষ্ণকথা-রহস্য, সুযন্ত্রে সুকণ্ঠী ভক্তগণ-গীত গৌরবিহিত সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে অপনোদিত ক্লান্ত হইয়া বিমলানন্দ ও পরমাশান্তি লাভ করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় গৌর-গুণগ্রাহিগণের সুললিত কীর্ত্তন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সচ্ছাস্ত্রজ্ঞ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-গণের মুখোদ্গীর্ণ বিবিধভাষায় অমৃতময়ী বাণী, সর্ব্বোপরি পরমারধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের শ্রীমুখনিঃসৃত গুরুগম্ভীর বিচারপূর্ণ অভিভাষণে সকলেরই অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত মদ্রদেশস্থ শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারীর (ইংরাজীতে ওড়িয়া "সিদ্ধান্ত" মাসিক ধর্ম্মিয়-পত্রিকার সম্পাদক) শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর উড়িয়াতে, শ্রীমন্নারায়ণ মহারাজের হিন্দীতে, শ্রীমৎঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ ও শ্রীপাদ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, ন্যায়তীর্থের সংস্কৃত ভাষায়, শ্রীপাদ নারসিংহ কবিরাজ প্রভুর (শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব-পুরী মহারাজ) তেলেগু ভাষায় এবং শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারীর অসমীয়াতে ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের হৃৎ-কর্ণের প্রীতিপ্রদানে বৈচিত্র সাধন করিয়াছে।

পথশ্রান্তি-লাঘব-জন্য দিবসত্রয় শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম-মায়াপুরে মাধ্যাহ্নিক প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই কালে প্রতিটী স্থানেই

মহাপ্রসাদ গ্রহণ লাভাশায় আগত স্থানীয় অসংখ্য জনগণকে অবিমুখীকরণে সমিতির উদারতা প্রত্যক্ষদর্শী মহতেরও কল্পনার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ গৌর-পূর্ণিমার পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রেকই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ-বিতরণে হরিতোষণী বৃত্তির প্রচুর আবাহন সমিতির কালজয়ী ক্রিয়া-কলাপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

হরি-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর বুকে গৌড়ীয় বেদান্তের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠধ্বনি-সঞ্জাত সুমহান্ সঙ্কর্ত্তীন-রোলে সপ্তাহাধিক ব্যাপী প্রকম্পমান নবদ্বীপ-ধামমণ্ডলের আকাশ বাতাস অদ্যাপি স্পন্দনশীল। ধর্ম্মজগতে সমন্বয়বাদীর বুদ্ধিহীনতায় দুঃখিত সমিতি মহাপ্রসাদ-ভোজী একটী কুক্কুরেরও ভগবৎ-পাদপদ্মপ্রাপ্তি-ক্ষমতার যে বিচার শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশিবানন্দ সেন-প্রসঙ্গে পারমার্থিক বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহারই ন্যূনতম পদাঙ্ক অনুসরণে বিশ্ববাসী সকলকেই প্রতি বৎসরই এই মহামহোৎসবে যোগদানের উদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছেন। এই মহান্ উদ্দেশ্যে মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম যাঁহারাই দর্শন করিয়াছেন সকলেই বিগলিত। সর্ব্বোপরি সমিতির এই প্রচেষ্টা সার্থক করিতে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সহানুভূতিশীল সকলের নিকট পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অদ্যকার লেখনী স্তিমিতা হইল।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তি-ভূষণ)

শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ

বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত চিত্তের অস্থিরতা সমিতির শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ রক্ষক পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজের ৭৭ বৎসর বয়সে ৪৮০ গৌরাব্দে গত ১৩ই বিষ্ণু, ২০শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বাণীগর্ভ-কক্ষে প্রপঞ্চলীলা পরিহার বার্ত্তা-জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ধর্ম্মজীবনে কলির চরণানুচরবৃন্দের বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা শ্রীল মহারাজের গৌড়ীয় প্রজ্ঞান-সূর্য্যোদয়ে প্রস্ফুটিত কমলবৎ সদা মধুর স্মিতানন সমিতির সেবকবর্গকে চরম পরীক্ষা করিবার তরে তাঁহাদিগকে বিরহ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া আজ অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত চিরকুমার এই

মহাপুরুষের গৌড়ীয় মঠে শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অবদান নির্ম্মৎসর সারস্বতগণ মাত্রেই অবগত আছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরহ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মালায় উদ্বেলিত গৌড়ীয় মিশন-তরণীকে কালধর্ম্মীর করাল দংশন হইতে রক্ষা করিতে সুদক্ষ কর্ণধারের ন্যায় যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা একমাত্র বৈদান্তিক-কৃতীরত্নের আনুগত্যেই সম্ভবপর হইয়াছিল। গৌড়ীয় মিশনের সর্ব্বত্র 'মুখার্জ্জি মহাশয়'-নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। ত্যক্তাশ্রামযাপনের পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ J. B. Dutta Company-তে তিনি Chief cashier পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীবেষ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় দ্বিষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১৩৫৮ সালের ২৭শে বৈশাখ সমিতির আচার্য্যপাদ-পদ্মের নিকট শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে তিনি বেষাশ্রয় করেন। হুগলী জেলান্তর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিজবাটী 'বলাগড়' গ্রামের গৌরবময় বিখ্যাত মুখার্জ্জি পরিবার তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম। মায়াজিত মাদৃশ কপট্যাধমের ক্ষুদ্র লেখনী অসীম গুণাধার তাঁহার জীবনের পূর্ণ-স্বরূপ উদ্ঘাটনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাঁহার সহিত বহুদিন সেবাকার্য্য পরিচালনকারী শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজের মথুরা হইতে প্রেরিত বিরহ-কাতর পত্রখানি এ স্থানে মুদ্রিত হইল। পাঠকবর্গ উহা-পাঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অমূল্য জীবনের কয়েকটী দিক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পত্রটি এই,—

"বৃন্দাবন! তোমার পত্র গতকল্য প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধবাটীস্থ পরম পূজ্যপাদ শ্রীবাবাজী মহারাজের—অপ্রকট সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত মাহর্ম হইলাম।

আমি বহুদিন তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার নিকটে যাহারাই থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাহারা কি প্রাচীন সন্ন্যাসী কি ব্রহ্মচারী হইতে নবাগত শিশু ব্রহ্মচারীগণ বা শান্ত সুশীল সজ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণ—সকলেই তাঁহার প্রিয় ভাজন ছিলেন, সকলেই মনে করিতেন—বাবাজী মহারাজ আমাকেই অধিক স্নেহ করেন। এইরূপ পরচিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব অতীব দুর্লভ। তিনি সরলের কাছে সরল হইতে ও সরল; কিন্তু দুর্দ্দান্তগণের কাছে যমসদৃশ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পরমারাধ্যতম অস্মদীয় শ্রীল গুরুদেবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল।

তিনি কোনও দিন লেশমাত্রও কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। আকুমার ব্রহ্মচারী, অদ্ভুত ও তুলনারহিত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা পূর্ণ তাঁহার জীবন নিরভিমান, চতুর, দক্ষ্য, মিতবাক্, আড়ম্বররহিত, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক শান্ত, অকাম, কৃষ্ণৈকশরণ, নিরীহ, স্থির, গম্ভীর, করুণ যাবতীয় বৈষ্ণবগুণে ভূষিত ছিলেন। আজ ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিরহে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত হইতেছি। চেষ্টা করিয়াও অশ্রুবেগ থামিতেছে না। তাঁহার গুণের কথা—বৈষ্ণবতা-আদি কাহার কাছে বলিব ও শুনিব! শ্রীপাদ অনঙ্গপ্রভু ত পূর্ব্বেই অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধাবাটীতে ও মদ্রদেশের অন্তর্গত টাম্বারম-এ থাকাকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবা চেষ্টা অতুলনীয় ছিল। সেই সকল কথা স্মরণ পথে আসিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে।

মনে হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই এবার নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীধামে তিনি আসিয়াছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব স্বহস্তে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী-সহ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনযোগে ভগবতী জাহ্নবী-পুলিনে-শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য-ক্রীড়াভূমিতে তাঁহার মহাসমাধি দিয়াছেন—ইহা জানিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের মহিমা চিন্তা করিয়াও আনন্দে হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। আর তাঁহারসাক্ষাৎ দর্শন হইবে না, ইহা বিশ্বাস হইতেছে না। তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা তিনি আমাদের পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিতে থাকুন।"

হা দুর্লভ প্রশান্তাত্মা শ্রীল বাবাজী মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা কপর্দ্দকমাত্রও আমাদের জীবনের আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

—জনৈক বিরহী

সাত্বত শ্রাদ্ধ

গত ১৬ই চৈত্র ১৩৭২, ইং ৩০।৩।৬৬ তারিখে ২৪ পরগণায় ক্যানিং এর নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষপুর গ্রামে সমিতির আশ্রিত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের পত্নীর (সমিতির আশ্রিতা) সাত্বত শ্রাদ্ধ তদীয়া দেহান্তের একাদশাহে প্রাচীনতম স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকানুসারে পরম প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-এর পৌরোহিত্যে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও অন্যান্য ব্রহ্মচারি-বৃন্দের ভক্তিনিষ্ঠার অতুলনীয় 'প্রতাপে' স্মার্ত্তানুশাসিত অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকেন্দ্রিক সমাজ এবং উন্মার্গগামী সহজিয়া বাবাজী বষ্টোমদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৯।৩।৬৬ এতদুপলক্ষে এক ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হয়। তথায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি, ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় সনাতন ধর্ম্ম, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদের, বিষময় ফল ও হরিভক্তিবিলাসের সুবিচারাদি, স্মার্ত্তের ধুর্ বহনকারী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অপেক্ষাকৃত নবীন স্মৃতি অষ্টবিংশতি তত্ত্বের শাস্ত্রীয় অসৌজন্যহেতু হেয়ত্ব বর্ণন-মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে সভাপতি স্বামীজী শ্রীমৎ বামন মহারাজ সাত্বত-স্মৃতি ও কর্মজড়-স্মৃতির পার্থক্য বুঝাইয়া দিলে সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হন।

পরদিন শ্রাদ্ধবাসরে বিরাট বৈদিক বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি বাসুদেবার্চ্চন, ভোগ, যজ্ঞহোমাদির অনুষ্ঠান ও তদন্তর বৈষ্ণবসেবান্তে শ্রীযুত-রাধাকৃষ্ণ প্রভু মহাপ্রসাদ দ্বারা পিতৃপুরুষের সহিত সহধর্ম্মিণীর পিণ্ডপ্রদান করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিরোধী সমাজ প্রথমে প্রসাদ পাইতে অস্বীকার করিলেও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এতাদৃশ সুন্দর শাস্ত্রীয় বিধি ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাস্ত্রতোষণী সুচমৎকার যুক্তিগুলি শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তৃপ্তি সহকারে বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ সেবনে ধন্য হয়। শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজের ভাগবত পাঠ, পূজ্যপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও পূজ্যপাদ কানাই লাল ব্রহ্মচারী প্রভুর সুললিত কীর্ত্তন জাতি-ধর্ম্ম-শিক্ষা-নির্ব্বিশেষে সকলকেই বিশেষ আনন্দ দিয়াছে। হরিভক্তের নিকট জ্যোতিষ (পুর) বদ্ধ স্মার্ত্তের সর্ব্বকাল পরাজয় আছে—ইহার আর একটি নমুনা আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপন করিলাম। তাঁহারাই এখন ইহার বিচার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাপ্রসাদ-দ্বারা লব্ধপিণ্ড আত্মার ঊর্দ্ধগতি জাগতিক ব্যক্তিত্বের খণ্ডাইবার কি ক্ষমতা?

প্রচার প্রসঙ্গ

দক্ষিণবঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদকের কণ্ঠধ্বনি

পারমার্থিক বিশ্বের অদ্বিতীয় বার্ত্তাবহ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় প্রপূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ গত ৭ই চৈত্র ১৩৭২, ইং ২১।৩।৬৬ তারিখে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও কয়েক মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী-সহ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়া মুকুন্দ-বিদ্বেষী মদনদগ্ধ মেদিনীকে বৃন্দাবনবিহারী দ্বিভুজমুরলীধর কৃষ্ণ-কনহইয়ার অসমোর্দ্ধ কৃপাবারিতে সঞ্জীবিত করিবার সুমহান আদর্শ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক প্রথমেই কাশী (নগর)-বাসীর 'জ্ঞান'-স্পৃহাছেদনব্রত-উদ্‌যাপনে তত্রস্থ সনাতন- (দাসাধিকারী) শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত বিরাট ধর্ম্মসভায় অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবর্গের বক্তৃতান্তে মাইকযোগে সম্পাদক প্রবরের ভাগবতীয় কণ্ঠধ্বনি সমাগত অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে সনাতনী বাণীতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অতঃপর সম্পাদক-স্বামীজী মহারাজ ২৪ পরগণার ক্যানিং, জ্যোতিষপুর, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, মইপীঠ-নগেনাবাদ, একতারা, হটুগঞ্জ, প্রভৃতি হইয়া মেদিনীপুরে খেজুরী থানাঞ্চলে প্রচারে রত আছেন।

কাশীনগরে শ্রীযুত হরিসাধন মণ্ডল M.A.B.T. (খাড়াপাড়া Higher Secondary School এর Head Master.), পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ব্যাকরণতীর্থ, ডাঃ শ্রীযুত পুলিনবিহারী বৈদ্য, শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ মণ্ডল, B. A. B. T. এবং মইপীঠে শ্রীযুত গুরুপদ দাস, হটুগঞ্জে ক্যাপ্টেন ডাঃ-শ্রীযুত দেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী একতারানিবাসী শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ-তীর্থ, প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সমিতির আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া প্রচারে প্রচুর সাহায্য করায় সমিতির ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুত সনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া। সর্ব্বত্রই সম্পাদক স্বামীজী মহারাজের কণ্ঠধ্বনি ছায়াচিত্র, ভাগবতপাঠ ও বক্তৃতার মাধ্যমে গৌড়ীয় বেদান্তের বিজয়নিশান উড্ডীনপূর্ব্বক 'কলি-অনুকূল'-আবহাওয়ায় পুষ্ট পতনোন্মুখী জীবনিচয়কে উদ্ধার করিতেছে।

দমদম দেশবন্ধুনগর কলোনীতে পত্রিকা-কার্য্যাধ্যক্ষের মায়াহন্তৃ বজ্রবাণী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যাধ্যক্ষ পরম প্রপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ মঠবাসী কয়েক মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী-সহ গত ২৫ চৈত্র ১৩৭২, ইং ৮।৪।৬৬ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত স্বরূপ দামোদর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে দমদম দেশবন্ধু-নগর কলোনীতে তদালয়ে শুভ পদার্পণ করেন। ২৫-২৬শে চৈত্র উক্তালয়ে এবং ২৭শে চৈত্র বঙ্গের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীযুত মনোমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সুবৃহৎ দুর্গামণ্ডপে প্রপূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ অগণিত দেশ-হিতৈষীবর্গের সম্মুখে প্রকৃত মঙ্গল-প্রদর্শক গৌড়ীয় বেদান্তের মায়াহন্তৃ বজ্রবাণীর বিস্ফোরণে বহুলোককে ভাগবত-বেদ্য বাস্তব বস্তুর সন্ধানে ব্যাপৃত করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে গৌড়ীয় বেদান্ত-প্রচার-সম্পাদকের কৃতিত্ব

গত ২৬শে চৈত্র ১৩৭২ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সুযোগ্য প্রচার-সম্পাদক পরম প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ একটী প্রচার-সঙ্ঘ-সহ রায়গঞ্জে শুভবিজয় করেন। তথায় বিপুলভাবে গৌড়ীয় বেদান্ত-বাণী প্রচারান্তে স্বামিজী মহারাজ বর্ত্তমানে শিলিগুড়িতে অবস্থান করিতেছেন। উভয় স্থানেই বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট গৌড়ীয় বেদান্তের কূট বিচার উপস্থাপন মুখে পরমতনিরাসনে স্বামীজী মহারাজ বিশেষ-কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন (সংবাদ পৌঁছিয়াছে)। রায়গঞ্জের শ্রীযুত-কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীযুত হরিগোপাল চৌধুরী এবং শিলিগুড়িতে পূজ্যপাদ শ্রীযুত হরিপদ মণ্ডল, স্বনামখ্যাত শ্রীযুত অমূল্য দত্ত মহাশয়, শ্রীযুত-ভোলানাথ ঘোষ, শ্রীযুত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী প্রমুখ তাঁহাদের প্রচারে প্রভূত সাহায্য করিতেছেন। —নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য— ১·২৫ পঃ মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

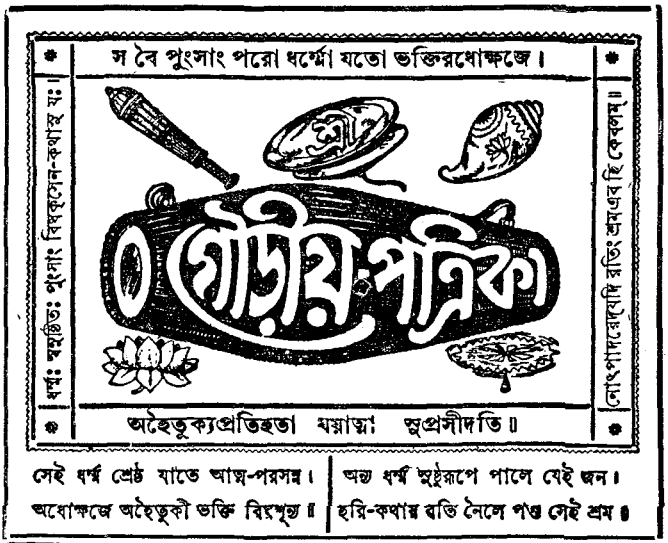

১৮শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১২ বামন, ৪৮০ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩; ইং ১৫।৬।১৯৬৬ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ]

প্রমাণখণ্ডঃ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং চ।

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমা॥ ১২॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়ও উক্ত হইয়াছে,—রসজ্ঞগণ যাহাকে শ্রীবৃন্দাবন, বহু বিষয়জ্ঞগণ যাহাকে গোলোক, অপর কতিপয় ব্যক্তি যাহাকে শ্বেতদ্বীপ এবং অন্যে পরব্যোম বলিয়া থাকেন, অত্যাশ্চর্য্য-মহিমাময় সেই নবদ্বীপধাম জয়যুক্ত হউন॥ ১২॥

শ্রীচৈতন্যস্তবে যত্তৎরূপেণ গদিতং শৃণু ॥ প ॥

গতির্যঃ পুণ্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপ-মহিমা
ভবেন্নালং কুর্ব্বন্‌ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১৩ ॥
প্রবোধানন্দবাক্যং যত্তদিদং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ফ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের স্তবে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ॥ প ॥

যিনি পুণ্ড্রগণের একমাত্র গতি-স্বরূপ, যিনি নবদ্বীপের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, যাঁহার জন্মদ্বারা ভুবনপূজ্য শ্রোত্রিয়কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, যিনি পরমহংস (সন্ন্যাস) আশ্রমকে স্বীকার করতঃ তাহা পবিত্র করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যরূপী সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি অতিশয় কৃপান্বিত হউন্ ॥১৩॥

সম্প্রতি শ্রীপ্রবোধানন্দ মহোদয়ের বাক্য শ্রবণ কর ॥ ফ ॥

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।
বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদ-মধুরপীযুষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥১৪॥

যিনি স্বকীয় মর্য্যাদা (ভগবৎস্বরূপ) লঙ্ঘন করতঃ (অর্থাৎ ভক্তরূপে) অতিশয় উদারতার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রীণিত, এবং অন্য জীবকে স্বকীয় বিশুদ্ধ প্রেমামৃতের উন্মাদক মধুর-ধারা প্রদানের জন্য পরমপদ নবদ্বীপধামে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানকে স্তব করিতেছি ॥ ১৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরস্য, —

নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং-
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রম্ ।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
তাতং নিত্যেধাম্নি নিত্যং ভজামঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি, —নিত্যধামে নিত্যভক্তগণ ও নিত্যা ভক্তিদেবীর সহিত নিত্যকাল প্রকাশিত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীচৈতন্যস্বরূপ নিত্য অলঙ্কৃত ব্রহ্মসূত্রতত্ত্বকে নিত্যভজনা করি ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপধ্যানম্, —

ফুল্লৎ শ্রীমদ্দ্রুমবল্লিতল্লজলসত্তীরা তরঙ্গাবলী
রম্যা মন্দমরুন্মরালজলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদম্ ।

সদ্রখ-চিততীর্থদিব্যনিবহা শ্রীগৌরপাদাম্বুজধূলি-
ধূসরিতাঙ্গ ভাবনিচতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী ॥ ১৬ ॥
তস্যাস্তীরসুরম্যহেমসুরসামধ্যে লসচ্ছ্রীনবদ্বীপো
ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দবন্যো মহান্ ।
নানাপুষ্পফলাঢ্যবৃক্ষলতিকারম্যো মহৎসেবিতো
নানাবর্ণবিহঙ্গমালিনিনদৈ র্হৃৎকর্ণহারীহি যঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীনবদ্বীপধামের ধ্যান এইরূপ,—যাঁহার তীরদেশ প্রফুল্ল, রম্য ও প্রশান্ত বৃক্ষ-লতায় এবং গর্ভদেশ তরঙ্গরাজি দ্বারা পরিশোভিত, যেখানে মন্দ-মারুত সতত প্রবাহিত হইতেছে, মরাল, পদ্ম প্রভৃতির মধ্যে ভৃঙ্গগণ সর্ব্বদা বিহার করিতেছে, যাহার সুরম্য জলাবতরণ-খট্ট (খাট) সমূহ সদ্রত্ন পরিখচিত, যিনি শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজ-পরাগ-ধূসর-বিগ্রহ-নিবন্ধন ভাববিশিষ্টা, তাদৃশী সুপবিত্রা গঙ্গার তীরদেশে সুরম্য হিরণ্ময় ভূভাগে শ্রীভগবানের আনন্দ-বন্যা-প্লাবিত সুমঙ্গল নবদ্বীপধাম-বিরাজিত।

সেইস্থান সর্ব্বদা মহাজনগণ-দ্বারা পরিষেবিত ও নানাবিধ পুষ্প-ফলশালি-বৃক্ষলতায় পরিশোভিত হইয়া নানাবর্ণ বিহঙ্গ সকলের সুমধুর গানে কর্ণ ও চিত্ত হরণ করিতেছে। ॥ ১৬-১৭ ॥

তন্মধ্যে দ্বিজভব্যলোকনিকরাগারাণি রম্যাঙ্গণ-
মারামোপ-বনালিমধ্যবিলসদ্বেদীবিহারা স্পদম্ ।
সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহদ্ভক্তালিনিত্যোৎসবং
প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহৎ ভাতীহ যৎপত্তনম্ ॥ ১৮ ॥

সেই নবদ্বীপধামে ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকসমূহের সুরম্য অঙ্গন, আরাম উপবনে সুন্দর বেদী ও বিহার স্থান বর্ত্তমান। সেখানে সর্ব্বদা সদ্ভক্তিশীল মহাভক্তগণের উৎসব সম্পন্ন হইতেছে এবং সেই পুরের প্রতিগৃহ কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরিশোভিত রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

তন্মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসত্তোরণং
শ্রীনারায়ণগেহমগ্রবিলসৎসংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণম্ ।
লক্ষ্যন্তঃ পুরপাকভোগশয়ন শ্রীচন্দ্রশালং পুরং যদ্
গৌরাঙ্গহরের্বিভাতি সুখদং স্বানন্দসংবৃংহিতম্ ॥ ১৯ ॥

সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর পুর বর্ত্তমান আছে, তাহা অতিশয় সুখদ

ও আনন্দে পরিপূর্ণ। তাহার তোরণ (সিংহদ্বার) ও প্রাচীর সূর্য্যকান্তি অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল সুবর্ণ-নির্ম্মিত। মধ্যে শ্রীনারায়ণের গৃহ, তাঁহার সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তনের প্রাঙ্গণ, ঐ পুরে যথাস্থানে লক্ষ্মীদেবীর অন্তঃপুর, পাক, ভোগ, শয়ন ও চন্দ্রশালিকা গৃহাদি অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তর-
মুক্তাদামবিচিত্রহেমপটলং সদ্ভক্তিরত্নাচিতম্।
বেদদ্বারসদষ্টমৃষ্টমণিরুট্‌শোভা কবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বি যন্মন্দিরম্ ॥ ২০ ॥

ঐ পুর-মধ্যে, সুনির্ম্মল চন্দ্রাতপ ও চন্দ্রকান্তমণি-পরিশোভিত শ্রীমন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দিরের চারিটী দ্বার, আটটী কপাট, প্রত্যেক কপাটই অত্যুৎকৃষ্ট পরিমৃষ্ট-মণি-কিরণে দেদীপ্যমান। মন্দিরের চূড়াটী রত্ন-কলস-পরিশোভিত এবং ঐ মন্দিরের স্থানে স্থানে হীরকখণ্ড চন্দ্রকান্তমণি, তাহারই মধ্যে মধ্যে মুক্তাদাম ও বিচিত্র সুবর্ণরাজি-সমন্বিত ও সদ্ভক্তিতুল্য নানা-রত্ন-খচিত ॥ ২০ ॥

তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণযন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখর শ্রীকেশরসন্নিভে।
কূর্ম্মাকার মহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে
আকাশাতপচন্দ্রপত্র বিমলে যদ্‌ভাতি সিংহাসনম্ ॥২১॥

তাহার মধ্যে মণি ও বিচিত্র হেম-রচিত মন্ত্রবর্ণ ও যন্ত্রযুক্ত ষট্‌কোণ মধ্যবর্ত্তী বীজকোষের শিখর-প্রদেশে কেশরতুল্য কূর্ম্মাকার যোগপীঠে আকাশ, সূর্য্যকিরণ কর্পূরপত্র-তুল্য শুভ্রপদ্মে যে সিংহাসন বিরাজমান ॥২১॥

পার্শ্বাধঃপদ্মপট্টীঘটিতহরিমণি স্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং
চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবরমণিমহামৌক্তিক্যকান্ত্যুজ্জ্বলম্।
তূলান্তশ্চীন চেলাসনমুড়ুপ-মৃদুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং
স্বর্ণান্তশ্চিত্রমন্ত্রং বসুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্ ॥২২॥

যাহার পার্শ্বে আধোদেশে পদ্মরাগ-মণি-পট্ট-খচিত যে ইন্দ্রনীলমণিময় স্তম্ভ, পৃষ্ঠ দেশে বৈদূর্য্যমণি এবং বিচিত্রাবরণাবলম্বিত শ্রেষ্ঠ মণি ও মহা-মৌক্তিক কান্তি-দ্বারা সমুজ্জ্বল, যাহাতে শশাঙ্ক-কোমল সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত তুলি-কাসন এবং প্রান্তদেশে পৃষ্ঠোপধান (পৃষ্ঠবালিশ) বিরাজমান এবং যাহাতে

স্বর্ণখণ্ডোপরি বিচিত্র অষ্টমন্ত্রবর্ণ অষ্টকোণে বিরাজমান এবং যাহা হরি-চরণ-ধ্যান-গম্য, সেই সিংহাসন বিরাজমান ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যার্চ্চন-চন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যানং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রম্ ,—

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেহতিরম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥১॥

ইতি চৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যান সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-স্তুতি, যথা—

শ্রীগৌড়দেশে পূণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্যতটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১ ॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥২॥

যাহাকে কেহ কেহ পরব্যোম, কেহ কেহ গোলক এবং তত্ত্বজ্ঞগণ বৃন্দাবন বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ২ ॥

যঃ সর্ব্ব দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সুপবনৈঃ পরিতঃ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্নবিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৩॥

যে-স্থানে নিরন্তর চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান সুখময় সুশীতল পবন-পরিচালিত, নানাবৃক্ষে শুশোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারে সুযোগ দান করে, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করি ॥ ৩ ॥

শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ সুবর্ণসোপান-নিবদ্ধতীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভি-র্গৌরবগাহ মধ্যে স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৪॥

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

মহান্ত্যনন্তানি গৃহানি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৫॥

যেখানে সুবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠ গৃহ বর্ত্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিদ্যাদয়াক্ষান্তিমখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভির্গুণৈর্যত্রজনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানা ঋষিদেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৬॥

যেখানে লোক-সকল, বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত, ঋষি, দেবতা, সিদ্ধগণ ও যাঁহাকে স্তুতি করেন সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৬॥

যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য স্বানন্দ গম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌরজন্মাদিকলীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৭॥

যাঁহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদিলীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দ-লভ্য শ্রীপুরন্দর মিশ্রের গৃহ বর্ত্তমান, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৭ ॥

গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রেমভরেণ সর্ব্বম্।
নিমজ্জয়ত্যুজ্জ্বলভাবসিন্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৮॥

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করতঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৮॥

এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ ॥৯॥

যিনি প্রীতমনে এই নবদ্বীপধামের সুচিন্তা-পূর্ণ পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্লভ প্রেম লাভ করেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং
শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

গীতং গৌড়ীয়ভাষায়াং বিদ্বদ্ভির্বহুভির্মুহুঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং গ্রন্থেষু বহুষু পৃথক্।
তাতি তানি হি বাক্যানি সমালোচ্য সমন্ততঃ।
নবদ্বীপ কথায়ান্তু রমন্তু ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ ব ॥ *

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিত শ্রীনবদ্বীপাষ্টক সম্পূর্ণ।

আরও বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকানেক গ্রন্থে গৌড়ীয়-ভাষায় শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য পৃথক্ ভাবে বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সমস্ত বাক্য সমালোচনা পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপের কথায় আসক্ত হউন।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

শ্রীগৌর-ভজন

গৌরভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একটু পরিচয় করিতে হয়। 'ভজন' শব্দে সেবাকেই লক্ষ্য করে। সেব্য বস্তুর পরিচয়ের অভাবে অপর বস্তুর সেবা হইয়া পড়ে; সে জন্যই বেদ, সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী বিষয়ের আবাহন করিয়াছেন।

বস্তুবিষয়কে অভিজ্ঞানই সেই বস্তুর সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ। ভক্তের ভজনে ভগবান্‌ই সম্বন্ধ। ভগবান্, ভজন ও ভক্ত-সম্বন্ধ জ্ঞানরহিত হইয়া অবস্থান করেন না। যেখানে সম্বন্ধ ভগবান্ নহেন, তথায় ভক্ত ও ভক্তি নাই। ভোগময় বিচার তর্কের আবাহন করে। **যেখানে ভক্তের ইন্দ্রিয় অনিত্য জড় নশ্বর ভোগে ব্যস্ত, তথায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের স্বরূপ বদ্ধজীবের নেত্রে অদৃশ্য।** বদ্ধজীবের ভোগের অন্যতম নশ্বর বস্তু-প্রতীতি গৌরসুন্দরে সংবদ্ধ হইলে গৌরাঙ্গকে ভোগ্যজ্ঞান করা হয়—ইহা ভজনের নিতান্ত বিরোধী। ভজনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নশ্বর ভোগময়ী ধারণামাত্র শোভনীয় নহে।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥
প্রভুর শ্রীধাম ভক্তি নিত্য পরিকর।
ইথে অন্য মত যার সেই ত পামর॥

শ্রীমন্নরোত্তম-ঠাকুর বাক্য—

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমে, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—

প্রভু কহে, আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম॥

শ্রীমন্নরহরিদাস—

নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌরশ্যাম রূপে প্রভু সদা বিলসয়॥

সমাপ্তশ্চায়ং প্রমাণখণ্ডঃ।

গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া যাঁহারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমাত্র সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গকে ভজনীয় বস্তু জানিবার প্রতিকূলে নিজ নশ্বর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-গঠিত গৌর কল্পনা করেন মাত্র, তাহাতে শ্রীগৌরভজন হওয়া দূরে থাকুক্, অনর্থময় বিষয়গ্রহণ মাত্র হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ।

'অধোক্ষজ' শব্দে ইহাই বুঝায় যে, যিনি জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত বস্তু অর্থাৎ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের বস্তুমাত্র নহেন। শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ সন্দর্ভের কয়েকস্থানেই বলিয়াছেন, 'অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ'। যেখানে 'অধোক্ষজ' শব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষিত হন, তথায় গৌরসুন্দর আমাদের ভোগ্যবস্তু নহেন। অপর ভাষায় বলিতে গেলে, **গৌরের রূপ জড়ের রূপ নহে**। আমাদের নশ্বর স্থূল ইন্দ্রিয় জড়ের রূপভোগে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ জন্য ব্যস্ত হয়—তাহাতে কৃষ্ণবিস্মৃত হয় মাত্র। শ্রীগৌরহরির অপূর্ব্ব রূপ আর কিছুই নয়—উহাঁর দর্শনে আমাদের ভোগ-প্রতীতির উদ্রেক হওয়া দূরে যাক্, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা নিত্যকালের জন্য থামিয়া যায়। গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাতে শ্রীরায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের সেবনীয় বস্তু-বিজ্ঞান উচ্ছলিত হয়, নদীয়া-নাগরীকগণের জড় ভোগবাসনা প্রদীপ্ত হয় না। নাগরীগণ জড়ভোগময়ী ধারণার তাৎকালিক বশবর্ত্তিতায় কামরিপু-চরিতার্থতার জন্য জড় নাগর অন্বেষণ করেন। তাহাতে উত্তরোত্তর জড়কাম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে হরিভজন হইতে বিষয়ভোগে প্রমত্ত করায়। অহৈতুক নির্ম্মল প্রেম তথায় তিরোহিত হইয়া নিজেন্দ্রিয়প্রীতি-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। আমরা গেলাম নিজের নিঃশ্রেয়ঃ-লাভের জন্য, গমনপথে রিপুহস্তে পতিত হইয়া নিত্যকালের জন্য নিত্য ভজন ধ্বংস করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে ভোগের আবাহন করিয়া বসিলাম! গেলাম শ্রীজগদ্গুরুদেবের চরণপ্রান্তে পূজা করিবার জন্য, পড়িলাম ভোগ-গর্ত্তে! নর্ত্তকীদিগের নৃত্যগীতাদি যেরূপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দুর্ব্বল জীবকে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করে, আমাদিগকেও গৌরভজন করিবার নামে নাগরীর ভোগ পিপাসা গ্রাস করিয়া ফেলে।

গৌরহরি ভোগের বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি পূজার, বস্তু - কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। বিষয়ভোগস্পৃহারত ব্যক্তিগণ কামাদি রিপুষট্‌কের

বশবর্ত্তী হইয়া যে দৃশ্য ভোগময় জগতে বিচরণ করেন, গৌরভজনের ছলনায়ও আমাদের তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়পরায়ণতাই বৃদ্ধি লাভ করে। জড়ভোগরত আমরা; আমাদের পতি, পত্নী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য ভোগের বস্তু; গৌরাঙ্গ তাদৃশ অনিত্য, অজ্ঞানময় ও নিরানন্দের আধারমাত্র নহেন। তিনি নদীয়ার নাগরীর ভোগের বস্তু নহেন বলিয়াই নিজ স্বরূপ প্রকট করাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তাঁহাকেও জড় ভোগের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে নাগর বলিয়া খাড়া করি এবং আমরা ভোক্তা রমণী-সজ্জায় নাগরী বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে উহা ভজন না বলিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নামে অভিধান করাই আমাদের পক্ষে সত্যপ্রিয়তা। অবশ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিকূলে ভক্তিহীন জড়েন্দ্রিয়-ভোগপ্রবণা শক্তি-উপাসনা তো অনেকদিন হইতেই আছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গৌরভক্তি কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশে গৌরকে জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের ক্রিয়ায় সজ্জিত করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির কল্পনাকে ভজন বলিয়া প্রচার করিতে যাওয়া কি আমাদের গৌরবিদ্বেষ মাত্র নহে? গৌরের নাম তো জড়বস্তুর সংজ্ঞাবিশেষ নহে, গৌরের রূপ তো দৃশ্য জড়বস্তুর অন্যতম নহে, গৌরের গুণ তো প্রাকৃত নশ্বর গুণমাত্রের অন্যতম নহে এবং গৌরলীলা তো ইন্দ্রিয়পরায়ণের ভজন-ছলনামাত্র নহে।

শ্রীগৌরহরির নাম কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরির রূপ গৌর, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, নিত্য গৌররূপ বলিয়া **কৃষ্ণেতর** নহেন, তিনি মহাবদান্য অর্থাৎ নির্ব্বোধের প্রতিও তিনি অসামান্য কৃপাবিশিষ্ট অর্থাৎ কোন কৃষ্ণ কর্ম্মের (black act এর) অনিত্যতা, অজ্ঞান-নিরানন্দরূপ অবরতা তাঁহাতে অবৈধভাবে আরোপ করিতে গেলে তিনি সেই আবরণ হইতে বদ্ধজীবকে কৃপা-বিতরণে মুক্ত করেন। তাঁহাকে অবৈধ জড়ভোগ-তাড়নায় নাগর বলিতে নাই। নাগরীভাবে তাঁহার ভজন-সাধনের কল্পিত আবাহন কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল পথমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় শুদ্ধভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুগণদ্বারা, শ্রীসনাতন-রূপপ্রমুখ গোস্বামীষট্‌কের দ্বারা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীদ্বারা, শ্রীগদাধর নরহরি প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তদ্বারা, চতুঃষষ্টি মহান্তদ্বারা, জড়ভোগমিশ্র অনর্থময় সাধনকালের ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধি-কালের ভক্তির অনুষ্ঠান অবৈধভাবে সংমিশ্রণে কতই না বাধা দিয়াছেন! কিন্তু আমরা অপরাধী তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়বিশিষ্ট অনর্থময় জীব সেই

শ্রীগৌরসুন্দরকে জড়বস্তুবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে জড়-সম্ভোগের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে গড়িতে যাইতেছি! ইহা অপেক্ষা আর আমাদের শ্রীগৌরবিদ্বেষ কি হইতে পারে? তাঁহাকে জগদাচার্য্য মুখে বলিয়া জড় কুভোগ-রাজ্যে দুরাচার নাগর বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে যাই বলিয়াই মৃত অক্ষয়কুমার দত্ত, সংস্কৃত 'ভক্তমাল'-লেখক চন্দ্র দত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ক্ষীণ সমালোচক ও খৃষ্টানদিগের সাময়িক পত্র-প্রচারাখ্য প্রবন্ধাদিতে শ্রীগৌর বিগ্রহকে অবৈধ প্রচারক মাত্র বলিয়া সজ্জিত করায়। বাস্তবিক শ্রীগৌরসুন্দর কি কোন দুরাচার অভিনয় নিজ লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আমরা দুঃসাহসিকতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অবৈধ ভোগ্য নাগর বলিতে যাই? পরস্ত্রী-প্রেক্ষণপর পরস্ত্রী-চিন্তনপর, অবৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর নাগররূপে শ্রীগৌরভক্তগণ কোনদিনই তাঁহাকে কুকর্ম্মরত বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তবে নবদ্বীপ-নাগরীবাদ কে উদ্ভাবন করিল, কোন্ সময় এই দুর্নীতি ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিল, কাহারাই বা এই দুর্নীতিকে অনর্থময় কালে ধর্ম্মের সাধন-ভজন বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল? 'ঠাকুর নরহরির সহিত কি এই ভজন-সাধন-বিরোধী অবৈধ অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ আছে?' প্রশ্ন হইলে আমরা বলিতে চাই, যাঁহারা ঠাকুরের 'ভজনামৃত' দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম হইতে পারে না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস এই অবৈধ অনুষ্ঠানকে ভজন বলিয়া চালাইয়াছিলেন কি না, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, কতিপয় অবৈধ দুর্নীতি-পরচিত্ত ব্যক্তি চৈতন্যদাসের ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধক চৈতন্যদাস বলিতে গিয়া স্বীয় কুনীতি-পুষ্ট চঞ্চল প্রতীতিদ্বারা নিজ ধারণায় সত্যানুষ্ঠানকে বিকৃত করিয়াছেন মাত্র। চিড়িয়া কুঙ্গের সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে এই নদীয়া-নাগরীভজনের কথা অন্যায়পূর্ব্বক আরোপ করা সত্যবিরুদ্ধ মাত্র। চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা যদি তাঁহাকে নদীয়া-নাগরীর দৌরাত্ম্যপূর্ণ অবৈধ সাধক শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধ ব্যতীত আমরা আর কিছুই করিলাম না। ছাগল-হারাণ বুড়ির রামায়ণের কথক ঠাকুরের দাঁড়ি-সঞ্চালন দেখিয়াও পাঠ-শ্রবণের মত মহৎ বৈষ্ণবগণের চরিত্র পবিত্রময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজ কুনীতি ভাবের সংযোজন করা আদরণীয় নহে।

যাঁহারা গৌরসুন্দরের দাসগণের অলৌকিক চেষ্টা নিজের জড়

ভোগময় ভাবের অন্যতমজ্ঞানে বুঝিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে আমরা নির্বোধ বলিয়া স্থির করিলে আর গৌরকথার অনুশীলন করিতে বলিতাম না। তাঁহারা নির্বোধ নহেন বলিয়াই নদীয়া-নাগরী বাদের দুর্গন্ধ তাঁহাদিগকে বিজড়িত না করিতে পারে এবং তাদৃশ সাধন-ভজন শুদ্ধভক্তির আদৌ অনুমোদিত নহে বলিয়া জানাইয়া দিবার জন্য সভা-সমিতি পত্রিকাদিতে আলোচনারূপ কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। ইহা পরচর্চ্চা নহে, আচার্য্য বা গুরুসেবা। এই আচার্য্যসেবা-রহিত হইলে বদ্ধজীব পরমার্থ-বিষয়ে নির্ব্বোধ হইয়া পড়েন। দুঃসঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবার কুচেষ্টাই জীবকে গৌরভক্ত হইতে দেয় না। শ্রীগৌরহরি মহাবদান্য বলিয়া কালে কালে ভক্তিবিরোধী সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে কুবিষয়-ভোগ-মত্ত তর্কনিষ্ঠ ভক্তিরহিত গৌরভক্ত প্রতিষ্ঠাকামী জনগণকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিজজনসমূহ প্রেরণ করেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই কালে ভগবান্ এবং ভক্তগণ আসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জীবকুলের দুর্বাসনা-গঠিত ভজন-ছলনা হইতে নির্ব্বোধ প্রশিক্ষিতগণকে উদ্ধার করেন।

সত্যসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট কোন কথাই শ্রীদামোদর স্বরূপ গৌড়ীয়গণের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইতে দেয় নাই। শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সেই গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীদামোদর স্বরূপের সিদ্ধান্ত, ছয় গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীচরিতামৃত হইতে পাইতে পারিবেন। শুদ্ধভক্ত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নদীয়া-নাগরী-মতের অকর্ম্মণ্যতা-নিরূপণের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা যাহাদের আলোচ্য বিষয় হয় না, তাহারা শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহার সন্ধান কখনই পাইবেন না। হরিভজন বদ্ধজীবের মনগড়া অনুষ্ঠান মাত্র নহে। যাহারা ভগবদ্ভজন না করিয়া অন্য জড় ধারণার সহিত হরিভজনকেও ভোগময় অনুষ্ঠান মনে করেন, তাঁহারাই ভক্তিযাজনের নামে নদীয়া-নাগরী-বাদ অন্যায়পূর্ব্বক ভক্তিপথের অন্তর্গত বলিয়া চালাইতে থাকিবেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(পরমহংস-স্বরূপ)

১। সহজ-পরমহংস কাহারা ?

"স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই 'সহজ' পরমহংস।" — চৈঃ শিঃ ৬।৪

২। গৌর-লীলায় ও পৌরাণিক যুগের কতিপয় সহজ-পরমহংস কাহারা ?

"শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎ-পার্ষদগণ, * * সকলেই সহজ-পরমহংস। পূর্ব্বকালে ঋভু প্রভৃতি অনেকের গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ পারমহংস্য দেখা যায়।" — চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। পরমহংসগণের স্বরূপ কি ? তাঁহাদের শাস্ত্র কি ?

"যে-সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে (পরমহংস-গণকে) সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহার-সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পরকে 'ভ্রাতা' বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী-সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।" —'উপক্রমণিকা'. কৃঃ সং

৪। পরমহংস কি শাস্ত্রের শাসনাধীন বা বিধি-বাধ্য ?

"উচ্চ-সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন-সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছ-বিলাস-মাত্র।" —'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৫। পরমহংসগণ কাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করেন ?

"কর্ম্মধর্ম্মসাপেক্ষ ভক্ত ও কর্ম্মজড়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে ; কৃষ্ণভক্তি-শূন্য কর্ম্মীর ত' কথাই নাই। কর্ম্মধর্ম্মসাপেক্ষ-ভক্ত শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবসেবা-কীর্ত্তন-ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন; হৃদয়ে কর্ম্ম-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ এবং ব্যবহারে ভক্তির অনুকূল জানিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন। যদিও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনেক সময়ে ভক্তির বাধক হয়, তথাপি স্বচ্ছন্দে নিষ্পাপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে তিনি যথাযোগ্য যত্ন করেন; সুতরাং কৃষ্ণভক্তি-সাধনে তিনি

সর্ব্বদা নিরপেক্ষ; কিন্তু কর্ম্মজড়ের কার্য্য এই যে, মনে মনে কর্ম্মকেই তিনি নিস্তারের হেতু জানিয়া কৃষ্ণ-কর্ম্মে আত্মভাব অনুভব করেন না; কৃষ্ণের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া লোকদিগকে জড়ময় কর্ম্মধর্ম্ম শিক্ষা দেন। বৈদিক হইয়াও নিরপেক্ষ পঞ্চযোগীকে নিন্দা করেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া লোকদিগের বুদ্ধি নাশ করেন। মূর্খ লোক তাহাকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত মনে করিয়া মোহপ্রাপ্ত হন এবং নিরপেক্ষ পঞ্চযোগীকে লঘুবুদ্ধির দ্বারা বিতর্ক করিয়া নষ্ট হন। পঞ্চযোগীর হৃদয়নিষ্ঠা বৈদিকগণ জানিতে পারেন না; সুতরাং কর্ম্মজড় শিক্ষককে মহাপুরুষ মনে করিয়া তদ্রূপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। পরমহংস মহাত্মগণ তাঁহাদিগকে অবৈষ্ণব জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করেন না।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৬। এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য কে?

"এ জগতে **চিদচিদ্ বিচার-চতুর পরমহংস-ভক্তগণই** ধন্য। ভক্তগণই পণ্ডিত; কেন না, তাঁহারা জড়-জগতের মোহ-সলিলের পার পাইয়াছেন। ভক্তগণই গুণী; কেন না মায়ার কুণ্ঠিত সত্ত্বরজস্তমোগুণকে ভেদ করিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তগণই সুখী; কেন না, জড়গত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ব্রজের চিৎসুখ লাভ করিয়াছেন। ভক্তগণই নির্ভয়; কেন না, মায়িক ভূত-ভবিষ্যদাত্মক কালকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ গোলকবাসী হইয়াছেন। ভক্তগণ যুগে যুগে জীবিত থাকুন এবং হতভাগ্য মায়া-পীড়িত ব্যক্তিগণকে দর্শন, স্পর্শন, আলাপনের দ্বারা কৃতার্থ করুন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জীব-মঙ্গল

রে জীব,

ভেবেছ কি মনে কিবা মঙ্গল-নিলয় ?—
যে মঙ্গলে নাহি মাত্র অমঙ্গল-কণা ?
যে মঙ্গল নিত্যকাল বর্ত্তমান রয় ?
চরম মঙ্গল তব ভেবে কি দেখ না ??

রে জীব,

বুদ্ধিমান্ যেবা হয়, লক্ষণ কি তার ?—
চরম মঙ্গল লাভে সদা যত্নপর।
যাহে ক্ষণ সুখোদয়, ক্ষণে নাহি আর,
কভু তাহে রত নাহি হয় সুধী নর॥

রে জীব,

স্বর্গ-সুখ নহে তব চরম কল্যাণ।
পুণ্যক্ষয় যবে হয় স্বর্গসুখ-ভোগে,
পুনঃ কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম নিয়তি-বিধান,
চক্রবৎ স্বর্গমর্ত্ত্য লভে কর্ম্ম-যোগে॥

রে জীব,

মোক্ষলাভ নহে তব শ্রেয় সর্ব্বোত্তম।
বহু ক্লেশে ফল্গুত্যাগে সাধি' সোঽহংজ্ঞান,
আপনারে মুক্ত মানি' করে মহাভ্রম,
উল্লঙ্ঘিয়া হরিপদ অধঃপাতে যা'ন॥

রে জীব,

শ্রেষ্ঠ শুভলিপ্সু যদি, পর ধর্ম্মে চর—
যাহে অধোক্ষজে কৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি,
অহৈতুকী, অব্যাহতা-মাত্র সেবাপর,
আত্মার প্রসাদ তবে কৃষ্ণে অনুরক্তি॥

রে জীব,

চরম কল্যাণ তব শুদ্ধা ভক্তি হয়,
তাহা লভিবারে যদি করহ প্রয়াস,
সাধু-গুরু-পাদপদ্ম কর সমাশ্রয়,
মহাজন সঙ্গ বিনা ভক্তে নাহি আশ॥

রে জীব,

মহাজনরূপে কিন্তু বহু সে কপট
ভ্রমিতেছে পথে ঘাটে লোক সংঘট্টিয়া।
বুঝে না নির্ব্বোধ লোক—কে সাধু, কে শঠ,
না বুঝে' বঞ্চিত হয় অসতে মজিয়া॥

রে জীব,

তাই বলি সাবধান! কৃষ্ণসেবা-রত।
অকিঞ্চন, কৃষ্ণনিষ্ঠ, সাধু, মহাজন,
ভুক্তি-মুক্তি কাম-শূন্য, তত্ত্ব-পারঙ্গত,
শান্তচেতা গুরুদেব, আর কেহ ন'ন॥

রে জীব,

বেদে ভাগবতে এই দেয় উপদেশ,
ইহা ছাড়ি, অন্যমত যত যেবা আছে,
তাহাতে অনর্থরাশি, নাহি শুভ-লেশ।
অসাধু ছাড়িয়া রহ সাধুজন কাছে॥

রে জীব,

চাহ যদি স্বকল্যাণ, বিলম্ব না কর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারিয়া লহ।
লভিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানে সদা নাম কর,
ইহাতে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি, হরেকৃষ্ণ কহ॥

—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, B. Sc.

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৬)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সর্ব্বভূতে বহির্দৃষ্টি ছাড়িয়া আত্মায় চিদ্বিলাস ভগবানের আবির্ভাব এবং আত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে চিদ্বিলাসোপকরণসকল দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। এই শ্লোকানুসারে পরমসিদ্ধ পুরুষগণেরও সর্ব্বভূতাদর সিদ্ধ ও দৃষ্ট হয়। তরুর মূল সেচন দ্বারা যেমন তাহার শাখা-প্রশাখা-উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুত-সেবাতেই সর্ব্বভূত-পূজা হয় —এই ভক্তিদ্বারা সাধকগণের সম্বন্ধে বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য ভূত পূজাদির যে পুনরুক্তি দেখা যাইতেছে, তাহা কেবল স্বতন্ত্রভাবের দৃষ্টিতে (জড়ীয় দর্শনে) সেই সেই ভূতপূজাদির পুনরুক্তি বুঝিতে হইবে। এস্থলে সেই সেই প্রাণীতে অন্তর্য্যামী ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠানযুক্ত ভগবানের উপাসনায় বিহিত হইতেছে এবং ভগবৎ সম্বন্ধেই (হরি সম্বন্ধিবস্তু ভাগবৎ জ্ঞানেই) তাহাদের আদর আবশ্যকতা বুঝিতে হইবে। নিজ ব্যতীত অপরাপর প্রাণীতে যাহাতে রাগ-দ্বেষ নিবৃত্তি হয় তন্নিমিত্তই তাদৃশ ভগবৎসম্বন্ধি-জ্ঞানে ভূতাদর-বিধি বুঝিতে হইবে। অতএব ভক্তি ভিন্ন কর্ম্মবাসনাময়ী ভূতানুকম্পাবশে ভগবদর্চ্চন ত্যাগকারী জড়ভরতের ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিয়াছিল। অতএব ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করিয়া ভূতদয়ারূপ ভগবদ্ভজন কেবল কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন মাত্র-ইহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। অন্যান্য ভূতগণের অনাদর কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেবতা বা ভূতগণের উপাসনাকে ধিকার দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য বলিতেছেন—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥ (ভাঃ ৬।৯।২২)

নিরহঙ্কার, প্রাকৃতরাগাদিশূন্য, নিজলাভে পরিপূর্ণকাম, উপাধি-পরিচ্ছেদ রহিত পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের শরণ গ্রহণ করে, সে অজ্ঞ কুকুরের আশ্রয় করিয়া দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে।

কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ (ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

শ্রীভগবানের প্রতি অক্রূরের উক্তি—হে প্রভো! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ; এবম্বিধ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনকারীকে তাহার অভিলষিত যাবতীয় বস্তু প্রদান করিয়াও নিশ্চিন্ত হন না। যাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই অর্থাৎ যিনি নিত্য, এবম্বিধ আপনাকে পর্য্যন্ত প্রদান করেন। আপনি সুহৃৎ অর্থাৎ হিতকারী স্বভাববিশিষ্ট, তাহাতে আবার কৃতজ্ঞ অর্থাৎ ভক্তের সেবার আভাস মাত্রেই বহুমানন করেন। অতএব ভক্তের সকল অভীষ্ট বস্তুই প্রদান করেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া নিজেকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। অথচ তাদৃশ সর্ব্বতোভাবে দানক্রিয়ায় অথবা বহুলোককে অভীষ্ট বস্তু প্রদান-ব্যাপারে তাঁহার সংস্থিতির কোন অভাব ঘটে না। এজন্য বলিতেছেন, তাঁহার উপচয়—দানাভাবে বৃদ্ধি বা সঞ্চয় এবং অপচয়—দানফলে ক্ষয় নাই। এখানে অভক্তমাত্রকে অনাদরপূর্ব্বক বলিতেছেন—

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্মং যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ (ভাঃ ৩।১৫।২৪)

দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—যে মনুষ্যজন্মে ভগবদ্ধর্ম্মের সহিত ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় এবং যে জন্ম আমাদেরও প্রার্থনীয়, সেই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও যাহারা ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে না তাহারা তাঁহার বিশাল মায়ায় মোহিত।

এজন্যই নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ (ভাঃ ২।৩।২০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণসম্পন্ন ভগবান উরুক্রমের বিক্রমের

কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্র মাত্র। যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্য ও দুষ্ট।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও বলিয়াছেন—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যায়াৎ।
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্॥

দেবগণেরও বাঞ্ছিত দুর্লভতর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা গোবিন্দের আশ্রয় করে না তাহারা চিরকালের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করে। চতুরশীতিলক্ষ জীবযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। যে সকল আত্মাভিমানী নীচ অশোচ্য ব্যক্তি গোবিন্দ চরণযুগলের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহাদের দুর্লভ মনুষ্য জন্মও বৃথা হয়।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ। (ভাঃ ৫।১৮।১২)

যাঁহার ভগবান্ শ্রীহরিতে নিষ্কাম সেবাপ্রবৃত্তি বা অহৈতুকী ভক্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সকল গুণের সহিত সমস্ত দেবতা তাঁহাতে সম্যগ্‌রূপে নিত্যকাল অবস্থান করেন। শ্রীহরিতে ভক্তিহীন (অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অথবা গৃহাদিতে আসক্ত) অসৎ অভক্ত অনিত্য বাহ্যবিষয়-সুখে ধাবমান; সুতরাং তাহাতে মহৎ বা সজ্জনগণের গুণ কোথায় থাকিবে?

শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃরূপে জীবগণের শরীরে বিরাজ করেন। শুদ্ধভক্তের শরীরে থাকিয়া তাহার ধর্ম্মজ্ঞানাদি গুণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তিহীন মুনিগণেরও নিন্দা নিম্নলিখিত শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

অহ্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ (ভাঃ ৩।৯।১০)

বিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—হে দেব! আপনার শ্রবণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বিমুখ হইলে মুনিগণও এই সংসারে গমনাগমন ক্লেশ লাভ করেন। দিবাভাগে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল ভগবদিতর বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়; আবার রাত্রিতে বাহ্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া নিদ্রাগত হইলেই নানা অসদ্‌বস্তুতে ধাবমান ও মনোধর্ম্মবশে দুঃস্বপ্নাদি দর্শনযোগে ক্ষণেক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। আবার অর্থের জন্য উদ্যম করিলেও দৈবকর্ত্তৃক তাহা প্রতিহত হইয়া পড়ে।

স্বভাবক্রমে ভগবদ্ভজন-বিমুখ সামান্য মনুষ্যগণ ত সংসারী হয়ই, ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গে সিদ্ধ মুনিগণও ভগবৎপ্রসঙ্গে বিমুখ হইলে তাহাদেরও সংসারলাভ হয়। মুক্ত ভিমানী জ্ঞানিগণ অতিকষ্টে জীবন্মুক্তদশায় আরোহণ করিয়াও ভক্তিবিহীন হওয়ায় অধঃপতিত হন।

যদি বলা যায় যে তাহাদের কি ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ নাই? তদুত্তরে যমরাজের উক্তি—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥
(ভাঃ ৬।৩।১৯-২১)

বৈষ্ণবরাজ যম নিজ দূতগণের প্রতি বলিতেছেন—সাক্ষাৎ ভগবান শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছেন। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবগণ, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও সেই ধর্ম্ম অবগত নহেন। অসুরগণ, মনুষ্যগণ, বা বিদ্যাধর চারণাদি নিকৃষ্ট প্রাণী তাহা কিরূপে জানিবে? ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, ও আমি (যম)—আমরা এই দ্বাদশ জন মাত্র ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি। ইহা অতীব গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্বোধ্য, ইহা জানিতে পারিলেই অমৃত লাভ হয়।

উল্লিখিত দ্বাদশজন বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের বুদ্ধি বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ। তাহারা

আপাতমধুর অর্থবাদরূপ কর্ম্মকাণ্ডময় বেদে জড়ীভূত-বুদ্ধি হওয়ার জন্য কর্ম্ম-কাণ্ডের মহা আড়ম্বরে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অনায়াসসাধ্য পরমার্থপ্রদ হরিনামের মহিমা জানে না। সুতরাং তাহারা মহাগুণী হইলেও সংসার-দশা লাভ করে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

দুই চোর

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৭ পৃষ্ঠার পর)

* * * *

জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ

(দুগ্ধভাণ্ডহস্তে শচীদেবীর প্রবেশ)

শচীদেবী—নিমাই—নিমাই !! (ঘরে নিমাইকে না দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে) কই ! নিমাই কই ! বাবা নিমাই—কোথায় রে ! আয় বাবা,—দুধ খাবি আয় ! (ঘরের বহির্ভাগে যাইয়া) নিমাই—নিমাই ! কোথা গেলি বাপ ! ও বাবা নিমাই,—নিমাই !.....(ক্রন্দন)

(জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র—(গৃহের বাহির হইতে) নিমাই তো ঐখানেই খেলা কর্‌ছে। (গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিমাইকে না দেখিতে পাইয়া) নিমাই কই ? নিমাই কোথা ? (চোখে জল আসিল) নিমাই—নিমাই !.....[ইতস্ততঃ অন্বেষণ]

শচীদেবী—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কই ? নিমাই তো সাড়া দেয় না ! তবে কি নিমাই নাই ! (হস্ত হইতে দুগ্ধভাণ্ড মাটিতে পড়িয়া গেল) ওগো, তোমায় যে আমি নিমাইকে দিয়ে গেলাম, তুমি তা'কে কি কর্‌লে ? কেন তুমি তা'কে একেলা রেখে গেলে ? তোমার শালগ্রাম পূজা না হয় পরেই হ'তো ! আমার নিমাইকে একা পেয়ে হয়ত তা'কে কেউ নিয়ে গেছে ! (বক্ষে করাঘাত করতঃ) হা ভগবান্, আমি কি সর্ব্বনাশিনী ! আমার নিমাই কি নেই ! (অঝোর ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ) ওরে নিমাই,—নিমাই !.....

মিশ্র—(কাঁদিতে কাঁদিতে) নিমাই ! বাবা নিমাই ! সাড়া দে।

ওরে আমি তোকে ছেড়ে আর যা'ব না। আমি বড় ভুল করেছি বাবা। ও মানিক! তুই আমার উপর রাগ করিস্ নে। আয় বাবা, আর লুকাস্ নে,—কাছে আয় সোনা!

শচীদেবী—(কাঁদিতে কাঁদিতে) নিশ্চয়ই তা'কে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে, নয়তো লোকের ভীড়ে বাছা আমার কোথায় হারিয়ে গেছে। ওগো, আমাদের যে এখন বড় বিপদ চল্‌ছে। (শিরে করাঘাতপূর্ব্বক) হা আমার ভাগ্য, হা আমার পোড়া কপাল,.....আমার নিমাইকে কি হারালাম! হা নারায়ণ! হা ভগবান্! আমার নিমাইকে রক্ষা কর! আমার নিমাইকে ফিরে দাও হরি!

মিশ্র—হে অধোক্ষজ নারায়ণ, আমি কি তোমায় প্রাণভরে ডাকি নাই! তুমি তো জান আমি অবোধ জীব। আমার জ্ঞানে-অজ্ঞানে সকল ত্রুটি ক্ষমা ক'রে আমার বাছা নিমাইকে ফিরে দাও! আমার সুখ-সম্পদ, বিষয়-বৈভব, দেহ-গেহ, ধন-জন কিছুই চাই না, আমাকে আর কিছু দিও না—শুধু নিমাইকে দাও। হে ভগবান্, মঙ্গলময়...তুমি আমার নিমাইকে রক্ষা কর প্রভু!

শচীদেবী—ওগো ভগবান্, তুমি কি নিষ্ঠুর! আমার নিমাইকে কেড়ে নিয়ে কি তোমার এতই শান্তি হ'ল! ওগো, এ অধমের প্রতি নিষ্ঠুর হ'য়ো না! নিমাইকে কেড়ে নিয়ো না! সেদিন এক সাপে আমার নিমাইকে দংশন কর্‌ত, সে তো তোমারই কৃপায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে প্রভু! আজও তাই বলি,—ওগো মঙ্গলময় বিপদ্‌বারণ হরি, তুমিই একমাত্র আমার নিমাইয়ের রক্ষাকর্ত্তা! তুমি তা'কে ফিরে এনে দাও,..... নইলে আমি নিশ্চয়ই আর এ জীবন রাখ্‌ব না। নিমাই—নিমাই!..... কই, এখনও তো তার সাড়া মিলে না! তবে কি সে নেই!

মিশ্র—ক্ষান্ত হও গিন্নী! একটু তল্লাস করা যাক্! সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। আমাদের ঘরে বিপদ্‌ভঞ্জন "অধোক্ষজ বিষ্ণু-পাদপদ্ম" থাক্‌তে তার কোন বিপদই আস্‌তে পারে না—আস্‌বে না।

শচীদেবী—ওগো তুমি যতই প্রবোধ দাও,...আমার মন মানে না। আমি তো দেখ্‌ছি আমার নিমাইয়ের পদে পদে বিপদ্। আহা, বাছা আমার কোথা গেল! সে যে মা ছাড়া একক্ষণও থাকে না। কাছাকাছি কোথাও থাক্‌লে সে নিশ্চয়ই আমার ডাকে সাড়া দিত। নিমাই—নিমাই..... ...ও বাবা নিমাই.....

মিশ্র—নিমাই—ও নিমাই! (কাঁদিতে কাঁদিতে ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

[নেপথ্যে :—

…নিমাইকে কাঁধে করিয়া ১ম চোর ও তৎপশ্চাতে ২য় চোর মিশ্র বাটীর বহির্ভাগের রাস্তায় আসিতে আসিতে…

১ম চোর—(২য় চোরের প্রতি) আর আমাদের বাড়ী পৌঁছে গেছি ভাই!

২য় চোর—চল, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে নিশ্চিন্তে অলঙ্কারগুলো খুলে নেওয়া হবে]।

"বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ ঘর জ্ঞানে॥
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্ম্মস্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে॥"

[মিশ্রের গৃহদ্বারে নিমাইসহ ১ম চোর ও ২য় চোরের প্রবেশ]

১ম চোর—(নিমাইয়ের প্রতি) নামো বাবা, আমরা ঘরে এসেছি।

[নিমাই নামিতে চাহিলেন ও ১ম চোর স্কন্ধ হইতে নিমাইকে নামাইল]

মিশ্র—কে?……নিমাই—নিমাই!

নিমাই—[পিতৃদেব মিশ্রকে দেখিতে পাইয়া] বাবা,—বাবা!……

(দৌড়িয়া গিয়া মিশ্রের কোলে উঠিলেন)

মিশ্র—(নিমাইকে কোলে করিয়া পুনঃপুনঃ চুম্বন করত)

ওরে আমার বুকের মানিক
আমার প্রাণধন,
নিমাই আমার সোনার নিমাই
জগত-জীবন।

(শচীদেবী মিশ্র-কোলে অবস্থিত নিমাইকে দেখিয়া মাঝে মাঝে নিমাইকে চুম্বন করিতেছেন)

২য় চোর—(১ম চোরের প্রতি) এ—কি! এতো আমাদের ঘর নয়! এ কোথায় এলি? এ ভেল্কি লাগ্‌ল নাকি রে!

১ম চোর—তাইতো রে; আবার সেই জায়গাতেই ঘুরে ফিরে হাজির হয়েছি। কি সর্ব্বনাশ, চল্—চল্—পালাই চল্।

২য় চোর—জয় মা চণ্ডী! বাঁচাও। চল্—তাড়াতাড়ি চল্।

(দুই চোরের দৌড়াইয়া প্রস্থান)

"পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান্।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥"

শচীদেবী—(মিশ্র-কোলে শায়িত শিশু নিমাইকে বারংবার চুম্বন করিতে করিতে নিমাইয়ের প্রতি) দৈবে ভগবান্ তোকে রক্ষা করেছেন, বাবা! ও আমার সোনা মানিক, এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাপ্!

(নিমাইকে কোলে লইলেন)

"প্রভু বলে আমি গিয়াছিনু গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে॥
তবে দুই জনা আমা কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এইখানে থুইল আনিয়া॥
সবে বলে মিথ্যা কভু নহে, সত্যবাণী।
দৈবে রাখে শিশুবুদ্ধে অনাথ আপনি॥
এই মত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে॥
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়॥"

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ষষ্টিবিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর)

সফলা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে প্রভো! পৌষ-কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি বিধি এবং কোন্ দেবতা ঐ দিন পূজিত হইয়া থাকেন, তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন - হে মহারাজ! আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ উক্ত ব্রতসম্বন্ধে বলিতেছি। বহু দক্ষিণা-দানযুক্ত যজ্ঞাদি দ্বারাও আমি সেরূপ তুষ্ট হই না, এই একাদশীব্রত আমাকে যেরূপ

তুষ্ট করিয়া থাকে। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাদ্বারা এই একাদশী-ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে, কদাচ মিথ্যা নহে।

সফলা একাদশীতে কৃত্য

পৌষের গৌণচান্দ্রীয়া (কৃষ্ণ-পক্ষীয়) একাদশী **'সফলা'** নামে কথিতা হন। নাগগণের মধ্যে যেমন শেষনাগ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, দেবগণের মধ্যে নারায়ণ, মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ব্রতগণের মধ্যে একাদশী-ব্রতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! যাহারা হরিবাসরযুক্ত একাদশী-ব্রতাচরণ করেন, তাহারা আমার প্রিয়। তাহাদের এ জগতে ধনলাভ ও মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। এই 'সফলা একাদশীতে' ফলের দ্বারা ও শ্রীনামোচ্চারণ দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে। নারিকেল ফল, গুবাক, বীজপূরক, বাতাপিলেবু, দাড়িম্ব, আমলকী, লবঙ্গ, বদরীফল, আম্র ও ধূপ-দীপ প্রভৃতি দ্বারা দেবদেব বিষ্ণুর পূজা করিবে। 'সফলা একাদশী'তে দীপদান বিশেষ ভাবে করণীয়। রাত্রিতে বৈষ্ণবের সহিত জাগরণও করণীয় জানিবেন।

হে যুধিষ্ঠির! রাত্রিতে একনিমেষও একাগ্রমনে যিনি জাগরণ করেন, তাঁহার পুণ্য অসীম। এই জাগরণ-তুল্য ফলদায়ক কোনও যজ্ঞই নাই, কোন তীর্থও নাই। অন্য সমস্ত ব্রতের ফল এই জাগরণের ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে। সহস্র বৎসর তপস্যায়ও যে ফললাভ হয় না, একমাত্র সফলা একাদশীতে রাত্রি জাগরণের দ্বারা মনুষ্যগণ তাহা লাভ করিয়া থাকে।

উৎপত্তি ও বিবরণ

মাহিষ্মত নগরে চম্পাবতী নামে এক প্রসিদ্ধ পুরী ছিল। তথায় রাজর্ষির পঞ্চপুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র লুম্ভক সর্ব্বদা পরদারাভিগমন, বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপান প্রভৃতি মহাপাপকার্য্যে রত থাকিয়া পিতার সমস্ত ধনই নষ্ট করিয়া ফেলে। অসদ্‌ভাবাপন্ন ঐ পুত্র সর্ব্বক্ষণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবগণকে নিন্দা করিত। মাহিষ্মত-রাজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঈদৃশ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পিতা ও আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বিপথগামী সেই লুম্ভক নিজের স্ত্রী-পুত্রাদি কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হইল।

পিতা ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত লুম্ভক চিন্তা করিল, "আমি পিতা ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছি; সুতরাং সিংহ ও ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল গহন বনে অবস্থান করিলে পাপাচরণ ও পিতৃ-রাজ্য বিনষ্ট করিবার সুবিধা হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া দৈবযোগে

সে পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া এক গহন বনে প্রবেশ করিল। চৌর্য্য ও দ্যূত ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ সে অনুক্ষণ জীব-হত্যায় রত থাকিত এবং বন-সমীপস্থ নগরসমূহে চুরি করিতে লাগিল। এক দিবস সেই পাপকর্ম্মা লুম্ভক চুরি করিবার জন্য নগরে যাইয়া গ্রামবাসী প্রহরিগণ-কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সে তখন তাহাদিগকে বলিল, আমি মাহিষ্মত রাজার পুত্র। প্রহরীরা তাহাকে রাজার পুত্র জানিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেই পাপচারী লুম্ভক পুনরায় বনে আগমন করিল। এইরূপে নিত্য জীবহত্যা-দ্বারা আমিষ-ভোজন ও বৃক্ষের ফল-ভক্ষণে সে দিন কাটাইতে লাগিল।

ঐ গহন বনে বহু বৎসরের একটি জীর্ণশীর্ণ অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। তথায় ভগবান্ বাসুদেব বিরাজ করায় বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট পাপবুদ্ধি লুম্ভক অবস্থান করিত। অনন্তর বহুদিন গত হইলে পূর্ব্বজন্মের কোনও পুণ্যফলে পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীদিনে সে কেবল ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিল। ঐ দিবস রাত্রিতে শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া দন্তের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করতঃ দৃষ্টিহীন সেই পাপিষ্ঠ লুম্ভক ভগবদধিষ্ঠান সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সমীপে বিবসন মৃতপ্রায় হইয়া অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করে। সূর্য্যোদয় হইয়া গেলেও সেই পাপিষ্ঠ চেতনা লাভ করিল না। সফলা-ব্রতদিনে সংজ্ঞাহীন লুম্ভক এইভাবে সমস্ত দিবস পড়িয়া থাকিয়া মধ্যাহ্নকালে সংজ্ঞালাভ করিল।

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক খঞ্জের ন্যায় পুনঃপুনঃ পদস্খলিত হইয়া সে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু জীব হত্যাদ্বারাও ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া সেই পাপিষ্ঠ ইতস্ততঃ অনেকগুলি ফল সংগ্রহ করিয়া নিজ স্থানে পৌঁছিল। সূর্য্যদেব তখন অস্তগামী হইয়াছেন। তাহার ইন্দ্রিয়গুলিও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সে জীবনভয়ে ভীত হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে "হে পিতঃ! আমার গতি কি হইবে" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর সংগৃহীত ফলসমূহ সেই অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে নিবেদনপূর্ব্বক 'হে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তুষ্ট হউন"—এইরূপ বলিতে বলিতে লুম্ভক সারারাত্রি কাটাইয়া দিল। রাত্রিমধ্যে তাহার আর নিদ্রা হইল না।

"হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! সেই পাপিষ্ঠ লুম্ভকের এই রাত্রি-জাগরণকে

নারায়ণ সফলা একাদশীর জাগরণ বলিয়া এবং ফলার্পণকে পূজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। দৈব ঘটনাক্রমে কোন সৌভাগ্যবশতঃ লুম্ভকের এইভাবে সফলা ব্রতটি নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এই অশ্বত্থ বৃক্ষে রাত্রিতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হয়, সূর্য্যোদয় হইলেই বিষ্ণু প্রস্থান করেন। উক্ত ঘটনার পর দিবস প্রাতে বিষ্ণুর গমনকালে আকাশে একটি দৈববাণী উত্থিত হইল, হে পুত্র তুমি সফলা ব্রতের অনুগ্রহে রাজ্যলাভ করিবে। এই দৈববাণীর উদ্দেশ্যে সেই লুম্ভক 'তাহাই হউক' বলিবামাত্র দিব্যরূপ লাভ করিল।

তদবধি তাহার পাপ বুদ্ধি দূর হইয়া পরম বৈষ্ণব-বুদ্ধির উদয় হইল এবং দিব্য আভরণাদিতে শোভিত হইয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করিল। পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত সেই রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া কৃষ্ণকৃপায় লব্ধ মনোজ্ঞ পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিল। তৎপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে অশোক অভয় কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিল।

"হে মহারাজ! এইরূপে উক্ত সর্ব্বোত্তম সফলা একাদশীব্রত যিনি পালন করেন, তিনি এজগতে নানা সুখ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। এই সফলা ব্রতে যাহারা আসক্ত তাহারাই এজগতে ধন্য, তাহাদের জন্মই সার্থক—ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই ব্রত-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিলে মানব রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে।"

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে পৌষ-কৃষ্ণপক্ষীয় সফলা-একাদশী-ব্রত-কথন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি ব্যাকরণতীর্থ

জৈবধর্ম্মের ফলশ্রুতি

পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে।
ভাগবত কহে, সব পরিপূর্ণ ছলে॥ ১॥
ছল ধর্ম্ম ছাড়ি' কর সত্যধর্ম্মে মতি।
চতুর্ব্বর্গ ত্যজি' ধর নিত্য প্রেমগতি॥ ২॥
আমিত্ব-মীমাংসা-ভ্রমে নিজে জড়বুদ্ধি।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে নহে চিত্তশুদ্ধি॥ ৩॥

বিচিত্রতাহীন হ'লে নির্ব্বিশেষ হয়।
কাল-সীমাতুল্য সেহ অপ্রাকৃত নয়॥ ৪॥
খণ্ডজ্ঞানে হেয় ধর্ম্ম আছে সুনিশ্চয়।
প্রাকৃত হইলে কভু অপ্রাকৃত নয়॥ ৫॥
জড়ে দ্বৈতজ্ঞান হেয়, চিৎ-এ উপাদেয়।
কৃষ্ণভক্তি চিরদিন উপায়-উপেয়॥ ৬॥
জীব কভু জড় নয়,—হরি কভু নয়।
হরি-সহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদময়॥ ৭॥
দেহ কভু জীব নয়, ধরা ভোগ্যা নয়।
দাস, ভোগ্য—জীব, কৃষ্ণ প্রভু-ভোক্তা হয়॥ ৮॥
জৈবধর্ম্মে নাহি আছে দেহধর্ম্ম-কথা।
নাহি আছে জীবজ্ঞানে মায়াবাদ-প্রথা॥ ৯॥
জীব-নিত্যধর্ম্ম ভক্তি, তাহে জড় নাই।
শুদ্ধ জীব প্রেম-সেবাফলে পায় তাই॥ ১০
জৈবধর্ম্ম-পাঠে সেই শুদ্ধভক্তি হয়।
জৈবধর্ম্ম না পড়িলে কভু ভক্তি নয়॥ ১১॥
রূপানুগ-অভিমান পাঠে দৃঢ় হয়।
জৈবধর্ম্ম-বিমুখকে ধর্ম্মহীন কয়॥ ১২॥
যাবৎ জীবন যেই পড়ে জৈবধর্ম্ম।
ভক্তিমান্ সেই জানে, বৃথা জ্ঞান-কর্ম্ম॥ ১৩॥
কৃষ্ণের অমল-সেবা লভি' সেই নর।
সেবাসুখে মগ্ন রহে সদা কৃষ্ণপর॥ ১৪॥ *

---

* ইংরাজী ১৯১৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'জৈবধর্ম্ম'-পাঠকের কি ফল লাভ হইতে পারে তৎসম্বন্ধে স্বল্পাক্ষরে এই কয়েকটি অমূল্য উপদেশ পদ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। — সম্পাদক

সংখ্যাদ্বারা দার্শনিক-শিক্ষা

জগদ্‌গুরু পরমহংস-চূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-কুলবরেণ্য অনুমান ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যায় "সাংখ্যবাণী" শীর্ষক একটী মৌলিক প্রবন্ধ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবগণের জন্য প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকার অভিনব সংখ্যাগত তত্ত্বের সঙ্কলন বৈষ্ণবজগতে এক নূতন আবিষ্কার। তিনি ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বঙ্গে পঞ্জিকাসংস্কার ব্যাপারে ও পারমার্থিক পঞ্জিকা প্রণয়নে বিশ্ববাসী সকলকেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ জীবগোস্বামিপাদ জীবমাত্রেরই পরামুক্তিলাভের সহজ উপায়স্বরূপ শ্রীহরিনামামৃত-সঙ্কেতের দ্বারা "হরিনামামৃত ব্যাকরণ" রচনা করিয়া পৃথিবীতে অভিনব সর্ব্বোত্তম উপকার সাধন করিয়াছেন। মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পরমহংস কুল-চূড়ামণি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও শ্রীমদ্ভাগবতের,

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভ-হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

—শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" ও "হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র" হইতে সর্ব্বপ্রথম পঞ্জিকার দিন-কালাদির সংজ্ঞাসমূহ উদ্ধার করিয়া সমগ্র জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা তিনি সূর্য্যের গতিদ্বয়, ঋতুষট্‌ক, পক্ষদ্বয় ও মলমাস, মাসদ্বাদশক, বারসপ্তক, ষোড়শী তিথি, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র প্রভৃতির সংজ্ঞা ভগবন্নামের দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন। ইহা বৈষ্ণবজগতে তাঁহার অতুল-কীর্ত্তি "হরিনামামৃত-ব্যাকরণে"র ন্যায় বিঘোষিত থাকিবে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা বা নাম অনুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে বিশুদ্ধ সারস্বত "শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা" দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল প্রকাশিত হইতেছেন। গণিত-জ্যোতিষের পঞ্জিকা-গণনাব্যাপারেও পারমার্থিক চিন্তাধারা হইতে সাধারণ লোক যাহাতে বিচলিত না হয় তজ্জন্য তিনি গণিত-জ্যোতিষ্ক মণ্ডলেরও নানাবিধ সংজ্ঞাকে ভগবৎ ও ভাগবত-সংজ্ঞার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

গণিতশাস্ত্রের বিচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা '১' (এক) বলিয়া একটী সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সংখ্যাগত '১' (এক)-এর মৌলিকত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহা গণিত-শাস্ত্রবিদ্‌গণের 'কাল্পনিক সংখ্যা' বলিয়াই

প্রতীত হইয়া থাকে। যে-বস্তু বা সংখ্যার উদ্ভবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই মানস-রাজ্যের কাল্পনিক পদার্থ বলা হয়। পৃথিবীতে '১' (এক) বলিয়া কোন সংখ্যাই নাই তথাপি '১' সংখ্যাই গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা এবং '১' হইতে সমস্ত উন্নত সংখ্যাসমষ্টির উদ্ভব হইয়াছে—ইহাই গণিত-শাস্ত্রের মত। কেহ কেহ '০'—শূন্যকেও গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা বলিয়া বিচার করিয়া বৌদ্ধ-পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ '১'-এর ধারণা কি, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, —Diversity in unity অর্থাৎ একত্বের চিন্তায় বিশেষত্বের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং নির্ব্বিশেষ '১' কোন বস্তু নহে। যাহার মৌলিকত্ব কাল্পনিক বা শূন্য, তাহা হইতে বাস্তবের আবির্ভাব অলীক ও অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, "অসতঃ সদজায়ত"—এই বেদবাণী তাহাদিগকে আপাততঃ সমর্থন করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিষদের উক্ত অংশ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা বেদের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। কারণ তৎপরক্ষণেই উহা খণ্ডন করিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন, —"সতঃ সদজায়ত"। পূর্ব্বোক্ত বাক্য সিদ্ধান্তপক্ষে গ্রহণ করিলে ও অসৎ বস্তু হইতে সত্তার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হয় বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

'অসৎ' বলিলে 'আত্যন্তিক অসৎ' বুঝায় না। বস্তু-প্রসবের সত্তা তাহাতে অনুস্যূত থাকিবেই; নচেৎ 'আত্যন্তিক অসৎ' বস্তু হইতে কোন বস্তুরই উদ্ভব সম্ভবপর হয় না। সুতরাং 'অসৎ' বলিলেও বাহ্যতঃ অসতের ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে বস্তু-প্রসবিণী সত্তা নিশ্চয়ই অনুস্যূত আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আম্রের বীজ পুঁতিলে তাহা হইতে পনসের (কাঁঠালের) বৃক্ষ হইবে না বা কাঁঠালের বীজ পুঁতিলে তাহা হইতে আম্রবৃক্ষ হয় না। ইহাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ "অসতঃ সদজায়ত"-এ পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "সতঃ সদজায়ত"। বৈদান্তিক কুল-চূড়ামণি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বিচারের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, 'অসৎ'-শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ-আকার-রহিত অনবস্থা বুঝাইলেও বস্তুসত্তা প্রকাশের সত্তা (Potency) তাহার অন্তর্নিহিত ব্যাপার।

গণিত-শাস্ত্রে '১' হইতে '৯' এবং '০' শূন্যসহ দশটী অঙ্কই সর্ব্বপ্রধান। ইহাদের Permutation and Combination অর্থাৎ আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়াপ্রভাবে ভারতীয় গণিত-শাস্ত্র যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশই তাহার নিকটে পৌছাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক বিকাশ আর্য্য ঋষিগণের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে।

মদীয় গুরুপাদপদ্ম গণিত-জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গণিতের 'সাংখ্য' বিচারের তুলনায় দর্শনশাস্ত্রের 'সাংখ্যতত্ত্বের' চতুর্ব্বিংশতি (২৪) পদার্থ সসীম কলার অন্তর্জ্জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ গণিতীয় উক্ত দশটী সংখ্যার আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়াগত সংখ্যার অত্যন্ত নিম্নতম পর্য্যায়ে অবস্থিত। কপিলের সাংখ্য সীমাবদ্ধ প্রাকৃত বিশ্বেই আবদ্ধ।

নিরীশ্বর-সাংখ্য সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত। তাহারা প্রকৃতিতে সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ কেবল একটী শব্দমাত্ররূপে ও সংখ্যা-পূরণের জন্য স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য 'সাংখ্য' দর্শনে চতুর্ব্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে অযথা আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া 'পঞ্চবিংশতি' তত্ত্ব-সংখ্যা বিচারের অভিনয় হইয়াছে। 'এক' হইতে 'চব্বিশ' পর্য্যন্ত সংখ্যা গ্রহণ করিয়াও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যদি স্বীকার করিতেই হয় তবে ইহাতে বৌদ্ধযুগীয় '০'—শূন্যস্বরূপ একটী পুরুষ-সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বটীকে 'পুরুষ' এই আখ্যাদ্বারা নিরূপণ করিলেও তাহা নিষ্ক্রিয় বিধায় '০'—শূন্যেই বিলীন হইয়াছে।

তিনি বলেন,—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসংখ্যার বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎ-পত্তি হইলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। প্রকৃত বিচারে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এক কথা নহে। এইজন্য বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সকল শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—প্রাকৃতজ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত মোক্ষ-লাভের সম্ভাবনা নাই। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগেও পরব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; কারণ এই যোগদর্শন ঈশ্বর-স্বীকার করিলেও নিরীশ্বর সাংখ্যযোগেরই অনুরূপ বা প্রতীক। এইজন্য সাংখ্যের সংখ্যাগত বিচারের হেয়ত্ব ও সদোষত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ "সাংখ্যবাণী"-রূপ

অপ্রাকৃত দার্শনিক-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। সকলেই এই "সাংখ্যবাণী" আলোচনা করিলে প্রকৃতই মোক্ষ ও ভগবানের সাক্ষাৎ সেবালাভে নিত্যসুখ প্রাপ্ত হইবেন; ইহারই অপর নাম পরম মোক্ষ। পাঠকবর্গ ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহার অতিমর্ত্ত্যত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

সাধারণ শিক্ষিত জগতের ধারণা, Mathematical proof is the best proof. (গণিত-শাস্ত্রের প্রমাণই সর্ব্বোত্তম প্রমাণ)। দার্শনিক জগৎ ইহাকে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ২+২=৪; অর্থাৎ 'দুই' এর সহিত 'দুই' যোগ দিলে 'চার' হইবে বা 'চার' এর সমান হইবে। Practical field-এ (ব্যবহারিক বা প্রয়োগ ক্ষেত্রে) ইহা কখনও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। ইহার কারণ আমার বাল্যজীবনের একটি লৌকিক উদাহরণের দ্বারা আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি:—

"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'বল্ দেখি, এক মণ লোহ ভারী কিংবা এক মণ তূলা ভারী হইবে?' আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'উভয়ই সমান'। তখন তিনি বলিলেন, 'কেন? তূলা অত্যন্ত হাল্কা, লোহা অত্যন্ত ভারী জিনিষ। সুতরাং তূলা ও লোহা সমান হইবে কি করিয়া? ওজন সমান হইলেও উহারা বস্তুতঃ সমান নহে।' তিনি এই সম্বন্ধে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে লৌহখণ্ডের উপর Air pressure (বায়ুর চাপ) যত কম পরিমাণ হইবে তূলার আয়তন (Volume) অত্যন্ত অধিক বলিয়া তাহাতে বায়ুর চাপ (air pressure) অধিক পরিমাণে থাকিবে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম তূলার দ্বারাই এক মণ ওজন পূর্ণ হইয়া যাইতেছে; অর্থাৎ তূলার সহিত অধিক বায়ুর চাপ থাকার দরুন পরিমাণে লৌহের তুলনায় তূলা স্বভাবতই একটু কম হইবে, যদিও ওজনে উভয়েই সমান। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের বিচার অনুসারে দেখিতে গেলেও অল্প পরিমাণ তূলাতেই এক মণ ভারী হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, 'এক'-এর সহিত 'এক'-এর সমতা অথবা '২∓২' এর সহিত '৪' এর সমতা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জগতে কখনই একই প্রকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং গাণিতিক প্রমাণকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্য গণিতবিদ্ Euclid (ইউক্লিড) এর Geometrical Identity-ও (জ্যামিতিক অভেদ) উক্ত প্রমাণ, ন্যায় ও বিধি অনুসারে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 'Identical' বলিলে বৈষম্যযুক্ত সমতা-ব্যতীত একত্ব কখনই প্রতিপাদিত হয় না।

সুতরাং "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই বেদমন্ত্র সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও শঙ্করাচার্য্য-কথিত একত্বের বিচার আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে; অর্থাৎ, নির্ব্বিশেষ 'এক' বলিয়া কোন বস্তুই নাই, অথবা ইহা শূন্যের প্রতিযোগীও নহে। 'এক' যদি বহুত্বের প্রমাপক অথবা প্রমাণ-কারী হয় তাহা হইলে সেই 'এক'-এর অঙ্গীকারে কোন বাধা লক্ষ্য করা যায় না; অর্থাৎ 'এক'ই 'বহু', অথবা দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব হইতেই 'এক'-এর উৎপত্তি। বহুর চিন্তা, ধারণা বা প্রমাণ-ব্যতীত 'এক' বলিয়া কোন বস্তু নাই, এমনকি তাহাকে 'শূন্য'ও বলা যাইতে পারে না। **'০'-শূন্যের চিন্তা এবং '১'—এক-এর চিন্তা পরস্পর আত্মাশ্রিত তত্ত্ব নহে। অন্যান্য আশ্রয় ব্যতীত ইহাদের সত্তা মিথ্যা ও বঞ্চনামূলক। ইহাকেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু** "**অচিন্ত্যভেদাভেদ**" বলিয়াছেন।

এস্থলে পাঠকগণের নিকট বেদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করা আবশ্যক মনে হইতেছে। উক্ত বৈদিক মন্ত্রের অন্বয় করিলে 'একম্', 'এব', 'অদ্বিতীয়ম্' এই তিনটী পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'এক' শব্দের দ্বারা গণিতের বা অঙ্কের প্রাথমিক বিকাশকে লক্ষ্য করা হয়; 'অদ্বিতীয়" বলিলে সংখ্যাগত 'দুই'কে বুঝায় না। কারণ 'দুই' অথবা 'দ্বিতীয়' সংখ্যাদ্বয় এক প্রকার নহে। 'দুই' (two) দ্বিবচন, 'দ্বিতীয়' (second) একবচন। সুতরাং 'অদ্বিতীয়' বলিলে নঞ্ তৎপুরুষ সমাসের দ্বারা 'দ্বিতীয়' রহিত বুঝায়, কিন্তু 'দুই' সংখ্যা-রহিত বুঝায় না। 'দ্বিতীয়'-রহিত শব্দে অসমোর্দ্ধ বুঝায়, অর্থাৎ বহু সংখ্যার মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার সমান বা ঊর্দ্ধ কেহ নাই। সুতরাং 'অদ্বিতীয়' পদের দ্বারা 'দুই' সংখ্যাকে নিবারণ বা নিষেধ করা হইতেছে না — ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। অতএব কেহ যদি উক্ত বৈদিক মন্ত্রের অর্থ করিতে গিয়া 'এক'ই 'দুই' নহে—এরূপ অর্থ করেন তাহা হইলে তাহাকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে; ভাষা-ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে।

আমরা সর্ব্বত্রই 'অদ্বিতীয়' শব্দের প্রয়োগ ও আলোচনা দেখিতে পাই। উহা কুত্রাপি দ্বি-বচনাত্মক শব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, অর্থাৎ 'দুই' এই সংখ্যাকে লক্ষ্য করে নাই। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাইতেছে,—যথা, "অদ্বিতীয়" পণ্ডিত। এ স্থলে "অদ্বিতীয়" শব্দের অর্থ দুই জন পণ্ডিত নহে, একজন পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতদের সহিত তুলনামূলক বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। 'অদ্বিতীয়' পণ্ডিত বলিলে বহু পণ্ডিতের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত যাহার সমান বা ঊর্দ্ধ কেহ নাই,—এইরূপ বুঝায়। তাহার দ্বারা কেবল মাত্র সেই পণ্ডিত ব্যতীত আর কোন পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই, ইহা আদৌ প্রতিপন্ন হইতেছে না। তজ্জন্য ভগবানকে "অসমোর্দ্ধ"-তত্ত্ব বলা হয়। ভগবানের সমান কেহ নাই, তাঁহার ঊর্দ্ধ বা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। ইহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছুরই অবস্থিতি নাই, ইহা কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্যই ভগবত্তত্ত্বের উল্লেখমাত্রই ভক্ত, জীব ও বিবিধ তত্ত্বের সমাবেশকেই বুঝায়। সুতরাং "অদ্বয়" বলিলে 'বহুত্বে'র বা 'সর্ব্বত্বে'র আবাহকই বুঝায়। বৈদিক পরিভাষার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কাল্পনিক অর্থ স্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

যদিও কল্পনামাত্রেরই হেতু, প্রতিজ্ঞা, উদাহরণাদি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু '১'-(এক) সংখ্যাটীর হেতু, প্রতিজ্ঞা বা উদাহরণাদির কোন লক্ষণ বিশ্বে পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ 'এক'-এর কল্পনার হেতু বা লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তজ্জন্য আমরা গাণিতিক '১' (এক)কে মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত 'এক' বলিয়া থাকি। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'ত্রিবিধ অভাবে'র অন্তর্গত। প্রকৃত বৈদিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সবিশেষ একত্বের বিচার প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহাই সত্য। নির্ব্বিশেষ 'এক' মিথ্যা। অশ্ব ডম্বের ন্যায় কাল্পনিক কোন তত্ত্বকেও ইহা লক্ষ্য করে না।

গণিত-শাস্ত্রের অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক একত্বের ধারণা এবং পারমার্থিক ধর্ম্মতত্ত্বের একত্বের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক্। দার্শনিক একত্ব নির্ব্বৈশিষ্ট্য নহে—ইহা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। মদীয় গুরুপাদ-পদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ "সাংখ্যবাণী"র প্রথমেই 'এক' বলিতে কি বুঝায়, তাহা পারমার্থিক 'এক'-তত্ত্বের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই বৈদিক মন্ত্রের একায়ণশাখিগণের পক্ষে

যাহা 'এক' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা বা গ্রন্থপ্রারম্ভেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিলে বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

উৎসব-সমাচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

বিগত ৯ই বৈশাখ ১৩৭৩, ১৮ই মধুসূদন ৪৮০ গৌরাব্দ, অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সমিতির সকল শাখা মঠে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। তৃতীয়া-তিথির অক্ষরত্বে শ্রীসমিতির নিত্যত্ব স্থাপিত হইলেও অজ্ঞানতমোজীবিগণের ক্ষয়িষ্ণু বস্তুতে অত্যধিক আকর্ষণবশে উক্ত বস্তু-বিগতে যে হতাশাব্যঞ্জক দুঃখে বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া যায় তাহা নির্ব্বাপণে পরম কৃপাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের আনুগত্যে প্রতি বৎসরই উক্ত-তিথিতে এই মহোৎসব পালিত হইয়া থাকে। সমস্ত দিবস ধরিয়া স্বরূপভ্রান্ত জীবের লুপ্তস্মৃতি-উদ্ধারে মহাজনগণের বিবিধ পদাবলী-কীর্ত্তন এবং তাঁহাদের লিপিকা পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজিউকে বিবিধ বিশেষ ভোগ নিবেদনান্তে উপস্থিত বহু সজ্জন ব্যক্তিকে ঐ মহাপ্রসাদ সেবন করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা ও শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব

বিগত ৩০শে ত্রিবিক্রম, ৪৮০গৌরাব্দ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ শুক্রবার শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে বার্ষিক মহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সুচারুরূপে তত্রস্থ মঠাধ্যক্ষ ও সেবকবৃন্দের চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পিছলদার বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু জনসমাগম হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রপাঠ, মহাজন গীতি-কীর্ত্তন ও হরিকথার নৈরন্তর্য্যে লোককে উদ্বুদ্ধ করানই এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে মঠস্থ শ্রীবিগ্রহগণকে চতুর্ব্বিধ রস-সংযুক্ত ভোগ নিবেদনান্তে সমাগত ৬০০ শতাধিক দর্শককে উক্ত মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা-উৎসব

বিগত স্নানযাত্রা-তিথিতে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে

রৌপ্য কলসের ১০৮ কলসপূর্ণ গঙ্গোদকে স্নাত করাইয়া (পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিধি অনুসারে) বিশেষভাবে তাঁহার অর্চ্চনাদি সমাপন করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগান্তে বহু সজ্জনকে তৎপ্রসাদ প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, চুঁচুড়া মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উৎসব একটী বিশেষ পর্ব্ব।　　—**নিজস্ব সংবাদ**

বেষাশ্রয়

বিগত অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-পাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল মুকুটমণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী বাবাজী-বেষ গ্রহণ করেন। বেষান্তে তাঁহারা যথাক্রমে শ্রীমদ্ গোরাচাঁদ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ মৃত্যুঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ সমিতির শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মঠে যোগদান করেন। মহোৎসবের রন্ধন-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে সমিতির সর্ব্বত্রই তিনি সুপরিচিত। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী অদ্য বা কিয়ৎ মাসান্তর তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে, এইরূপ চিন্তায় তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট বাবাজী-বেষ প্রার্থনা করিলে বৈদিক সাত্বত-স্মৃতি শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকানুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব তাঁহাকে বাবাজী-বেষ প্রদানান্তর **শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত করেন। মেদিনীপুর জিলার ইচ্ছাপুর পল্লীতে এক বৈষ্ণব পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পূর্ব্ব সেবায় অধিক পরিমাণে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর প্রীতি বিধান করুন,—ভগবচ্চরণে সমিতির সেবকবৃন্দের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ মৃত্যুঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বনিবাস ২৪পরগণা জিলার ভাঙ্গড়গ্রাম। পূর্ব্ব নাম শ্রীমাখনচন্দ্র অধিকারী, বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। ইনি শ্রীল প্রভুপাদপদ্মাশ্রিত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক** ভারতী মহারাজের নিকট শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত হইয়া গৃহধর্ম্ম-যাজন

করিতেন। গৃহ অবিমিশ্র সুখাগার নহে জানিয়া সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দ-চরণাম্বুজ-সেবায় নিযুক্ত থাকিব এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নিকট তিনি বাবাজী-বেষ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে পরম দয়ালু শ্রীল শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্ম বৈদিক সাত্বত-স্মৃতি শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকা-নুসারে তাঁহাকে শাস্ত্রোক্ত বেষ প্রদানান্তর **শ্রীমদ্ মৃত্যুঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত করেন।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

বিগত ২রা বামন, ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ২৪পরগণা জেলার বসির-হাট মহকুমার অন্তর্গত আঁধারমাণিক গ্রামে শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী মহাশয়ের সাত্বত শ্রাদ্ধ তদীয় দেহরক্ষার একাদশাহে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রাচীন-তম স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকানুসারে তদ্ গৃহে সমিতির সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হয়। ইনি সস্ত্রীক সমিতির আশ্রিত। তাঁহার দেহরক্ষার সংবাদ লইয়া তদীয় ভ্রাতা শ্রীকল্যাণকল্পতরু দাসাধি-কারী নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক কুজ্ঞানবৈভব স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অশুদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনতম স্মৃতির বিধানানুসারে তাঁহার ভ্রাতার পারলৌকিকী ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তত্রস্থ দেশে কৃষ্ণকৃপাবারি-সিঞ্চনে শ্রীহরির সেবানুকূল আবহাওয়া সঞ্চার করিতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম হরিপ্রিয় বাণীমুখর ব্রহ্মচারিবৃন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়কে উক্ত স্থানে প্রেরণ করেন। বিরাট বৈদিক স্থণ্ডিল নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি শ্রীশ্রীবাসুদেবার্চ্চন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এবং ভোগরাগ সমাপ-নান্তে মহাপ্রসাদদ্বারা বিগত আত্মাকে পিণ্ড প্রদানের পর সমাগত প্রায় তিনশত লোককে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বহু স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে শাস্ত্রের এতাদৃশ সুন্দর বিধি দর্শনে সমিতি-প্রদর্শিত সুশাস্ত্রীয় পন্থায় স্ব-স্ব মৃত পিতামাতার ও আত্মীয়-বর্গের পুনরায় শ্রাদ্ধাদি করিতে সমিতির সেবকবৃন্দকে তাঁহারা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

সমিতি সগোষ্ঠি শ্রীযুক্ত হিরণ্যগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী মহাশয়ের নিত্য কল্যাণ কামনা করেন। —**শ্রীরাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণ তীর্থ**

প্রচার প্রসঙ্গ

প্রবল কলির অনুকূল বাত্যা-বিদলিতগণের নিকট ভাগবত-বাণী

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ২৪ পরগণা জিলার একতারা, শ্যামবসুরচক, কাকদ্বীপ প্রভৃতি হইয়া মেদিনীপুরে খেজুরী থানাঞ্চলে প্রচারে গমন করেন। তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বশেরখাঁচক, গোকুলনগর, কালীচরণপুর, দেখালী, কটারিগ্রাম, মুণ্ডমারী, বামুনাচক, মানসিংহবেড়, ঠাকুরচক, সুবুদী, জাহানাবাদ, আমদাবাদ, বিরুলিয়া, রুংকিনীপুর, কেশবপুর জালপাই, দক্ষিণবরোজ প্রভৃতি স্থানে বিপুলভাবে ভাগবতবাণী প্রচারান্তে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্বশেরখাঁচকে শ্রীযুত গুরুপদ দাস, শ্রীযুত পুলিনদাস, শ্রীযুত বিষ্ণুহরিকরণ বিশেষ সাহায্য করেন। গোকুলনগরে Higher Secondary School এর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ভূতনাথ দাস M. A., B. T. মহোদয়ের চেষ্টায় উক্ত বিদ্যালয়ে দিবাভাগে "বিজ্ঞান, সামাজিক চিত্র ও বর্ত্তমান শিক্ষা" সম্বন্ধে সম্পাদক মহোদয় এক চিন্তাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এস্থানে শ্রীযুত ঈশানদাস অধিকারী মহাশয়ের সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়া। দেখালীতে শ্রীযুত বিহারীলাল দাস, শ্রীযুত অরুণ সামন্ত, কটারিগ্রামে শ্রীযুত পূর্ণদাস, শ্রীযুত অবিনাশ দাস, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাস প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। দেখালী ও মুণ্ডমারীতে দেওঘরস্থিত অনুকূল-পন্থিগণ সম্পাদক-স্বামীজী মহারাজের নিকট সৎসঙ্গের ধুয়ায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে আসিলে স্বামীজী মহারাজ তাহাদের নিতান্ত ভ্রম শাস্ত্রীয় বিচার প্রদর্শনমুখে সংশোধন করিয়া দেন।

সুবুদীতে Basic School এর শিক্ষক শ্রীযুত অজিত বাবুর বিশেষ আগ্রহে উক্ত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্র-যোগে প্রহ্লাদ-লীলা প্রদর্শিত হয়। সকলেই স্বামীজী মহারাজের ভাগবতীয় বাণী শ্রবণে আনন্দ লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী কুমারী

সবিতারাণী জানা মহাশয়ার অত্যন্ত আগ্রহে জাহানাবাদ গ্রামে তাঁহার গৃহে, শিক্ষক শ্রীযুত সত্যচরণ জানা ও শ্রীচিন্তামনি মণ্ডল, শ্রীযুত রমণী দাস এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর নিকট সম্পাদক মহারাজ বিপুলভাবে ভাগবত-বাণী কীর্ত্তন করেন। এখানে 'সৎসঙ্গে'র (?) **কলির অনুকূল** বিচারের প্রবলভাবে গর্হণ করা হয়। উহারা অনুকূল ঠাকুরকেই ভগবান সাজাইবার প্রলাপোক্তি সমিতির শাস্ত্রবিৎ সেবকগণের নিকট শুনাইতে থাকে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত অসৎসঙ্গবিলাসিগণ ভীরু কাপুরুষের ন্যায় শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হইয়া দুর্নৈতিক অভদ্রপথ অবলম্বন করে। সমগ্র শিক্ষিত গ্রামবাসী স্বামীজী মহারাজের সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ করিয়া ঐ অসৎ-সঙ্গবিলাসিদিগকে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে লজ্জিত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণ উপশম হয়। আমদাবাদে বারতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত জগদীশ দাস M. A., B. T. মহাশয়ের সমিতির শিক্ষা প্রসারে সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণবরোজে শ্রীযুত সত্যব্রত দাসাধিকারীর নূতন নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ চুঁচুড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভাগবত-প্রচার-অভিযানে স্বামীজী মহারাজকে সনাতন কৃষ্টিসম্পন্ন বহু ব্যক্তি সাহায্য করেন। স্থানাভাবে সকলের নামোল্লেখ সম্ভবপর হইল না। ইঁহারা সকলেই সমিতির ধন্যবাদার্হ।

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

দুর্জ্জয় লিঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-বাণী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তেজস্বী বাগ্মী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শিলিগুড়িতে প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তনান্তে যূথ-সহ বঙ্গের নিদাঘ রাজধানী দার্জ্জিলিং শৈলে গমন করেন। তথায় শিক্ষিত-বৃন্দের নিকট শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের মহিমা ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী প্রভূত প্রশংসা প্রাপ্ত হন। তৎপরে জিলা-সহর জলপাইগুড়িতে তিনি বেদান্ত-বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। এস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন শিষ্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে তাঁহাদের অবস্থিতি হয়। ছায়াচিত্র, ভাগবতপাঠ ও বক্তৃতাদ্বারা স্বামীজী মহারাজ শ্রোতৃবর্গকে হরিকথায় প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছেন। **—নিজস্ব সংবাদদাতা**

রথযাত্রায় আহবান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ ; ইং ১৭।৫।৬৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ৩রা আষাঢ় ১৩৭৩, ইং ১৮ই জুন ১৯৬৬, শনিবার হইতে ১৩ই আষাঢ় ১৩৭৩, ইং ২৮শে জুন ১৯৬৬, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিতা হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **৩রা আষাঢ়,** ১৮ই জুন, শনিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **৪ঠা আষাঢ়, ১৯শে জুন,** রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৫ই আষাঢ়,** ২০শে জুন, সোমবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **৬ই আষাঢ়,** ২১শে জুন, মঙ্গলবার **হইতে ৮ই আষাঢ়** ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **৯ই আষাঢ়,** ২৪শে জুন শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর সংকীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **১০ই আষাঢ়,** ২৫শে জুন শনিবার **হইতে ১২ই আষাঢ়,** ২৭শে জুন, সোমবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **১৩ই আষাঢ়,** ২৮শে জুন মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৮শ বর্ষ { আষাঢ়, ১৩৭৩ } ৫ম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

১৮শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৪ শ্রীধর, ৪৮০ গৌরাব্দ | ৫ম সংখ্যা
শনিবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৭৩; ইং ১৬।৭।১৯৬৬

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়-স্কন্ধে প্রথমেঽধ্যায়ে পরীক্ষিৎ-নৃপস্য প্রশ্নে শুকদেবেন মানবানাম্ কর্ত্তব্য-নির্ণয়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ॥ ১॥

[পূর্ব্বে শ্রীশুকদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন—'ম্রিয়মাণ পুরুষের সমাক্‌রূপসিদ্ধি (ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি) লাভের জন্য কি কর্ত্তব্য, কোন্ বিষয় শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্ত্তব্য, ভজনীয় এবং কোন্ কোন্ কার্য্যই বা অকর্ত্তব্য।] তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, আপনি যে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই প্রশ্নই লোকহিতকর এবং ইহা প্রাকৃত দোষরহিত, কারণ এই প্রশ্ন আপনার সভায় সমুপস্থিত আত্মবিৎ মুক্তকুলেরও সম্মত॥ ১॥

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২ ॥

হে রাজশ্রেষ্ঠ, গৃহেতে আসক্তচিত্ত, গৃহগত পঞ্চস্থনাপর এবং 'আমরা কে? কি বা করিতেছি, ভবিষ্যতে আমাদের কি হইবে এবং কি প্রকারেই বা নিস্তার লাভ করিব' ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানালোচনায় উদাসীন ব্যক্তিদিগের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে ॥ ২ ॥

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৩ ॥

উহাদের রাত্রিকাল নিদ্রাতে, যুবাকাল রতিক্রিয়াতে এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও তদ্দ্বারা কুটুম্বভরণকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৪ ॥

দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদি কালের সহিত যুযুৎসু আত্মার সৈন্য-সদৃশ। উহারা সকলেই অনিত্য বস্তু। পিতৃপিতামহগণ সকলেই কালের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-পুত্র-দেহাদি অসৎ বস্তুতে আসক্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মীয়বর্গের দেহাদির বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না অর্থাৎ বিনাশের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভগবদ্‌বিমুখতা পরিত্যাগ করে না ॥ ৪ ॥

তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ৫ ॥

হে ভরতবংশাবতংস, যিনি সর্ব্ব ভয়-নিবারক সর্ব্বানন্দময় পুরুষার্থ-লাভরূপ অভয় ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা, অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয় ॥ ৫ ॥

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥

স্বধর্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগ, এতদুভয় দ্বারা যে নারায়ণস্মরণ তাবন্মাত্রই পুরুষের লাভ। কিন্তু জন্মের অন্তেও নারায়ণ স্মৃতি, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু। অতএব তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না ॥ ৬ ॥

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥ ৭॥

হে রাজন্, যে সকল মুনি-ঋষি বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া নির্গুণ অবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবানের গুণ কীর্ত্তনেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৭॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥ ৮॥

হে রাজন্, ইহা ভাগবত নামক পুরাণ। ভগবানের বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে অথবা ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখবিগলিতা বাণী। এইজন্য ইহার নাম ভাগবত। এই ভাগবত সর্ব্ব উপনিষদাবলীর রস-সার। ইহা অনাদি কাল সিদ্ধ। আমার পিতা ব্যাসদেব ইহা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পরব্রহ্ম-তুল্য। আমি দ্বাপর যুগের অন্তে পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। কারণ, ইহার তাৎপর্য্য মেধাদ্বারা নিজে নিজে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব॥ ৮॥

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ ৯॥

তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী॥ ১০॥

হে রাজর্ষে, আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীভগবানের লীলা-দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। হে রাজন্, আপনি মহাপুরুষ; কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র। অতএব আপনার নিকট এই ভাগবত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। (ইহা সকলের পক্ষেই পরম সাধন ও পরমসাধ্য)। ইহাতে যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তাঁহার শীঘ্রই ভগবান মুকুন্দে রতি উপস্থিত হয়॥ ৯-১০॥

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ১১॥

হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাহারা আত্মারাম-যোগীপুরুষ, সকলের

পক্ষেই হরির নামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও স্মরণ—এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটিতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ ১২ ॥

ভোগে প্রমত্ত ব্যক্তির বহু বহু বৎসর অলক্ষিতভাবে বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। মুহূর্ত্ত সময়ের জন্যও যদি কাল বৃথা যাইতেছে—এইরূপ জ্ঞান লাভ হয় তাহাও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা জানিয়া নিত্য মঙ্গল লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥ ১৩ ॥

খট্বাঙ্গ নামক রাজর্ষি আপনার পরমায়ুর মুহূর্ত্তকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া ভূতলে আগমন করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় তৎ সর্ব্বং তাবদ্ যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ১৪ ॥

হে কুরুবংশপ্রদীপ, আপনার ত এখনও সপ্তাহকাল পরমায়ু আছে। অতএব এই সময়ের মধ্যেই আপনার পারলৌকিক সাধন সম্পন্ন করুন ॥ ১৪ ॥

অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্ ॥ ১৫ ॥

অন্তকালে পুরুষ মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া অনাসক্তিরূপ শাস্ত্রের দ্বারা দেহ ও দেহসম্পর্কিত পুত্র, কলত্রাদিতে ভোগ্যবুদ্ধি ছেদন করিবেন ॥ ১৫ ॥

গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে ॥ ১৬ ॥
অভ্যসেন্মনসো শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্ ॥ ১৭ ॥

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধীর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি যম (প্রথম), পুণ্যতীর্থে স্নানাদি নিয়ম (দ্বিতীয়) এবং পবিত্র নির্জ্জন স্থানে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র এই ক্রমানুসারে আসন (তৃতীয়) রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন

করিবেন। অনন্তর 'অ' 'উ' ও 'ম' এই তিন অক্ষরে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে আবৃত্তি করিবেন। তৎপর প্রণবকে বিস্মৃত না হইয়াই শ্বাসকে রোধ করতঃ (কুম্ভকদ্বারা) মনকে নিশ্চল করিবেন (প্রাণায়াম চতুর্থ) ॥ ১৬-১৭॥

নিযচ্ছেদ্ বিষয়েভ্যোঽক্ষান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ১৮ ॥

অনন্তর দমিত মনের সাহায্যে রূপ-রসাদি বিষয় হইতে, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার (পঞ্চম) অর্থাৎ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত করিবেন। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই সারথি করিবেন। প্রাক্তন সংস্কারের প্রাবল্য হেতু প্রাণায়ামের দ্বারা যদি মনকে সম্যক্‌রূপ নিশ্চল করা অশক্ত হইয়া পড়ে তবে মনকে শুভ বিষয়ের জন্য বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের রূপের প্রতি ধারণা (ষষ্ঠ) করিবেন ॥ ১৮ ॥

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

অনন্তর বিযুক্তচিত্তে ভগবানের অঙ্গধ্যান (সপ্তম) করিবেন। মনকে বিষয়স্পর্শরহিত বস্তুতে সংযুক্ত করিয়া তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই স্মরণ করিবেন না। এইরূপে যাহাতে মন উপশমতা (সমাধি, অষ্টম) লাভ করে তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম ॥ ১৯ ॥

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ।
যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎকৃতং মলম্ ॥ ২০ ॥

পুনরায় যদি মন রজোগুণ দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও তমোগুণে বিমূঢ় হয়, তাহা হইলে ধারণা-দ্বারা মনকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য, কারণ ধারণাই রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত মল অপনয়ন করিতে পারে ॥ ২০ ॥

যতঃ সন্ধার্য্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সংপদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ ॥ ২১ ॥

এইরূপে ভক্তিলক্ষণাক্রান্ত ধারণা অভ্যাস করিলে ভগবানকে ধারণাযোগে দর্শনকারী যোগীর ভক্তিযোগে শীঘ্রই প্রীতি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শক্তি-সঞ্চার

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি যে-বস্তুতে তাঁহার যে-শক্তি সঞ্চার করেন, সেই ভগবৎশক্তির কণায় বল লাভ করিয়া সেই বস্তু সেই শক্তিদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে সমর্থ হয়। তিনিই শক্তির প্রস্রবণ, আকর বা মূল আশ্রয়। তিনি শক্তিমান্ হইলেও শক্তির সহিত যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। শক্তিমান্ অলঙ্কার-শাস্ত্রের কথিত 'বিষয়' শব্দ-বাচ্য এবং শক্তির 'আশ্রয়' শব্দ-বাচ্য। বিষয় ও আশ্রয়ে যে বিশেষ আছে, তাহাতে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। আবার শক্তি-বিচ্যুত শক্তিমান্ শব্দের অধিষ্ঠান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৃত্তিত্রয়ের অগম্য। এই ত্রিবিধ সমন্বয়ে প্রাকৃত দৃশ্যজগৎ বিজ্ঞতার অভাবেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। আবার, কাহারও মতে উহা পূর্ণজ্ঞানেই নির্ব্বাণ লাভ করে; তখন আর কে কাহাকে কোন্ বৃত্তি দ্বারা জানিবে? এই নির্ব্বিশিষ্ট ভাব কেবলজ্ঞাননিষ্ঠ সম্প্রদায়ে আদর লাভ করিয়াছে। এজন্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন, ব্রহ্ম বিশেষ্যনিষ্ঠ, পরমাত্মা বিশেষণ-নিষ্ঠ এবং ভগবান্ বিশিষ্টনিষ্ঠ। বিশিষ্ট-নিষ্ঠার অন্তরালে আমরা তত্ত্ববস্তুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে 'শক্তিমান্' এবং বিশেষগুলিকে 'শক্তি' বলি। অপ্রকটিত বিশেষগুলি বিশেষ্যেরই বিশেষণ। জড়বিশেষগুলি পরমাত্মার বাহ্য বিশেষণ, চিদ্‌বিশেষ অন্তর্যামিত্ব অন্তর্বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণভূষিত হইলেও কেবল মাত্র পূর্ণ চিদ্বিশেষ-বিলাসের পরিচয় না দেওয়ায় তিনি ভগবৎপ্রতীতির শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব হইতে পৃথক্। ভগবৎশক্তি অখণ্ড ও সম্যগ্। পরমাত্মায় লক্ষিত শক্তি খণ্ডিত ও ব্রহ্মে লক্ষিত শক্তিবর্গলক্ষণ শক্তিধর্ম্মাতিরিক্ত হওয়ায় অসম্যক্ ও কেবল-জ্ঞানগম্য।

বেদে সেই শক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন,—সম্বিৎ বা জ্ঞানশক্তি, সন্ধিনী বা বলশক্তি ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়াশক্তি। যাঁহাতে গোলোকে বাস্তববিজ্ঞানে বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবক্রমে অপরিলক্ষিত, সেই বিগ্রহই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোলোকে যে-বিগ্রহে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অলক্ষিত, সেই বিগ্রহই তত্ত্বপ্রকাশ বলদেব। গোলোকে যে বিগ্রহে স্বয়ংরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বপ্রকাশ-বল লক্ষিত হয় না, তথায় ক্রিয়া বা হ্লাদিনী বিরাজমানা।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, অংশবৈভব পরমাত্মা এবং অঙ্গী ভগবান্। অঙ্গী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি—মায়া, অন্তরঙ্গা শক্তি—তদ্রূপবৈভব ও তটস্থা শক্তি—জীব।

তত্ত্বপ্রকাশ বলদেবের চিৎশক্তি—জীবজগৎ, অচিৎশক্তি—জড়জগৎ এবং স্বয়ংপ্রকাশ—ঈশ্বর।

হ্লাদিনী—মহাভাবস্বরূপিণী বার্ষভাণবী, কায়ব্যূহ,—পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণ এবং হরিবিমুখিনী শচী উমাদি দেবীগণ।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বদ্ধজীবের কর্ম্মভূমি রচনা করিয়াছেন। চিৎশক্তি জীব অসংখ্য অণুচিৎ বলিয়া তদ্রূপবৈভব বিস্মৃত হইয়া সেই কর্ম্মভূমিতে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-যোগ্যতায় অণুচিৎ বা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের বিভুচিৎ দয়াময় হইয়াও ব্যাঘাত করেন না। যদি ঈশ্বর-বস্তু অণুচিদ্ভের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে তাহাকে আর চিন্ময় বা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলা হইত না—মায়া-প্রসূত নশ্বর জড় নামে অভিধান করাই সঙ্গত হইত। এই স্বতন্ত্রতা-বশে তটস্থা-শক্তিসম্পন্ন অণুচিৎ জীব মায়িক বদ্ধধর্ম্মের আবাহন করিয়া মায়াদ্বারা সম্যক্‌রূপে মূঢ়তা লাভ করিতে সমর্থ। আবার স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ঈশোন্মুখী সেবা তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্দীপিতা হইলে তিনিই কৃপা-শক্তিবলে নিত্য-স্বভাবে অবস্থিত হন।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও ঈশোন্মুখ শ্রীগুরুদেবের লীলাভিনয় করিতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি জীবের অলৌকিক যোগ্যতার পুনঃপ্রাপ্তির কথা স্বীয় লীলায় ও ভক্তগণের চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

প্রয়াগে যে সময়ে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীরূপ গোস্বামী সকল দুঃসঙ্গ-পরিহারলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপগোস্বামীতে আমরা দেখিতে পাই,—তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী, গৌররূপধারী, মহাবদান্য-গুণধারী এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলাময় কৃষ্ণের নিকট বাহ্য জগতের সকল অহমিকা ছাড়িয়া দিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। সেই চতুর্দ্দশ ভুবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও বৈকুণ্ঠসমূহের পতি, সকল গুরুর গুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দশ দিবসকাল লোকাতীত শুদ্ধাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উপদেশ করেন। অন্তেবাসী শ্রীরূপ গোস্বামীকে এই উপদেশের মধ্যে জড়ীয় ভোগময় কুতর্ক আবাহন করিতে দেখা যায় না—তিনি কেবল-নিরস্তকুহক, বাস্তবজ্ঞানময় অবিসংবাদিত সত্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ শ্রদ্দধান মুনিগণ অবিমিশ্র জ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া স্বরূপ, বহিরঙ্গা ও তটস্থা

শক্ত্যাত্মক পরমাত্মাকে আত্মবৃত্তিদ্বারা এবং শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত আম্নায়-বাক্যশ্রবণে তদনুসরণে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত সেবাময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেইরূপ শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥"

শ্রীভগবানের মায়াশক্তি যেকালে ঈশ-সেবায় উদাসীন জীবের উপর প্রবলতা লাভ করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন, সেই সময় জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মায়িক বদ্ধজীব মনে করে। অঙ্গী অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যেকালে জীবের তটস্থ-ধর্ম্মে সঞ্চারিত হইয়া জীবের কর্ম্মফল ভোগের নশ্বরতা বা ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করাইয়া সেবোন্মুখতা সম্পাদন করে, তখনই মুক্তজীবে ভগবানের নিত্যকৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জন্য নিরন্তকুহক বাস্তব জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন। মায়াশক্তির অল্পকালস্থায়ী অসম্পূর্ণ বললাভ করিয়া জীবের হরিবিমুখতা-ধর্ম্ম অভ্যাগতরূপে প্রকাশমান হইলে জীব গুণত্রয়কেই নিজের শক্তি বলিয়া মনে ভ্রম করে। আবার শ্রীগুরুদেব ও কৃষ্ণের নিকট ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। অধোক্ষজ-সেবায় মায়াশক্তির প্রাধান্য নাই। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারাই বহিরঙ্গা শক্তি বদ্ধজীবকে বিমোহিত করে। জীবের অস্মিতায় ফলভোগ-বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদলাভ ঘটে না। **চিদ্বিলাস-শক্তি সঞ্চারিত না হইলে বদ্ধজীব ভ্রমক্রমে ব্রহ্মে বিলীন হইবার অসচ্চেষ্টা পোষণ করে।**

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(প্রচার ও প্রচারক)

১। নির্জ্জন-ভজনানন্দী ও হরিকীর্ত্তনকারী প্রচারকের মধ্যে কে জগতের অধিক উপকারক ?

"রুচিক্রমে **যে সকল ভক্ত** সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে **ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের**

অপেক্ষা প্রচার-কর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।"

—'আচার ও প্রচার,' সঃ তোঃ ৪।২

২। কাঁহাদের প্রচারক-যোগ্যতা আছে ?

"শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহাদেরই প্রচারক-যোগ্যতা।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ,' সঃ তোঃ ১০।১১

৩। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কি প্রচারক হওয়া যায় ?

"প্রচার-কার্য্যটীর ভার ভজন-বিভাগের সভ্যগণের প্রতি অর্পণ করিলেই ভাল হয়। **কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কেহ গৌর-শিক্ষা-প্রচারক হইতে পারে না।**" —'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪। প্রচারকের নামাপরাধ-তত্ত্ব জানা প্রয়োজনীয় কেন ?

"প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নামপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ সঃ তোঃ ১০।১১

৫। শুদ্ধ প্রচার কার্য্যে কি কি প্রয়োজন ?

"শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে প্রথম—নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা, দ্বিতীয়—প্রচারকের শুদ্ধতা এবং তৃতীয়—গ্রাহকদিগের শুদ্ধতার প্রয়োজন। নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা এই যে, প্রচারিত নাম ভগবল্লীলাসূচক ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি-গন্ধ-শূন্য হইবে।" —'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ, ১ম খণ্ড

৬। প্রচারকের আচারবান্ হইবার আবশ্যকতা কেন ?

"সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম—'আচার'। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য জীবের নিকট প্রচার করার নামই—'প্রচার'। আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন; তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। * * স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়।

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

৭। স্মার্ত্তাচারী ব্যক্তি কি ভক্তি-তত্ত্বের প্রচারক হইতে পারেন না ?

"কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না, বরং কর্ম্ম-কাণ্ডাদৃত স্মার্ত্ত-সম্মত আচার করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তি-তত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। **প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক।** —'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

৮। প্রচারকের শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা কেন ?

"প্রচারকের শুদ্ধতায় নিতান্ত প্রয়োজন। নাম-গান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু নামে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাহা শুনিতে গিয়া প্রচারক-দিগের অশুদ্ধতা দেখিয়া দুঃখ পাই। হয় ত' গ্রামের পীড়া-নিবৃত্তির জন্য নাম বাহির হইয়াছে, নয় কতকগুলি লোক শমনের ভয়ে নাম করিতে-ছেন। এরূপ ভুক্তি ও মুক্তি-পিপাসা দূষিত হৃদয় হইতে যে নাম বাহির হয়, তাহা প্রতিবিম্ব-নামাভাস। তাহাতে জীবের নিত্য-মঙ্গল-লাভ সম্ভব নয়। বিপণিপতি ও ব্রাজক-বিপণি মহোদয়গণ যদি সেরূপ স্পৃহা-শূন্য হন, তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধনাম প্রচার হইবে। যদি তাঁহারা অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নামপ্রচার করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় কার্য্য করেন তাহা হাটের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ২য় বর্ষ

৯। প্রচারকের উপদেশ ভোগোন্মুখ জীবে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় বলিয়া কি শুদ্ধ প্রচারক দায়ী ?

"The reformers out of their universal love and anxiety for good work endeavour by some means or other to make the thoughtless drink the cup of salvation, but the latter drink it with wine and fall into the ground under the influence of intoxication; for, imagination has also the power of making a thing what it never was. Thus it is that the evils of nunneries and the corruptions of Akhras proceeded. No, we are not to scandalise the Saviour of Jerusalem or the Saviour of Nadia for these subsequent evils. Luthers, instead of critics, are what we want for the correction of those

evils by the true interpretation of the original precepts".
—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Theology.

১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ইতিবৃত্ত কি ?

"১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভাটী হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি ও দ্বারিক বাবু সকল কথা বুঝাইলে একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল। তাহাতে নফর বাবু সম্পাদক হইলেন। সভা সাধারণের নিকট টাকা সংগ্রহ করিয়া যথারীতি শ্রীমূর্ত্তি-সেবা সংস্থাপনের অনুমতি করিলেন।

সাধারণের নিকট হইতে ১৫৫১।১০, প্রথম বৎসরের প্রণামীতে ১৭১॥/ ১৭॥ এবং ঋণ দ্বারা ৯৫৩॥০ একত্রিত হইয়া শ্রীমায়াপুরে ভূমিক্রয়-পূর্ব্বক তৃণাচ্ছাদিত কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ-করত, তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলেন।

৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিলেন। মনোহরসাহী কীর্ত্তন, কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা ও নাম-সংকীর্ত্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল।" —ঠাকুরের আত্মচরিত

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সপ্ততাল-উদ্ধার

ত্রেতাযুগে বালিরাজ আপন ভবনে
কুক্ষণে একদা,
খাবে বলি' সপ্ততাল রাখি' গৃহ কোণে
স্নানে গেলা যদা ;
ভয়ঙ্কর ফণী এক আসি' সেই ক্ষণে
ভক্ষে তাল যত,
স্নান হ'তে ফিরি ' রাজা হেরি' তা' নয়নে
হইলা কুপিত।

শাপিল ফণীরে রাজা,—'বৃক্ষ যোনি ধরি'
রহ এইখানে ;
প্রার্থনা করিল ফণী রাজ-পদে পড়ি'—
'ক্ষম এ অধমে।'
তপস্বী বালির চিত্ত দ্রবিল নাতবু
ফণীর ক্রন্দনে ;
অভিশপ্ত ফণী তাই লভি' বৃক্ষবপু
রহিল সেস্থানে।
শোকাতুর সর্পপিতা হারায়ে সন্তানে
শাপিল তখনি,—
'এ বৃক্ষ ছেদিবে যেবা মাত্র এক বাণে
রাজহন্তা তিনি।'
হেন শাপবার্ত্তা শুনি' কিষ্কিন্ধ্যার নৃপ,
কহে উপহাসি'—
'মোর হন্তা নির্দ্দেশিতে এ বিরাট দ্রুম
রহিল কি বুঝি!'
দাশরথি রাম যবে সীতাহারা হ'য়ে
সীতা-অন্বেষিতে,
পশিলা কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে লক্ষ্মণেরে ল'য়ে
শোকাহত চিতে।
তথা বালিরাজ-ভ্রাতা সুগ্রীব সুমতি
মিত্র হ'ল তাঁর,
মিত্র সুগ্রীবেরে তিনি দিলা প্রতিশ্রুতি
বালি বধিবার।
বালিবধ তরে রাম শকতি যে ধরে
তাহারি প্রমাণে,—
বিন্ধিলেন সপ্ততালে একমাত্র শরে
রাম ভগবানে।

এ যুগেও সেই ঠাঁই 'সপ্ততাল'-তরু
ছিলা বিরাজিত,
জীবোদ্ধার লাগি' সেথা গৌর মহাগুরু
হ'লা উপনীত।
'সপ্ততাল' হেরি' গোরা ত্রিভুবন-স্বামী
আলিঙ্গন দানে,
গোরা-করস্পর্শে বৃক্ষ ছাড়ি' মর্ত্ত্যভূমি
ধায় ঊর্দ্ধ পানে।
অগণন লোক সেথা হেরে তা' নয়নে
আনন্দ-বিস্ময়ে,—
সশরীরে গেলা বৃক্ষ শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামে
গৌর-অনুগ্রহে।
লোকে কহে,—"গোরা ন্যাসী স্বয়ং শ্রীরাম
'সপ্ততাল'-ত্রাতা,
রাম বিনা নাহি কেহ হেন শক্তিমান্
জীব গতি-দাতা।"

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৭)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবদ্ভক্তিরই সর্ব্বোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" (গীতা ৬।৪৬-৪৭)

ভক্তিযোগযুক্ত ব্যক্তি তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি ভক্তিযোগী হও। যে ব্যক্তি আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তিনিই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সকলযোগী হইতে শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে সর্ব্বত্রই -অভক্তির নিন্দাবাদ শ্রুত হয়। তজ্জন্য সকল উপায়ের মধ্যে ভগবদ্ভক্তিরই নিত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইল। এসম্বন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি,—

"ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্॥
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্॥ (শ্রীভাঃ ১১।১৮।৪২-৪৩)

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম—শম ও অহিংসা, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম—তপস্যা ও আত্মানাত্ম-বিবেক, ভূতরক্ষা ও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর প্রধান ধর্ম্ম, জানিবে। ভার্য্যার ঋতুকাল ব্যতীত অন্যসময়ে ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ ও সর্ব্বভূতে মৈত্রীই গৃহস্থের ধর্ম্ম; পরন্তু আমার আরাধনা সকল বর্ণাশ্রমী জীবেরই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং তাহাই সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য।

শ্রীনারদও যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট বলিয়াছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্ম সমর্পণম্॥
নৃণামযং পরোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি॥ (শ্রীভাঃ ৭।১১।১১-১২)

মহতের (বৈষ্ণবের) আশ্রয়ে ভগবানের গুণকর্ম্মাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ভগবৎসেবা, পূজা, অবনতি, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণাদি মনুষ্য মাত্রেরই পরম ধর্ম্ম। এই সকলের দ্বারাই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। ত্রিশটী গুণের অবশিষ্টগুলি সত্য, দয়া, তপস্যা, শুচিতা, সহনশীলতা, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, বেদপাঠ, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শন, গ্রাম্যচেষ্টা ত্যাগ অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মত্যাগ, নিষ্ফল, কার্য্য দর্শন, মৌন, আত্মজ্ঞান, প্রাণি-দিগকে যথাযোগ্য অন্নাদি বিভাগ, সকল প্রাণীতে ঈশ্বর সম্বন্ধ দর্শন, মনুষ্যসকলেও তদ্রূপ বুদ্ধি এবং মহদ্গণের আশ্রয়ে নবধাভক্তি ইত্যাদি।

মহাভারতেও দেখা যায়;—

"মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টি-সংহারকারকম্।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতকম্॥"

যিনি মাতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষক, যিনি জগতের সৃষ্টি-সংহারকারী সেই সর্ব্বদেবেশ্বর সেই শ্রীহরিকে যে ভজন না করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (শ্রীগীতা ৭।১৫)

দুষ্কৃতিপরায়ণ বিবেকহীন মূঢ় নরাধমগণ মায়াদ্বারা নষ্টজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব আশ্রয়পূর্ব্বক আমার ভজন করে না।

অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মের উক্তি,—

"দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রহ্লাদের উক্তি,—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। (শ্রীভাঃ ৭।৯।১০)

দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হরিপাদপদ্মবিমুখ হইলে তদপেক্ষা হরিভক্তিযুক্ত শ্বপচই শ্রেষ্ঠ।

গরুড় পুরাণে,—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তাপি।
সো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

সকল বেদে পারঙ্গত এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত হয় না, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিতে হইবে।

বৃহন্নারদীয়ে,— হরিপূজাবিহীনশ্চ বেদবিদ্বেষিনস্তথা।
দ্বিজ-গো-দ্বেষিনশ্চাপি রাক্ষসা পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

হরিপূজাবিহীন গো দ্বিজ-বেদ-বিদ্বেষী জনগণ রাক্ষস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের উক্তিতে দেখা যায়,

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (শ্রীভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মপলাশলোচন, যাহারা আপনার চরণসেবাতে অনাদর করিয়া

আপনাদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তির অভাব হেতু তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। তাহারা বহু জন্ম তপস্যার ফলে জীবন্মুক্তদশা প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়। তাহারা আপনার (অর্থাৎ ভগবানের) প্রতি ভক্তির অভাবে অশুদ্ধমতি। স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তি,

"ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুণাতি হি ॥" (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২২)

সত্য ও দয়াদিসমন্বিত দানযজ্ঞাদি বৈরাগ্য বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা আমার প্রতি প্রীতি বা ভক্তিশূন্য চিত্তকে কখনও সম্যক্‌রূপে পবিত্র করিতে পারে না। কেহ কেহ জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া যে আপনাকে 'বিমুক্ত' বলিয়া অভিমান করে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অতিরিক্তরূপে আত্মাকে মনে করে। কিন্তু 'অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভে ক্লেশই লাভ হয়'—গীতার এই উক্তি অনুসারে তাহারা অতিকষ্টে জীবন্মুক্তিরূপ দশা লাভ করিলেও শ্রীভগবদ্ভজন না করায় ভগবদ্ পাদপদ্মকে অগ্রাহ্য করিয়া অধঃপতিত হয়।

ব্রহ্মার উক্তি,—

"যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ-প্রসঙ্গৈঃ ॥" (শ্রীভাঃ ৩।৯।৪)

কেবল নরকগামী নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিই ভগবৎ পাদপদ্মে অনাদর করে।

ভগবৎ প্রীতিপ্রভাবে কর্ম্মবাসনা নিরাকৃত হইলে ভক্তির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

"যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধুয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২৫)

বদ্ধজীবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি,—অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত হইয়াই সুবর্ণ যেমন নিজ অন্তর্মল ত্যাগ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগের প্রভাবে কর্ম্মবাসনারূপ মল পরিত্যাগ করিয়া আমার ধামে আমার সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়।

স্কন্দ পুরাণে রেবাখণ্ডে,—

"ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ ॥"

"হে কেশব, যখনই তুমি সন্তুষ্ট হও তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল ব্যক্তিও ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা পরব্রহ্মতুল্য হইতে পারে; আর, হে অচ্যুত! যখনই তুমি বিমুখ হও, তখনই ব্রহ্মা ও ঈশানাদি দেবগণ চণ্ডাল হইতেও অপকৃষ্টত্ব লাভ করেন।"

"যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎ প্রবরোদকেন।
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ॥
ধাতুর্মনঃ শমলশৈল-নিসৃষ্টবজ্রং।
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥" (শ্রীভাঃ ৩।২৮।২২)

শ্রীহরির চরণ প্রক্ষালনে নিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্রনিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের কল্মষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণকমল সর্ব্বদা ধ্যান করিবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ষড়্‌বিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৬ পৃষ্ঠার পর)

পুত্রদা একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন--"হে কৃষ্ণ! আপনি পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় 'সফলা' একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক পৌষ শুক্ল-পক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি বিধি, কোন্ দেবতা ঐ দিনে পূজিত হন এবং কাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া আপনি উক্ত ব্রতফল প্রদান করিয়াছিলেন সে সমুদয় বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণনা করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে মহারাজ! পূর্ব্ব একাদশীর বিধি অনুসারেই এই ব্রত পালনীয় জানিবে। এই একাদশী 'পুত্রদা' নামে বিখ্যাত এবং

সর্ব্বপাপ-বিনাশকারিণী। কামদ ও সিদ্ধিদায়ক নারায়ণ ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, সচরাচর ত্রিলোক মধ্যে ইহার তুল্য ব্রত নাই। এই ব্রত পালন-কারী মানবকে নারায়ণ বিদ্বান ও যশস্বী করিয়া থাকেন।

"ভদ্রাবতী পুরীতে পুরাকালে সুকেতুমান্ নামে এক অপুত্রক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম ছিল চম্পকা। পুত্রহীন রাজার সহিত সেই রাণী নানাবিধ সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু বংশরক্ষা-হেতু বহুকাল যাবৎ বহু ধর্ম্মক্রিয়াদি যাজন করা সত্ত্বেও কোন পুত্রলাভে বিফলমনোরথ হইয়া রাজার চিত্তে শান্তি ছিল না। 'কি করিব? কোথায় যাইব? কি প্রকারে পুত্র লাভ হইতে পারে?'—রাজা সুকেতুমান্ এইরূপ চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

"সেই রাজার পূর্ব্ব-পুরুষগণ অপুত্রক রাজার প্রদত্ত করোদ্ধৃত জল অতি দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাহারা ভাবিতেন—'এই রাজার পরে আমাদিগকে যে একটু জলপিণ্ড দিবে সেরূপ বংশধর দেখিতেছি না'। এইপ্রকার চিন্তায় পরলোকগত পিতৃপুরুষগণও দুঃখিত হইতেন। সেই রাজার মিত্র অমাত্যবর্গও কিছুতেই সুখী হইতেন না। হস্তী, পদাতিক প্রভৃতি রাজোচিত ঐশ্বর্য্যসমূহ থাকিলেও রাজার মনে নৈরাশ্যই নিত্য বর্ত্তমান ছিল। রাজা ভাবিতেন,—'পুত্রহীন মনুষ্যের জন্ম বৃথা, অপুত্রকের গৃহ শূন্য। পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোকের নিকট যে ঋণত্রয় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহাও পুত্র বিনা পরিশোধ হয় না। সেজন্য মানুষ সর্ব্বচেষ্টায় পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। পুত্রবান্ জনের এ জগতে যশোলাভ ও পরলোকে উত্তমা গতি হয়। যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তির গৃহে পুত্র বিদ্যমান থাকে তাহাদের গৃহেই আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে'। হে যুধিষ্ঠির! আমারও নিশ্চিত ধারণা যে পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্যের গৃহেই পুত্র জন্মে, পুণ্যব্যতীত পুত্র বা সম্পত্তি হয় না।

"রাজা সুকেতুমান্ এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আত্মহত্যা দ্বারা শান্তি লাভ করিতে চাহিলেন। আবার আত্মহত্যায় যে দুর্গতি হয় তাহাও চিন্তা করিলেন,—'আত্মহত্যায় আমার দেহ পতিত হইবে অথচ অপুত্রকত্ব দূরীভূত হইবে না' স্থহিত-কারণ এরূপ বিচার করিয়া একদিন অশ্বারোহণে সেই সুকেতুমান্ রাজা এক গহন বনে গমন করিলেন।

"রাজার পুরোহিতাদি কেহই রাজা যে বনে গমন করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলেন না। এদিকে রাজা মৃগ-পক্ষী-নিষেবিত গভীর বনে লতা, বৃক্ষসমূহ অবলোকনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, খর্জ্জুর, পনস (কাঠাল), বকুল, সপ্তপর্ণ, তিড়িক, তিলক, শাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দর্শন করিলেন। শৃগাল, শশক, বনমার্জ্জার, মহিষ, শল্লক, ও চমর প্রভৃতি বন্যজন্তুসকলও দর্শন করিলেন। সেইরূপে বল্মীক হইতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত সর্পগণ, শিশুসহ মত্ত বনহস্তিগণ, হস্তিনীগণ-বেষ্টিত চারিদন্তবিশিষ্ট হস্তিযূথও দেখিতে পাইলেন। সেই হস্তিসমূহ দেখিয়া রাজা স্বীয় হস্তিগণের কথা চিন্তা করিলেন। সেই হস্তিগণের মধ্যে বিচরণপূর্ব্বক রাজা পরম শোভা দর্শন করিয়াছিলেন। মহা আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া রাজা শিবা, পেচকগণের শব্দ শ্রবণ ও ভল্লুক, মৃগাদির নৃত্য দর্শন করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। রাজা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ইতস্তত গমন করিতে থাকিলেন। কিন্তু জলাদি কিছুই না পাইয়া কণ্ঠতালুবিশুষ্ক অবস্থায় রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, যাহার ফলে এরূপ কষ্ট পাইতেছি। আমি যজ্ঞ ও পূজা প্রভৃতি দ্বারা দেবগণকে তুষ্ট করিয়াছি। মিষ্ট ভোজন ও দানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকেও পরিতুষ্ট করিয়াছি। প্রজাগণকে সর্ব্বদা পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া আসিতেছি। এমতাবস্থায় কি জন্য আমার এই নিদারুণ দুঃখভোগ হইতেছে?' এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া স্বীয় পুণ্য-প্রভাবে মীন-পদ্মসমূহে সুশোভিত এবং কারণ্ডব (হংসবিশেষ), চক্রবাক (প্রসিদ্ধ পক্ষী), রাজহংস, মকর, বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তুতে পরিপূর্ণ একটী অত্যুত্তম সরোবর এবং তৎসমীপেই মুনিগণের বহু আশ্রম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

"উক্ত শোভা সন্দর্শনকারী রাজা তখন শুভসংসূচক পক্ষিগণ সহ নিজ দক্ষিণ নেত্র ও দক্ষিণ কর স্পন্দনশীল দেখিলেন। এ সকলই শুভ লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সরোবর-তীরে বেদ-পাঠনিরত মুনিগণকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া রাজা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক মুনিগণের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নত সেই রাজাকে মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

'হে মহারাজ! আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আপনার প্রার্থনা কি বলুন।'

"রাজা কহিলেন—'এই সরোবরতীরে সমবেত আপনারা কে? আপনাদের নাম কি এবং কি জন্যই বা সকলে এইস্থলে মিলিত হইয়াছেন তাহা সত্য করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন'। মুনিগণ বলিলেন—'হে মহারাজ! আমরা বিশ্বদেব নামে প্রসিদ্ধ, স্নানার্থ এই সরোবরে আগমন করিয়াছি। মাঘ মাস নিকটবর্ত্তী; অদ্য হইতে পাঁচদিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হইবে। অদ্য **পুত্রদা** নামক একাদশী তিথি। মনুষ্যগণকে পুত্র প্রদান করেন বলিয়াই এই একাদশী-ব্রত 'পুত্রদা' নামে বিখ্যাত।' রাজা কহিলেন 'হে মুনিবৃন্দ! আমি অপুত্রক, পুত্র কামনায় অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়াই আমি আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবে আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন।'

"মুনিগণ কহিলেন—'হে মহারাজ! অদ্যই সেই 'পুত্রদা' নামক প্রসিদ্ধা একাদশী তিথি। সুতরাং অদ্যই আপনি এই ব্রত পালন করুন। তদনন্তর আমাদের অভিষেক ও শ্রীকেশবের অনুগ্রহে নিশ্চয়ই আপনার পুত্রলাভ হইবে'।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে যুধিষ্ঠির! মুনিদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যথাবিধানে কেবল ফলমূলাদি গ্রহণে সেই পুত্রদা-একাদশী-ব্রত পালন করিলেন এবং দ্বাদশীদিনে শস্যাদি দ্বারা পারণপূর্ব্বক মুনিগণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাণীও গর্ভধারণ করিলেন। পুণ্যকর্ম্মা রাজার যথাকালে একটি তেজস্বী পুত্র জাত হইল। সেই পুত্র পিতার তুষ্টি বিধানকরতঃ প্রজাপালক রাজা হইয়াছিল। হে মহারাজ! পুত্রদা নামক উত্তম এই একাদশী ব্রত সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য। সকল মানবের হিতকামনায় তোমার নিকট উহা বর্ণনা করিলাম। একাগ্রচিত্তে যে সকল মানব এই 'পুত্রদা' একাদশী-ব্রত পালন করিবে, তাহারা 'পুৎ' নরক হইতে ত্রাণলাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হইবে। আর এই ব্রতকথা পঠন ও শ্রবণ করিলেও অগ্নিষ্টোম যাগের ফল প্রাপ্তি হয়।"

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পৌষ-শুক্লপক্ষীয়-'পুত্রদা'-একাদশী-মাহাত্ম্য-কথন নামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

মায়ানফরের মুক্তি

কোন এক প্রসিদ্ধ মহাজন বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু॥"

আমাদের সংসারে আসিবার প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্যই কৃষ্ণভজন করা। 'ভজ্' ধাতুর অর্থ সেবা করা। সুতরাং ভগবানের সেবা করাই নিখিল প্রাণিমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা আমাদের সেই কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। তাহার কারণ, বদ্ধজীব 'কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।' ফলে, 'নিকটস্থ মায়া তা'কে জাপটিয়া ধরে।' জীব যখনই কৃষ্ণের সেবা না করে, তখনই মায়া তাহার ভোগ করিবার কুবাসনা ও কুপ্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়। এই অবস্থায় আমরা নিজেরাই ভোক্তা সাজিয়া বসি, আর নানাপ্রকার অসতী ইচ্ছা আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল করিতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে আবার আমাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখনই মায়া আমাদিগকে তাহার নফরত্বের কষ্ট হইতে মুক্তি দেয়।

আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন, স্বরূপেতে জীবমাত্রই কৃষ্ণের দাস অর্থাৎ সেবক। সেই সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম, সেই সেবাই আমাদের নিত্যসুখের আকর। বদ্ধ জীব রিপুদেবীর সুমিষ্ট (!) পদলাঞ্ছনা ভোগ করিবার বাসনা করিলেই মায়ার কবলে নিপতিত হয়। মায়াদেবী তাহাকে সেই তাৎকালিক সুখ প্রদান করে। 'নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে ভবে তুমি চিরদিন'—এই মহাজন বাণীর প্রতি আস্থা হারাইয়া, আর যে কোন দিন আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব, সেইটুকু দৃঢ়তা এবং প্রত্যয়ও আমরা ধারণ করিতে পারি না। ফলতঃ, দুঃখময় মায়া-নফরত্ব আমাদের একমাত্র কৃত্য হইয়া উঠে, জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষার অবলুপ্তি হয়। এই দুর্ব্বিসহ লাঞ্ছনাই বদ্ধ জীবের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। তরলতাই জলের ধর্ম্ম। কোনও কারণে জল জমিয়া বরফে পরিণত হইলে কাঠিন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কাঠিন্য অবস্থা কিন্তু জলের 'স্বভাব' নহে, ইহা 'নিসর্গ' মাত্র। 'নিসর্গ' 'স্বভাবে'র স্থান দখল করিয়া আপনাকেই 'স্বভাব' বলিয়া পরিচয় দেয়। হতভাগ্য জীবও তদ্রূপ মায়াবদ্ধতা-রূপ নৈসর্গিক অবস্থাকে

আপনার নিত্য স্বভাব বলিয়া মনে করে, অনিত্য ধর্ম্মকেই নিত্যধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে।

মায়াবদ্ধ অবস্থাটী কিরূপ তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর-সম্বন্ধ-বিহীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবর্গের প্রতিপালন, দেশের জনগণের ইন্দ্রিয়তোষক কার্য্যের আবাহন—এই সকল কার্য্য জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। অনেকে আবার মনে করেন, চুরি না করিয়া সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনে কুটুম্বভরণের যোগ্যতার্জ্জন করিতে পারিলেই ভগবানকে পাওয়া হইয়া গেল। শিক্ষক ও পিতামাতাকে ফাঁকি না দিয়া ভাল করিয়া A, B, C, D মুখস্ত করিতে পারিলেই বিদ্যালাভ হইল, অতএব ভগবানকে পাওয়া হইয়া গেল! ভিখারীকে এলুমিনিয়াম ধাতুর চতুষ্কোণী একটী পয়সা প্রদান করিতে পরিলেই, ভগবানের গদিটী দখলে আসিয়া গেল! ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই সে পণ্ডিত হইল; সুতরাং ভগবানকে পাওয়া হইল! এগুলি সমস্তই সৌখীন ভগবদ্ভক্তি, ভগবদ্ বিরোধী ধূর্ত্তের কপটতা মাত্র। ভগদ্ভক্তির 'ভ' ও এগুলির মধ্যে নাই।

আজকাল মার্কিণফেরৎ কোন স্বামীজীর কল্যাণে (?) আমাদের দেশে বহু সৌখীন সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা মৎস্য-মুরগী-পাঁঠা-অণ্ড-চুরুট-সিগারেট কোনটাই বাদ রাখেন না, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রকাশ্যেই সেগুলি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের স্বামীজীত্ব-এর পরিচয় প্রদান করেন। তাহারা নাকি এতদূর উন্নত হইয়াছেন যে ভগবদ্ভক্তি রাজ্যের এই সকল কণ্টক যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই বারংবার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না! এইজন্যই এইশ্রেণীর লোককে সৌখীন সন্ন্যাসী বলা অযৌক্তিক নহে বলিয়াই মনে হয়।

শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নাই, অথচ সন্ন্যাসী সাজিবার প্রবল ইচ্ছা—ইহা কি প্রকার চিত্তবৃত্তির পরিচয় তাহা সহজে বোধগম্য। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সরাসরি কোন বস্তুসংগ্রহে অক্ষম হইলে অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে এবং উক্ত অসৎ উপায়ে কৃতী হইবার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করে, সদুপায়টীতে পারদর্শী হইবার যোগ্যতা থাকিলেও তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়। উপরন্তু যাহারা সৎপন্থা অবলম্বন করে তাহাদিগকেই অসৎ বলিয়া আত্মসান্ত্বনার মনকল্পা

খাইতে থাকে। চোর, গাঁটকাটা, প্রতারক প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও ঐপ্রকার। তাহারা ধর্ম্ম জগতের চোর, গাঁটকাটা। সনাতন বৈদিক শাস্ত্রবিহিত সৎপন্থায় যাঁহারা কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত তাদৃশ সুকৃতিমান জনগণের সহিত বিরোধ বাধাইয়া স্বীয় অশাস্ত্রীয় দুষ্কর্ম্ম হাসিল করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহারা ভিন্ন কলির চর হইবার যোগ্যতা আর কাহাদের আছে? সৎ পথানুসরণকারীর হৃদয়ের সততা হরণ করাই তাহাদের কাম্য।

এইসকল চিন্তাধারাই প্রবলা মায়ার শিকারের মৃত্যুকালীন অস্ফুট আর্ত্তনাদ; ভগবদ্ভক্ত এইগুলি হইতে মুক্ত।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তিগণের জগন্নাশজনক উক্তিতে গো-মেষ-মহিষ-মানুষ প্রভৃতি ভগবদিতর প্রাণিগণের সুখোৎপাদন-চেষ্টাই ভগবানের সেবা বলিয়া ধ্বনিত হয়। মুরগীর সেবা ভগবানের সেবা, রাম ছাগলের সেবা ভগবানের সেবা আর ভগবানের সেবা ভগবৎ-সেবা নহে, ইহা কি প্রকার যুক্তি? তাহাদের অসৎ মতে আরও কথিত হয়,—ফুটবলে কৃতী ব্যক্তি ভগবানকে পাইয়াছেন, জড়-বিজ্ঞানে কৃতী ব্যক্তি ভগবানকে পাইয়াছেন, অন্ততঃ ভগবৎপ্রাপ্তির কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন! যুক্তির খাতিরে যদি এই সকল মত মানিয়াই লওয়া হয়, তাহা হইলেও একটী প্রশ্ন জাগে যে উহারা ভগবান পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিল আর যাঁহারা ভগবানের জন্য ত্যক্তসংসারী, সর্ব্বদা ভগবৎকথানুকীর্ত্তনে রত, তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রীতিবিধানে ব্যস্ত, ভগবন্মন্দির-প্রতিষ্ঠানাদি গঠনে ব্যস্ত, ভগবৎশিক্ষা গ্রহণে ও প্রদানে ব্যস্ত তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা হইল না? সকলের সেবাই ভগবানের সেবা আর ভগবানের সেবা ভগবৎ-সেবা নহে? 'বহুরূপে'র সেবায় ভগবানের সেবা হয় আর ভগবানের সেবায় বহুরূপের সেবা হইবে না কেন? বহুরূপের মধ্যে ভগবানের রূপ তাহারা প্রত্যক্ষ করেন, আর ভগবানের রূপের মধ্যে বহুরূপ প্রত্যক্ষ করিতে তাহাদের চক্ষুতে মনে হয় ছানি পড়ে। এইপ্রকার ছানিরোগগ্রস্ত অন্ধের কথা যে শুনুক না কেন, আমরা শুনিব না; কারণ আমরা মায়ার অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবদ্ রাজ্যের আলোক পাইতে ইচ্ছা করি। এই কারণেই কি তাহারা ভগবানকে নির্ব্বিশেষ নিরাকার সাজাইতে চায়? তাহা হইলে আর ভগবানের সেবায় সময় ব্যয়িত হইবে না, মায়ার রাজত্বে মজা পুরাভাবে লুঠা যাইবে!

কোন কার্য্য সাধনে ব্যর্থ হইলে দুই প্রকার সান্ত্বনামূলক চিন্তা হৃদয়ে জগতের লোক পোষণ করিয়া থাকে। প্রথম প্রকার হইল, সাধ্য বস্তু অকিঞ্চিৎকর; শৃগাল যেমন উক্তি করিয়াছিল, 'আঙ্গুর ফল টক'। দ্বিতীয় প্রকার হইল, সাধ্য বস্তু যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই তাহা এবং যাহা পূর্ব্ব হইতেই আছে—এই দুইটী বস্তু একই সমান। শেষোক্ত ব্যক্তি ধূর্ত্ত, কেননা তিনি তাঁহার নিজের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য অন্যে যাহাতে তাহার অসাধ্য বস্তুতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারে সেই পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। প্রথম ব্যক্তি ক্রোধভরে উক্ত সৎ কার্য্য হইতে বিরত হইলেও উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিল না। যাহারা 'সব ধর্ম্মই সমান' বলিতে চাহে, তাহারা ঐ দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তির ন্যায় ধূর্ত্ত ও শঠ। ঈশ্বরের অস্তিত্বই তাহারা স্বীকার করিল না; অনীশ্বর বস্তুর সহিত ঈশ্বরের সাম্য-স্থাপন করিল এবং অনীশ্বর বস্তুর সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। ইহাকেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত Suicidal Religion (আত্মহত্যা-জনক ধর্ম্ম) বলিয়াছেন।

প্রাচীনকালে রামায়ণে দেখা যায়, লঙ্কারাজ রাবণ একবার দুষ্প্রবৃত্তি সাধন-মানসে সন্ন্যাসী ভায়া সাজিয়াছিল। যাহারা অন্তর্দর্শনে পরাঙ্মুখ তাহারা রাবণের ন্যায় স্বর্গে সিঁড়ি দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কিন্তু রাবণ তাহাতে সফল হ'ন নাই জানিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হওয়াকেই ভগবৎ-সেবা বলিয়া জানেন--ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। বর্ত্তমান কাল কলিকাল; সুতরাং রাবণ, হিরণ্যাক্ষের চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের অভাব আর একালে নাই। সুতরাং ধর্ম্ম কি তাহার একটী Qualitative (গুণগত) Standard হওয়া উচিত—ইহাই বৈদিক সনাতনী চিন্তাধারা। এইজন্য অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত বৈদিক বৌদ্ধ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, বৈদিক 'জবরদস্ত্ মৌলভী' রাজা রাম-মোহন রায় ও বৈদিক খৃষ্টান স্বামী বিবেকানন্দের Lowest order-এর Quantitative ধর্ম্মগুলির স্বর্গ-নরক তফাৎ। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা এই সৎশিক্ষায় তাঁহার পাঠকবর্গকে সাবালকত্ব প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার পাঠকবর্গ এই প্রকার চিন্তার মাধ্যমে নিজেকে বর্ত্তমানে গঠিত করিলে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। একটী হরিণ শিশুর সামান্য সেবা করিতে যাইয়া

একটু সৎকর্ম্মী সাজিবার বাসনায় ভরত-মুনির কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা আর কা'র অজানা আছে? 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'য় ভগবানের সেবা আর নিজ রুচি-অনুসারে ঈশ্বরের সেবা, এক কথা নহে। শেষোক্ত চেষ্টায় স্বীয় খেয়াল-খুসীর চরিতার্থ-সাধনই মুখ্য লক্ষ্য থাকে —ইহা চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিতে বাধ্য।

কিভাবে সেই পরাৎপর কৃষ্ণের সেবা সাধিতা হয় বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে তাহাই বিচার্য্য। বেদানুগ সনাতন-শাস্ত্র এ সম্পর্কে যেভাবে নির্দ্দেশ করেন তাহাই গ্রাহ্য। শাস্ত্রের প্রথম নির্দ্দেশই, "আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" "তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।২।১২) 'আশ্রয়' বলিতে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে রত সদ্‌গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ই বুঝিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে, "বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্"। সদ্‌গুরু কে? যিনি নিজেকে জীবনের শত ভাগের ভিতর শতভাগই সচ্চিদানন্দ বিভু বস্তুর সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু। এই গুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করাই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ। বিষয়-বিগ্রহই হলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। গুরুরূপে তিনিই বদ্ধজীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। সুতরাং সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সেবা-দ্বারাই হৃদয়ে ভগবানের সেবা স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে, জীব মায়ার নফরত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
তাঁ সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস॥"

—এই প্রকার চিত্তবৃত্তিই মায়াধীশত্বের সেবার লক্ষণ, ইহাই মায়ানফরের মুক্তি। যেথায় 'প্রভুর' (স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর) দাসের (সেবকের) সেবা, পূজা, বন্দনাদি নাই, সেই স্থান মায়া-কুবিকারে পীড়িতেরই অন্ধকার গর্ত্ত, বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণের মুক্তির স্থান নহে।

—শ্রীস্বরূপদামোদর ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় প্রজ্ঞান

কৃষ্ণবিমুখতা হইতেই জীবের জড়তা প্রাপ্তি

প্রপঞ্চে উদিত জীবের জাড্য সাধারণে অবিদিত। কারণ, ঈশবিমুখ জীবের স্বাভাবিকী গতিই বৈকুণ্ঠ-বিরোধ-স্থানে অত্যধিক আকর্ষণ, তৎফলেই যাবতীয় কুণ্ঠা আসিয়া তাহার চেতনময়ী বৃত্তির অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিলে তাদৃশী বিমুখ-গতিই বদ্ধ জীবের চরমারাধ্য হইয়া পড়ে। সাধারণ মনস্তাত্ত্বিকগণ ঐ গতিকে মুখ্যগতি জ্ঞান করায় তাদৃশ পন্থায় অরুচিবিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের ঈশসাধনায় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোক্ত মনোধর্ম্মিগণের হৃদয়ে কোন আলোক সঞ্চার করিতে পারে না; পরন্তু কৃষ্ণবিদ্বেষ, কাষ্ণবিদ্বেষ, এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় পরিহাসাদি বদ্ধজীবের রুচিপ্রদ অভিলাষের একটী নিত্যসাথী হইয়া পড়ে। কৃষ্ণাধীন থাকা অপেক্ষা মায়ার ভৃত হইতে তাহাদের অত্যুৎসাহ দিনে দিনে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের অসীমতা অক্ষমতারই নামান্তর; জড়বস্তু মাত্রই সীমাবদ্ধ (finite)

এই গতিশীল মায়িক রাজ্যে তাহাদের নিত্যপরিবর্ত্তিতা জড়বৈচিত্র্যময়ী কর্ম্মধারা বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া বিবিধ প্রলাপ সৃজন করে। ঐ প্রলাপসমূহের কোনটী ভগবদ্বিমুখতা, কোনটী ভগবদ্বিদ্বেষ, কোনটী আবার নিদারুণ জড়ভোগেচ্ছা কোনটী ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ উপেক্ষা। জড়ভোগ ক্ষণস্থায়ী,—ইহা জ্ঞাতসত্ত্বেও তাহারা জড়ের উন্নতি-দ্বারা চেতনবৃত্তির উন্নতির নামে দুর্দ্দৈববশতঃ ছায়াচেতনের সেবা'কেই তৎকালে লব্ধা বিদ্যার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মনে করিয়া থাকেন। ছায়াচেতন-সমাশ্রিত অনাত্মস্থ ব্যক্তিগণ কর্ম্মজগতে পরিভ্রাম্যমাণ অবস্থায় যে জড়বৈচিত্র্য দর্শন ও অনুভব করেন, তাহাকেই তাহারা উচ্চাসন প্রদান করিয়া থাকেন। জড় কখনও চেতন নহে, বা হইতেও পারে না। এজন্য জড়ের স্বীয় কোন স্বাধীনতা না থাকায় তাহার জড় বৈচিত্র্য জড় রাজ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং এতাদৃশ চিন্তাপর ব্যক্তিসকল জড় অসীম বা জড় অনন্ত ও অসংখ্য (Relative Infinite) রাজ্যে বিচরণ করেন মাত্র।

অনাদি কর্ম্মফলবাধ্য জীব যুগ যুগ ধরিয়া তাদৃশ জড় অর্থাৎ আপেক্ষিক অনন্ত রাজ্য—ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকে ধাবমান শশকের ন্যায় ধাবিত হইয়া, শান্তির পূর্ণ-স্বরূপ তাহাদিগের নিকট অবগুণ্ঠিত থাকায়, পরিশেষে চরম অশান্তিই প্রাপ্ত হইলেও লব্ধা অশান্তিকেই শান্তি ও সুখের

আকর—এইরূপ ভ্রম করে। কখনও বা ঐসকল বস্তু-দ্বারা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উক্ত ভ্রান্তিময় বিচারদ্বারাও তাহাদের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়।

জড় বস্তুর পরমাণু অবিভাজ্য নহে, উহাদের বিয়োজনফলে জাতা শক্তিতে মহাপ্রলয়; বস্তু-নির্দ্দেশে কাল-মাত্রার (Time Dimension) প্রয়োজন—এগুলি বৈদিক বিজ্ঞানেরই মত, আধুনিক জড় বিজ্ঞানের কৃতিত্ব নহে

জড়ের গুণ নিত্য নহে। কালের প্রভাবে পার্থিব বস্তুর ভৌতিক ও রাসায়ণিক উভয় প্রকার গুণেরই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বস্তুর অনু-পরমাণুর সংঘাতে বস্তুর আণবিক গঠনেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাহাতে বস্তুর গুণাগুণও পরিবর্ত্তিত হয়। পরমাণুই বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ। এই পরমাণুরও নিত্যত্ব নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে পরমাণুর গুণের পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং বদ্ধজীব লোকান্তর ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্রই বিজাতীয় বস্তু দর্শন করে। আবার একই প্রকার বস্তুতেও বিভিন্ন লোকে, বিভিন্ন জন্মে, বিভিন্ন গুণ দর্শন করে। এমতাবস্থায় জড়বস্তুতে মনঃসংযোগের প্রয়াসে ব্যর্থ জীব আরও উন্নততর বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তড়িৎকণ-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই বিজ্ঞানে সরাসরি বস্তুর পরমাণুর মৌলিক গঠনের আলোচনা আছে। তাহারও পরিণতি স্থায়ী নহে। পরমাণুর ধ্বংস আছে। পরমাণু ধ্বংস হইয়া শক্তিতে পরিণত হয়। কখনও গুণোত্তর-হারে কখনও সমান্তর-হারে তাহাদের ধ্বংস সাধিত হয়। কেহ কেহ পরমাণুর অধিক স্থিতিশীলতার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিত্য-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন; বস্তুতঃ তাহাতে নিত্যত্বের লেশমাত্রও নাই। সারিবদ্ধ সুসজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী হইতে ঝঞ্ঝাপ্রকোপে একটী বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে অন্য বৃক্ষগুলির উৎপাটনও যেমন সহজসাধ্য হয় এবং অবশেষে সকল বৃক্ষেরই ধ্বংস হয়, তদ্রূপ সুসজ্জিত ব্রহ্মাণ্ডের পরিণত বস্তুগুলি হইতে একে একে পরমাণুর তড়িৎকণের বিয়োজন ও ধ্বংস হইতে থাকে। এই বিয়োজন ও ধ্বংসফলে জাতা মহাশক্তির প্রভাবে একদিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃতিক ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা উপস্থিত হয়। ইহাই মহাপ্রলয়। ঐ সময়ে সমস্ত জড় বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া ঈশ্বরে সুপ্ত আকারে বিদ্যমান থাকে। উক্ত মহাপ্রলয় শান্ত হইয়া গেলে পুনরায় নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়, কারণ

পারিপার্শ্বিক অবস্থার এখন পরিবর্ত্তন হইল। সুতরাং ঐ নূতন গঠিত বস্তুকে নির্দ্দেশ দিতে হইলে একটী 'কাল' বা 'সময়ে'র (Time Dimension) ব্যবহার প্রয়োজন হইয়া উঠে। ইহাই চতুর্যুগ এবং আরও অধিকতর ব্যাপ্তি বুঝাইতে মন্বন্তরাদি শব্দসকল-দ্বারা সূচিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক দর্শনে এইসকল সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা রহিয়াছে।

ত্রিমাত্রা-বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে (Three Dimensional universe) সমস্তই Relative, Absolute বলিয়া কিছুই নাই

গণিতবিজ্ঞানে ঋণাত্মক (Negative) একটী বস্তুর স্বীকার আছে। ঐপ্রকার একটী ঋণাত্মক বস্তু হইতে আর একটী ঋণাত্মক গুণনীয়ক বাহির করিয়া লইলে একটী ধনাত্মক (Positive) বস্তু অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ ঋণাত্মক বস্তুর সহিত ঋণাত্মক বস্তুর গুণনে ধনাত্মক বস্তু হয়। ন্যায়-দর্শনে ব্যাপ্তি পঞ্চকে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" নামে একটী ব্যাপ্তি আছে। উহাতে প্রমেয়ের প্রামাণিকতার হানিকর বস্তুগুলির অভাব হইলে প্রমেয় স্থাপিত হয়। ভ্রান্তিময় বিচারে বদ্ধজীবের ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে কিন্তু সত্য স্থাপিত হইবে না। কেন না, এই সকল বস্তুই Time dimension লইয়া তথাকথিত Four Dimensional Space-এর মধ্যেই কল্পিত। সুতরাং যদিও কিছু সত্য দৃষ্ট হয় তাহা আপেক্ষিক (Relative), সর্ব্বপ্রকারে সত্য (Absolute) নহে। বিষাক্ত ঔষধদ্বারা অনেক সময় কঠিন ব্যারামের নিরাময় হইয়া থাকে। ঐ ঔষধ যদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি-ব্যতীত সুস্থ লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও উক্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। সুতরাং ঔষধটীর সুক্রিয়া রোগীর অপেক্ষা রাখিল, ইহার উপকারিতা Absolute নহে অর্থাৎ সকলের উপর প্রযোজ্য নহে। Absolute Knowledge বলিলে দেশ-কাল-পাত্রের (Space, Time, Object) আধিপত্যরহিত অপ্রাকৃত জ্ঞানকেই বুঝায়। 'গৌড়ীয় বেদান্ত' Relative Knowledge সংগ্রহে ব্যস্ত নহেন। ঐপ্রকার Limited Knowledge (সীমাবদ্ধ জ্ঞান) গৌড়ীয় বেদান্ত দান করেন না।

গৌড়ীয় বিজ্ঞানের বস্তুই প্রকৃত (Absolute) চারিমাত্রা-বিশিষ্ট ; আধুনিক ত্রিমাত্রা ও কল্পিত চতুর্ম্মাত্রা-বিশিষ্ট দেশের বস্তু একটাই, Isotropic মাত্র

'গৌড়ীয়' শব্দে গৌড়-সম্বন্ধীয় বস্তুকে বুঝায়। গৌরের দেশই গৌড়। তিনি অনাদি-অনর্পিত বস্তু দান করিয়াছেন। ইহাই তদীয় দানের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং গৌড়-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ 'গৌড়ীয়'-শব্দে বিদ্বৎরুঢ়িগত বৃত্তিতে ভক্তি-ধর্ম্মের সর্ব্বোন্নত-শিক্ষা এবং তাদৃশী শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণকেই বুঝাইবে। তাঁহাদের আহৃত জ্ঞান 'কেবল জ্ঞান' নহে, উহা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা 'প্রজ্ঞান'। সুতরাং 'গৌড়ীয় প্রজ্ঞান' বলিলে গৌরজনানুগগণের অনুসন্ধিত, অভীপ্সিত জ্ঞান। এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক বা তথাকথিত Four Dimensional space-এ আবদ্ধ নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ ভগবজ্ জ্ঞানই 'প্রজ্ঞান', শাস্ত্রান্তরে ইহাকেই পরমগুহ্য জ্ঞান বলিয়াছেন। ইহাই চিন্ময়-ভক্তি।

বৈজ্ঞানিকেরা কীদৃশ জ্ঞান-সংগ্রহে সুনিপুণ তাহার আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং তাহাই পাঠককে গৌড়ীয় প্রজ্ঞানের ধারায় সুস্নাত করাইয়া বৈকুণ্ঠ-নিনাদমত্ত কালাক্ষোভ্য গাঙ্গেয়ের সুধা-সরিৎ উদ্‌ভ্রান্তচেতন জীবের কর্ণে প্রবাহিত করিবে।

বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের বিষয় (Object) দেশ (Space) ও কালে (Time) আবদ্ধ। Einsteinean (আইন্‌ষ্টাইন-এর) বিজ্ঞানের দেশ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহাতে একটী দেশের সমকক্ষ আর একটী দেশের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। কালের স্বতন্ত্রতায় স্থিত হইয়া অন্য দেশের উল্লেখও প্রাকৃত বিজ্ঞানে বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু সকলই বিভিন্ন অন্ধের হস্তীদর্শনের ন্যায়, মূল বস্তুর নূতনত্ব তথায় নাই। এইজন্য 'গৌড়ীয় প্রজ্ঞান' উক্ত জ্ঞানকে Real Absolute বলিতে পারেন না, উহাও Relative Absolute. শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ১৮শ বর্ষের ২য় সংখ্যায় "গৌড়ীয়-সরস্বতী" প্রবন্ধে কাল সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিরুক্তি বিধায় উহা এখানে আর আলোচিত হইল না।

বৈজ্ঞানিকের Space lower dimension-এ রূপান্তরিত হয়। সুতরাং উচ্চতর দেশ-এর বিশেষত্ব থাকিল কি প্রকারে? বিশেষত্বই dimension-এর মূল্য রক্ষা করে। যাহা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, তাহার আবিষ্কার হইলেই কিছু নূতন আবিষ্কার হইল—ইহা লব্ধ-গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান ব্যক্তি বলেন না, পরন্তু মনোধর্ম্মী জীবের মানসিক জগৎ-বিষয়ক অজ্ঞতারই কিঞ্চিৎ দূরীকরণ হইল--এইটুকু মাত্র বলা যায়। মননশীল চতুর্যুগ-রাজ্য-বহির্ভূত space-এর ধারণা তাহাতে নাই। সুতরাং বস্তু বা জ্ঞান যাহা বৈজ্ঞানিকেরা বিচার করেন, মূলতঃ তাহা Three Dimensions-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের চতুর্ম্মাত্রা-বিশিষ্ট দেশ ত্রিমাত্রা-বিশিষ্ট দেশেরই অন্তর্গত, কেবল দিক্‌বিচারে (Direction consideration) তফাৎ আছে মাত্র। অন্যান্য সকল গুণই উভয়ক্ষেত্রেই সমান অর্থাৎ Isotropic।

দেশ এবং কাল (Space, Time) একটাই বস্তু, পৃথক নহে ; দেশ কালে এবং কাল দেশে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে — এইগুলি বৈদিক বিজ্ঞানেরই মত, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কৃতিত্ব নহে

দেশই কালের ধারক। সুতরাং যে-কাল পর্য্যন্ত চতুর্যুগীয় Space এর অতিরিক্ত কোন বস্তু মানব চিন্তা করিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত 'দেশ' এবং 'কাল' টাকা ও পয়সার ন্যায়ই—মাত্র ইহার উপলব্ধি হইলেই জীব গৌর দর্শনের যোগ্যতা অর্জ্জনে 'গৌড়ীয় প্রজ্ঞানে'র শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। Two Dimensional space-এর বস্তু যেমন Three Dimensional space এর বস্তুর চিন্তা করিতে গিয়া বিমূঢ় হয়, গৌড়ীয় প্রজ্ঞানে অপারঙ্গত জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। বৈকুণ্ঠজগতে কালগত অন্তর (Time difference) ব্যতিরেকেই বস্তুপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেশ ও কাল পৃথক্—এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বর্ত্তমানে মুক্ত হইলেও কালের ব্যবধান ব্যতীতই যে-দেশের অবস্থিতি তাহার সন্ধান অদ্যাপি সে জানে না। বৈদান্তিক-কুলশেখর শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তের আলোচনায় উক্ত দেশের বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। জগৎ এবম্বিধ বিজ্ঞানের আলোচনায় কৃতী হইবার যত্ন করিলেই গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-সুধীগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবেন। এই ত' গেল space-এর কথা।

জড় পরমাণুর সক্রিয়তা Relative মাত্র, উহা চেতনতা নহে ; চিজ্জগতের পরমাণুই প্রকৃত সক্রিয়

বস্তু সম্বন্ধে অত্র প্রবন্ধের প্রথমেই কিছু আলোচনা হইয়াছে। Inert (নিষ্ক্রিয়) বলিতে কোন্ বস্তুকে বুঝাইবে? বহিঃশক্তি যাহাতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সেই বস্তুই যদি Inert হয়, তবে উক্ত বস্তুর বিভিন্ন পরমাণু বস্তুতে পরিণত হইল কি প্রকারে? আপেক্ষিক জগতের বস্তু কি Inert নহে? বৈকুণ্ঠ-দর্শনের মূর্ত্ত-বিগ্রহ অত্যাশ্চর্য্য আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতীপাদ-বিরচিত 'Relative Worlds' নামক ইংরাজী পুস্তকটী এই প্রবন্ধের পাঠকমাত্রকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

গৌড়ীয় বিজ্ঞানই মূলদ (Rational), এবং শান্তির আকর

আমরা এতক্ষণ যাবৎ বৈজ্ঞানিকের যে দেশ-কাল-বস্তুর আলোচনা করিলাম, গৌরের দেশ, গৌরের বস্তু গৌরের কাল তাদৃশ কিছুরই তুল্য নহে, এইটুকু লব্ধপ্রজ্ঞান জীবই Rational thought (মূলদ চিন্তা)-এর উপযোগী. ইহাই 'গৌড়ীয় প্রজ্ঞানে'র মৌলিকত্ব। তাহাতে আপেক্ষিক জগতের ঘূর্ণীয়মান space-এর কোন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশে অশান্তির আবাহক না হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যত্ব-শিক্ষার প্রচারক শ্রীনারদ ঋষির শান্তির স্থানেরই অন্বেষণ আছে।

গৌড়ীয় বিজ্ঞান অপ্রাকৃত শব্দময়, ইহাই Absolute ; বসুদেবীয় বস্তু এই শব্দের বাহক এবং শ্রুতি উহার গ্রাহক

'গৌড়ীয়-প্রজ্ঞানে'র ইতিহাস কি? তাহার উৎপত্তি-স্থল কোথায়? তদুত্তরে এতক্ষণে বলা যায়—Space, Time, Relativity-এর অন্তর্গত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য matter-এর তত্ত্ববিশ্লেষণরূপ লোকপাল-বিজ্ঞানদক্ষের বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যের নিমীলিত, তূষ্ণীক স্থানই শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতীর প্রজ্ঞানকোষ। 'গৌড়ীয় বিজ্ঞানই মূলদ (rational) চিন্তা। তাদৃশ বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু নারদ মুনি, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যত্ব-শিক্ষা-প্রদানের মূল-স্বরূপ, মধ্যে মধ্যে এইপ্রকার Non Relative Science-এর জনক দ্বারকা-ধামে গমন করিতেন। এইস্থান হইতেই উক্ত বিজ্ঞান **বসুদেব-শক্তিত** হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদের বীণায় শ্রুত হইত। সুতরাং 'গৌড়ীয়-বাণী'র বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান শ্রৌত বিজ্ঞান, শব্দময় বিজ্ঞান। প্রাকৃত Relative জগতের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় কর্ণদ্বারাই তাহার নিকট কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা যায়, অন্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা নহে।

বেদান্তই গৌড়ীয় প্রজ্ঞান-সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। এইজন্য বেদান্ত-বিজ্ঞানের **'শব্দবাদ'** বা **'নামপর'** ব্যাখ্যায় অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দবিজ্ঞানের বিকাশ Time-Space-independent বসুদেবীয় বস্তু-মাধ্যমে গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-সিন্ধুতে যে আলোড়ন আনয়ন করিয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ "কৃতী বৈদান্তিক-রত্ন"-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় অপ্রাকৃত শব্দের প্রবাহক বস্তু (Propagating Medium) 'বসুদেব' এমনই একটী পাত্র যে-স্থানে কংসের ন্যায় প্রাকৃত-বিজ্ঞান-দক্ষ নৃপতিরও পরাজয় হইয়াছিল। বসুদেবই অপ্রাকৃত বিজ্ঞান-জগতের ইথার-সদৃশ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের

অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও কংসাদি লোকপালবিজ্ঞানী আরোহপন্থায় অভিরুচি-সম্পন্ন হওয়ায় চিরকালই বসুদেব-বস্তুর অন্তরালেই অবস্থান করিতেন। সুতরাং তাদৃশ পন্থায় নষ্টরুচি ব্যক্তিই 'গৌড়ীয় প্রজ্ঞানে'র গ্রাহক হইবার যোগ্য। আমরা 'বসুদেবীয়' মাধ্যমে প্রবাহিত বস্তুর বিজ্ঞান ক্রমশঃই আলোচনা করিব।

অপ্রাকৃত গৌড়-বস্তুর অণুপরমাণুগুলি স্বয়ং নির্ভরশীল (Self balanced) ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ; উহাদের পরস্পর অনির্ভর-শীলতাহেতু ঐজগৎ সৃষ্টি-বিনাশ-শূন্য—নিত্য

শান্ত স্থান কি, তাহাই দেখা যাউক্। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পরস্পর সমান আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রই সাম্যস্থান (Equilibrium space)। গৌড়ীয়ের অধিষ্ঠান অপ্রাকৃত গৌড় তাদৃশ কোন সাম্যস্থান নহে। তথায় প্রতিটী অণু-পরমাণুই একে অন্যের উপর অনির্ভরশীল, কিন্তু নিষ্ক্রিয় (Inert) নহে। ঐ জগতে অণু-পরমাণুগুলি স্বয়ং নির্ভরশীল বলিয়া স্বয়ংসাম্যাবস্থায় সর্ব্বদা বিদ্যমান। তজ্জন্য ঐ জগতের কোন ধ্বংস নাই, কোন সৃষ্টিও নাই। ইহাকেই নিত্য কহে, "ন জায়তে, ম্রিয়তে বা।" গৌড়ীয় বিজ্ঞানে Inert বা নিষ্ক্রিয়-নির্ব্বিশেষ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। আধুনিক বিজ্ঞানে নিষ্ক্রিয় বস্তুর বা পরস্পরচ্ছেদী শক্তির সাম্যাবস্থা একটী বিশেষ Relative ক্ষেত্র মাত্র। সূক্ষ্ম বিচারক বলেন, উহা প্রকৃত (Absolute) শান্ত নহে। অপ্রাকৃত গৌড়ের বর্ণনায় গৌড়ীয়-বিজ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত জড়ীয় ধারণার অকিঞ্চিৎকরত্ব যুক্তিমূলেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞান অধিগত হইলেই জীব 'শ্রীগৌড়ীয়-সরস্বতী'র কৃপালাভ করিতে পারে। অপ্রাকৃত গৌড়ের প্রতিটী অণু-পরমাণুতেই পূর্ণত্ব বিদ্যমান। যে-স্থানের প্রতিটী অণু-পরমাণুতেই পূর্ণত্বের বিকাশ, গৌড়ীয়-বিজ্ঞান তাহারই সন্ধান দেন ; ঐ রাজ্যে দিগ্‌ভ্রান্তি নাই।

"গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ"ই "গৌড়ীয়-সরস্বতী"-প্রেষ্ঠ

আমরা 'শ্রীগৌড়ীয়-সরস্বতী'-প্রেষ্ঠ, গৌড়ীয়-বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিদ্-বিজ্ঞানী 'গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহে'র ক্রিয়ামুদ্রা কিদৃশী বৈশিষ্ট্যময়ী ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে গৌড়ীয়ের চিত্তবিনোদক "জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব" বাক্যটী পুনঃপুনঃ হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকুন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী B. E (Cal)

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যোনমো নমঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা"-পুস্তকের

প্রতিবাদ

শ্রীসত্যপদ সাহিত্যাচার্য্য তর্কতীর্থ মহাশয়ের লিখিত "শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা" পাঠ করিয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি উক্ত পুস্তকে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করিতে গিয়া, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপরও অনেক অশোভন আক্রমণ করিয়াছেন। তজ্জন্যই তর্কতীর্থ মহাশয়ের ঔদ্ধত্যপূর্ণ লেখনীর প্রতিবাদ-স্বরূপ এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—'দ্বাপরে পীতবর্ণ অবতারবিগ্রহ ছিল। স্বয়ং বলরামই সেই পীতবর্ণ অবতার।" এই উক্তি অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রীগর্গ-ঋষি নন্দালয়ে নামকরণ করিতে আসিয়া, প্রথমতঃ শ্রীবলদেবের নামকরণ করিয়াছেন এবং "সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি" এই শ্লোক পর্য্যন্তই শ্রীবলদেবের নামকরণ-প্রসঙ্গ। শ্রীবলদেব সম্বন্ধে শ্রীগর্গের যাহা বলিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা তিনি উক্ত শ্লোকেই সম্পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের অঙ্গকান্তির বিষয় তাঁহার নামকরণ-প্রসঙ্গে শ্রীগর্গ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বরং 'শব্দকল্পদ্রুমে' বলদেব শব্দের বলরাম অর্থ করিয়া "শঙ্খ-কুন্দেন্দু সন্নিভং," "শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং" ইত্যাদি রূপে তাঁহার ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ধ্যানদ্বয়ে শ্রীবলদেবের শ্বেত-বর্ণত্বই সিদ্ধ হয়।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো" শ্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নামকরণ-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্লোকের 'পীত' শব্দে শ্রীবলদেবকে বুঝাইতেছে বলিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন;—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি 'পীত' শব্দে শ্রীবলদেবের বর্ণকেই বুঝাইবার ইচ্ছা শ্রীগর্গের থাকিত, তবে শ্রীবলদেবের নামকরণ-প্রসঙ্গেই অঙ্গকান্তির কথা তিনি ব্যক্ত করিতেন। আবার যে-শ্লোক-বলে তর্কতীর্থ শ্রীবলদেবের বর্ণ নিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন সেই শ্লোকে শ্রীবলদেবের নামগন্ধও নাই। তর্কতীর্থ 'পীত' শব্দটীকে বলদেবের উপর আরোপের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সর্ব্বৈব ভ্রান্ত, কারণ শ্রীবলদেবের অঙ্গকান্তি 'পীত' নয়—'শ্বেত', উহা পরে দেখান হইবে। শাস্ত্রীয় বিচার আলোচনা করিতে গেলে যে বিষয়ে বিচার উত্থাপিত হয়, সেই বিষয়ে নিজ প্রকরণোক্ত বাক্যই বলবান হয়,

ভিন্ন শাস্ত্রের বাক্য তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া অন্যথা করিতে পারে না; বরং ভিন্ন শাস্ত্রের বাক্যই তৎপ্রকরণের অনন্যার্থ হইয়া তাহারই অনুগত হয়। তর্কতীর্থ-উদ্ধৃত প্রমাণও 'পীত' শব্দের অনন্যার্থ হইয়া উক্ত শব্দেরই অনুগত হইবে—ইহা পরে আলোচিত হইবে।

তর্কতীর্থ মহাশয় যে অপ্রযোজ্য প্রমাণবলে 'পীত'-শব্দে বলদেবকে স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বর্ণবিন্যাস এই—"দ্বাপরে চ যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে। বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্ধা বেদ এব চ।"—অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুই পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং বিষ্ণুও পীতবর্ণ প্রাপ্ত হইবেন এবং বেদও চারিভাগে বিভক্ত হইবে। উক্ত প্রসঙ্গটি পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম শ্রীভীম শ্রীহনূমানকে যুগের সংখ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের আচারাদির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শ্রীহনূমান অন্যান্য যুগের কথা বলিয়া ভাবী দ্বাপর সম্বন্ধে উক্ত শ্লোক বলিয়াছেন। যে দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব আসেন, সেই দ্বাপরেই শ্রীবলরাম-কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। অতএব 'বিষ্ণু পীতত্ব প্রাপ্ত হইবেন'—এই বাক্যে ভবিষ্যৎ অর্থবোধ থাকায়, যে দ্বাপরে শ্রীভীম প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই দ্বাপরের শ্রীবলরামের পীতবর্ণ বুঝাইতেছে না—ইহা সুস্পষ্টই। ভাবী দ্বাপরে পীতবর্ণ বিষ্ণু আসিবেন, ইহাই বুঝাইতেছে। কোন কোন দ্বাপরে যে পীতবর্ণ বিষ্ণু আসেন, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। যদি শ্রীবলদেবের অঙ্গকান্তি পীত বলিয়া স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও তর্কতীর্থের উদ্ধৃত শ্লোক-দ্বারা শ্রীবলদেবকে পাওয়া যাইতেছে না। প্রতি দ্বাপরে শ্রীবলরাম-কৃষ্ণ আবির্ভূত হন না—ব্রহ্মার একদিনে একবার মাত্র তাঁহারা আবির্ভূত হন।

দ্বিতীয়তঃ—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবলদেবের কথাই আসিতে পারে না। শ্রীগর্গঋষি এই শ্লোকে যুগাবতারের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীবলদেব যুগাবতার নহেন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির যুগাবতার, যথা—শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ; প্রত্যেকের নাম-রূপ একই। সত্যাদি যুগক্রমে এই প্রকার যুগাবতার হন। শ্রীবলদেব লীলাবতার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ লীলাবতার হইয়াও যুগাবতার হন। শ্রীগৌর ছন্নাবতার হইয়াও যুগাবতার হন।

সকল দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ আসেন না, আবার সকল কলিতেও শ্রীগৌর আসেন না। যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণই ছন্ন হইয়া শ্রীগৌররূপে আবির্ভূত হন। রহস্য এই, স্বয়ংরূপ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর যে-দ্বাপরে ও যে-কলিতে আসেন সেই সেই যুগের যুগাবতারাদি-সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজদের অন্তর্ভুক্ত করতঃ তাঁহারা উভয়ে আবির্ভূত হন বলিয়া, সেই সেই দ্বাপর ও কলির যুগাবতারের নাম পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হয় না। "আসন্ বর্ণাঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের গর্গোক্তি ও উহার ১১শ স্কন্ধের করভাজনোক্ত শ্লোকগুলি দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি দুইজন একই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহা ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। অতএব 'পীত' শব্দে শ্রীবলরামকে স্থাপনের চেষ্টা অশাস্ত্রীয় প্রমাণিত হইল। আবার অন্য কারণেও তর্কতীর্থের উক্তি অশাস্ত্রীয়। "শ্রীবলদেবের অঙ্গকান্তি পীত", তর্কতীর্থ মহাশয় উহা কোন্ শাস্ত্রে পাইয়াছেন? শাস্ত্রের কোথায়ও দেখাইতে পারিবেন কি যে, বলদেবের অঙ্গকান্তি পীত? শ্রীবলদেবের ধ্যানদৃষ্টে এই উক্তি যে ভ্রমাত্মক, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। উক্ত ধ্যানে এইরূপ আছে—"বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দু-সন্নিভং" ইত্যাদি। অর্থাৎ বলদেবের দুইবাহু; তিনি শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তিযুক্ত। ভাঃ ১০।৩৮।২৯ শ্লোক "কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ" অর্থাৎ দুইজন কিশোর—একজন শ্যামবর্ণ, অন্যজন শ্বেতবর্ণ। ভাঃ ১০।৩৮।৩৩ শ্লোক "যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ' অর্থাৎ মরকত-শৈল ও রৌপ্য-শৈল সুবর্ণে ব্যাপ্ত হইলে যদ্রূপ হয়, দুই ভাই-ই অবিকল তদ্রূপ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে "সিতকৃষ্ণৌ" অর্থাৎশ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ-শব্দে, শ্রীমহাভারতে "শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণং" অর্থাৎ একটি শুক্লবর্ণ অপরটি কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণে কোথায়ও শ্রীবলদেবের পীতবর্ণ পাওয়া গেলনা। আবার অমরকোষ, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি অভিধানেও পীত-শব্দের অর্থ শ্বেত এরূপ নাই। সুতরাং শ্রীবলরাম যে পীতবর্ণ নন—ইহা প্রমাণিত হইল এবং তর্কতীর্থের উক্তি যে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়, তাহা সুধীগণের বিচার করিতে কোন কষ্ট হইবে না।

আবার শ্রীগর্গঋষি 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়' শ্লোকে 'অনুযুগং' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অনুযুগ' শব্দের অর্থ প্রতিযুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—চারিযুগেই শ্রীকৃষ্ণ তনুগ্রহণ করেন পাওয়া গেল, "গৃহ্ণতঃ অনুযুগং তনূঃ"। আবার সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ—এই শ্লোকে এবং ১১স্কন্ধ শ্লোকে উহা স্পষ্টই আছে। এখন বাকী রহিল কলিযুগ ও পীতাবতার। সুতরাং পারিশেষ্য ন্যায়ে কলিযুগেই পীতবর্ণ অবতার হইবেন। যদি দ্বাপরের

অবতার শ্রীবলদেব হন ও 'পীত' শব্দে শ্রীবলরামকে লক্ষ্য করিলে, 'অনুযুগং' শব্দের তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় কি? সুতরাং এই যুক্তিতেও শ্রীবলরাম পীতবর্ণ হইতে পারেন না। অতএব 'পীত' শব্দের উপর তর্কতীর্থ মহাশয় যে শঙ্কাপঙ্ক লেপন করিয়াছেন তাহা প্রক্ষালিত হওয়ায়—'পীত' শব্দে আমাদের শ্রীগৌর তাঁহার নিজ ঔজ্জ্বল্যেই শ্রীভাগবতে বিরাজমান রহিলেন।

এখন 'বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি' ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গতি কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহা দেখান হইতেছে। এই জাতীয় শ্লোক আরও অনেক আছে। যথা—'কৃতে শ্বেতং হরিং বিদ্যাত্রেতায়াং রক্তমেব চ। দ্বাপরে গৌরবর্ণন্তু নীলবর্ণং কলৌযুগে' ॥ (শ্রীস্কন্দপুরাণীয় গীতাসার বচন) আবার 'দ্বাপরে চ তথা গৌরো নীলবর্ণঃ কলৌযুগে' (শ্রীমদুত্তরগীতাসার-বচন)। এই তিনটি বচনে যে, গৌরবর্ণ অবতার দ্বাপরে পাওয়া যাইতেছে, তাহা শ্বেতবরাহ-কল্পীয় বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরাবতারাতিরিক্ত পর বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব

অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রচারের জন্য যে মহাপুরুষ বদ্ধজীবের হৃদয়-গুণ্ডিচা-শোধনে অর্পিতভার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন, বিগত ১৫ই বামন, ৩রা আষাঢ় শনিবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলার পূর্ব্বদিবসই তাঁহার তিরোভাবের তিথিতে সমগ্র বিশ্ব পুনরায় অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। এইজন্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই তিরোভাব তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে সর্ব্বদা পূজিতা হইয়া "ভক্তিবিনোদ ধারা কখনই রুদ্ধা হইবার নহে"—এই সারস্বত-বাণী জগৎকে বারংবার জানাইয়া দিয়া অজ্ঞানান্ধকারের আলোকবর্ত্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে উক্তদিবস সন্ধ্যায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আহূত সজ্জন-সমাকীর্ণ এক মহতী সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ ও শ্রীমৎ উর্দ্ধমন্থী মহারাজের বক্তৃতান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব এক ভাষণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের চরণকমলের সেবাতেই হৃদয়ের আবর্জ্জনা মুক্ত হইবে, বুঝাইয়া দেন। এই ভাষণ পাঠকবর্গের জন্য শ্রীপত্রিকায় আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় মুদ্রিত করিব। সমিতির মূল কেন্দ্র এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহেও এই উৎসব যথাবিহিত পালিত হন। চুঁচুড়ামঠে সভান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসাদ উপস্থিত জনগণকে প্রদান করা হয়। —**নিজস্ব সংবাদ**

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

নরজন্মে সদ্যো নবাগতকে নিস্পন্দবাক্ করিয়া গগনাতীত উৎকল-চিন্তামণি হইতে বঞ্চনামানসে অবর-চিন্তারত মায়াপুষ্ট জনগণের পশ্চিম-দিগন্তে অস্তায়মান রবিকিরণের স্বর্ণ-সদৃশী প্রলোভনময়ী নির্ব্বিশেষ-ভূমির সার্ব্বভৌমত্বের বিলোপসাধনে কৃতদারুবিগ্রহ পরম-করুণাময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা-মহোৎসব অখিল সুখাকর সচ্চিদানন্দবস্তুর অন্তর্দ্ধান-মুহূর্ত্ত হইতেই শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের মাধ্যমে বিগত ১৫ বামন ৪৮০ গৌরাব্দ, ৩রা আষাঢ় ১৩৭৩, ইং ১৮ই জুন ১৯৬৬ শনিবার আরম্ভ হইয়া দুইদলন রুদ্রের প্রতীক-দিবসে পাঞ্চজন্যে মহাজয়ধ্বনি দিয়াছেন। অবর রাজ্যের অধিগতসর্ব্বার্থ বণিককুলের প্রাকৃত হেমাদি-খচিত গগনচুম্বী প্রাসাদের মধ্য দিয়া "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি"—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদনে দিব্য রত্নাগারে 'দীব্যং বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুম'-এর অপ্রাকৃত পুষ্পবল্লী-সুশোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রেমগযান-রথোপবেশনে শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী গমনলীলায় প্রাকৃত কামগযানারোহীর দৃষ্টিকেও স্বীয় কক্ষে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেইকালে এতজ্জন্য প্রাকৃত বিশ্বে বিচরণকারী অসংখ্য ব্যক্তির গতি মন্থর করিতে রাজপ্রেরিত নগররক্ষিগণের প্রবল প্রচেষ্টাও কোনক্রমেই সেই লোকসমুদ্রকে রথমধ্যে অপ্রাকৃত পুষ্পের ক্ষৌদ্র-আহরণে ব্যর্থ করিতে পারে নাই। নিত্যারাধ্য সবৃন্দাবনধাম ব্রজেশতনয়ের অহৈতুকী সেবক ত্রিদণ্ডিপাদবৃন্দের রাদ্ধান্ত-ভাণ্ডারের ঊর্দ্ধগতির বিক্রমে সেদিন লক্ষ্মীর সেবকবৃন্দের গতির বামন-রূপও কেহ কেহ রথমধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু রথযানের বৃন্দাবনগতিকে কেহই রোধ করিতে পারেন নাই। ভাব-বিগলিত মুনিবৃন্দের ধৈর্য্যহর বৃন্দাবন-ধামের অদ্ভুত প্রকাশের পূর্ব্বাভাষে ঊষালোকের ন্যায় প্রকাম-পূরিতহৃদয়-গুণ্ডিচা-শোধনে উক্ত একাদশ দিবস শ্রীমঠে বহু হরিজনকেই শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণদেবও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৃন্দাবনে মাত্র দিবসত্রয়স্থিতিতে সন্দিগ্ধ হইয়া পঞ্চমদিবসে লক্ষ্মীর অনুচরবৃন্দ গুণ্ডিচা-গৃহে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যপর নিম্নতর

রসের সেবকবৃন্দের সর্ব্বদাই অপ্রাকৃত জগতের উচ্চতর মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার দুর্লভ—এই স্বতঃপ্রমায় অবোধ তাঁহাদের উক্ত উদ্যম সফল না হইলেও তাদৃশ সেবক শ্রীবাস পণ্ডিতের কলহ-নিরসনে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামাভিন্ন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে নিত্যা-বস্থিতিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ব্রজবিলাসের মহিমাই অপ্রাকৃত বিশ্বে ঘোষিত হইয়াছিল।

প্রাকৃত-দর্শনে গোধূমের প্রাচুর্য্য তণ্ডুল-বিরলতার বিশেষণরূপে অপ্রাকৃত গোলোক, বৃন্দাবনের ভৌম প্রতিকৃতির শোভা বর্দ্ধন করে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের বৃন্দাবন বিহার লীলাকালীন শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে উক্ত দর্শন উৎসব চাতককুলকে কৃপা করিয়াছেন। আবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উৎকল ক্ষেত্রে তণ্ডুলের খ্যাতি আছে। বাৎসল্য-রস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপালদেব উৎকল-ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিতে আগমন করিয়া জগন্নাথদেবের ভোগদ্রব্য পূর্ব্বাহ্ণেই গ্রহণ করিয়া ফেলিতেন। একারণ তণ্ডুল ও গোধূম উভয়ই সমভাবে এই মহামহোৎসবে আত্মপ্রকাশ করে।

বারংবার লক্ষ্মীর গণকে হতাশ না করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচা-গৃহে যাত্রার নবমদিবসে সার্থকুলের প্রাকৃত অর্থের সার্থকতাসাধনপূর্ব্বক বিবিধ দুর্লভ ভোগসম্ভার গ্রহণে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বস্থানে পুনরাগমন-লীলা প্রদর্শন করেন। পুনরায় শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রজগোপীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক-স্বরূপ ঐদিবস রাত্রে লক্ষ্মীর গণের আয়োজিত মহা-মহোৎসবের প্রসাদ শত শত সজ্জনকে নিত্য বৈকুণ্ঠ-বিমানের যাত্রীহিসাবে কৃপা করিয়া বিশ্বের ব্রজবধূবর্গের কোনও রম্যা উপাসনার পরতমত্ব স্থাপন করেন।

—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পরলোকগত পবিত্রকুমার দত্ত মহাশয়ের সাত্বত-শ্রাদ্ধ

বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে চুঁচুড়া-নিবাসী সমিতির একজন বিশিষ্ট হিতৈষী শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার দত্ত মহাশয় গত ১৪ই মাঘ ১৩৭২, ইং ২৮।১।৬৬ নিজ বাটীতে ৮২ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী স্নাতক (B A.)। পূর্ব্বজীবনে

তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদী দলের একজন সদস্য ছিলেন এবং বহুবার কারাবরণও করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মব্যতীত কোন কর্ম্মেরই মূল্য থাকে না, এই আদর্শ তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিষ্ঠান অস্মদীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী ও এক শ্যালিকা শ্রীল পরমারাধ্যতম-দেবের নিকট দীক্ষা ও শ্রীহরিনামশ্রিতা। চুঁচুড়া মঠ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালিকা তত্রস্থ শ্রীবিগ্রহগণের জন্য স্বহস্তে পুষ্পদ্বারা সুন্দর চূড়া, নিরুপম অলঙ্কার ও মালিকা প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া দেন। পবিত্রবাবু প্রায়ই শ্রীমঠে আসিয়া শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন এবং শেষের বৎসর তিনি প্রত্যহ নিয়মিত দুইবেলা পাঠকীর্ত্তনে এবং শ্রীতুলসী পরিক্রমায় যোগদান করিতেন।

পবিত্র বাবুর আত্মার কল্যাণ-কামনায় তদীয় কুটুম্ববর্গ স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত শ্রাদ্ধে আত্মার বরং অবনতি এবং অবমাননা হইয়া থাকে জানিয়া তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী উক্ত স্মার্ত্তশ্রাদ্ধে যোগদান না করিয়া দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শরণাপন্ন হন। অতঃপর গত ২৮শে বামন, ৪৮০ গৌরাব্দে বহু ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থী-সহ শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে বিশুদ্ধ সাত্বত-স্মৃতি 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকা' অনুসারে তাঁহার বাটীতেই পবিত্র বাবুর সাত্বত-শ্রাদ্ধ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হয়। এই শ্রাদ্ধেও পরলোকগত পবিত্র বাবুর আত্মীয়বর্গ যোগদান করত সাত্বত-স্মৃতির ক্রিয়াকলাপ-দর্শনে অতীব বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হন, এমনকি তাঁহাদের মৃত আত্মীয়বর্গেরও এই সাত্বতবিধানে পুনরায় শ্রাদ্ধ করিবার বাসনা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রাদ্ধোৎসব শ্রীমঠেই সম্পন্ন হয়। দুই শতেরও অধিক ব্যক্তি এই উৎসবে প্রসাদ পান।

আজীবন নিরামিষভোজী পবিত্র বাবুর পবিত্র আত্মার ঊর্দ্ধলোকেই অবস্থিতি হইবে বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে।

— নিজস্ব সংবাদ

ওঁ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
জেঃ নদীয়া (পঃ বঃ)
৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৩; ইং ১৬।৭।৬৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসরও শ্রীমথুরাধামস্থ **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ** হইতে **শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট আয়োজন** করিয়াছেন। তজ্জন্য আগামী **১০ই আশ্বিন, ইং ২৭।৯।৬৬, মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮নং প্লাটফরম্** হইতে সকাল ৮॥ টায় যাত্রা করা হইবে। পথিমধ্যে **প্রয়াগ, কাশী, গয়া** প্রভৃতি দর্শন করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নে প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই মহান্ সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

ইতি—
নিবেদক—**সভ্যবৃন্দ,**
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী ঃ—

১। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ,** হাওড়া ষ্টেশন হইতে **যাতায়াত ট্রেণভাড়া ও কুলিভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **২৭৫৲ টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। **মোটর বাসে** ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করা হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ ব্যয় লাগিবে না।

৩। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। সঙ্গে হাল্কা থালা, বাটি ও ঘটি লইবেন।

৪। **যাত্রিগণ ২০শে ভাদ্রের মধ্যে** অগ্রিম **১০০৲ টাকা** নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিবেন।

৫। অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া বাদে অবশিষ্ট ১৭৫৲ টাকা যাত্রা সময়ের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৬। **টাকা পাঠাইবার ও পত্রব্যবহারের ঠিকানা ঃ—**
পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ,
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোষ্ট নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঃ)।

৭। আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে নিয়ম-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনাদি স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৩ { ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৮শ বর্ষ | প্রত্যুম্ন, ২৯ পুরুষোত্তম, ৪৮০ গৌরাব্দ মঙ্গলবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৩; ইং ১৬।৮।১৯৬৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়-স্কন্ধে প্রথমেঽধ্যায়ে পরীক্ষিৎ-নৃপস্য প্রশ্নে শুকদেবেন মানবানাম্ কর্ত্তব্য-নির্ণয়ঃ

শ্রীরাজোবাচ।

যথা সন্ধার্য্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা।

যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলম্॥ ২১॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্, ধারণা যে বিধানের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিতা হইতে পারে এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠিতা থাকে এবং যাদৃশী হইলে পুরুষের মনোমল অতি শীঘ্র শীঘ্র অপনোদিত হইতে পারে, সেই সকল বিষয় আমাকে বলুন॥ ২২॥

শ্রীশুক উবাচ।

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া॥ ২৩॥

আসন নিয়মাদি দ্বারা জিতাসন, প্রাণায়াম দ্বারা জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্গরহিত হইয়া প্রথমে বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থূলরূপে মনকে ধারনা করিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥২৪॥

ভগবানের বিরাট্ দেহ অতি স্থূল হইতেও স্থূলতর। ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কার্য্য মাত্র এই সমগ্র বিশ্ব তাহাতেই প্রকাশিত হইতেছে ॥২৪॥

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥২৫॥

এই পঞ্চাশৎকোটি যোজনপ্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ দেহ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এই সপ্ত আবরণে আবৃত। ইহার মধ্যবর্ত্তী জীবনিয়ন্তা ভগবান্ বিরাট্ পুরুষই ধারণার আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং
পঠন্তি পাঞ্চিপ্রপদে রসাতলম্।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্ফৌ
তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে ॥ ২৬ ॥

পাতাল সেই বিরাট্ পুরুষের পাদমূল। রসাতল তাঁহার পদের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল তাঁহার পদদ্বয়ের গুল্ফপ্রদেশ এবং তলাতল তাঁহার জঙ্ঘাদ্বয় ॥ ২৬ ॥

দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তে-
রূরুদ্বয়ং বিতলমথাতলঞ্চ।
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে
নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥ ২৭ ॥

সুতল সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট্পুরুষের দুইটী জানু এবং বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়, মহীতল তাঁহার জঘন দেশ, নভস্তল বা ভুবর্লোক তাঁহার নাভি সরোবর ॥ ২৭ ॥

উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য
গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।

তপো ররাটীং বিদুরাদিপুংসঃ
সত্যন্তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ ॥ ২৮ ॥

স্বর্গলোক তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবাপ্রদেশ, জনলোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্রশীর্ষ বিরাট্ পুরুষের শিরোদেশ বলিয়া অভিজ্ঞাত ॥ ২৮ ॥

ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ
কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ।
নাসত্যদস্রৌ পরমস্য নাসে
ঘ্রাণোঽস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥

(তেজোময় শরীরহেতু) ইন্দ্রাদি দেবগণ বিরাট্ পুরুষের বাহু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, শব্দ তাঁহার কর্ণপুট, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই পরম-পুরুষের দুইটী নাসারন্ধ্র, দীপ্ত অনল তাঁহার মুখ ॥ ২৯ ॥

দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ
পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।
তদ্ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্য-
মাপোঽস্য তালু রস এব জিহ্বা ॥ ৩০ ॥

আকাশ তাঁহার নেত্রগোলক, আকাশস্থিত সূর্য্য তাঁহার নেত্র, রাত্রি ও দিবস উভয়ে তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্ম, ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূভঙ্গ, জল তাঁহার তালুর অধিষ্ঠান এবং রস তাঁহার জিহ্বা ॥ ৩০ ॥

ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি
দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া
দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥

বেদ সমূহ সেই অনন্ত বিরাট্ পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, যম তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি, পুত্রাদি স্নেহলেশ তাঁহার দন্ত, লোকসমূহের উন্মাদকরী মায়া তাঁহার হাস্য, অপার সংসার তাঁহার কটাক্ষপাত ॥ ৩১ ॥

ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো
ধর্ম্মঃ স্তনোঽধর্ম্মপথোঽস্য পৃষ্ঠম্।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌ চ মিত্রৌ
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘাঃ ॥ ৩২ ॥

লজ্জা তাঁহার উত্তর ওষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধর, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, অধর্ম্মপথ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ, প্রজাপতি তাঁহার শিশ্ন, মিত্রাবরুণ তাঁহার অণ্ড-কোষদ্বয়, সমুদ্র সকল তাঁহার কুক্ষি এবং পর্ব্বতসমূহ তাঁহার অস্থিরাশি॥ ৩২ ॥

নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি
মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা
গতির্বয়ঃ কর্ম্ম গুণপ্রবাহঃ॥ ৩৩ ॥

হে রাজশ্রেষ্ঠ, নদী সকল সেই বিশ্বতনু বিরাট্ পুরুষের নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাঁহার লোম, অনন্তবিক্রম বায়ু তাঁহার নিঃশ্বাস, কাল তাঁহার গমন এবং প্রাণীসমূহের সংসার তাঁহার ক্রীড়া॥ ৩৩॥

ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্
বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্য্য ভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ
স চন্দ্রমাঃ সর্ব্ববিকারকোষঃ॥ ৩৪ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মেঘসমূহ সেই বিরাট্ পুরুষের কেশদাম, সন্ধ্যা তাঁহার বসন, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান তাঁহার হৃদয় এবং প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা সকল বিকারের আশ্রয়-স্বরূপ মন বলিয়া কথিত॥ ৩৪ ॥

বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি
সর্ব্বাত্মনোঽন্তঃকরণং গিরিত্রম্।
অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্রগজা নখানি
সর্ব্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে॥ ৩৫ ॥

অভিজ্ঞগণ বিজ্ঞানশক্তি চিত্তকেই তাঁহার মহত্তত্ত্ব বলেন; শ্রীরুদ্র সেই সর্ব্বাত্মার অহঙ্কার, অশ্ব, খচ্চর, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি তাঁহার নখ, সমস্ত মৃগ পশু তাঁহার নিতম্ব॥ ৩৫ ॥

বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং
মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃ-
স্বরস্মৃতীরসুরানীকবীর্য্যঃ॥ ৩৬ ॥

পক্ষিসকল তাঁহার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য, (যাহার দ্বারা হংসসমূহের শুক্ল বর্ণ, শুক্লপক্ষিগণের হরিদ্বর্ণ, এবং ময়ূরনিকরের বিচিত্র বর্ণ বিধান হইয়াছে)।

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার বিচারবতী বুদ্ধি। পুরুষ তাঁহার আশ্রয় স্থান, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, অপ্সরাগণ তাঁহার ষড়জাদি স্বরস্মৃতি, অসুরনিকর তাঁহার বীর্য্য ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা
বিড়ূরুরঙ্ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো
দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম্ম বিতানযোগঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রাহ্মণ তাঁহার বদন, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজদ্বয়, বৈশ্য তাঁহার উরুযুগল কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদাশ্রিত। তিনি বসুরুদ্রাদি বিবিধ নামধারী দেববৃন্দ-যুক্ত এবং হবিঃসাধ্য যজ্ঞপ্রয়োগ তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥

ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য
যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।
সন্ধার্য্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥

হে মহারাজ, এই বিরাট্ বিগ্রহের যে সকল অবয়ব সংস্থান আপনার নিকট আমি বর্ণন করিলাম যোগিগণ স্ব-স্ব বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত স্থূল শরীরে মন ধারণা করিয়া থাকেন। এই কারণ এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই ॥৩৮॥

স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব
আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষ-সংস্থানুবর্ণনং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ।

স্বপ্নকালে যেরূপ পাত্রমিত্রসৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজসৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মে দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দ-নিধি বিরাট্অন্তর্যামী শ্রীনারায়ণকে ভজন করিবে। অন্যবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অন্য ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসারে প্রবৃত্তি ঘটিবে ॥ ৩৯ ॥

স্মার্ত্তের কাণ্ড

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥

ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীব্যাসদেব মহাভারতাদি বহুশাস্ত্র-প্রণয়নে এবং বিবিধ উপায়ে নিজ চেষ্টায় যখন চিত্তে প্রসন্নতা অর্থাৎ শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন গুরু শ্রীনারদের উপদেশানুসারে ভক্তিযোগ অবলম্বনে সমাধিস্থ হইয়া স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিলেন এবং তদ্ভিন্ন আরও দুইটী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিলেন,—একটী জীব বা তটস্থা শক্তি, অপরটী বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তি। এই অপরা মায়াশক্তি সেই পূর্ণ পুরুষের পরাগ্-ভাবে নিত্য আশ্রিত হইয়া অবস্থিতা; আর, তটস্থ জীব স্বরূপতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ অণুচৈতন্যময়ী পরাশক্তি হইয়াও স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি-ক্রমে অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যশক্তির অপব্যবহারক্রমে মায়ার ভোক্তা হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়া আপনাকে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক জড়-সম্বন্ধি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হইতেছে। এই প্রকার জীব 'বদ্ধ'-নামে অভিহিত। অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাদ্ভক্তি.যোগ-প্রভাবেই জীবের এই অনর্থ নিবৃত্ত হয়।

এই বদ্ধজীব ব্যতীত অপর এক প্রকার জীব আছেন। তাঁহারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তির সদ্ব্যবহারহেতু নিজ নিজ স্বভাবে অর্থাৎ স্বরূপবৃত্তিতে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তৎপর হইয়া শুদ্ধ পূর্ণ নিত্যানন্দসাগরে মগ্ন আছেন। তাঁহারা 'নিত্যমুক্ত' নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত নিতান্ত ভাগ্যহীন জীবগণ, অনাদি কাল হইতে সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা পরিত্যাগ করিয়া—তাঁহাকে আনন্দ-সুখ না দিয়া, আপনাদিগকে একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণদাস জানিবার পরিবর্ত্তে ঐ কুহকিনী মায়ার মোহকরী ছলনায় ভুলিয়া নিতান্ত তুচ্ছ অক্ষজ-জ্ঞানকে সম্বল করতঃ অহঙ্কার-বিমূঢ় অর্থাৎ আপনাদিগকে 'অচিৎ', 'জড়' বলিয়া অভিমান করিতেছে। ফলে, এই ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগময় 'সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষাভিমানে' ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। এই বিরূপাভিমানী অর্থাৎ অনাত্ম দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিকারী,

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ-সেবাহীন জড়ভোক্তা জীবগণই 'প্রকৃতিজন', 'স্মার্ত্ত' বা 'কর্ম্মী' নামে অভিহিত। ইহারা কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ, স্ব-স্বরূপ এবং ভক্তি-স্বরূপ বিস্মৃত হইলেও পরমকারুণিক কৃষ্ণ ইহাদিগকে ভুলেন না। তাঁহার দাসী এই সংসার-দুর্গাধিষ্ঠাত্রী মহামায়া স্বীয় প্রভুর বিদ্রোহী এই সকল জীবকে ত্রিতাপানলে দগ্ধ করাইয়া পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিতে থাকেন।

দুঃখের সেই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় ভবদাবদগ্ধ জীবের বুদ্ধি ক্রমশঃ আত্তিযুক্ত হইলে সে নিরতিশয় নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া অতি আর্ত্তস্বরে "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে একটু শান্তিলাভের আশায় সুখ পাইবার উদ্দেশে যদি অজ্ঞানক্রমেও হঠাৎ পরম সত্য বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎকালে তাহার সুকৃতির উদয় হয়। এইরূপ বহু সুকৃতিবশে কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জীব একমাত্র সাধু, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিলে পর তাঁহার নির্ম্মল-সঙ্গপ্রভাবে ক্রমশঃ বিধুতকল্মষ হইয়া অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভজনের অধিকার লাভ করে। এইস্থলে আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, **বদ্ধজীব স্বীয় ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগে মত্ত থাকিয়া অক্ষজ-জ্ঞানের মাপকাঠিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব চিনিতে পারে না বা সন্ধান লাভ করে না**; কেন না হরি-গুরু-বৈষ্ণব নিত্য, প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ; তাঁহারা জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা গোচরীভূত নহেন। এইরূপ মাপিতে বা চিনিতে যাওয়ার নাম অর্থাৎ **অচিন্ত্য বস্তুকে তর্কের গোচরীভূত করিবার চেষ্টাকেই 'আরোহ' বা 'অধিরোহ'-বাদ বলে।** বাস্তবিক পক্ষে, আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করিলেই অর্থাৎ একান্তভাবে শরণাগত হইলেই সেই প্রপঞ্চাতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে প্রকটিত বা আবির্ভূত হন। এই যে নিত্য সেবকের শরণাগতি-প্রযুক্ত **নিত্য সেব্যের কৃপা-আবির্ভাব**—ইহার নাম **'অবতার'-বাদ বা 'আরোহ'-বাদ।**

এইপ্রকার বদ্ধজীবকে স্বীয় নিত্য অতুল প্রেমসুখসাগরে ভাসাইবার জন্য পরম দয়াল কৃষ্ণচন্দ্র কখনও স্বয়ংরূপ অবতারী হইয়া, কখনও অংশাবতার-রূপে, অথবা কখনও প্রিয়তম নিজজনকে প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া শিক্ষাগুরু মহান্তস্বরূপে অবতীর্ণ হ'ন। শুধু তাহাই নহে, জীবের প্রতি অসীম দয়ার্দ্র হইয়া সাক্ষাৎ অভিন্ন চৈতন্যরসবিগ্রহ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ

হইয়া তাঁহার শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমসেবারত-চিত্তে স্বীয় রূপ-গুণ-লীলা উদয় করাইয়া কৃতার্থ করেন। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, বদ্ধজীব শরণাগত হইলেই অদ্বয়জ্ঞান অধোক্ষজ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রভাবে মায়ামুক্ত হইয়া পুনরায় স্বস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠপতির নিত্য সেবা করিতে সমর্থ হয়। যেমন মেঘের জল স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও পৃথিবীস্থ নানা দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে এবং নানা দৈহিক রোগের আকর হয়, পরে রসায়ণ-তত্ত্ববিদের দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কৃত হইলে পুনরায় স্বাভাবিক নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সজ্জন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণ বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার নিখিল পাপ-কলুষরাশির সংক্ষয়-সাধনপূর্ব্বক জীবাত্মার স্বাভাবিক শুদ্ধ নির্ম্মলবৃত্তিকে নিত্য কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনে মত্ত করাইয়া কৃত-কৃতার্থ করেন। আর যাহারা সেই অদ্বয়জ্ঞানের কৃপালাভে ব্যাকুল না হইয়া স্বীয় সংকীর্ণ পরিচ্ছিন্ন বাহ্যজ্ঞানদ্বারা হরি গুরু বৈষ্ণবকে বা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-চেষ্টাকে বুঝিতে যান, তাহারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য ফল-ভোগকামী হইয়া কখনও স্বর্গ, কখনও নরক ভ্রমণ করিয়া অনাদি দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। এতাদৃশ স্মার্ত্তগণের বিকর্ম্ম-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবাবিহীন অসদাচার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিব, আর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য আন্তরিক আবেদন করিব।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(বিজ্ঞান)

১। উত্তাপের মূল কারণ কি?

"গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্র-সকল নির্গত হইয়া বৃহদ্ বৃহদ্ ব্যাপার সম্পাদন করে। এই সকল কার্য্যে চেতনের প্রেরণা কোথায়? * * * যদিও উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতনের প্রেরণা-ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপ কি পদার্থ? বিশেষ বিচার করিলে উত্তাপকে 'গুণ' বলা যায়। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ

সঞ্চালন হয়, তখনই উত্তাপ দেহে প্রকাশ হয়। কামের আধিক্যে জ্বর হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত-পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন-পদার্থের ক্রিয়ার ফল বলিলেই হইতে পারে।"

—তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

২। যুক্তিই কি জড়-বিজ্ঞানাবিষ্কারের মূল নহে? মানব-প্রকৃতি কি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হয়?

"যুক্তিদ্বারাই সমস্ত মানস ও জড়-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড়-বিজ্ঞান অনেক প্রকার। যথা—জড়গুণ-বিজ্ঞান (Science of matter and motion), চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism), বৈদ্যুতিক-বিজ্ঞান (Electricity), আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান (Medicine), দেহ-বিজ্ঞান (Physiology), দৃষ্টি-বিজ্ঞান (Optics), সঙ্গীত-বিজ্ঞান (Music), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইতে যতপ্রকার শিল্প ও কারু (Art and manufacture) আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway), তড়িদ্-বার্ত্তাবহ (Electrical wire), অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহনির্ম্মাণ (Architecture)—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশ-জ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল-সমাচার ও কাল-জ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান। পশুবৃত্তান্ত-জ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিব বিজ্ঞান (Minerology), তথা অস্ত্র-চিকিৎসা (Surgery) এই সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান। যাঁহারা এই জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান, তাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন। মানব-প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে।"　　—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩। সারগ্রাহিগণ কাহাকে বিজ্ঞান বলেন?

"বৈষ্ণবগণ বিষয়-জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে 'বিজ্ঞান' বলেন। * * যাঁহারা জড়-প্রবৃত্তি-অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে রত, * * তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎপরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন।"　　—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

৪। কোন্ ধর্ম্মে চিদ্‌বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুশীলন হয় ?

"আধুনিক ধর্ম্মনিচয়ে ভক্তির বিজ্ঞান দেখা যায় না। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যে সনাতন-ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব-তত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব **বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই কেবল ভক্তি-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা**। শ্রীজীব গোস্বামীর (ষট্) **সন্দর্ভে** ও শ্রীরূপগোস্বামীর **ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে** ভক্তিবিজ্ঞান বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে।" —প্রেঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫। বিজ্ঞান কোন্ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হয় ?

"শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নত করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণের সেবা করাই শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকগণের কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা উহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর-নির্ব্বাহী ব্যাপার-সকলের সাধনের জন্য অন্যান্য লোকের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাতঃ ক্রমোন্নতি-বাদিন্! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের ও জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকার-চর্চ্চা-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষ গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভালমানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।"

— 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

৬। বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প কোন্ সময়ে সর্ব্বোন্নত হয় ?

"**কর্ম্ম** যখন **ভক্তির** যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে 'কর্ম্ম' বলিয়া পরিচয় দেয় না, 'ভক্তি' বলিয়াই পরিচয় দেয়। যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ-নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সমস্পর্দ্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি-চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজ-তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু **যখন কর্ম্ম ভক্তি-স্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়।**" —তঃ বিঃ, ১ম অনু ৯-১২

৭। সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণ কিরূপ ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী ?

"শারীরিক ও মানসিক যতপ্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্প-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি, সেই সকলই 'অর্থ-শাস্ত্র'। ঐ সকল শাস্ত্রদ্বারা কোন-না-কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক

বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম—অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে. চিকিৎসা-শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়; গীত-শাস্ত্রদ্বারা কর্ণ ও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়; প্রাকৃত-তত্ত্ব (পদার্থ) বিজ্ঞানদ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়; জ্যোতিষ-শাস্ত্রদ্বারা কালাদি নির্ণয়রূপ অর্থ-সংগ্রহ হয়; এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক স্মৃতি-শাস্ত্রকেও 'অর্থশাস্ত্র' বলা যায় এবং স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়, যেহেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাদ্রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদরকরত তাহার সম্যক আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রের চরম-গতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধানকরত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন। পরমার্থ-নির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিসংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন, নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না—কখনও গোপনীয় উপদেশ, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতাকরত, কখনও বন্ধুভাবে, কখনও বিরোধভাবে, কখনও স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখনও বা পাপের দণ্ড বিধানকরত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্ত-শোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন।"　　—কৃঃ সং ১০।১৪

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রেষ্ঠ পথ

গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতাদি ঋতুর ঘূর্ণন,
শশী-সূর্য্য-তারাদির স্বকক্ষে ভ্রমণ,
দিবারাত্র জ্যোতিষ্কের অস্তোদয়-রীতি-
বিচার হইতে জন্মে বস্তুর প্রতীতি।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি, হর্ষ-শোক-গুণ
স্মরণ করায় সেই বিধাতৃ-চরণ।

কুশলীর সে কৌশল ধরিবার তরে
অদ্যাবধি নানা মুনি নানা চেষ্টা করে।
কপিল, কণাদ, আর গৌতম, জৈমিনী,
পতঞ্জলি আদি সব বড় বড় মুনি
বেদধর্ম্ম ত্যজি' 'জ্ঞান'-'কর্ম্ম'-'যোগ' ধরে'
সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝাইতে বৃথা চেষ্টা করে।
'কার্য্য-কারণ অসৎ', বলে বৌদ্ধগণ।
কপিলের 'সাংখ্যে' দেখি 'প্রকৃতি' কারণ॥
কণাদের জড়-বিশেষ আপাতঃকারণ,
মুখ্য কারণ কিন্তু নাহি স্পর্শে তাঁর মন।
গৌতম স্থাপিলা 'ন্যায়ে' পরমাণু-বাদ,
বেদানুগত্য নাহি তায় কেবল জড়-বাদ।
জৈমিনীর 'মীমাংসা'য় ঈশ্বর কর্ম্মাধীন,
পতঞ্জলির মোক্ষ চরমে চিদ্‌বিশেষ-হীন।
এইরূপ নানা জন স্থাপিলা স্বমতে,
চরম প্রতীতি কিন্তু কেবলা ভক্তিতে।
সেইহেতু অবশেষে ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম
যত যত যোগী, ঋষি পালে ভক্তিধর্ম্ম।
শাস্ত্রে দেখি,—সনকাদি শুকদেব জ্ঞানী
নিজমুখে ভক্তি' শ্রেষ্ঠ কহয়ে বাখানি।
ভক্তি ত্যজি' ভক্ত কিন্তু আন নাহি ধায়।
এ কারণ ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ সর্ব্বথায়॥

শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণ-তীর্থ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৮)

এইরূপে অবান্তর তাৎপর্য্য বিচারে (উপক্রম-উপসংহারাদি তাৎপর্য্য নির্ণায়ক) ষড়্‌বিধ লক্ষণ দ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব জানা যায়। উপক্রম ও উপসংহারের একত্বনিবন্ধন ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি উপক্রম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি" এই ভগবদ্ধ্যানসূচক বাক্য ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব সূচনা করিতেছে। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন বলিতেছেন—"এবং সতত-যুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে" (১২।১); তোমাতে এইরূপ সততযুক্ত হইয়া যাঁহারা তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানমার্গাপেক্ষা ভগবদ্ধ্যানেরই অনায়াসত্ব অর্থাৎ সহজসাধ্যত্ব নিবন্ধন ভগবৎ ধ্যানকারিগণকেই শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়াছেন। "কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা" (ভাঃ ১২।১৩।১৯) শ্লোকে উপসংহার বাক্যেও পরম সত্য পদার্থের ধ্যান করার কথাই উক্ত হইয়াছে।

'অভ্যাস' দ্বারা ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্বের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'অপূর্ব্বতা ফল' দ্বারাও "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে" (ভাঃ ১।৭।৬) শ্লোকে ব্যাস-সমাধিতে 'ভগবান অধোক্ষজের প্রতি সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ দ্বারাই অনর্থের উপশম হয়' ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চম লক্ষণ 'অর্থবাদ' (প্রশংসাত্মক) বাক্যদ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব সম্বন্ধে বহু-বিধ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠ লক্ষণ 'উপপত্তি' দ্বারাও "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা" (ভাঃ ১১।২।৩৭) শ্লোকে ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়ার প্রতি অভিনিবেশবশতঃ ভয় হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুরুদেবকে 'পরম দেবতা' ও 'হরিপ্রিয়'-জ্ঞানে অব্যভিচারী ভক্তিযোগেই সম্যক্ ভজন করিবেন—এই সকল উদাহরণ দ্বারা ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব ও সর্ব্বসাধন-শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

'গতিসামান্যে'ও অর্থাৎ যাবতীয় ক্রিয়ার সাধারণ ফলস্বরূপেও "ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা" (ভাঃ ১।৫।২২) ইত্যাদিতে ভগবান্ হরির যে গুণকীর্ত্তন তাহাই পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, জ্ঞান ও দানের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অচ্যুত (অমোঘ) ফল,—এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" (ভাঃ ১।১।২) শ্লোকে এবং "অত্র সর্গোবিসর্গশ্চ" (ভাঃ ২।১০।১) শ্লোকে সর্গ বিসর্গ ইত্যাদি দশ লক্ষণের মধ্যেও সদ্ধর্ম্মের লক্ষণ স্বরূপে ভক্তিই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাগবতের বীজস্বরূপ চতুঃশ্লোকীতেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব বর্ণিত—"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ঃ ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥" আত্মার (শ্রীহরির) তত্ত্ব বা স্বীয় শ্রেয়ঃ সাধনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শ্রীগুরুচরণে যাহা অন্বয় ব্যতিরেকভাবে বা বিধি ও নিষেধক্রমে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা (দেশকালাবচ্ছিন্ন না হইয়া) বিদ্যমান, সেই শুদ্ধভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। এই চতুঃশ্লোকীর প্রারম্ভেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান—'সম্বন্ধ', রহস্য—'প্রয়োজন' ও তদঙ্গ—'অভিধেয়' সাধন ভক্তি—এই চারিটী বিষয়কে বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। সেই চতুঃশ্লোকীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য প্রথমোক্ত তিন শ্লোকেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রহস্য-শব্দে প্রেম-ভক্তি এবং তদঙ্গ-শব্দে সাধন ভক্তি। এইগুলি পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ"॥ ভগবান বলিতেছেন "হে উদ্ধব যাহাতে আমার সাক্ষাৎ স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ত্তমান, সেই বেদনাম্নী ভগবদ্বাণী প্রলয়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল, পরে ব্রাহ্ম-কল্পাদিতে আমি ব্রহ্মাকে উহা কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। এই বাক্যে চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত সর্ব্বশেষ চতুর্থ পদ্যে সাধন ভক্তিই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্বয়ভাবে উদাহরণ,—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" অর্থাৎ আমার প্রতি মনোনিবেশ কর, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর।

ব্যতিরেক উদাহরণ—

মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (গীতা ৭।১৫)

যাবজ্জনো ভজতি ন ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্ত্তা-সুধারসমশেষরসৈকসারম্ ।
তাবজ্জরামরণ-জন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ (পদ্ম পুরাণ)

বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে চারি আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চারিবর্ণ পৃথক পৃথক গুণান্বিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মকারণস্বরূপ সেই পরম পুরুষ ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

পাপপরায়ণ, নিত্যানিত্যবিবেকহীন, মায়ার বশে সচ্ছাস্ত্রোপদেশজনিত জ্ঞানহীন, দম্ভাদি আসুর ভাবান্বিত জনগণ কখনও আমাকে পায় না। যে পর্য্যন্ত মানব পৃথিবীতে অনন্তরসের মধ্যে একমাত্র সারপদার্থ হরিভক্তি-কথারূপ সুধারস সেবন না করে, সে পর্য্যন্ত সে বহু দেহ ধারণজনিত জরা, মরণ, জন্ম যাতনাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন—কোথায় কোথায় এই ভক্তি প্রতিপন্ন হয়? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সর্ব্বত্রই অর্থাৎ কি শাস্ত্র, কি কর্ত্তা কি দেশ, কি ইন্দ্রিয়, কি দ্রব্য, কি ক্রিয়া, কি কার্য্য, কি ফল—সমস্ত ব্যাপারেই ভক্তি অধিষ্ঠিতা।

সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্ম-মৃত্যু-সমাকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্ ॥ (স্কান্দে)

তন্মধ্যে অন্বয়ভাবে—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ (ভাঃ ২।৩।৩৪)
অ'লে ডা সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেবং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥

(স্কন্দ, পদ্ম ও লিঙ্গপুরাণ)

এই জন্ম মৃত্যু-সমাকুল ভয়ঙ্কর সংসারে বাসুদেবের পূজাই শাস্ত্র-বিচারক-গণ কর্ত্তৃক একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা নির্ব্বিকার অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইয়া তিনবার সমগ্র বেদ বিচার করিবার পর, যাহা হইতে ভগবানে রতি হয়, সেই সাধনভক্তি বুদ্ধিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই নিরূপিত হইয়াছে যে একমাত্র ভগবান শ্রীনারায়ণই সর্ব্বদা ধ্যেয়।

ব্যতিরেকভাবে গরুড় পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—বেদে পারঙ্গত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে ভক্তিহীন, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিতে হইবে।

সর্ব্বকর্ত্তার মধ্যে—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূন-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুত-ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥ (ভাঃ ২।৭।৪৬)
কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সন্নাস্তচেতসাম্।
ঊর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥ (গারুড়ে)

যাঁহারা তাঁহার নামরূপগুণলীলায় মনোনিবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের ত কথাই নাই; এমন কি, স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও অন্যান্য পাপজীবগণ এবং পশুপক্ষী আদি তির্য্যকযোনি জীবগণও যদি ভগবান উরুক্রমে সেবাপরায়ণ ভক্তগণের চরিত্র কেবলমাত্র অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারাও বৈষ্ণবী মায়াকে জানিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, সপ্তবিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

ষট্‌তিলা একাদশী

"যুধিষ্ঠির বলিলেন—'হে আদিদেব জগন্নাথ কৃষ্ণ! আমার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী কি নামে খ্যাতা এবং তাহার বিধি ও ফল প্রভৃতি কিরূপ তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন।' অনন্তর ভগবান্ কহিলেন—'হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি সেই মাঘী কৃষ্ণা একাদশীর কথা বর্ণন করিতেছি। এই একাদশী **ষট্‌তিলা** নামে বিখ্যাতা এবং সর্ব্বপাপবিনাশিনী।' মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে একদা দালভ্য ঋষি জিজ্ঞাসা করেন, মর্ত্তালোকে মানবগণ ব্রহ্মহত্যা ও গোবধাদি পাপ, পরদ্রব্যহরণ ও পরদুঃখ উৎপাদনাদি কার্য্য

নিয়তই করিয়া থাকে, সে কারণ নরকই তাহাদের লভ্য হয়। হে ব্রহ্মন্! এ অবস্থায় কি করিলে তাহারা নরকগমন হইতে রক্ষা পায় তাহা যথাযথভাবে আমাকে উপদেশ করুন। অনায়াসসাধ্য কোনও কার্য্য বা অল্প কিছু বিত্তাদিদানে যদি তাহাদের এই সকল পাপ দূর হইবার কোন উপায় থাকে তবে তাহা বলিবেন।

পুলস্ত্য কহিলেন—হে মহাভাগ! তুমি একটি গোপনীয় উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। ইহার উত্তর ব্রহ্মা ইন্দ্র কেহই কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। একমাত্র আমিই তোমার প্রশ্নের উত্তরে তাহা ব্যক্ত করিতেছি। মাঘ মাস উপস্থিত হইলে শুচি, জিতেন্দ্রিয়, কাম-ক্রোধাহঙ্কার-লোভ-পৈশুন্যাদি (খলতা) বর্জ্জিত ব্যক্তি দেবদেব শ্রীহরিকে স্মরণপূর্ব্বক স্নানান্তর জল দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করতঃ মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই গোময় গ্রহণ করিবে। তৎপর ঐ গোময়ে তিল মিশ্রিত করিয়া কার্পাস বীজের মত হোমার্থ একশত আটটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া শুকাইতে দিবে। ইহাতে কোনও বিচার বা মতভেদ নাই। অনন্তর মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশী আর্দ্রা বা মূলা নক্ষত্র-যুক্তই হউক তাহাতে ব্রতনিয়ম গ্রহণ করিবে। ঐ ব্রতের পুণ্যফলদায়ক নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ও শুচি অবস্থার বিধানানুসারে স্নানপূর্ব্বক দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা সমাপন করিবে। পূজাদিতে কোনও বিঘ্নাদি ঘটিলে তজ্জন্য কৃষ্ণনাম স্মরণ করিবে। রাত্রিকালে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনপূর্ব্বক হোম করিবে। চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুতপূর্ব্বক কৃষ্ণ-নামে পুনঃ পুনঃ উহা নিবেদন করিয়া কুষ্মাণ্ড, নারিকেল বা বীজপূরক, তদভাবে একশত গুবাক দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বম-গতীনাং গতির্ভব' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয়। 'কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হউন' বলিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে জলকুণ্ড, ছত্র, উপানহ (পাদুকা), বস্ত্র ও কৃষ্ণ ধেনু প্রভৃতি সহ তিলপূর্ণ পাত্রও প্রদান করিবে। স্নান ও দানাদি কার্য্যে কৃষ্ণ তিলই প্রশস্ত জানিবে।

হে দ্বিজোত্তম! ঐ দানীয় তিল হইতে যে সকল তিল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহাদের শাখা গণনায় যত হইবে তত সহস্র বৎসর দানীর স্বর্গলোকে বাস হইয়া থাকে। তিলদ্বারা স্নান, পেশা তিল গাত্রে লেপন, তিল দ্বারা হোম,

পিত্রাদিকে তিলযুক্ত জল প্রদান, তিল দান ও তিল ভোজন—তিলযুক্ত এই ছয়টি কার্য্যকে পাপনাশিনী 'ষট্‌তিলা' বলে।

হে যুধিষ্ঠির! এক সময়ে নারদও আমাকে এই ষট্‌তিলা একাদশীর ফল ও উপাখ্যান কথনের জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি তদুত্তরে নারদকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই আজ তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।

পুরাকালে মর্ত্ত্যলোকে এক ব্রাহ্মণী বাস করিত। সে নিত্যই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রতাচরণে তৎপরা ও দেবপূজা-পরায়ণা ছিল। উপবাস দ্বারা তাহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল। সেই মহাসতী ব্রাহ্মণী দেবতা, ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের প্রতি ভক্তিবশতঃ অন্য হইতে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া আবার ঐ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণাদিকে দান করিত। সব সময় সে অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণী কখনও ভিক্ষুক ব্যক্তিকে ভিক্ষা দান এবং ব্রাহ্মণগণকে (অন্ন প্রদানে) তৃপ্ত করে নাই।

এইভাবে বহু বৎসর গত হইলে আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে কষ্টসাধ্য ব্রতাদিদ্বারা এই ব্রাহ্মণীর শরীরটি শুষ্ক হইয়াছে ইহাতে সংশয় নাই, কায়ক্লেশ সহকারে যথাযথভাবে বৈষ্ণবগণের অর্চ্চনও করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পরমতৃপ্তির জন্য কখনও অন্নদান করে নাই। আমি ইহা অবগত হইয়া কপিল-রূপ ধারণপূর্ব্বক তাম্রনির্ম্মিত পাত্র হস্তে লইয়া সেই পাত্রে তাহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম। ব্রাহ্মণী বলিল—হে ব্রাহ্মণ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইবে তাহা আমার কাছে বল। তাহার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি পুনরায় তাহাকে 'হে সুন্দরি! আমাকে ভিক্ষা দাও' বলিলাম। সেই ব্রাহ্মণী তখন মহাকোপ-সহকারে আমার তাম্রপাত্রের উপর একখণ্ড মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। হে নারদ! যখন সেই ব্রাহ্মণী আমাকে এই মাটির ঢেলা দিল তখন আমি নিজ স্থানে গমন করিলাম।

অনন্তর বহু কাল পরে মহাব্রতধারিণী সেই ব্রাহ্মণী ব্রতাচরণ-প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া পূর্ব্বকৃত মৃৎপিণ্ড দানের প্রভাবে তথায় মনোরম একটি গৃহ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু হে নারদ! সেই গৃহটি পূর্ব্বে অন্নদান-ফলাভাবে ধান্য-তণ্ডুল বিবর্জ্জিত ছিল। সেই ব্রাহ্মণী উক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক মহাক্রোধ-ভরে বলিল,—'আমি ব্রত, কৃচ্ছ্রসাধন ও বহু উপবাসাদি দ্বারা সর্ব্বলোকের

শ্রীগুরুপদে বিজ্ঞপ্তি

নমো নমো প্রভু মোর শ্রীকেশব স্বামী।
সর্ব্বাগ্রে বন্দোঁ মুই চরণ দু'খানি॥
শুনিয়াছি সাধুমুখে তুমি দয়াবান্।
শতশত বদ্ধ জীবে করিয়াছ ত্রাণ॥

দুষ্টের দমন শিষ্টে পালনের তরে।
গুরুরূপে আসিয়াছ এ ধরার প'রে॥
তোমার গুণের প্রভু, নাহি কোন শেষ!
তোমায় দিয়েছি আমি কত না যে ক্লেশ॥

ভক্তের অধীন তুমি অসীম দয়াবান্।
যে তোমার কৃপা পায় সেই ভাগ্যবান্॥
তুমি ত' জীবেরে প্রভু ভক্তি কর দান।
তোমা' না ভজিলে জীবের নাহি পরিত্রাণ॥

মায়া হ'তে ত্রাণ লাভে করিগো কামনা।
হৃদয়ে না থাকে যেন বিষয়-বাসনা॥
সর্ব্বশাস্ত্রে গায় শুধু গুরু-কৃপা সার।
আর কোন আশা নাই হৃদয়ে আমার॥

তোমার চরণ-তরী একমাত্র সার।
তুমিই কেবল নাথ ভরসা আমার॥
অভাগিনী এ অধমা হরিদাসী কয়।
জন্মে জন্মে তব পদে যেন ভক্তি রয়।

শ্রীমতি হরিদাসী রায়
গোলকগঞ্জ (আসাম)

টাকা দিয়ে মোড়া

[উঃ, কি প্রকাণ্ড ধূর্ত্ত! দেখে বুঝবার উপায় নেই যে কি বিরাট একটা ভোগের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করছে। সর্ব্বদাই কি যেন একটা চিন্তায় মশ্‌গুল।...]

বলি হোল কি হে? ছিলে ত বেশ সুখে—খট্টাঙ্গে শয়ন, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন, নিক্তি-ধরা ঘড়ির কাঁটার একচুল এদিক ওদিক হবার যো ছিল না, দুই তিন জন সর্ব্বদা হুকুম তামিলে ব্যস্ত, পোষাক-পরিচ্ছদের বাহাদুরী, কত সুখেই ত ছিলে হে; তথাপি তুমি চিন্তা কর কিসের, আবার কি চাও, বলই না খুলে। আমি ন্যাকাবোকা লোক্, আমাকে আর ভয় কেন?

—নাঃ, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না, ঐগুলো আমাকে সুখ দিচ্ছে না, আমাকে নিষ্পেষিত করে মারছে। আমি ঐসব ছাড়বো, আমি বৈরাগী হব।

—বৈরাগী? এ্যাঁ, এ আবার তুমি কি বল্‌ছ হে; তুমি আবার কত রঙ্গই যে করতে পার, এ-ও তোমার রঙ্গ মন্দ নয় যে, তোমার মুখে ত্যাগের বাহাদুরী! তোমার ঐসব কথা আর বিশ্বাস হচ্ছে না। রাজ-সিংহাসন, রাজভোগ ছাড়বে কেন এই বয়সে?

—কি যে তুমি বল ছাই, মাথা মুণ্ড কিছু নাই। তুমি আমার এ্যাদ্দিনের প্রাণের দোস্ত হ'য়ে এখনও আমার মনের কথা বোঝ না। আমাকে বেশী ঘাঁটিও না বলছি। আমি সব জানি, শুধু কিছু বলি না; আমি এক্ষুনি রেগে যাব কিন্তু, তখন সব বুঝতে পারবে।

—অল্প কথায় চটো কেন! তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে, আমার একটা বন্ধু কম পড়বে, আমি বলব না তা? তোমাকে নিয়ে আমি কত সুখ-দুঃখের গল্প কর্‌তুম, সেই বাদলা দিনে জানালার পাশে বসে প্রকৃতির রূপ উপলব্ধি কর্‌তুম, আর তোমার বাড়ীর লোকেরা টাটকা ভাজা ডালমুট, চানাচুর দিয়ে যেত, তুমিও তার থেকে কিছু ভাগও আমাকে দিতে; ব্যাং-গুলো পেট ফুলিয়ে কত আওয়াজ করত—তা'শুনে তুমি কত কাব্য কত্তে, সেদিন কি সহজে ভোলা যায় ভাই?

—নাঃ, ভোলা যায় না, বল্লেই হল। আমি কত উঁচুতে উঠব, সেটা তোমার আর ভাল লাগছে না।

—কি করে ভাল হবে বল, তুমি ছিলে খোকন বাবু, বয়স তোমার অনেকই হয়েছিল; তথাপি বাপ-মায়ের আদুরে নামটীও তুমি অনেক দিন ভোগ করেছ। এই সেদিনও তোমার মায়ের "ও খোকন, ও খোকন" বলে চীৎকার আমি শুনেছিলুম।

—তুমি যে কত কি শুনে থাক।

—আমি যা' করি সব ভুল, আর তুমি যা' কর সব ঠিক। বেশ, বেশ, তাই হোক্, তাই হোক্।

—এ্যাঁ কি বল্লে, আবার বল শুনি। কবে ঐ ডাক শুনেছিলে, ওঃ, তাহলে ত মুস্‌কিল হ'য়ে গেল!

—মুস্কিল আর কি, হ্যাঁ, আমি তোমার বুদ্দি এবার ধরতে পেরেছি।

—হুঁ-উ, তুমি আবার আমার বুদ্ধি ধরতে পারবে। কি ধরতে পেরেছ, বল। তুমি চিরকাল আমার কূটবুদ্ধির কাছে হার মেনে এসেছে, এটা কি তোমার মনে নেই?

—কি করে মনে থাকবে? তুমি চিরকালই খুব বেশী বুঝে থাক বল। সুতরাং এখন আবার ধম্ম-কম্ম কত্তে যাবে কেন? ধার্ম্মিকরা কত কষ্ট-সেষ্ট করে, তুমি পারবে অত কত্তে? আমি বোকা-সোকা মুখ্যু-সুখ্যু লোক কিকরে তোমার বিচার-বুদ্ধি বুজ্‌ব বল।

—তোমাকে এক্ষুনি আমি বুঝিয়ে দিতে পারতাম, শুধু একটু ধৈর্য্য ধরে থাক। সবুরে মেওয়া ফলে, সব বুঝিয়ে জল করে দেবো।

—সে নয় সব তুমি বুঝিয়ে দেবে, এখন কি করে আমি থাকি বল। ঐ যে গো কিছু আগে ছেলেবেলার কত কথা বলছিলুম না, তুমি ত সে সব শুনতেই চাইলে না—কেবল চিন্তা, কেবল চিন্তা, উঁ।

—আচ্ছা বল, তোমার মনের কথা সব না হয় খুলেই বল। যখন তোমাদের ছেড়ে চলেই যাব, তখন আর কোন ক্ষোভ কেন তোমার মনে থাকে। তুমি যা' বলবে সব আমি বুঝতে পারছি। তুমি বুঝতে পারছ না কেন, কেবল বসে বসেই দিনগুলো কাটাব?

—তোমার এরম মনের ভাব আবার কবে থেকে হল বল দেখি। এরম তো আগে ছিলে না। এটার সঙ্গে ওটা কেমন খেতে লাগে, এই কাপ্‌ড়ের সঙ্গে ঐ চাদরটা কেমন মানায়—এসব তো একবারে বাঁধা বুলি ছিল।

—হঠাৎ একদিন কেমন খেয়াল হল, পাশের বাড়ীর ঐ যে কী

কীর্ত্তনের সুর কাণে এল, আর সেই থেকে না আমার মন চঞ্চল হল। কেবল ভাবতে থাকি, ওরা ঐ যে কি গায়, সেটা কোথায় আছে। একদিন শুনি কিনা ঐ যে দাস গোস্বামীর কথা ওরা পরস্পর বলছে আর বিলাপ করছে। দাস গোস্বামীর নাকি অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম"। এ সবও নাকি তাঁর মন হরণ করতে পারে নি। শুধু আমরাই বৃথা আমাদের জীবন কাটাব, এটা কি সম্ভব হয়? তুমিও নয় আমার সাথে চলো না। দুজনেই বেশ সুখে কাটাবো।

—না, না, তা হয় না। আমি এখন ছঁ-পোষার যোগাড় কচ্চি। তোমার সঙ্গে অত বৈরাগ্য কত্তে পারব কি করে?

—আমারও ত তোমার মত অনেক দায়িত্ব আছে, পিতা-মাতা-ভাই-কাকা-ভগ্নী কত আর বলব।

—তুমি ত তাদের পাল না, বরং তা'রাই তোমাকে সন্তোষ দেয়। তা'রা ত তোমাকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকত যে, খোকন কেমন আছে, কি করে, কি খায়, কি গায়, কি চায়···ইত্যাদি।

—ঐ জন্যই ত কিছু আগে বলছিলাম না যে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না। আমি কি ছিলাম, কি হ'তে চাই, তুমি তা'র ধার দিয়েও যেতে পারছ না।

—তোমাকে ত আমি কোন দিনও বুজ্‌তে পারিনি, আজও পারব না।

—তুমি ত সব জান না। ধর্ম্ম বলতে তুমি বোঝ লাল কাপড় আর বোকা সাজা, এ ছাড়া আর কি ধর্ম্ম আছে পৃথিবীতে!

—যাক্‌গে, যাক্‌গে, আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। বুজিচি তুমি কপটতা করার জন্য ধার্মিক হবে। ও সব করে কি লাভ বাপু, আমি ছোট বুদ্দির লোক কিছু বুজি-সুজি না, তাই অ্যাত্‌ক্ষণ তোমাকে বকালুম। তুমি একটা ধুত্তু লোক, সকলে তা জানে খালি আমি জানতুম না। আজ সেইটে জানলুম।

--তবে আর কি, তুমি ত সব বুঝে ফেল্লে, আর কিচ্ছুটি বলবে না। দেখ না আমি কি করি, সব দেশটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কত হৈ-চৈ পড়বে আমাকে নিয়ে তা জান? লোকে বলবে, "অমুকের ছেলেটা রাজদুলাল ছিল, সমাজের কত উঁচু স্থানে ছিল। এই সব লোক না হ'লে কি আর এই রকম উচ্চ মার্গে আকৃষ্ট হয়?" তোমারও তখন দেখবে কত দাম বেড়ে

যাবে। লোকে বলবে, "তুমি অমুকের বন্ধু ছিলে।" একটু শুধু দেরী কর না, হৈ-হৈ-কাণ্ড, রৈ-রৈ-ব্যাপার।

—যাক, তোমার মনের কথাটা বে-এ-শ বুজ্‌তে পারলুম। তুমি ত চিরকাল তোমার মনের কথা আমাকে বল বলেই আর একটা আব্দার আমি করব কিন্তু। সেই আব্দারটা তোমার মেটান চাই-ই, নয়ত আমি এখানে থেকে আজ আর উঠচি না, দেখ।

—কি জানতে চাও বল। আমি সব কিছু বলতে রাজী আছি। তবে এ সব কথা খুব গোপনীয় ব্যাপার, জেনে রাখবে। সুতরাং শুনে হজম করার মত Capacity চাই, নতুবা তুমি আমি দুইজনেই বিপদে পড়ব।

—হুঁঃ, তোমার মতন বুদ্ধিমান থাকতে আবার বিপদে পড়ব কেন? অন্যায় করব আবার চোখও রাঙ্গাব—এই যদি না হলো তবে তুমি বুদ্ধিমান কেন?

—নাঃ তা নয়, তোমাকে আমি সব কথা বলতাম। তবে কি জান আরও একটু ভাবছি, তোমার মত একটা পেট্‌-পাতলা লোককে নিয়ে সত্যই কোন বিপদ হতে পারে কি না।

—তুমি দেখচি আমাকে সত্যই ন্যাকা ঠাওরেচ, আমি কিন্তু অত ন্যাকা না বাবা। তোমার মতন অত ন্যাকাপড়া আমি না শিখলে কি হবে, তোমার মত বোকা আমি না। আমি সাধুকে বলি, 'আমি অধম, আমায় কৃপা কর,' সেটা বলা আমার চাতুরী মাত্র।

—ঐ জন্য ত তোমাকে সব কথা বলব না ভাবছি, আমি একটা রাজা-উজীর মারার ফন্দী-ফিকির স্থির করার চিন্তা করছি, মধ্যখান থেকে তুমি কেবল আমার সেই চিন্তায় বাধা প্রদান করছ। বলছি, তোমাকে সব কথা খুলে বলব, না সেই এক কথা, "যখন তুমি বুদ্ধিমান অতএব এখুনি আমাকে গোপন কথাগুলি সব বল।"

—তা নয় হে, তুমি দেখচি আমাকে আজও বুজ্‌তে পারনি। এখন রাত হ'য়ে এল কিনা তাই মাথাটা ঠিক নেই, ঘুমে চোখ ঢুলঢুল কচ্চে। অত কাব্য করার নেশা তো আমার ছিল না, কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে অনেক কথা বলে ফেলেচি, দেখচি। তা তুমি ভাবো, ভেবে-চিন্তে আমাকে সব বোলো কিন্তু। (ক্রমশঃ) —শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, B. A.

গৌড়ীয় প্রজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

গৌড়ীয়-বস্তু-বিচার

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্থান ও কাল (Space, Time) সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের চিন্তাধারা কিরূপ ভ্রান্তিমূলক, এবং কি প্রকার আপেক্ষিকতায় বিচরণ করে, উদিত-গৌড়ীয়-প্রজ্ঞানের নিকট তাহার পূর্ণ-স্বরূপ চিরকালই বিকচিত। এক্ষণে বস্তু কি, কাহাকে 'বস্তু' বলা হইবে, শক্তি বস্তু কিনা—এই সকল বিষয় বর্ত্তমানের আলোচনার প্রধান অঙ্গ।

ন্যায়-দর্শনের বস্তু বিচার ভ্রান্ত

গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহের সাক্ষাৎ উপদেশে সুধীগণ জানিয়াছেন—

"ঘট-পট-গুণজ্ঞানে জড়দ্রব্যবিচারণে।
তার্কিকাণাং মহামোক্ষমন্যায়েন কথং ভবেৎ॥"

জড়বস্তুর স্বরূপ ও গুণাগুণ-নির্ণয়ে 'ন্যায়'-দর্শনে যে বিচার আছে তাহা প্রকৃতই অন্যায়। যাহারা এবম্বিধ আলোচনায় ব্রতী তাহাদের মহামোক্ষ কি প্রকারে হইতে পারে?

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে বস্তুর বিচার নাই; জড় জগৎ বস্তু নহে

আধুনিক পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানে বস্তুর বিচার নাই, থাকিতেও পারে না। কারণ তাহারা এতদূর জড়বাদী যে জড়াতীত প্রতীতিতে তাহাদের চিত্ত অগ্রসর হয় নাই। কাহাকে বস্তু বলা হইবে? জড় জগতে (Relative-world) বস্তু বলিয়া কোন কিছু আছে কিনা তাহাই আলোচ্য হইলে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

"বস্তু" শব্দটীর প্রকৃতি-প্রত্যয় করিলে 'বস্+তুন্' পাওয়া যায়। বস্-শব্দে নিত্যা স্থিতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং যাহার নিত্যস্থিতি নাই তাহা কিরূপে বস্তু হইতে পারে? জড় জগৎ যে নিত্য নহে, ধ্বংসশীল তাহার পুনরুক্তি করিয়া আর কোন লাভ নাই। এইজন্য গৌড়ীয়-বিজ্ঞান বিচার করেন, বস্তু (Matter) একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলই তাঁহার শক্তি (Energy) এবং তাঁহাতে নিত্যযুক্ত। এই সকল শক্তিরই মূল-ঘনীভূতাধার শ্রীমতী রাধারাণী 'হ্লাদিনী শক্তি' নামে পরিচিতা। গৌড়ীয়-বিজ্ঞানের এই বিচারের ছায়া আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে প্রবেশ করিয়াছে।

বস্তু ও শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক না হইলেও সমান নহে, শক্তি বস্তুরই আশ্রিত, জড় জগৎ শক্তিরই একটী বিশেষ অবস্থা মাত্র; জড়ের mass (ভর) ও energy (শক্তি) একই তাৎপর্য্যময়– এই সকলই বৈদিক দর্শনের সিদ্ধান্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের নহে

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বস্তু ও শক্তি দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বিচার করিতেন; কিন্তু ঐ ধারণা যে নিছক ভ্রান্ত তাহা বর্ত্তমানে স্বীকৃত হইয়াছে। জড় বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, হয়ও। বিচারটী এই, যাহা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহাকে বস্তু (Matter) বলা হইবে, না শক্তি (Energy) বলা হইবে? শ্বেত বস্তুকে যে রঙ্গের কাঁচ দিয়া দেখা যায় উহা সেইরূপই প্রতীত হয়। এতদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে মৌলিক সাতটী বর্ণেরই সমষ্টি লইয়া শুভ্র বর্ণের গঠন। এই যুক্তিতে যাহা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহাকে যাবতীয় শক্তির সমষ্টি বলা যাইতে পারে। সুতরাং বস্তু বলিয়া কিছু দৃশ্যমান Relative জগতে থাকিতে পারে না।

কোন আশ্রয় অর্থাৎ শক্তিমান ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে শক্তির অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব—ইহা একটী অবিসংবাদিত, অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে। চোরে কোন দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে অথচ চোরকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তখন অজ্ঞ অনুসন্ধানী সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকেই চোর বলিয়া সাব্যস্ত করে। বৈজ্ঞানিকের বিচারও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ। বস্তু ব্যতীত শক্তির অবস্থিতি নাই—এই অভ্রান্ত সত্য ধারণা তাহাদের উপলব্ধ হইলেও বস্তুর সন্ধান না পাইয়া জড়কেই বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; উহা বস্তুই নহে, শক্তির একটী বিশেষ অবস্থা মাত্র। ভারতীয় বিজ্ঞানের চিন্তাস্রোত পাশ্চাত্য জগৎ প্লাবিত করিলে এই সত্য ধারণাটী উহারা কিঞ্চিৎ ধরিতে পারিয়াছে। তজ্জন্য আজকাল "Mass and energy are therefore essentially alike" বলিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

জড়ানুসন্ধানীর পূর্ব্বকথিত উক্তিটী কিঞ্চিৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও এই প্রাকৃত-বিজ্ঞানেও বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ ভ্রম দর্শন করেন। শক্তি ও শক্তিমান একই বস্তু কিভাবে হয়? তাহা হইলে শুধু শক্তি বা কেবল শক্তিমান এইরূপ

বলিলেই হইত। স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতাকে ঢাকিবার জন্য কেহ কেহ যেমন মূর্দ্ধণ্য-এর দাঁড়ি লম্বা করিয়া দিয়া দন্ত্য-এর ন্যায় মাথা কাটিয়া দেয়, শক্তি ও শক্তিমান সমান বলিলে এইরূপ অজ্ঞানতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তি ও শক্তিমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কিন্তু একই নহে। বস্তু ও শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা বৈজ্ঞানিকদিগের না থাকায় কোন বস্তুর ভর সর্ব্বদা সমান থাকে না— এইরূপ অসংলগ্ন উক্তি তাহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ বৈজ্ঞানিকের 'ভর' ও 'শক্তি' একই বস্তু হওয়ায় একটীর গণনার ভ্রান্তিতে অপরটীতেও ভ্রান্তি আসিয়া যায়। উক্ত ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য 'ভর' সর্ব্বদা সমান থাকে না—এইরূপ অসত্য উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং জড়বাদী যাহাকে বস্তু বলিয়া থাকেন তাহা প্রকৃতপক্ষে শক্তিই। **জড় জগতে যাহা দৃশ্য হয় তাহা কখনই বস্তু নহে।** সূক্ষ্ম-বিজ্ঞান-রহিত এরূপ চিন্তা কখনও গৌড়ীয়ের মানসে স্থান লাভ করে নাই।

শক্তি ও বস্তু এক না হইলেও অভিন্ন ; জড়ের দ্রব্যও পরিবর্ত্তনশীল

বিশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ কাহাকে বস্তু বলিয়াছেন তাহার আলোচনায় জড়-বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তির নিরসন হইবে। বৈদিক বিজ্ঞান বলেন, "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, কিন্তু উহারা একটীই বস্তু এইরূপ বুঝাইতেছে না। শক্তি শক্তিমানের বহিঃ প্রকাশ, স্বয়ং শক্তিমান নহে। কোন কোন দার্শনিক বলিয়া থাকেন—বস্তু দ্রব্য ও গুণ লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে দ্রব্য অপরিবর্ত্তনীয়, গুণ পরিবর্ত্তনশীল ; বিশুদ্ধভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, যেহেতু বিভিন্ন বস্তু ঐ দ্রব্য দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে, অতএব ঐ দ্রব্যও একটী গুণ বা শক্তিবিশেষ।

একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু ; জড় বৈজ্ঞানিকের বস্তু-পরিণাম-বাদ অযৌক্তিক, বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রকৃতি আর সব"—এই মহাজন-বাণী হইতে জানা যায়, ঈশিতার উদ্দিষ্ট **ঈশ্বরই বস্তু, আর সকলই প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি।** শক্তি তিন প্রকার,—চিৎ, মায়া ও জড়। জড় একটী শক্তি বলিয়া বর্ত্তমান জগতের 'শক্তি' এবং সাধারণ ভাষায় কথিত 'বস্তু' একই। আধুনিক বিজ্ঞানের জড়বস্তু ও শক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ভারতীয় দর্শনে নূতন নহে। বহুকাল পাশ্চাত্যের অধীন থাকায় এই সকল বিজ্ঞানের আলোচনা এই দেশ

হইতে পাশ্চাত্যদেশে চলিয়া গিয়াছে। বৈদিক দর্শন আরও বিচার করিতেছেন, সমগ্র বিশ্ব ও এই জড় জগৎ ঈশ্বরের জড় শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। বিজ্ঞানে যেমন শব্দশক্তি বৈদ্যুতিক-শক্তিতে, বৈদ্যুতিক-শক্তি তাপ-শক্তি ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং বিবিধ শক্তির Sum total এক থাকে বলিয়া ধারণা হইয়াছে,—ভারতীয় বিজ্ঞানের চিন্তায় ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকেই শক্তি-পরিণামবাদ কহে। অপ্রাকৃত বিজ্ঞান 'বেদান্তে'র আলোচনায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই সকলের প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক শক্তি-পরিণাম স্বীকার করিতে চান না—ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতার প্রাচুর্য্য এবং বিজ্ঞানোচিত চিত্তের অভাবই ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। সুতরাং **জড় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বস্তু-পরিণাম যে নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বস্তু কখনই অন্যতে পরিণত হয় না, ইহা অবিকৃত থাকে। বস্তু space time-এর অতীত।**

প্রত্যেকটী জড়ের মৌলিক সত্তাগুলি এক, তফাৎ কেবল পরিমাণগতভেদে

জড় জগতে শক্তি ও শক্তির ধারক একই স্বভাবের, কারণ শক্তিমান বলিতে এখানে কিছুই নাই। আবার এক শক্তি আর এক শক্তিতেও রূপান্তরিত হইতে পারে, জানা গেল। ইহা আর কিছুই নহে, এক জড় হইতে অন্য জড় কখনই পৃথক নহে বলিয়াই এইরূপ সম্ভবপর হইয়া থাকে। **প্রত্যেক জড়বস্তু গঠনের গুণগত-বিচারে একই, তফাৎ পরিমাণগত-ভেদে।** জড়ের প্রচারকগণ অদ্যাপি ইহা বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই। ব্যাস-লেখনীতে এতাদৃশ বিজ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বিশ্বে বর্ষিত হইয়াছে। জড়ের কোন গুণগত-ভেদ না থাকায় জড়বস্তু মাত্রেই নির্ব্বিশেষ। যাহারা অত্যন্ত জড়বাদী তাহারা এইজন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তত্ত্ব-মাত্রকেই নির্ব্বিশেষ স্থির করিয়া ঈশ্বরকেও তদধীন করিয়া ফেলেন। ইহা কিরূপ দুঃখময় তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। শাস্ত্র বলেন,

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

ঈশ্বরের শক্তিরই বৈচিত্র্য এই জগতে লক্ষিত হয় মাত্র।

চিৎ ও মায়াশক্তি নির্ব্বিশেষ নহে

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্ বিশেষত্ব থাকার দরুণ শক্তি ও বস্তুর মধ্যে ভেদ ও নিত্য পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে? বেদান্ত-দর্শন বলেন, "আত্মকৃতে পরিণামাৎ" অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিবিধ শক্তির পরিণামে এই বিশ্বাদির সৃষ্টি। চিৎ ও মায়া শক্তিদ্বয় অচেতন নহে বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোন নির্ব্বিশেষ সূত্র নাই, কিন্তু জড়-শক্তি নির্ব্বিশেষ।

পূর্ব্বের বিষয়টী অনুধাবন করিতে হইলে শক্তিমত্তত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ যাহা আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার কিঞ্চিৎ দিগদর্শনের প্রয়োজন হইবে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই সমগ্র সনাতন শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। শ্রীমদ্ভাগবতই ঐ সকল গ্রন্থবিস্তারের মূল মধ্যমণি। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতা-বলম্বনে বিষয়টীর বিচার হওয়া সুসঙ্গত।

বৈদিক পূর্ণত্বের ধারণায় কখনও ক্ষয়তা নাই

ইহজগতে আপন আপন অক্ষমতাহেতু অগম্য বিষয়গুলিকে 'পূর্ণ' আখ্যা দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, চিকিৎসা, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেই এই নীতির ন্যূনাধিক অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে পূর্ণ নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। এসম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধেও সামান্য আলোকপাত হইয়াছে, আরও অধিকতর বিস্তৃতির জন্য বর্ণনা করিতেছি। বেদশাস্ত্র কাহাকে পূর্ণ বলেন দেখা যাউক,—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।"
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ইহা পূর্ণ, উহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলেও পূর্ণ, পূর্ণে পূর্ণবস্তু যোগ দিলেও পূর্ণ। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর সে-সম্বন্ধে কৃষ্ণলীলায় একটী চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

একবার বালকৃষ্ণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অমল যশোপ্রদায়িনী নন্দ-মহারাণী কৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বন্ধনের চেষ্টা করেন। দেখা গেল, যতই রজ্জু আনা হউক না কেন, কৃষ্ণকে বাঁধিতে দুই আঙ্গুল রজ্জু কম পড়িয়া যাইতেছে। যশোদা মাতা চিন্তা করিলেন, বোধ হয় তিনিই ভুল করিতেছেন; সুতরাং তিনি উল্টাভাবে রজ্জু টানিতে লাগিলেন। তাহাতেও পূর্ব্ববৎ ফল লাভ করিয়া যশোদাদেবী বিমূঢ় হইয়া বিষয়টী ভাবিতে লাগিলেন।

ইহাই ভারতীয় বৈদিক-দর্শনের পূর্ণত্বের বিষয়; গাণিতিক ক্ষেত্রে

Infinite Series-এর যোগ হইয়া থাকে। যদি উহা অনন্তই হইবে তবে উহার যোগফল যে সম্ভবপর হইত না, ইহা কি স্পষ্ট নহে?

জড়পূর্ণত্বের নিকট বৈদিক পূর্ণত্বের চিন্তা কত বড় তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া উঠা যায় না। রজ্জুতে যত রজ্জুই যোগ করা বা বিযুক্ত হইতেছে মূল বস্তু কৃষ্ণের কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না। তাঁহার স্বরূপ অবিকৃত থাকে বলিয়া উক্ত স্বরূপের বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে না। একবার তাঁহাকে যে পন্থায় বাঁধা যাইল না সেই পন্থার ঈষৎ পরিবর্ত্তনেও কোন ফল ফলিল না। সেজন্য যশোদা দেবী সর্ব্বাবস্থাতেই একই ভাব দেখিয়া হতাশ হইয়া গিয়াছেন। তিনি দড়ি উল্টা, সোজা, কম, বেশী সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণের কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। অনন্তর ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিলে স্বয়ং কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক যশোদা মাতার ভক্তিপ্রভাবে রজ্জুতে আবদ্ধ হন, যশোদা দেবীও আনন্দ অনুভব করিলেন। সচ্চিদানন্দ পূর্ণবস্তুকে লাভ করিতে হইলে ঐ প্রকার পূর্ণ পন্থারই প্রয়োজন, "কৃষ্ণভক্তি চিরকাল উপায়, উপেয়" —এই গৌড়ীয়-বাণীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এইপ্রকার বিজ্ঞান অদ্যাপি জড়জগতে দেখা যায় নাই, যাইবেও না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী B. E. (Cal.)

অপ্রাকৃত-বাণী

ধরমের গ্লানি উঠে, হাহাকার চারিদিকে,
তারি মাঝে নির্ভীক কে তুমি?
নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প ধৈর্য্য স্থৈর্য্য নহে স্বল্প
ভূলুণ্ঠিত তোমা প্রণমামি ॥ ১ ॥

অন্ধমত বাহিরায় মদমত্ত এ ধরায়,
কাঁপাইল ত্রিভুবন এবে।
জেগে উঠে মহারণ, নারিবারে নিবারণ
ভক্তের এ ভবের কি হবে?? ॥ ২ ॥

বেগে ধায় মূঢ় অন্ধ, হরিকথা হ'ল বন্ধ
কাঁদি উঠে ভকত-হৃদয়।

অসুরের গলাবাজি　　চরমে উঠিছে আজি
সংহারিবে এ ভব নিশ্চয় ॥ ৩ ॥

বেড়িয়াছে দাবানল,　　ভক্তবৃন্দ সুবিহ্বল,
দশদিকে মহা সোরগোল।
মায়ার নফর-ঘোরে　　কালরূপী সর্প ফিরে
ধ্বনি উঠে শুধু "হরিবোল" ॥ ৪ ॥

এ কা'দের শবযাত্রা ?　　গরলের অল্পমাত্রা
শ্মশানিল অজনাভবর্ষ।
শুদ্ধভক্তি-কথা যত　　মারণের মুখে হত
সুরাসুরে বাধিল সংঘর্ষ ॥ ৫ ॥

রণারণি, হাতাহাতি—　　তাণ্ডব-নৃত্যেতে মাতি'
অধোমস্থী পাষণ্ডী সমাজ,
ভোগাভাবে ক্ষীণদেহ　　জর্জ্জরিত বলে কেহ,
"দুর্য্যোধন, অন্তরে বিরাজ' ॥ ৬ ॥

তোমার অমৃত (?) বাণী-　　'ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই জানি
ধর্ম্মে কিন্তু নাহিক প্রবৃত্তি।
অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাই　　যা' করাও করি তাই
হৃদি মোর হৃষীকেশ-স্থিতি' ॥ ৭ ॥

'মুক্তি-ইচ্ছা নাহি চিতে　　বৈরাগ্যের সাধনেতে
বন্ধনেই মুক্তি মোর আশ"।
পরিহাসি' স্ব-অন্তরে　　দৈবমায়া বলাৎকারে
জীবগলে দিলা কর্ম্মফাঁস ॥ ৮ ॥

"যত মত তত পথ,　　সবধর্ম্ম একমত,
গীতা ছাড়ি' বল খেলা ধর।
অনেক পেলেছ ধর্ম্ম,　　পেয়েছ কি কোন শর্ম্ম (?)
ক্ষুধাবশে শুধুই কাতর ॥ ৯ ॥

রুটি-জল দেয় যেই ভগবান জান সেই
সেই 'ভগবানে' কর রতি।"
কাকবিষ্ঠা আরো কত রহিয়াছে শত শত
ভোগাভাবে মতিচ্ছন্নগতি ॥ ১০ ॥

অসুরের শাস্ত্রচুরি প্রাদেশিক বাক্যতরী
নারিলা বুঝিতে অজ্ঞগণ।
অবিদ্যা-সাগর-তীরে তূর্ণ-গতি ধাই, ধীরে
লাফ দিয়া মরে অনুক্ষণ ॥ ১১ ॥

অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ-
সমুদ্রের রুদ্রমূর্ত্তি হেরি'।
উঠিছে প্রবল ঢেউ পারাবারে নাই কেউ
ডুবিয়াছে দাঁড়ি, মাঝি, তরী ॥ ১২ ॥

ছয়বেগ-ঘন কাল ছয় দোষে নিভে আল
অট্টহাস্য করে সৌদামিনী।
কালের করাল দংষ্ট্রা নানামদোন্নদ্ধ-নক্রাঃ
ভক্ত ল'য়ে খেলে ছিনিমিনি ॥ ১৩ ॥

'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' চীৎকারে ধরায় মাথা
নাহি জানে কেন ইহা চায়।
ভোগ-সমুদ্রোর্ম্মিফেন উন্মত্ত হইয়া আজ
মায়ামুগ্ধ জীবেরে নাচায় ॥ ১৪ ॥

সহসা এ কা'র বাণী বিনোদ ধরিলা আনি,
ঝাঁপ দিলা কে এই সাগরে?
সুগম্ভীর বাক্য-দ্বারে বেত্র মারি' এ গোখরে
ভক্তে রক্ষে অকূল পাথারে ॥ ১৫ ॥

কে এই বৈকুণ্ঠদূত সাথে গৌরজনাযুত
সিংহরবে চৌদিকে বেড়ায়।

হুহুঙ্কারি' বজ্রনাদে,　　চূর্ণ করি ভোগবাদে,
নাস্তিকের রুধির বহায় ॥ ১৬ ॥

বজ্রকণ্ঠে হেন বাণী　　শ্রবণে প্রমাদ গণি'
অসুরেরা পলায় ফুকারি।
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদে　　জড়সাম্যে দলি' পদে
হরিভক্তে তুলে রথোপরি ॥ ১৭ ॥

উল্কাবৎ দ্রুতগতি　　কৃষ্ণমদে স্ফীত অতি
কে পাতিলা অসুরমারণ-ফাঁস ?
কাঁহার কেশরীমূর্ত্তি　　পাষণ্ডী জড়ান্ধ ব্যক্তি
হেরি' মনে উপজিলা ত্রাস ? ১৮ ॥

বরিশালে সভাস্থলে　　কোন্ বাণী গর্জ্জে বলে—
"হরিসেবা আমার বিচার।
ভোগীসেবা ধ্বংসিবারে　　পারি আমি করিবারে
লক্ষ লক্ষ প্রাণের সংহার" ॥ ১৯ ॥

কলিচর বাড়ি' যবে　　কৃষ্ণরাজ্য লুঠি' লবে
অশ্লীলতা ভরিবে এ দেশ।
নগ্নদেহে বাদ্য-গীত,　　স্ত্রীনৃত্যে ভোগীর প্রীত,
কলিচরে কে করিবে শেষ ? ২০ ॥

কৃষ্ণ অতি দয়াবান্,　　'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'
জগজ্জীবে কৈলা উপদেশ—
"স্তব্ধ হবে উৎপাত　　হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ,"
লিখিলেন মহামুনি ব্যাস ॥ ২১ ॥

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার　　বলদেব, খ্যাতি যাঁর
অপ্রাকৃত বিদ্যার ভূষণ।
কূট তত্ত্ব বিচারিতে　　'প্রমেয় রত্নাবলী'তে
ধরিলেন পাদ্মের বচন ॥ ২২ ॥

কাঁ'র তরে এই বাণী বিতরেন কোন্ বাণী
কোন্ 'বাণী' স্ফুরান লেখনী ?
কোন্ 'বাণী' রাজ্যসুখ ছাড়ি' সদা কৃষ্ণোন্মুখ-
শিক্ষা দেন আচরি' আপনি ॥ ২৩ ॥

কুলিয়ার পাষণ্ডীরা কা'র ভয়ে হ'ল সারা
হিংসি' ভক্তশ্রেষ্ঠ সজ্জনেরে।
বর্ষমধ্যে গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত লোকচক্ষে,
ডাক ছাড়ে, "বাবারে, বাঁচারে" ॥ ২৪ ॥

কোন্ 'বাণী' গুণ্ডা দলে, ফুৎকারে অবহেলে
সজ্জনের বাড়াতে উল্লাস,
নাস্তিক 'ষণ্ড সমাজ সৎশিক্ষা পেয়ে আজ
(অপ্রাকৃত)-'বাণী' তরে ছাড়ে ভোগবাস ॥ ২৫ ॥

অসুরের ষড়যন্ত্র— সাম্যবাদ, ভোগতন্ত্র
কাঁহা হ'তে হৈল খানখান ?
গৌড়ীয়-নিশান উড়ে সবাকার ঘরে ঘরে
গোলোকেতে বাজিল বিষাণ ॥ ২৬ ॥

পিতা হবে কে তাঁহার, সেই শক্তি আছে কা'র
হরিজনে যে দিবে প্রমোদ।
এত চিন্তি' গৌরচন্দ্র— বৈকুণ্ঠ-ধামরথীন্দ্র
প্রেরিলেণ শ্রীভক্তিবিনোদ ॥ ২৭ ॥

ভকতিবিনোদ ধন্য যাঁরে কৃপা শ্রীচৈতন্য
করিলেন আপনি স্বয়ং।
উদ্ধারিলা লুপ্ততীর্থ, ধামভোগী হল ব্যর্থ
অনার্য্যের কপট উদ্যম ॥ ২৮ ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, B. A.

অমূল্য কণ্ঠের কয়েকটি ধ্বনি

গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ শ্রীমদ্ কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের

বক্তৃতার চুম্বক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহে

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, ৩রা আষাঢ় ১৩৭৩)

শোক আর বিরহ—এই দুটোর একটা পার্থক্য নিবেদন করি। শোক বন্ধনের কারণ, আর বিরহ-ব্যথা মোক্ষের কারণ। লোকে মহাপুরুষগণের বিরহ অনুভব কর্‌লে মুক্তিলাভ কর্‌বে। ইহলোকে স্বজনগণের মৃত্যুতে যে শোকগ্রস্ত হওয়া তা'তে বন্ধন বেড়ে যাবে। এই শোক মানুষকে বদ্ধদশায় নিয়ে যায়। পিতা মারা গেলে পুত্র যদি চীৎকার ক'রে কান্নাকাটি করে, তবে পুত্রকে নরকে যেতে হবে। স্বামী, স্ত্রী, মাতা প্রভৃতির বিয়োগেও এই প্রকার। এইগুলি বন্ধনের কারণ। এইপ্রকার শোকাতুরগণকে মায়া একটা নরককুণ্ডে ফেলে দেবে।

মহাজনগণের বিরহতে যদি কেহ চীৎকার ক'রে কান্নাকাটি করে তবে সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ কর্‌বে, মায়া সেখান থেকে পলায়ন কর্‌বে। * * ঠাকুরের শতবার্ষিকী, সহস্রবার্ষিকী যা' করা হোক্ না কেন এগুলো নরকে যাবার রাস্তা—এটা খোলসা করেই বল্‌ছি, ঢাকঢাক গুড়্‌গুড়্ করার কিছু এতে নেই। এই সকল জাগতিক ব্যক্তির বার্ষিক উৎসবও তাই। পৃথিবীর লোক নরক পছন্দ করে, সেইজন্য নরকস্থ হবার লোকগুলি এইভাবে নরকের রাস্তাগুলি পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। এই সকল নরকের মধ্যে যে পচা দুর্গন্ধ-গুলো ছিল, হিন্দুবিরোধী ব্রাহ্মকবি সেইগুলো দাড়ি-চুল দিয়ে ঢেকে রাখ্‌ত যা'তে সেই পচা দুর্গন্ধ অন্যে কেহ না পায়; * *লাল ও তা'র দল আজকাল যেমন হ'য়েছে। এরা নরককুণ্ডে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করেছে। আমরা সেরূপ নরককুণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করিনি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নরক থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন, মায়িক কার্য্য থেকে উদ্ধারলাভ করানই তাঁ'র চেষ্টা।

সারা জন্ম মায়িক কার্য্যকে আমরা জীবনের সার ক'রে নিয়েছি। আজ-কাল ধর্ম্মের ঢাক পিটিয়ে এক একটা পয়সা রোজকারের কারখানা হ'য়েছে,

এক একজন L. I. C. খুলে বসেছে। এই সমস্ত ধর্ম্মভাণকারিগণ বেশ ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছে যে কলির লোক ভোগপিপাসু, সুতরাং ভোগকে ধর্ম্ম বলে জানালে লোক পাওয়া যাবে। নাম করে বল্‌তে দোষ নেই, * * ঠাকুর এইরূপ একটা অপদার্থ। সত্যকথা বল্‌তে আমি defamation-এর ভয় করি না, এর জন্য যদি জেল হয় সেটা বৈকুণ্ঠ হবে, জেল হবে না।

তা'র মূলমন্ত্রই হ'ল, 'বাঁচাবাড়া'। ছাগল, কুকুর ভেড়া সকলেই ত বাঁচে ও বাড়ে; সুতরাং এতে আর নূতনত্ব কি? তবে ভগবানের ইচ্ছায় কয়েকটী সত্য কথা সে বলেছে—"আমি কুকুর হয়ে বিষ্ঠা খাই, ছাগল হ'য়ে পাতা খাই·····ইত্যাদি।"

'জীবই শিব'—এইরূপ একটা ভণ্ড মতও আজকাল চল্‌ছে। এগুলো বদ্‌মাইসি করার বুদ্ধি, মাতৃগমন করার সাধনা। এইসব মত যদি সত্য হ'ত তবে বাংলা-দেশটা মুক্ত পুরুষের দেশ হ'য়ে যেত।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব নরমভাবে এগুলি থেকে সাবধান হওয়ার কথা বলেছেন—মরাটা বাঁচা নয়। কেহ কেহ দুঃখ থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করে, সেটা Criminal offence (ফৌজদারী অপরাধ)।

বিরহ আর শোক—উভয় ক্ষেত্রেই চোখ দিয়ে জল পড়ে। বাহ্যত দুটো একই রকম দেখালেও সম্পূর্ণ পৃথক, বিরহ ও শোকের মধ্যে স্বর্গ-নরক তফাৎ বিদ্যমান। একবার বিরহ-বর্ণনা কর্‌তে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের চোখ দিয়ে বিরহাশ্রু পড়ে। সেটী দেখে একজন নির্ব্বোধ শ্রোত্রী মেয়েছেলে বল্‌লে কিনা, "দেখেছিস্, মায়া কি সহজে যায়"! আমি তখন বলি—"হারামজাদী, মায়া কা'কে বলে তুই জানিস্, মায়া তোর্ হ'য়েছে।"

'ভগবান মন্দিরে নেই, তিনি মাঠে আছেন' যেখানে নাকি পায়খানা করা হয়। কেউ বলে, মহাপ্রভু মাথায় তেল মাখতেন, কারণ তিনি পাগল ছিলেন। এগুলি যা'রা বলে তা'রা কিসের বাচ্চা বুঝে উঠতে পার্‌ছি না।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইসব দুঃসঙ্গ থেকে উদ্ধার পাবার পথ বাৎলে দিয়েছেন। আমরা কঠিন কথা বল্‌ব, সহজ কথায় কাজ হয় না। Spare the rod and spoil the child. হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জন মরুক্ একজন ভাল হোক্, তাহলেই চল্‌বে। সকলেই মায়ার মধ্যে যায়, তাই বলে আমরা যাব কেন?

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন দিবসে

কোন বৈষয়িক উন্নতি, কোন সাংসারিক উন্নতি থাকলে আমরা সকলেই গুণ্ডিচাবাড়ী যেতাম। অনেক মেয়েদের ব্যাঙ্কে টাকা থাকে, সেখানে টাকা তুল্‌তে যেতে কোন বাধা নেই, বাধা শুধু গুণ্ডিচাবাড়ী যেতে। একটা চল্‌তি কথা আছে, "লজ্জা ঘৃণা ভয়, এ তিন থাকতে নয়।" ভয়—আজকালকার দৈত্য-দানবগুলির, লজ্জা—তিলক-মালা ধারণ করা, ঘৃণা—লোকে ঘৃণা কর্‌বে ধর্ম্ম করার জন্য।

অমূল্য বস্তু ভগবানকে লাভ করার জন্য একটু কষ্ট করতে আমরা রাজী নই। শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক পত্নীদের উপাখ্যান আমরা জানি—স্বয়ং ভগবান এসে গিয়েছেন, ভগবানদ্বয় এসে গেছেন; সুতরাং যাজ্ঞিক পত্নীরা 'থাক্, তোমরা কর', এই বলে যজ্ঞ ছেড়ে চলে গেল।

নানা দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বণে লোকে বহু পয়সা খরচ করে। ঐ সকল পূজা ছেড়ে দিয়ে যাজ্ঞিক পত্নীদের কথা যে পুস্তকগুলিতে লেখা আছে সেই সকল পুস্তকের একটা পড়ে দেখুন না কেন কি লেখা আছে তা'তে। যাজ্ঞিক পত্নীরা বলেছিল, "কৃষ্ণ-বলরামের দর্শন লাভ করলে এক পলকে আমরা অনন্ত কোটী যজ্ঞের ফল পেয়ে যাব।" কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরের ছেলে আর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; এঁরা সকলেই অবস্থাপন্ন। ঐ প্রকার উচ্চ ব্রাহ্মণকুলের মেয়েরা যাচ্ছে কিনা গোয়ালা দেখতে। এতে তা'রা কোন লজ্জা করেনি, একটু ভয়ও করেনি যে স্বামীরা কিছু বলবে। বিষয়টা আমাদের চিন্তা কর্‌তে হবে,—আমরা কি কাজ করব, কি জন্য আমরা বেঁচে আছি। জীবনের ৪০।৫০ বছর কেটে গেল, কিন্তু এখনও মায়া কাটছে না।

আজ ঝাঁটা বইবার দিন গিয়েছে, ঐ ঝাঁটা নাস্তিকের মুখে মারার জন্য। বিচার, আচার সব ছেড়ে দিয়েছি, গঙ্গায় গা ভাসিয়ে দিলাম, যেখানে লাগি সেখানে থাকব—এটা কি ধরণের চিন্তা? সেজন্য ভগবান আমাদের এমন করে শিক্ষা দিয়েছেন যে আজকাল ঐ খাওয়া-দাওয়া-থাকাটাও খুব কষ্টের কথা হ'য়েছে।

হিন্দু-ইসলামের প্রভেদ কোথায়?

অনেক স্থানে আমি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুদের অবস্থা বলেছি। যে-মুসলমানরা হিন্দুদের অত্যন্ত ভয় করত, তা'রাই এখন

হিন্দুদের ধরে মার লাগাচ্ছে। এরূপ করছে কেন?—তা'রা দেখছে হিন্দুদের এখন কোন বিশেষত্ব নেই; হিন্দুরাও লুঙ্গি, মুরগী, পেঁয়াজ, রসুন সবটাই ধরেছে। তা সত্বেও হিন্দুরা পাকিস্থান ছেড়ে চলে আসছে। তা'রা বলছে, "আমরা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেব, তাই পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছি।" যে ধর্ম্মের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে রাজী আছে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করতে রাজী আছে এখানে সেইটাই ফাঁকা। গীতায় আছে, "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। আগে অমরা ছিলাম অমুসলমান, এখন হ'য়েছি ভারতীয়, হিন্দু বলার যো নাই। এই যে বাড়ীর পাশের লোক, যা'দের অসভ্য জানোয়ার বললেও ক্ষতি হয় না, দেখছে মন্দিরে আরতি হয়, তথাপি মুরগী পুষছে; লজ্জাও করে না। এই সকল কুকর্ম্ম ঘৃণিত কার্য্য করতেও লজ্জা-ঘৃণা-ভয় পরিত্যাগ করতে হয়।

দৈত্য-দানবগুলো পেঁয়াজ, রসুন খেয়ে মরছে। ওরা ভাবছে, ওতেই ওরা বাঁচতে পারবে। তা' কিছুতেই হবে না। তমোগুণকে সত্ত্বগুণের কাছে মাথা নোয়াতেই হবে। আজকাল অনেক রাক্ষস ডাক্তার হ'য়েছে। তা'রা বলে, "ও! তুমি বৈরাগী হ'য়েছ; এখুনিই শূয়োর-ভেড়া খাও তাহলেই জ্বর সেরে যাবে"। ঐ সব ডাক্তাররা বাড়ী আসলে ওদের সামনেই স্থান গোবর দিয়ে লেপে দিতে হয়। আমি এরকম একটা করেছি। পূর্ব্বাশ্রমে আমার বাল্যকালে এরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমার সামনে একজন ডাক্তার একটী বিধবা রোগীকে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা করেছিল। আমি সেই ডাক্তারটীকে ডেকে বললাম, "আপনি দেখলেন না যে এই মেয়েটী বিধবা? বিধবারা মাছ খায় না, তথাপি একে মাছের ঝোল খেতে দিলেন কেন?" ডাক্তারটী বললে, "ভুল হ'য়েছে।" আমি বললাম, "ভুলই যখন হ'য়েছে তা'হলে কাণটা মলে দিই?" ডাক্তারটীর বয়স আমার থেকে প্রায় ত্রিশ বছরের বড় ছিল।

রাজার পাপে রাজ্যনাশ

এখন খাবার চিন্তা করতেই সারা দিন যায়। প্রফুল্ল সেনের মাধ্যমে ভগবানের মার প্রকাশ পাচ্ছে। সারাটা দিন চাল-ডাল যোগাড় করতেই কেটে যাবে। আমরা একাদশী করতে পারি না, সেন মশাই কিন্তু

বলেছেন, "সপ্তাহে একদিন উপবাস দাও"। এগুলো ভগবান জোর করে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদের ধর্ম্মজীবন নষ্ট হ'য়ে গেলে দুঃখের সীমা থাকবে না। হ'য়েছেও তাই, রাজার পাপে রাজ্যনাশ। রাজাকে অত্যাচারী করলে সমস্ত দেশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে, ঈশ্বর তা'ই করেছেন। রাজা বিদ্রোহী হ'লেও ভগবদ্ভক্তের কেউ কিছু করতে পারবে না।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের অর্থ

গুণ্ডিচামার্জ্জনের অর্থ—মন্দির মার্জ্জন করা। রূপক হিসাবে বলা হ'য়েছে হৃদয়ে যে ময়লা আছে তা' ঝাঁটিয়ে বের করে দিতে হবে, তবেই জগন্নাথদেব তথায় বস্‌বেন। জগন্নাথদেব এই লীলা প্রকাশ ক'রে আমাদের ভগবন্মন্দির পরিষ্কার করা ও ভগবৎসেবা শিক্ষা দিচ্ছেন। জগন্নাথদেব মথুরা থেকে বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। গোপীরা কি করবে, গয়লানীরা গরীব লোক; তাই তা'রা ঝাঁটা দিয়ে জগন্নাথের স্থান সাফ্ করছে। গুণ্ডিচা-মার্জ্জন বল্‌লে মোটামুটী এই বুঝোবে। আগামী কাল সকালে জগন্নাথদেব গুণ্ডিচাবাড়ী যাবেন। আপনারা সেখানে অভিমান ত্যাগ করে যাবেন।

রথযাত্রায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভাবধারা

বর্ত্তমানে পুরীর রথযাত্রা-পদ্ধতি মহাপ্রভুই প্রচলন করেন। মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, শঙ্কর প্রভৃতি সকল আচার্য্যই জগন্নাথের সেবা করেছেন; সেই সেবায় ষোল আনা বা কিছু কম ঐশ্বর্য্যভাব আছে। মহাপ্রভুর সেবা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ মাধুর্য্যরসের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আমরা সেই পদ্ধতি-অনুসারেই জগন্নাথদেবের সেবা করি। এটা ভজনের একটা প্রধান অঙ্গ যে কৃষ্ণকে রাধারাণীর, গোপীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কৃষ্ণ রাধারাণীর কাছে থাকলেই সবচেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করবেন। পাহাণ্ডীরা জগন্নাথদেবকে রথে তুলে নিলে লক্ষ্মীর দল প্রবল হ'য়ে জগন্নাথদেবের অলঙ্কারাদি খুলে নেয়; গোপীদের দল তখন ফুলসজ্জায় জগন্নাথদেবকে সজ্জিত করেন। (ক্রমশঃ)

—সংগ্রাহক, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

কুচবিহারীর বৈকুণ্ঠবাণীতে পর্য্যটন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইয়া হরিকথা প্রচারার্থ জিলাসহর কুচবিহারে সসঙ্ঘ উপস্থিত হইয়া স্থানীয় 'পান্থনিবাসে' অবস্থান করেন। স্বামীজী মহারাজের ওজস্বিনী ভাষায় ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কুচবিহার-নিবদ্ধ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অপ্রাকৃত-বৈকুণ্ঠবাণীর রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ হলে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এস্থলে বিখ্যাত 'মদনমোহন বাড়ী হইতেও স্বামীজী মহারাজের ভাগবত পাঠের আহ্বান আসে। কুচবিহার জিলার প্রায় সর্ব্বত্র একলা মদনমোহন সেবিত হন। শক্তি ব্যতীত কেবল শক্তিমানের পূজা অবৈধ—স্বামীজী মহারাজ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। এতৎ সহরের বহু সজ্জন স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রচারকার্য্যে সাহায্য করেন। অতঃপর স্বামীজী মহারাজ আসাম প্রদেশের ধুবড়ীতে গমন করেন। এইস্থানের বিখ্যাত 'হরিসভা'-ভবনে বহুজন-সমক্ষে ভাগবত পাঠ, বহুস্থানে ছায়াচিত্রযোগেও হরিকথা পরিবেশনান্তর ক্রমশঃ মঠেরঝাড়, বাসুগাঁও প্রভৃতি হইয়া স্বামীজী শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ৮ই শ্রাবণ বিহারে দুমকা জিলার ধাদিকা গ্রামনিবাসী সমিতির আশ্রিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লৌকিক পিতৃদেব পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগতাত্মার অন্যান্য পুত্রগণ স্মার্ত্ত-সমাজে আবদ্ধ হইলেও শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন প্রভুর নিকট তাঁহারা স্মার্ত্ত-বিচারে পরাস্ত হইয়া সাত্বত-শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদনুসারেই পিতৃদেবের শ্রাদ্ধনির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের আদেশে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ এবং কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উক্ত সাত্বত-শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনে ধাদিকা গমন করেন। নানাবর্ণে রঞ্জিত বৈদিক স্থণ্ডিল নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি বাসুদেবার্চ্চন, ভোগ-রাগ ও হোম-যাগাদি সুসম্পন্ন হয়। এই শ্রাদ্ধবাসরে জিলাসহর দুমকা হইতে বহু উচ্চপদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই সাত্বত-শ্রাদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া এতই বিস্মিত হন যে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকা'র বিচারে শ্রদ্ধাবান হইয়া উক্ত স্মৃতিদ্বয়ের বিপুল-প্রচারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং স্মার্ত্তের প্রেতশ্রাদ্ধে বীতস্পৃহ হন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

১৮শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৮ হৃষীকেশ, ৪৮০ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ ভদ্র, ১৩৭৩; ইং ১৭।৯ ১৯৬৬ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ে

মানবানাম্ বর্ণধর্ম্মো-নির্ণয়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

শ্রুত্বেহিতং সাধুসভা-সভাজিতং
মহত্তমাগ্রণ্য উরুক্রমাত্মনঃ।
যুধিষ্ঠিরো দৈত্যপতের্মুদান্বিতঃ
পপ্রচ্ছ ভূয়স্তনয়ং স্বয়ম্ভুবঃ॥ ১॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন.—মহত্তমদিগের অগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির ভগবদাত্ম দৈত্য-পতির সাধুসভায় আদরণীয় চরিত্র শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-তনয় নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্মং সনাতনম্।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরম্॥ ২॥

শ্রীযুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ভগবন্ যে ধর্ম্ম হইতে পুরুষ ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়, আমি আপনার নিকট মনুষ্যদিগের সেই বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত সনাতন ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষাদাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
সুতানাং সম্মতো ব্রহ্মংস্তপোযোগসমাধিভিঃ ॥ ৩ ॥

হে ব্রহ্মন্, আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতির সাক্ষাৎ আত্মজ এবং তপস্যা, যোগ ও সমাধি দ্বারা তাঁহার অন্যপুত্রগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্ম্মং গুহ্যং পরং বিদুঃ।
করুণাঃ সাধবঃ শান্তাস্তদ্বিধা ন তথাপরে ॥ ৪ ॥

আপনার ন্যায় শান্তস্বভাব, দয়াবান্ এবং নারায়ণপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণই যেরূপ গুহ্য পরম ধর্ম্ম অবগত আছেন, সেরূপ অপরে নাই ॥ ৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্ম্মসেতবে।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন,—লোকসকলের ধর্ম্ম-রক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া নারায়ণ প্রমুখাৎ শ্রুত সনাতন-ধর্ম্ম কহিতেছি (শ্রবণ কর) । ৫ ॥

যোঽবতীর্য্যাত্মনোঽংশেন দাক্ষায়ণ্যাস্তু ধর্ম্মতঃ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥

তিনি স্বীয় অংশের সহিত ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষ-কন্যা মূর্ত্তির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া, নিখিল প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য অদ্যাপি বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

হে রাজন্, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ হরিই ধর্ম্মের মূল ও বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি ও প্রমাণস্বরূপ; যে ধর্ম্ম দ্বারা মন প্রসন্ন হয় ॥ ৭ ॥

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্ ॥ ৮ ॥

সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥ ১০ ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ১১ ॥
নৃণামযং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥ ১২ ॥

(মনুষ্য মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম কথন) সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস), শৌচ (স্নান), তিতিক্ষা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, দান, স্বাধ্যায় (যথোচিত জপ),—আর্জ্জব (সরলতা), সন্তোষ, সমদর্শী মহতের সেবা, ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মানবগণের নিষ্ফল কার্য্যদর্শন, মৌন (বৃথা আলাপ পরিত্যাগ), আত্ম বিবেক, প্রাণী-দিগকে যথাযোগ্য অন্নাদি-বিভাগ, সকল ভূতে আত্ম ও দেবতা-জ্ঞান ও মনুষ্যগণকে তদ্রূপ বুদ্ধি, মহদ্‌গণের আশ্রয় ভগবানের গুণকর্ম্ম-শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা (পূজা), অবনতি (নমস্কার), দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ ; হে রাজন্, এই ত্রিশটী মনুষ্য মাত্রেরই পরম ধর্ম্মরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সন্তোষ প্রাপ্ত হন ॥ ৮-১২ ॥

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্।
ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্।
জন্মকর্ম্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

যাঁহার সমন্ত্রক গর্ভধানাদি সংস্কারসকল অবিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মা যাঁহাকে অনুমোদন করেন, তিনিই দ্বিজ। কুল এবং আচারে পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য যজন, অধ্যয়ন, দান এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ষট্ কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়-জাতির প্রতিগ্রহ ব্যতীত অন্য

পঞ্চকর্ম্ম ও প্রজাপালক, রাজার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে করগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা বিহিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বৈশ্যস্তু বার্ত্তা-বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

বৈশ্য জাতি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণকুলের অনুগত থাকিয়া কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে; শূদ্রজাতির দ্বিজ-সেবা এবং তাহাই তাহার জীবিকা ॥ ১৫ ॥

বার্ত্তা বিচিত্রা শালীন-যাযাবর-শিলোঞ্ছনম্।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্দ্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥ ১৬ ॥

কৃষি, গো-রক্ষা প্রভৃতি অযাচিত প্রাপ্তি এবং প্রত্যহ ধান্য-যাচ্ঞা ধান্য-ক্ষেত্রাদিতে ক্ষেত্রস্বামিপরিত্যক্ত শস্যশীর্ষ-গ্রহণ এবং আপণাদিতে পতিত-শস্যকণা-সংগ্রহ—এই চারিপ্রকার বিপ্রবৃত্তি। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তি অপেক্ষা পর পর বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ॥

জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ।
ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্ব্বেষামপি সর্ব্বশঃ ॥ ১৭ ॥

বিপদ্ উপস্থিত না হইলে নীচ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকলের সকল বৃত্তি বিহিত আছে ॥ ১৭ ॥

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ১৮ ॥
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্।
মৃতং তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্।
সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্ ॥ ১৯ ॥
বর্জ্জয়েত্তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

ঋত ও অমৃতদ্বারা অথবা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা কিংবা সত্যানৃত দ্বারাও জীবনধারণ করিবে; কিন্তু কখনও শ্ব-বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবে না। উঞ্ছ-শীল ঋতঃ; অযাচিত প্রাপ্তি অমৃত; প্রত্যহ যাচ্ঞা মৃত; কৃষিকার্য্য প্রমৃত; বাণিজ্য সত্যানৃত ও নীচসেবাকে শ্ববৃত্তি বলে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই নিন্দিত সেবা-কর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্ব্বদেবময় ॥ ১৮-২০ ॥

এক জাতি

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে 'হংস' নামে একমাত্র জাতির বাস ছিল। তাঁহারা স্বাধ্যায়-নিরত ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। হংসগণের মধ্যে যাঁহারা ভজনবলে, যোগবলে, ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে অপরাপর স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারাই হংসগণের দ্বারা 'পরমহংস' শব্দে গৃহীত হইতেন। সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগনিরত ভারতীয়গণের মধ্যে ভাগবত পরম-হংসগণের কথা কয়েকস্থানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। ভাগবত পরমহংসগণের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগী পরমহংসের যে ভেদ আছে তাহা শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ' শব্দে উদ্দিষ্ট অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু-তত্ত্ব-আলোচনায় ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' শব্দে অখণ্ড জ্ঞান বা পূর্ণ-চেতন, কেবল-চেতন, শুদ্ধ-চেতন, নিত্য-চেতনের পরিমাণগত বৃহত্ত্ব-বাচক ও পুষ্টিকারক বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ 'জীব' শব্দ হইতে যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন তাহা শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব ভগবান্ স্বীয় অনুগত-জনের হৃদয়ে পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে তিনি অখণ্ড জ্ঞান নির্দ্দেশ করেন নাই। জীব স্বরূপে খণ্ডজ্ঞানময় বস্তু বলিয়া তাহার কোন সময় অখণ্ডজ্ঞানের অন্তর্গত পরিচয়, কখনও বা খণ্ডজ্ঞাতৃসূত্রে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রান্তি এবং কখনও বা অব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী জড়াভিমান। জড়াভিমানের আনুগত্য পরিহার করিলেই জীবের বৈষ্ণব বলিয়া অনুভূতি। তখন চিন্ময় স্বভাবক্রমে জড়াকাঙ্ক্ষা জড়ভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞানাভাবই তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ করিয়া তোলে। তিনি ব্রহ্মেতর বস্তু গ্রহণ করিয়া কোন সময়ে আপনাকে ব্রহ্মত্বে স্থাপন করিতে ব্যস্ত, কখনও বা দৃশ্যজগতের বিবর্ত্তময় অনুভূতিতে ব্রহ্ম বলিতে উদ্‌গ্রীব, কখনও বা কামকামী হইয়া বিবর্ত্ত পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট। অতাত্ত্বিকগণ নিজ নিজ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিয়াই নিজ অক্ষজ-জ্ঞানবিকাশফলে অধিরোহ-বাদ অবলম্বন করেন ও দৃশ্যজগতে বিচরণ করিয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া অযথা শ্লাঘা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়াও হংস, অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকার-বিশেষ ব্রহ্মকে ভগবানের অসম্যগ আবির্ভাব বলিয়া সুস্পষ্টভাবে জানেন।

কতিপয় হংস মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্তির অন্তর্যামিত্বময় বিশেষকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া মায়াশক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতের অনুশীলন হইতে বিযুক্ত হন। সেই বিয়োগ-সিদ্ধিই তাঁহাকে পরমাত্ম-যোগনিরত যোগী

করিয়া তোলে। ব্রহ্মজ্ঞ স্বসিদ্ধিতে এবং যোগী নিজ সিদ্ধিকালে যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা হইতে ভগবজ্‌জ্ঞান-লাভ ও ভগবানে ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে সুদুরূহ নহে, বরং তাঁহাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিমাত্র। ভগবদ্‌ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস ব্রহ্মজ্ঞ হংস ও যোগী হংসের উৎকৃষ্ট উন্নতির স্তর মাত্র। ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস নিম্নে অবতরণ করিলে বা তত্তৎস্থানস্থিত দ্রষ্টার নিকট অব্রহ্মজ্ঞ বা কুযোগী নহেন। ভাগবত-পরমহংস উৎকৃষ্ট যোগী ও পরমোন্নত ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহাকে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করা উচিত নহে।

হংস ব্রহ্মজ্ঞ যেকালে নিজের হংসত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান বা সমত্ব পরিহার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত গৃহোক্ত ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং অপর হংসগণের মধ্যে স্বীয় পার্থক্য-স্থাপনে যত্নবান্ হন, সেইকালেই গুণ কর্ম্মবিভাগক্রমে চারিটী ধর্ম্ম ও আশ্রম পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে হংস বর্ণ বা একবর্ণ মাত্র অবস্থিত ছিল; পরে ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ অতীত হইলে হংসজাতির মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ এবং ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারমুখেই এই বিভাগ কার্য্যে পরিণত হয়। সাধ্য ও সিদ্ধ বা বিবিৎসা ও বিদ্বৎ প্রণালীতে যে কার্য্যগত ভেদ আছে, তদ্দ্বারা দুই প্রকার বর্ণ ও আশ্রম নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা-বিচারে শৌক্রপদ্ধতিতে বর্ণনিরূপণ-প্রথা দেশাচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; আবার বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ শৌক্রপদ্ধতিকে চিরদিনই পুষ্ট করিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-লিখিত কবষের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ-লিখিত জাবালের কথা অনুশীলন করিলে আমাদের কেবল শৌক্রপদ্ধতির বিচার সুষ্ঠুতা লাভ করে। শ্রীমন্মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে উভয় প্রকার প্রণালীমতেই বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ উল্লিখিত করিয়াছেন। উহা যে একবার মাত্র ত্রেতা-প্রারম্ভে নিরূপিত হইয়া শৌক্র-পদ্ধতিমতে চিরদিন চলিবে এবং মূল প্রয়োজন বিনষ্ট হইয়া মাছিমারা কেরাণীগিরিই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—এরূপ কথা সত্যপ্রিয় ভারতীয় হংস জাতি স্বীকার করেন না। কল্পশাস্ত্র, গোভিল-কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্র-সংকলিত বেদবাণীতে যে অষ্টবর্ষেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধ্য, বিবিৎসোত্থ বা প্রস্তাব মাত্র। হংসজাতি সকলেই সমান হইলেও যখন গৃহোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর বিধিগ্রহণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারা তাঁহাদের অধস্তন ভাবী ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতিরই গৃহোক্ত

সংস্কার আবশ্যক। যাঁহারা সংস্কার গ্রহণে অযোগ্য ও অসম্মত, ব্রহ্মজ্ঞ হইতে যাঁহাদের কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, তাঁহারা হংসজাতির মধ্যে সংস্কার-বর্জ্জিত অদ্বিজ বা শৌক্র অধস্তন মাত্র। দ্বিজেরই গৃহ্যোক্ত বিধি পালনীয়। যাঁহারা পালন করিলেন, তাঁহাদের কুলগত প্রথানুসারে দ্বিজত্ব চলিতেছিল। যে হংস, দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক 'শূদ্র' শব্দে সংজ্ঞিত হইলেন, তাঁহারা নিজ নিজ আলস্যক্রমেই হউক বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, স্ব-স্ব-স্বভাবে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদের দ্বিজত্ব ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ যেকালে গৃহ্যোক্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইবেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্ত স্বভাব বা লক্ষণ পুনরায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

হংস জাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও উপাসকের বৃত্ত স্বভাব ও লক্ষণ চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, থাকিবে এবং ছিল। সনাতনপ্রথা-মতে যখন বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল না, সেইকালে হংসগণই ভাগবত পরমহংসতা লাভ করিতেন। নিম্নস্তরে কিঞ্চিদ্ ভগবদনুশীলনরত যোগনিরত সম্প্রদায়ে ও তন্নিম্নস্তরে জ্ঞাননিরত ব্রহ্মজ্ঞ সম্প্রদায়েও পরমহংস দেখা যাইত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী হংসজাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মও যখন ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল জলধি-গর্ভে ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন নিরীশ্বর নাস্তিক্য-বাদের প্রসার আরম্ভ হইল--শ্রীগুরুদেবের বাক্য বিপর্য্যস্ত হইল, আম্নায়ের বেদের নিরস্তকুহক সত্যের অমর্য্যাদা হংসজাতির কতিপয়ের হৃদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় আচ্ছাদন করিল। তাঁহারা নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া সত্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ একমাত্র হংসজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(দর্শন)

১। প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-দর্শনের বিভাগ কিরূপ?

"জগতে যত জীব আছেন, তাঁহারা অধিকারানুসারে প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-ভেদে ত্রিবিধ। লোকে বলেন যে, দর্শন ছয় প্রকার; কিন্তু আমরা সেই সমস্ত দর্শনকে তিন প্রকারে বিভাগ করি অর্থাৎ প্রাকৃত-দর্শন, আধ্যাত্মিক-দর্শন ও অপ্রাকৃত-দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বক-মীমাংসা—ইঁহারা প্রাকৃত-দর্শন। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য—এই তিনটি আধ্যাত্মিক দর্শন। বেদান্ত স্বয়ং অপ্রাকৃত দর্শন।" – 'বিজ্ঞপ্তি' কঃ কঃ

২। বিভিন্ন আচার্য্য-প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয় কোথায় ?

"কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদ-মাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্য-শক্তি-পরিণামরূপ নিত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। ইহাই সর্ব্ববেদ-বাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।"

—'ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণং', শ্রীভাঃ মাঃ ১০।৪

৩। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ কেন ?

"শ্রীজীব গোস্বামী 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে এই মত-সিদ্ধান্তকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্ব-মতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত-সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের—'সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের—'শক্তি-সিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর—'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের—'নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ-মত (সিদ্ধান্ত) জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৪। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি শ্রুতি সম্মত সার্ব্বদেশিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত ?

"কেবল ভেদ বা কেবল অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ —এ সকলই শ্রুতি-শাস্ত্রের একদেশ-সম্মত হওয়ায় অন্যদেশ-বিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত (সিদ্ধান্ত) বেদের সর্ব্বদেশ-সম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত " —শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৫। অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্বরূপতঃ সর্ব্ববাদি সম্মত কেন ?

"অচিন্ত্য-ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্তই সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের সম্মত। ইহাতে যত যুক্তি করা যায়, ততই এই সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চয়রূপে বিশুদ্ধ বলিয়া

প্রতীতি হয়। যুক্তি দুই প্রকার—স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ। বেদ, পুরাণ ও সমস্ত মহাজন-কৃত সিদ্ধান্ত ইহার পোষক; তাহারাই স্বপক্ষ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যাদি শুষ্ক জ্ঞানবাদাচার্য্যগণ ইহার প্রতিপক্ষ। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন, 'হে নাথ, তোমার ও আমার ভেদ অপগত হইলে আমি তোমার থাকিব, কিন্তু তোমাকে আমার বলিতে পারিব না।' এইরূপ প্রতিপক্ষ-যুক্তিও ভেদাভেদ-বাদের পোষক। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৬। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে 'অচিন্ত্য' শব্দ বলা হইল কেন?

"কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া, এই নিত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।"　　—চৈঃ শিঃ ১।৫

৭। কেবলাদ্বৈতবাদই কি অদ্বয়-জ্ঞান ও বেদ-সম্মত?

"অনেকে মনে করেন যে, কেবল অভেদবাদকে অদ্বয়জ্ঞান বলে; তাহা নয়। কেবল অভেদবাদ—সমস্ত বেদ-বিরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেক স্থলে নিত্য-ভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য; অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। ভেদাভেদ-তত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্ট্-স্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত-দৃষ্টির বশীভূত তখনই তাঁহার কেবল ভেদ-দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্রূপে ভাসমান হয়,—ইহারই নাম দ্বৈতজ্ঞান।"　　—'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২।৬

৮। সাত্বত আচার্য্যগণের প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও

তজ্জনিত অসম্প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক বিচার-বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণতা কে বিধান করিয়াছেন ?

"শ্রীরামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শুদ্ধদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। রামানুজ-মতে—চিৎ ও অচিৎ, এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। মধ্ব-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশ-ভক্তিই তাহার স্বভাব। নিম্বাদিত্য-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ ; অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। বিষ্ণু-স্বামি-মতে—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সকলেই মূল-তত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৯। শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কি গৌড়ীয়-মত-বিরুদ্ধ নহে ?

"শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্ত-সমূহ আমাদের গৌড়ীয়-প্রেম-মন্দিরের ভিত্তি-স্বরূপ।" —'শ্রীঅর্থ-পঞ্চক', সঃ তোঃ ৭।৩

১০। শ্রীনিম্বাদিত্যের মত ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি এক ?

"অনেকে বলেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মত নিম্বাদিত্যের মতের সহিত সর্ব্ব-বিষয়ে এক ; তাহা নয়। নিম্বাদিত্যের মত দ্বৈতাদ্বৈত বাদ ; কিন্তু গৌড়ীয়-মত—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।" —'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

১১। বৌদ্ধ-দর্শনে অসৎ সিদ্ধান্তগুলি কি কি ?

"বৌদ্ধ-মতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুইপ্রকার পন্থা। সে পন্থা-গমনের প্রস্থান-স্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত ; যথা- (১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য ; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব-লাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ-দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধজীবন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৯।৪৯

১২। ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের পাশ্চাত্ত্যদেশীয় প্রসিদ্ধ শিষ্য কে কে ?

"দর্শন-শাস্ত্র যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন বস্তুতঃ বহুবিধ হইলেও স্থূল স্থূল বিষয়ের বিচার-দ্বারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতে ষড়্‌দর্শন বলিয়া সেই ছয়টী শ্রেণী দেদীপ্যমান। গ্রীস্‌দেশেও সেই ছয়টী দর্শন সম্মানিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ গবেষণা-দ্বারা গ্রীণীয়াদেশীয় অধ্যাপক গার্ব্বে নির্ণয় করিয়াছেন যে এরিষ্টটল্ গোতমের ন্যায়-শাস্ত্রের শিষ্য, থেলিস্ কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটীস্ মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, প্লেটো বেদান্তশাস্ত্রে ব্যাসের শিষ্য, পিথাগোরাস্ সাংখ্যশাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং জিনো যোগ-শাস্ত্রে পতঞ্জলির শিষ্য।"　　—'দর্শনশাস্ত্র', সঃ তোঃ ৭।১

১৩। পাতঞ্জল-দর্শনে কি শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের আলোচনা আছে ?

"পাতঞ্জল-শাস্ত্রে কৈবল্যাবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র, কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না।"　　—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৪। যোগশাস্ত্র কোন্ পদের যোগ্য ?

"নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে-সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগ-শাস্ত্র তন্মধ্যে একটি অবান্তর পদ।"　　—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৫। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ভক্তিপর ব্যাখ্যা কিরূপ ?

"মায়াবাদি-ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে, 'তত্ত্বমসি'রূপ মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মে সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। 'তৎ'-শব্দে তিনি 'ত্বং'-শব্দে তুমি, 'অসি'-শব্দে হও ; —এই অর্থক্রমে তৎ ব্রহ্ম,তাহা তুমিই হও, অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত-সম্প্রদায়ের মতবিৎ ভাষ্যকার ভেদ-নিরূপণার্থ 'তত্ত্বমসি'—এই বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। 'তৎ'-শব্দ—অব্যয়, 'তস্য' শব্দের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তস্য ত্বম্ অসি'—এই শব্দের অর্থ তাঁহার তুমি। 'তস্য'-শব্দে ভেদ-প্রতীতি হয়। 'তুমি' তদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও—এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে।"　　—তঃ মুঃ ৬

১৬। ষড়্‌দর্শনকার সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে স্বীকার করেন কি ? বিষ্ণুতত্ত্ব কি শুদ্ধ সগুণ ?

"জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ

করিয়া ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ' করিয়া ফেলিয়াছেন। কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিকশাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্ব-কারণ বলিয়াছেন। সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহাদের যোগ-শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদ-পরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময়) একটী একটী 'মত' স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনা-পূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগবৎপ্রতি পাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্ত-মতে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং বিশেষ-স্থলে ভগবান্‌কে 'সগুণ' (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন ; পরন্তু তিনি—অনন্ত চিদ্‌গুণ-রাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। বিভিন্ন মতবাদিগণের মতে, পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণু) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ বিষ্ণুকে মানেন না, অথচ পরমত-খণ্ডন-পূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২৫।৪৫।৫৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃষ্ণাবির্ভাবে ব্যাজস্তুতি

দুর্য্যোগ রজনীযোগে তস্করের প্রায়
কি হেতু অবনী-মাঝে এলে নটরায় ?
কি হেতু বা সঙ্গোপন শ্রীনন্দ-আলয়ে
বসুদেবে মিথ্যাবাদী মূষক সাজায়ে ?
নন্দালয়ে নবনীর ছিল কি অভাব ?
তবে কেন প্রকাশিলে তস্কর-স্বভাব ??
সত্যমূর্ত্তি তবু কেন মিথ্যা বাক্য বল,
মৃত্তিকা ভক্ষণ করি' কেন কর ছল ?

সত্যধর্ম্ম সদ্‌গুণের হইয়া আশ্রয়,
লাম্পট্য-লীলার প্রভু কি হেতু প্রশ্রয় ?
কি হেতু বাজাও বংশী গোপীচিত্ত হরি' ?
বসন, যৌবন, প্রাণ, কেন কর চুরি ??
সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা তুমি পুরুষ উত্তম—
তবু কেন ভাগ্যে তব অসীম দূষণ !!
সর্ব্বক্রীড়া ত্যজি' কেন গোচারণ-লীলা ?
বিপ্র, ক্ষত্র-কুল ত্যজি' গোপাল হইলা ??
অনন্তা, অচিন্ত্যা শক্তি যদি তব হয়,
অপবাদ কেন তবে জরাসন্ধ-ভয় ?
কি হেতু সমুদ্র-মাঝে স্থাপিলেক পুরী
ব্রজপুর শ্রীমথুরা ত্যজিয়া, শ্রীহরি !
প্রাণাধিকা হয় যদি গোপীকা তোমার,
কেন তবে মধুপুরী দ্বারকা-বিহার ?
ব্রজভূম, রাধাকুণ্ড-তট, গিরিরাজ
মান যদি সর্ব্বোত্তম, ছাড় কিবা লাজ ?
এত রূপ ছাড়ি' কেন কৃষ্ণরূপ ধর—
তোমার মহিমা প্রভু, অনন্ত অপার।
তব কৃপা একমাত্র তোমা' বুঝিবারে।
তবজন-কৃপাবলে তোমা' রুচি ধরে॥

—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৯)

জ্ঞানী মানবগণের ত কথাই, শ্রীহরির প্রতি সম্যক্‌ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে কীট-পক্ষী-পশুগণেরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়।

এই কর্ত্তৃগণের মধ্যেই আবার আচারবান ও দুরাচার, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুক্ষু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ, ভগবৎপার্ষদতা-প্রাপ্ত ও তাহাতে নিত্য অবস্থিত প্রভৃতি পাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই সাধারণ-ভাবে ভক্তির অবস্থান দর্শন করিয়া ভক্তির সার্বত্রিকতা জানা যায়।

বহির্দৃষ্টিতে দুরাচার-মধ্যে ভক্তির অবস্থান—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ (গীঃ ৯।৩০)

বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত দুরাচার থাকিলেও আমাতে অনন্যভাবে ভজনকারীকে 'সাধু' বলিয়া মনে করিতে হইবে। যেহেতু তিনি মদর্থে সম্যক্ অধ্যবসায়-বিশিষ্ট।

বহির্দুরাচার থাকিলেও যখন ভক্তির ব্যাঘাত হয় না, তখন সদাচার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (ভাঃ ১১।১১।৩৩)

আমার যে বৈকুণ্ঠস্বভাব আমার যে স্বরূপ, আমার যে সচ্চিদানন্দময়তা,—তাহা জানিয়াই হউক্ আর না জানিয়াই হউক, যাহারা অনন্যভাবে আমাকে ভজন করে, তাহারা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মে,—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥

অগ্নি যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্পৃষ্ট হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিও শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে শ্রীহরি তাহাদের পাপাদি হরণ করেন।

বিরক্ত ও আসক্ত মধ্যে,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত-ভক্তও ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হইলেও বীর্য্যবতী ভক্তির প্রভাবে বিষয়ে অভিভূত হন না।

মুমুক্ষু ও মুক্ত-মধ্যে—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ (ভাঃ ১।২।২৬)

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া

তাহাদের প্রতি অসূয়াশূন্য হইয়া শান্তমূর্ত্তি নারায়ণ বা তদংশসকলের ভজন করেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

শ্রীহরি এরূপ গুণবিশিষ্ট যে আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া উরুক্রমের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সিদ্ধ ও অসিদ্ধ মধ্যে—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ (ভাঃ ৬।১।১৫)

সূর্য্য যেমন হিমরাশিকে নাশ করে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি কেবলা ভক্তিদ্বারা অনর্থসকল বিনাশ করেন।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৫৩)

যিনি অতিসামান্য নিমিষার্দ্ধকালও ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।

ভগবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৭)

আমার সেবায় পরিপূর্ণকাম ভক্তগণ কালক্ষোভ্য, অনিত্য, নশ্বর, ইতর বিষয়ের কথা কি, আমার সেবাপ্রভাবে স্বয়ং আগত বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিকেও বাঞ্ছা করেন না।

নিত্যপার্ষদ মধ্যে—

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্রম্
উচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ॥ (ভাঃ ৩।১৫।২২)

বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবী পরিচারিকাগণের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রুম-মণিময় তটযুক্ত ও অমৃতময় নির্মলতোয় বাপীসমূহের তীরে নিজপ্রমোদো-পবনে তুলসী দ্বারা শ্রীনারায়ণের পূজা করিতে করিতে বাপীজলে প্রতি-

বিম্বিত নিজ সুন্দর অলকাবলী ও নাসিকা-শোভিত বদনকমল দর্শন করিয়া মনে করিলেন যে পতি যেন তাঁহাকে চুম্বন করিতেছেন।

সকল বর্ষে, সকল ভুবনে, সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই ভক্তগণ যে ভগবানের উপাসনা করিতেছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এতদ্দ্বারা সর্ব্বদেশেই ভক্তির অবস্থান আছে, বুঝিতে হইবে।

সকল ইন্দ্রিয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।
পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও মানসোপচার দ্বারা পরমানন্দে শ্রীহরির পরিচর্য্যা করিয়া বাক্যমনের অগোচর সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

সকল দ্রব্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীতা ৯।২৬)

প্রযতাত্মা ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল যাহা সমর্পণ করে, আমি সেই ভক্তিদত্ত বস্তু বাৎসল্যভরে ভোজন করিয়া থাকি।

সর্ব্বক্রিয়ায় ভক্তির অধিষ্ঠান—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতোবানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥ (ভাঃ ১১।২।১২)
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ (গীতা ৯।২৭)

এই সদ্ধর্ম্ম (ভাগবত ধর্ম্মের কথা) একবার শ্রবণ, পাঠ, ধ্যান, আদর বা অনুমোদন করিলে তাহা কি দেবদ্রোহী কি বিশ্বদ্রোহী, সকলকেই সদ্য পবিত্র করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। এরূপ ভক্ত্যাভাস ও ভক্ত্যাভাসাপরাধাদি ব্যাপারে অজামিল এবং মূষিকের দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে।

সকল কার্য্যে ভক্তির অধিষ্ঠান—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥

যাঁহার স্মরণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে তপস্যা, যজ্ঞ ও ক্রিয়াদিতে যাহা কিছু

ন্যূন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, তাহা সদ্য সম্পূর্ণতা লাভ করে; সেই অচ্যুতকে আমি বন্দনা করি।

সকল ফলে ভক্তির অধিষ্ঠান—

অকাম সর্ব্বকামো বা মোক্ষকামো উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

উদারবুদ্ধি ব্যক্তি নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকার কামনাযুক্ত, এমন কি মোক্ষকামী হইয়াও তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীহরিকেই ভজন করিবেন।

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

বৃক্ষের মূলে জলসেচনদ্বারা যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, প্রাণে আহার দিলে যেমন সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের পূজা-দ্বারা সকলেরই পূজা হইয়া যায়।

অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ॥ (স্কন্দ)

দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীহরি অর্চ্চিত হইলে সর্ব্বদেবতার অর্চ্চন হইয়া যায়, যেহেতু যিনি সর্ব্বান্তর্যামী।

যিনি এই প্রকার ভজন করেন (কর্ত্তৃকারক), ভগবদুদ্দেশে যাহা কিছু দান করেন (কর্ম্মকারক), যে উপায় দ্বারা ভক্তি করা যায় (করণকারক), ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যাহা কিছু সমর্পণ বা সম্প্রদান করা যায় (সম্প্রদান-কারক), যে সকল গবাদি হইতে দুগ্ধাদি লইয়া শ্রীভগবানকে নিবেদন করা যায় (অপাদান), যে-দেশে যে-কুলে কেহ ভক্তির অনুষ্ঠান করেন (অধিকরণ), পুরাণসমূহে তাঁহাদের সকলেরই কৃতার্থতা দেখা যায়। এতদ্দ্বারা সকল কারকের মধ্যেও ভক্তির বিদ্যমানতা জানা যায়। এইরূপে ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা অর্থাৎ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বপাত্রে বিদ্যমানতা সাধিতা হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, সপ্তবিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৯ পৃষ্ঠার পর)

জয়া একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে কৃষ্ণ আদিদেব, আপনি উত্তম কথা বর্ণন করিলেন। স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণীর আপনি সৃজন, পালন ও সংহারকারী। সম্প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক মাঘ-মাসীয়া শুক্লা-একাদশীর সবিশেষ বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহারাজ! মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী **'জয়া'** বলিয়াই বিখ্যাতা। ঐ একাদশী সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা পবিত্রা, মনুষ্যের সর্ব্বপাপহন্ত্রী, কামদা ও মোক্ষদায়িনী। তিনি ব্রহ্মহত্যা-পাপ ও পিশাচত্ব-বিনাশ করেন। এই একাদশী ব্রত পালন করিলে মানবগণের কখনও প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয় না। ইহা হইতে পরতরা পাপঘ্নী ও মোক্ষদায়িনী কোনও একাদশী নাই। এই একাদশীর মাহাত্ম্যাদি নিম্নে বর্ণনা করিতেছি,—

এক সময়ে স্বর্গলোকে ইন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তথায় দেবগণও সুখে বাস করিতেছিলেন। অমৃতপানে রত দেবগণ পারিজাত পুষ্পসেবিত সেই স্বর্গস্থ নন্দন বনে অপ্সরাগণের সহিত রমণ করেন, তাহাদিগকেও রমণ করান। একদিন পঞ্চাশকোটী অপ্সরা-নায়ক রমণরত দেবেন্দ্র নিজ ইচ্ছায় হর্ষবশতঃ সেই পঞ্চাশকোটী অপ্সরাকে নৃত্যে প্রবৃত্ত করিলেন। তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিলে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল। পুষ্পদন্ত, চিত্রসেন ও তৎপুত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বও তন্মধ্যে ছিলেন। চিত্রসেনের পত্নীর নাম মালিনী, সেই মালিনী হইতে জাতা কন্যার নাম পুষ্পবন্তী। পুষ্পদন্তের পুত্রের নাম মাল্যবান। এই মাল্যবান পুষ্পবন্তীর রূপে অতিশয় মোহিত হইয়াছিল। সেই পুষ্পবন্তীও পুনঃপুনঃ কটাক্ষদ্বারা মাল্যবানকে বশীভূত করিয়াছিল। ইন্দ্রের তুষ্টিবিধানার্থ তাহারা উভয়েই নৃত্যের জন্য সমাগত হইয়া গান গাহিতে লাগিল। কিন্তু কামাসক্ত হওয়ায় চিত্তভ্রমহেতু তাহারা শুদ্ধরূপে গান করিতে অক্ষম হইয়া পরস্পর কেবল বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিত। তাহাদের এইরূপ ভাব, তালমানভঙ্গ ও গীতবর্জ্জন দেখিয়া তাহারা যে পরস্পর কামাসক্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহাদের এই কার্য্য নিজেরই (দেবরাজের) অবজ্ঞাসূচক,—ইহা

চিন্তা করিয়া কোপবশতঃ তাহাদিগকে শাপ দিবার উদ্দেশে ইন্দ্র বলিলেন,

"আমার আজ্ঞাভঙ্গকারী মূঢ় ও পতিত তোমাদিগকে ধিক্। তোমরা দুই জন দম্পতিরূপে পিশাচযোনি লাভ করত মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া নিজ কুকর্ম্মের ফল ভোগ কর।"

এইরূপে ইন্দ্র শাপ প্রদান করিলে তাহারা দুই জন অত্যন্ত দুঃখিত মনে হিমালয় পর্ব্বতে পতিত হইল এবং ইন্দ্রশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। হিমালয়ে হিমকষ্টে তাহারা সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া নিজেদের সেই গন্ধর্ব্বত্ব ও অপ্সরাত্ব প্রভৃতি পূর্ব্ব পরিচয় সকল ভুলিয়া গেল। আবার গ্রীষ্মের দারুণ তাপে দেহগত পাপবশতঃ পীড়িত হইতেছিল। কর্ম্মবিপাকগ্রস্ত তাহারা রাত্রিতেও সুখশান্তি পাইত না। পরস্পর নিজ দুঃখ কথনপূর্ব্বক গিরি গহ্বরে বিচরণ করিত। শাপপীড়িত তাহারা তুষারের শীতে রোমাঞ্চিত কলেবরে দিন কাটাইত।

একদিন সেই পিশাচ নিজ পত্নী পিশাচীকে বলিল—আমি অল্প পাপ করি নাই, রোমহর্ষণকর দারুণ পাপই করিয়াছি; যে দারুণ পাপের ফলে নিজে নরক-যন্ত্রণাতুল্য পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এখন হইতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা পাতক যাহাতে আর উপস্থিত না হয় তাহাই আচরণ করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহারা সেই পর্ব্বতে দুঃখে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাস করিতে লাগিল।

সেই মাল্যবান্ ও পুষ্পবন্তীর কোনও সৌভাগ্যবশে এই সময় মাঘী শুক্লপক্ষীয়া 'জয়া' নামক বিখ্যাতা একাদশী-তিথি উপস্থিত হইল। ঐ জয়া-একাদশী প্রাপ্ত হইয়া তাহারা উভয়েই নিরাহারে থাকিল, এমন কি জল পর্য্যন্তও পান করিল না। দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সমীপে ঐদিন পড়িয়া রহিল। এদিকে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন, ঘোর নিশাকাল উপস্থিত হইল। তাহারা মাঘী রাত্রির দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে শয়ন করিল। শীত হইতে রক্ষা পাইতে তাহারা পরস্পর গাত্রসংলগ্ন অবস্থায় থাকিয়াও নিদ্রায় সুখ পাইল না।

ইন্দ্রশাপে পীড়িত তাহাদের সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল। সূর্য্য উদিত হইলে দ্বাদশী-তিথি উপস্থিত হইল। জয়া একাদশীতে তাহাদের ঐ অনাহার ও রাত্রি-জাগরণ-কার্য্য ভক্তির অঙ্গস্বরূপ হইল।

জয়া-একাদশীর মাহাত্ম্য

হে মহারাজ! দ্বাদশী-দিনে তাহাদের জয়া-ব্রত সম্পূর্ণ হওয়াতে শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তাহাদের পিশাচত্ব দূর হইল। পুষ্পবন্তী ও মাল্যবান উভয়েই তাহাদের পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইল। পূর্ব্ব অলঙ্কারাদি পুনরায় লাভ করিয়া উত্তম বেশে ভূষিত হইয়া রথে অরোহণ করিয়া তাহারা স্বর্গে গমন করিল। তারপর ইন্দ্রের সম্মুখে গমন করিয়া আনন্দে তাঁহাকে প্রণাম করিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে উত্তমরূপ-লাবণ্যযুক্ত দেখিয়া বিস্ময়-সহকারে বলিলেন—কোন্ পুণ্যফলে আমার শাপগ্রস্ত তোমাদের পিশাচত্ব-দূর হইল, কে আমার শাপ হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলেন?

মাল্যবান বলিল—হে প্রভো! ভগবান বাসুদেবের অনুগ্রহে 'জয়া'-ব্রতের পুণ্যফলে আমাদের পিশাচত্ব বিদূরিত হইয়াছে। তাহার এই উক্তি শুনিয়া ইন্দ্র পুনরায় বলিলেন—হে মাল্যবান! তোমরা এখন হইতে আমাদের বাক্যে আবার সুধা পান কর। **হরিবাসর-ব্রতে যাঁহারা আসক্ত এবং যাঁহারা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ মর্ত্ত্যলোকের তাদৃশ মানবগণ আমাদেরও পূজ্য** জানিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই দেবলোকে তুমি পুষ্পবন্তীর সহিত ইচ্ছানুরূপ বিহার কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে যুধিষ্ঠির মহারাজ! এই জয়া-ব্রত ব্রহ্মহত্যা-রূপ পাপ বিনাশ করে। এই ব্রতের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দানের ফল লাভ হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সমস্ত যজ্ঞ কৃত হইয়া থাকে। এই জয়া-ব্রত কৃত হইলে কল্প কোটীকাল বৈকুণ্ঠে বাস হয় এবং ব্রতকারী নিশ্চিতই আনন্দ উপভোগ করেন। হে মহারাজ! এই জয়া-ব্রতকথার পঠন বা শ্রবণ হইতেও অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে মাঘ-শুক্লপক্ষীয়া জয়া-একাদশীর মাহাত্ম্য-কথন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

সমাজের বোঝা

দামোদর মাসের এক মধ্যাহ্নে বঙ্গের পল্লীগ্রামের একটী মেঠো পথ দিয়া একজন তরুণ সন্ন্যাসী চলিয়াছেন। সন্ন্যাসীর কান্তি তপ্তহেম-সম, শরীর প্রকাণ্ড, কণ্ঠধ্বনি নবমেঘের ন্যায় গম্ভীর, তনু ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল অর্থাৎ স্বীয় হস্তের চারিহস্ত-প্রমাণ দীর্ঘ, ভুজ আজানুলম্বিত, কমললোচন, তিল-ফুলের ন্যায় নাসিকা, সুধাংশু বদন। তাঁহার হস্তযুগলে বৈদিক ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু, পরণে কৌপীন ও চতুর্হস্ত-পরিমিত কাষায় বহির্ব্বাস, উজ্জ্বল-কান্তি অঙ্গোপরি গৈরিক উত্তরীয় ও ভক্তিবিজ্ঞান-শিক্ষণকেন্দ্রের স্মারকস্বরূপ ব্রাহ্মণত্ব-জ্ঞাপক উপবীত, সু-উচ্চ ললাটোপরি নিত্যানন্দপরিবার-সূচক মনোরম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-তিলক, গলদেশে তুলসীমালা, মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে দোদুল্যমান তীক্ষ্ণাগ্র শিখা—এই সকল মিলিয়া সন্ন্যাসীর এক অপরূপ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর বদনে অহর্নিশ কলিপাবন হরিনাম মহামন্ত্র, বজ্রের ন্যায় তাঁহার কঠোর দৃঢ়তা,—জগৎকে কলির হস্ত হইতে নিষ্কৃত করিয়া তাহার ভার কমাইতে হইবে। ভারতীয় মুনি-ঋষিবর্গের নিত্যাকল্যাণময়ী শিক্ষার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি উক্ত সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত ছিল। সন্ন্যাসীর সেই জ্যোতির নিকট জাগতিক কোন বস্তুর উপমা দেওয়া সহজ নহে। ধ্যানগম্ভীর সন্ন্যাসীর চলনের ভঙ্গী তাঁহার চলার পথের প্রত্যেক লোককে আকর্ষণ করিয়াছিল। এ এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী, দুনিয়ার নিকট অভিনব ভাবের সেবক।

গণতন্ত্রের দেশে কোন ব্যক্তির ছাপ দিয়া কোন মুদ্রা বাহির করা চলে কিনা, সেন মহাশয় পুনরায় বুদ্ধিজীবী বঙ্গবাসীর আস্থাভাজন হইবেন কিনা, পাকিস্তান-চীন প্রভৃতি দেশকে ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিবেন কিনা, আমেরিকা চন্দ্রলোক-বিজয়ে সফল হইতে পারিবে কিনা প্রভৃতি জাগতিক চিন্তার পোতসমূহ সন্ন্যাসীর অতলস্পর্শী মানস-সমুদ্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কৃষ্ণসেবার সুবিশাল গিরিসমূহের পাদদেশে উক্ত সমুদ্র বিরাজ করিত।

দামোদর মাসে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রসমূহ ধান্যবৃক্ষে পরিপূর্ণ থাকে, পুষ্করিণী ও জলাশয়সমূহ নানাবিধ পুষ্পে শোভমান থাকে। এই সকল প্রাকৃতিক শোভারাশি কিন্তু তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কলিভার হইতে

জগৎকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে উন্নতগ্রীব সন্ন্যাসী দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন।

চলিতে চলিতে একটী গ্রাম্য নদীর কূলে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইতোমধ্যে একটী নৌকা আসিয়া কূলে ভিড়িল। নৌকা হইতে কয়েকজন আরোহীও কূলে অবতরণ করিলেন। উক্ত আরোহিবৃন্দের নায়করূপে একটী যুবককে দেখা গেল। **যুবকটীর বেশভূষায় এবং চলনে ভারতীয়ত্বের ছাপ দেখিতে পাওয়া গেল না।** এই যুবকের হস্তে ত্রিদণ্ড এবং কমণ্ডলু না থাকিলেও মাদকতাপূর্ণ উৎকট ধূম্রনির্ব্বাহী একটী শ্বেতদণ্ড এবং কলির ফিরিস্তির উদ্গারক একটী ক্ষুদ্র বেতারযন্ত্র ছিল। যুবকটীর গলদেশে তুলসীমালা না থাকিলেও একটী সরু রেশমী কাপড়ের ফাঁস লাগান ছিল।

যুবকটীকে দেখিয়া সন্ন্যাসী ভাবিলেন, ইহারাই সাক্ষাৎ কলি বটে; গলদেশে কাপড়ের ফাঁসটী মায়ারই ফাঁস।

সন্ন্যাসীর অতুলনীয় তেজোপ্রভাবে যুবকটী একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিল। এরূপ অদ্ভুত জ্যোতিঃ কোনদিন কোন মানুষে সে প্রত্যক্ষ করে নাই। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বোধ হয় কোনদিন সন্ন্যাসীর সহিত তাহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। ইত্যবসরে সন্ন্যাসীর দৃষ্টিও যুবকটীর প্রতি পতিত হইল। উভয়েই উভয়ের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, যেন মনে হয় উভয়ের মধ্যে এককালে খুব ঘনিষ্ঠ প্রীতি ছিল। যুবকটীর চালচলনে উদ্ধত ভাব থাকিলেও সন্ন্যাসীর নিকট নতমস্তকে প্রথমেই মুখ খুলিল। উভয়ের পরিচয়ে জানা গেল সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব নাম **সুদর্শন,** যুবকটীর নাম **মনোতোষ।**

উভয়ের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল। যদিও যুবকটী সন্ন্যাসীর প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি কলির রাজত্ব স্থাপন করিয়া ইন্দ্রিয়সাধনার লোলুপ-বাসনা তাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। তাঁহাদের পরস্পরকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। যুবক ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমপাঠী ছিলেন। বয়স উভয়েরই ত্রিশের কাছাকাছি। যদিও তাঁহারা সমপাঠী তথাপি যুবকটী সন্ন্যাসীর প্রভাবে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া কথা বলিতে লাগিল।

যুবকটী কহিল,—আপনি যে সন্ন্যাসী হইবেন, তাহা আপনার বাল্য-কালের ক্রিয়াদি হইতে বুঝিয়াছিলাম। যাহা হউক্, কতদিন সন্ন্যাসী হইয়াছেন?

সন্ন্যাসী—তোমার সহিত যতদিন দেখা হয় নাই ততদিন।

মনোতোষ—আপনার ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ন্যাসী হওয়া উচিত হয় নাই। আপনাদের দ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে? আপনারা স্বার্থপর। নিজের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন। জগতের লোকের ভাল করিবার চিন্তা আপনাদের নাই। আমরা জগতের কত উপকার করিয়া থাকি।

এতক্ষণে সন্ন্যাসী যেন হৃদয়ের ব্রহ্মবহ্নিতে কলিদহনের সুযোগ পাইলেন।

সন্ন্যাসী—ভায়ারামের এখন কি হয়? অনেকক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক ভাবই ত ব্যক্ত করিলে। তোমার পিতামাতা মনে হয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তোমার নামকরণের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায়। তোমার নাম তাঁহারা ঠিকই 'মনোতোষ' রাখিয়াছেন। জীবের মঙ্গলের অনেক বড় বড় বুলিই ত বলিলে, কিন্তু তাহাতে জীবের ত দূরের কথা, তোমারই যে কোন মঙ্গল হইয়াছে তাহা তোমার বেশ-ভূষায় ও কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিতেছি না।

মনোতোষ—আপনার প্রত্যেকটী কথার মধ্যে যেন কি একটী ধ্বনি লুকাইয়া আছে। শব্দগুলি কানে শুনিলাম, এইমাত্র; তাহার ধ্বনি ভেদ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক্, আমি ঐগুলির উত্তর দিব। আমি কারিগরী বিদ্যায় স্নাতক উপাধি লাভ করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমার ফলও খুব ভাল হইয়াছিল। বর্ত্তমানে জনসাধারণের কর্ম্মনির্ব্বাহ-বিভাগে চাকুরী করি। উহারই একটী কার্য্যের জন্য এখানে স্থান পরিদর্শনে আসিয়াছি। আপনার কথাগুলি অত্যন্ত জ্বালাময়ী হইলেও আমি তদপেক্ষা অধিক জ্বালাময় বাক্য আপনাকে শুনাইব। আপনি আমার একজন প্রতিভা-বান বন্ধু ছিলেন। তজ্জন্যই আপনার সহিত কথা বলিতেছি, নতুবা সন্ন্যাসীর সহিত কথা বলা আমরা সময়ের অপব্যবহারই মনে করি। ঐ সময়ে বরং কিছু কর্ম্ম করিতে পারিলে দেশের অন্ন-রোগ-কষ্ট দূর হইবে। তাহা হইলেই জনগণ দেহগত যন্ত্রণামুক্ত হইয়া আপনারা যাঁহাকে ভগবান বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহার সেবা করিতে পারিবে। অন্যপ্রকারে তাহা সম্ভব হইবে,—ইহা আমরা নিষ্কর্ম্মার অলস চিন্তা বলিয়াই মনে করি। আপনারা কর্ম্মের কোন ধার ধারেন না, কেবল 'ভগবান ভগবান' করিয়া চীৎকার করেন। তাহাতে কি ফল হইবে?

সন্ন্যাসী—তোমরা বর্ত্তমানের যুবক। আমি জানি, **তোমরা পিতা-মাতাকেও মর্য্যদা দান কর না।** সুতরাং সেই দোষ ঢাকিবার জন্য দেশের সেবার ছলনায়, তোমাদের পক্ষে লক্ষ লোক সংগ্রহ-বাসনায় তাহাদিগের বদ্ধরুচির ইন্ধন যোগাইয়া কর্ম্মবীর সাজিতে চাহ। তোমাদের এই কপটতা আমি পূর্ণমাত্রায় জানি। আমিও তোমার বয়স্ক, ছাত্র হিসাবে তোমাপেক্ষা আমি আরও অনেক ভাল ছিলাম। সুতরাং তোমার ঐ মেয়েলি চিন্তার জবাব আমার দিতে কোন অসুবিধা হইবে না। আমিও বর্ত্তমানের উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ জানি। আমার বন্ধু হইয়া আজ তুমিও সেই গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া খৃষ্টানী ম্লেচ্ছাচারে রুচিবান হইয়াছ, ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। আমরাও তোমাদিগকে অত্যন্ত নিম্নস্তরের লোক বলিয়াই জানি। যদি তুমি নিরপেক্ষ হও, তাহা হইলে আমি বুঝাইয়া দিব যে, যদি 'মানুষ' বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় তবে সেই দাবী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণেরই। তোমার মধ্যে ধর্ম্মভাব দূরে থাকুক, ভারতীয় রীতিনীতিরও কোন লক্ষণ দেখিতেছি না, কেবল পাশ্চাত্যের মোহে পড়িয়া তাহার অনুকরণে ব্যস্ত হইয়া আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে তোমরা ডুবাইতে বসিয়াছ।

মনোতোষ—বাদানুবাদ করিয়া কোন লাভ নাই। যদি তর্ক ও বিচার আমি কিছু প্রদর্শন করি তাহা আপনি মানিতে রাজী কি?

সন্ন্যাসী—তোমরা আবার যুক্তি-তর্ক মান নাকি? আমিই ত তোমাকে প্রথমে বলিলাম যে যুক্তি-তর্কে তুমি আস্থাশীল কিনা? সেই কথাটাই আবার তুমি আমাকেই ঘুরাইয়া বলিতেছ। বুঝিলাম, ভারতবাসীর আর কিছুই নাই, সে কেবল পাশ্চাত্যের অনুকরণের মোহে পড়িয়া গিয়াছে; কথা বলাতেও সেই ভাব। আচ্ছা দেখি, বরাহভোজীদের ভাব-প্রকাশিকা ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া তোমরা কতদূর মানুষ হইয়াছ।

মনোতোষ—আমরা, যাহারা এই জগতের উন্নতির জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প, আপনাদের ন্যায় সন্ন্যাসীর সহিত ব্যবহারগত বৈষম্যও অনেক লক্ষ্য করিয়া থাকি। আপনারা যে সমাজের বোঝা, এতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা কত কষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকি, আপনারা বিনা পরিশ্রমে সেইগুলি আমাদের নিকট হইতে লইয়া যান।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আপনারা অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান।

সন্ন্যাসী—তোমরা যাহাকে তোমাদের বড় সাহিত্যিক বলিয়া থাক তাহারই লিপিকার একস্থলে রামকানাই নামীয় একটী সচ্চরিত্র ব্যক্তি অত্যন্ত নির্ব্বোধ বলিয়া জগতের নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার দ্বারা কি জগতের মনের চিত্র প্রকাশিত হয় নাই? সুতরাং লোকঠকানো-বৃত্তির মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা তাহাতে জগতের লোকই অধিক পরিমাণে কৃতিত্বসম্পন্ন। **আমরা জগতের মধ্যে নহি, ভিক্ষার দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করি না।** ঈশ্বরের বস্তু তাঁহাকে সমর্পণ না করিয়া তোমরাই গ্রহণ করিয়া থাক। ভগবানের পাওনা কড়ি তাঁহাকে না দেওয়ায় তোমাদের চৌর্য্যবৃত্তি হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীরা সেই মহাদণ্ডনীয় অপরাধ হইতে জগৎকে মুক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং সন্ন্যাসীরা সমাজের বোঝা নহেন, উপরন্তু সমাজের ভার অপহরণই করেন—ইহা বুঝিয়া রাখিলে তোমরা ঐ যে 'দেশসেবা দেশসেবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া স্বার্থসাধন করিবার একটী চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ তাহাতে লাভবান হইতে পারিতে। বৃথা সন্ন্যাসীদের পশ্চাতে লাগিয়া তোমরা খাল কাটিয়া কুমীরই আনয়ন করিতেছ। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি B. A.

শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন।
কৃপা করি' কর মোরে শুদ্ধভক্তি দান॥
তব পাদপদ্মে মোর অসংখ্য প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন তব পদে মতি॥
নমঃ নমঃ শ্রীরাধিকা-মদনমোহন।
জন্মে জন্মে পাই যেন ওঁরাঙ্গা চরণ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
"তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ"॥

সবার চরণ বন্দি অতি সাবধানে।
কৃপা করি' রাখ মোরে তব ভক্তস্থানে॥
দারুব্রহ্ম-রূপে আসি' প্রভু ভগবান
নীলাচলে বৈসে জীবে করিবারে ত্রাণ।
জীবের উদ্ধার তরে অর্চ্চামূর্ত্তি ধরি'
কত লীলা প্রকাশিলা প্রভু গৌরহরি।
কত ভাবে কত ভক্ত সেবা করে তাঁর।
ব্যক্তাব্যক্ত তাঁর লীলা মহিমা অপার॥
রথযাত্রা হয় তাঁর বিখ্যাত ভুবন,
সে সময়ে আসে লক্ষ লক্ষ ভক্তগণ।
রথে চড়ি' প্রভু চলে গুণ্ডিচা-ভবন
শ্রীমতীরাধিকা সাথে হইতে মিলন।
কৃষ্ণে সুখ দিতে সদা রাধাপক্ষ চায়,
তাই তাঁরে রথে করে সবে নিয়ে যায়।
গুণ্ডিচা-বাড়ীতে হ'বে যুগল মিলন,
যাহা দেখি' ভক্তগণ জুড়াবেন প্রাণ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পত্নী গুণ্ডিচা নাম
যাঁর নামে খ্যাত হৈল গুণ্ডিচা-ভবন।
আহা! তাঁর কত ভাগ্য কহা নাহি যায়—
জগন্নাথের মাসী বলি লোকে যাঁরে গায়।
কত যে সৌভাগ্য তাঁর কহিতে অক্ষম।
অদ্যাপিহ যাঁর নামে বিখ্যাত ভুবন॥
যাঁর শুদ্ধভক্তিবশে প্রভু দয়াময়
চির বাঁধা গৃহে তাঁর হইয়া সদয়।
তাঁর শ্রীচরণে মোর এই যে মিনতি—
তাঁর কৃপাবলে যেন পাই শুদ্ধভক্তি।
নীলাচলচন্দ্র হ'ন 'অচল জগন্নাথ'।
শ্রীগৌরসুন্দর হ'ন 'সচল জগন্নাথ'॥

'সচল' 'অচল' দুই নাথে দরশনে
রথযাত্রায় গৌড় হ'তে আসে ভক্তগণে।
আজি গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উদিল!
ভক্তগণে ডাকি প্রভু কহিতে লাগিল—
"সবে মিলি করি' চল গুণ্ডিচা-মার্জ্জন,
কালি জগন্নাথ তথা করিবে গমন।
তাঁহার মন্দির তথা করিয়া মার্জ্জন
হৃদয়ের মল সবে করিব স্খালন॥"
প্রভুর আজ্ঞায় চলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
কত রঙ্গে করে প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন!!
কত শত ঘট লয়ে কত সম্মার্জ্জনী
ভক্তগণসাথে চলে গোরা গুণমণি॥
প্রথমে প্রকোষ্ঠ করি' যত্নে সংমার্জ্জন,
কত শত ঘটজলে করে প্রক্ষালন।
ভক্তে শিক্ষা দিতে এবে গোরা গুণমণি
নিজ বস্ত্রে সিংহাসন মোছেন আপনি।
তারপর বাহিরের দালান, প্রাঙ্গণ
ভক্তগণসঙ্গে প্রভু করেন মার্জ্জন।
রঙ্গ করি' কহে প্রভু সব ভক্তগণে—
"যার যত ধূলিরাশি রাখ স্থানে স্থানে।
সংমার্জ্জনে যার যত ধূলিরাশি হবে,
তার তত হৃদিমল বিদূরিত হবে॥"
প্রভুবাক্য শুনি' হর্ষে সব ভক্তগণে
নিজ নিজ ধূলিরাশি রাখে স্থানে স্থানে।
সবার ঝ্যাঁটান বোঝা হইলেই জড়,
দেখা গেল প্রভুর রাশি তাহা হ'তে বড়।
ভক্তগণ লজ্জা পেয়ে হৈলা অতি দঢ়॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী উষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা

শ্রীশ্রী গুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা"-পুস্তকের প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

"ইদানীং"-শব্দের কলিকাল অর্থ দুষ্টকল্পনা

তর্কতীর্থ মহাশয় বলিতেছেন—"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ—এই চতুর্থপাদের অর্থ কি হইবে?.....'ইদানীং' শব্দের দ্বাপর যুগই অর্থ হওয়া উচিত; কারণ গর্গমুনি যখন ঐ কথাটি নন্দকে বলিতেছিলেন তখন দ্বাপর যুগই ছিল, কলি-যুগের আরম্ভ তখনও হয় নাই।" তর্কতীর্থ মহাশয়ের উক্তির এই অংশই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং 'ইদানীং'-শব্দে বাচালের ন্যায় কষ্টকল্পনাদ্বারা কলিযুগ অর্থ করিয়া কল্কি-অবতারকে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? ইহার মধ্যে আমরা তর্কতীর্থ মহাশয়ের দূরগত কোন দুরভিসন্ধি লক্ষ্য করিতেছি। দ্বাপর-যুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে যেমন আছেন, ১১শ স্কন্ধের শ্লোকেও তেমনি। শ্রীগর্গমুনি "শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বকে নন্দের নিকট গোপন" করিবার জন্য "কল্কি অবতারকে হৃদয়স্থ রাখিয়াই" শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিয়াছেন —এই প্রকার উক্তি অসঙ্গত। শ্রীগর্গমুনি এমন ভাবে শ্লোকটি বলিয়াছেন তাহাতে প্রকটার্থ ও গূঢ়ার্থ এই উভয় অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকটার্থ এইরূপ—

শ্রীগর্গের বাক্য শুনিয়া ব্রজরাজ মনে করিলেন আমার এই পুত্রটি কোন যুগে শুক্লবর্ণ, কোনও যুগে রক্তবর্ণ এবং কোন যুগে পীতবর্ণ ছিল। বোধ হয়, সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতার যুগাবতার রক্তবর্ণ এবং কোন কলি-যুগের অবতার পীতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবার এই দ্বাপরে আমাদের আরাধ্য দেবতা নারায়ণের সমবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্রটির কোনও যোগ-প্রভাব আছে—শ্লোকের 'গৃহ্ণতঃ' এই শব্দ হইতে শ্রীনন্দমহারাজ ঐরূপ বুঝিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের মনের ভাব বুঝিয়াই তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য পরে শ্রীগর্গ বলিলেন—"নারায়ণসমো গুণৈঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮।১৯)। এই প্রকার অর্থই শ্রীগর্গোক্তির তাৎপর্য্য। সুতরাং তর্কতীর্থ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত দুষ্টকল্পনা ও অসমীচীন বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

"তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ" মহাভারতের এই শ্লোকের অর্থ

কলিযুগের যুগাবতারকেই বুঝাইবে, অন্তরে তিনি কৃষ্ণই। 'কল্কি' লীলাবতার, তাঁহার কথা এখানে বলা হয় নাই। যুগাবতারের কথাই এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অবতারগণের আলোচনায় তর্কতীর্থের বিভ্রান্তি

তৎপরে তর্কতীর্থ বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী একবিংশ অবতারই যে বুদ্ধ এবং বুদ্ধের পরবর্ত্তী দ্বাবিংশ অবতারই যে কল্কি ইহা বোধ হয় বালকেও বুঝে। ...উক্ত দ্বাবিংশতি অবতারসমূহ প্রত্যেকেই ব্যক্তিভেদে অসংখ্য।" তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি বিচার করিলে বলিতে হয়, অবতার সম্বন্ধে তর্কতীর্থ মহাশয়ের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত বলিয়াই এই প্রকার উক্তি করিতে তিনি সাহসী হইয়াছেন। 'বালকেও যাহা বুঝে' সর্ব্বজ্ঞতা হইয়াও তিনি কিন্তু তাহা বুঝেন নাই।

প্রথমতঃ, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সেই পৌরুষ-রূপের প্রথম অবতার বলিয়াছেন। ইহা ভ্রমগ্রস্তা উক্তি। শ্লোকে আছে,—প্রথম অবতার চতুঃসন, ব্রহ্মা নহেন। শ্লোকের তাৎপর্য্য—সেই দেব বিষ্ণু প্রথমতঃ চতুঃসনরূপে ব্রাহ্মণ হইয়া দুশ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্লোকের "ব্রহ্মা" পদের অর্থ ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় ভ্রম, তিনি শ্লোকের প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দের উল্লেখ দেখিয়াই মনে করিয়াছেন, ক্রমানুযায়ী অবতারের কথা শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। শ্রীস্বামীর টীকায় দেখি—'প্রথম-দ্বিতীয়াদিশব্দা নির্দ্দেশমাত্রবিবক্ষয়া' অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দগুলি অবতারের নির্দ্দেশমাত্র অভিপ্রায়ে, ক্রমিক নহে।

আবার, তর্কতীর্থের অবতার-সম্বন্ধে জ্ঞান দশাবতারে সীমাবদ্ধ বলিয়া এবং স্মার্ত্ত ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বদা "মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যো নমঃ" বলিয়া অভ্যাস হইয়া পড়ায়, দ্বাবিংশতি অবতারের সংখ্যা দেখিয়া বিস্ময় ও সংশয় আসিয়াছে। সর্ব্বশ্রুতিসার বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার সংশয় অবাঞ্ছনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ যেমন প্রমাণ অন্যান্য স্কন্ধগুলিও তেমনি প্রমাণ। ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়, ৮ম স্কন্ধ ১৩ অঃ পাঠ করিলে আরও অনেক অবতারের নাম পাইবেন এবং অবতার অসংখ্য বলিয়া যে শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছেন তাহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ক্রমানুযায়ী অবতারের কথা বলেন নাই বলিয়াই ব্যাসাবতারের পর শ্রীরামাবতার-উল্লেখ হইয়াছে। আবার ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ে দেখা যায় শ্রীরামাবতারের পর

শ্রীব্যাসাবতারের বর্ণনা আছে। অতএব ১ম স্কন্ধে বর্ণিত অবতারগণ যে ক্রমিক নন তাহা প্রমাণিত হইল এবং এই ব্যাসাবতার নিয়া তর্কতীর্থ যে অসঙ্গত উক্তি করিয়াছেন তাহা কতদূর সমীচীন হইয়াছে তাহাও সুধীগণ চিন্তা করুন।

অবতারের সংখ্যা অনন্ত। যেমন মন্বন্তরাবতার ১৪টি, তন্মধ্যে মাত্র তিনটীর নাম চতুঃসনাদি উক্ত লীলাবতারের গণনার মধ্যে ধরা হইয়াছে—অবশিষ্ট একাদশটী মন্বন্তরাবতারের নামের উল্লেখ তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ—এই সকল যুগাবতারের নামও উল্লিখিত হয় নাই; আবার, হয়গ্রীব, হংস, পৃশ্নিগর্ভ প্রভৃতি দ্বিতীয় পুরুষের অবতার। এই সকলের অবতারত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ' (ভাঃ ১।৩।২৬)। তাৎপর্য্য—শ্রীহরি যে অসংখ্য অবতারের হেতু তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য বলিতেছেন—শ্রীহরি সত্ত্বনিধি; সত্ত্ব—অসংখ্য অবতারের প্রাদুর্ভাব শক্তির নিধি অর্থাৎ আশ্রয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র প্রবাহ নির্গত হইলেও যেমন তাহার ক্ষয় হয় না তদ্রূপ শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হইলেও তিনি পূর্ণ থাকেন।

"পূজিত হন" এর অবতার অর্থই যুক্তিযুক্ত

আবার তর্কতীর্থ বলিয়াছেন—"চারিযুগে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কিরূপ বর্ণ, নাম ও আকৃতিবিশিষ্ট বিগ্রহ ভক্তগণের দ্বারা বিশেষভাবে উপাসিত হইয়া থাকেন—ইহা জানাই মিথিলেশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল, ভগবানের চারিযুগের অবতারবিগ্রহ কি কি—ইহা জানা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা হইলে 'পূজিত হন' না বলিয়া 'অবতীর্ণ হন' ইহাই বলিতেন।" তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি সমীচীন নহে। নিমি রাজা 'কস্মিন্ কালে স ভগবান্' (ভাঃ ১১।৫।১৯) শ্লোকে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে ঐ শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইবে। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমস তাঁহার বক্তব্য উপসংহার করিতে গিয়া ভগবদ্ভক্তিহীন জনগণের দুর্গতির কথা বলিয়াছেন—'যাহারা মোক্ষলাভে বিরত হইয়া ত্রিবর্গ সাধনে রত, তাহারা আত্মঘাতী। অকর্ম্মে কর্ম্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অশান্ত ব্যক্তিগণ আত্মঘাতী। ইহাদের কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না। বাসুদেববিমুখ এই সকল

লোক অতি আয়াসের সহিত উপার্জ্জিত গৃহ, অপত্য, স্ত্রী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরকে প্রবেশ করে।'

উপরি উক্ত জনগণের উদ্ধারের উপায় ভগবদবতার বিনা সম্ভব হইবে না—মনোমধ্যে এই চিন্তা রাখিয়াই, 'কস্মিন্ কালে স ভগবান্' ইত্যাদি শ্লোকে রাজা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং শ্রীকরভাজনও রাজার আকাঙ্ক্ষা জানিয়া চারি যুগের অবতারের নাম-বর্ণাদি বর্ণন করিতে গিয়া উপক্রম করিতেছেন "কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে" (ভাঃ ১১।৫।২০); অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে ভগবান কেশব নানাবর্ণ, নানা নাম ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিধি দ্বারা উপাসিত হন। এই উপক্রম শ্লোকে শ্রীকরভাজন সত্যাদি চারিযুগের অবতারাদি সম্বন্ধে যাহা বলিবার জন্য অঙ্গীকার করিলেন, তাহাই যুগাদিক্রমে স্থাপন করিতেছেন। আবার, 'পূজিত হন' এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই প্রকার—যাঁহাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য তিনিই ভগবান্, তিনিই জগতে পূজিত হন এবং তিনিই অবতার বলিয়া কথিত হন। অতএব "পূজিত হন" শব্দদ্বয় দ্বারাও অবতার অর্থই পাওয়া গেল। এখানেও শ্রীকরভাজন যুগাবতারের কথাই বলিয়াছেন, ঠিক যেমন শ্রীগর্গ শ্রীকৃষ্ণ নামকরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

কৃষ্ণাবির্ভাবের দ্বাপরের অব্যবহিত কলিতে শ্রীগৌরই প্রচ্ছন্নযুগাবতার

একই সত্য উভয় স্থানে দুই জন ঋষি পৃথক পৃথক প্রসঙ্গে ও পৃথক পৃথক যুগে বলিয়াছেন মাত্র। শ্রীকরভাজন. সত্যযুগে, শুক্লবর্ণ, শুক্লনাম; ত্রেতায় রক্তবর্ণ, রক্তনাম যুগাবতার বলিয়াছেন। এখানে ত্রেতায় শ্রীরামাবতারের কথাই বলেন নাই। দ্বাপরের যুগাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করিলেন, দ্বাপরের যুগাবতার 'শ্যাম' শ্রীকৃষ্ণেতে অন্তর্ভূত আছেন এই হেতু। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি দ্বারা নিজ স্বরূপ আচ্ছাদন করত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন, ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম, ইহার কোন সময় অন্যথা হয় না। যেমন শ্রীগর্গ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা বলিয়া কলির পীতাবতারের কথা বলিয়াছেন সেই প্রকার এখানেও শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী অবতাররূপে

কলিতে শ্রীগৌরই আসিবেন, অন্য কেহ নহে—ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইল। কলির অবতারের ছদ্মত্ব রক্ষার জন্য ঋষি স্পষ্ট নামাদি উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীগৌরতত্ত্ব অতীব রহস্যপূর্ণ

শ্রীভগবত্তত্ত্বের মধ্যে শ্রীগৌর-তত্ত্ব অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে— "নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের প্রকৃত স্বরূপ শ্রীরামানন্দ রায়ের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"গুপ্তে রাখিও কাঁহা না করিও প্রকাশ"। এখানেও শ্রীকর-ভাজন কলির গৌর-অবতারের কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন—'কলাবপি তথা শৃণু' (ভাঃ ১১।৫।৩১) অর্থাৎ বিশেষ কলিতে সেই প্রকার অবতারের কথা শুনুন। এখানে 'অপি' শব্দ বিশেষ কলি সূচিত করিতেছে। আর 'শৃণু' শব্দে রাজাকে বিশেষভাবে অবহিত হইবার জন্য বিশেষ রহস্যপূর্ণ কথা বলিয়া তন্ত্রাখ্যন্যায়ে অর্থদ্বয়বোধক শব্দের দ্বারা "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং", ইত্যাদি শ্লোকটি বলিতেছেন।

শ্রীগৌরই "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য

তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামপর ব্যাখ্যা সমীচীন হয় নাই। উপক্রম শ্লোকে প্রতিযুগের অবতারের কথা বলিতেই শ্রীকর-ভাজন অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং এখন কলিযুগের অবতারের কথা না বলিলে উপক্রম শ্লোকের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কলিযুগের প্রসঙ্গে কলিযুগের কথাই থাকিবে। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের ও ত্রেতার শ্রীরামের কথা কলিকালের প্রসঙ্গে আসিতেই পারে না। তবে 'ধ্যেয়ং' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে যে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপর বাক্য দেখা যায় তাহার তাৎপর্য্য শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নয়, তাৎপর্য্য—নিগূঢ় ও রহস্যপূর্ণ বস্তুকে রহস্যাবৃত রাখা। শ্লোক-দ্বয়ে দ্ব্যর্থক বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রকাশ করিয়াও শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতিপর বাক্যবিন্যাসদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিগূঢ় স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখিলেন। নতুবা কলির প্রসঙ্গে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণপর ব্যাখ্যায়—"অনুদ্ভুক্তমনুদ্ঘাতং' অর্থাৎ এক খাইয়া অন্য বমি করারূপ দোষ ঋষির বাক্যে আপতিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅচ্যুতানন্দ

কেদার-বদ্রী-দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের পরিচালনায় এক দল যাত্রী সমিতির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে শ্রীকেদার-বদ্রী প্রভৃতি সর্ব্বোত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানসমূহ কীর্ত্তনমুখে পরিদর্শনান্তর ২৬শে জুন রবিবার পুনরায় বঙ্গদেশে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রথমে তাঁহারা **হরিদ্বার** যাত্রা করেন। তথায় দুই রাত্রি যাপন করিয়া ট্রেনযোগে **হৃষীকেশ** মনময়িরী ধর্ম্মশালায় দুই রাত্রি বাস হয়। হৃষীকেশে **লছমনঝোলা** গঙ্গার উপরে একটী মনোরম দোদুল্যমান সেতু। এইস্থান হইতে বাসযোগে শ্রীবদরিকাশ্রমের পথে **দেবপ্রয়াগ** দর্শন করিয়া পিপুল-কুঠিতে এক রাত্রি এবং **যোশীমঠে** দুই রাত্রি অবস্থান হয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য চারিধামের প্রকাশ করিয়া হরিদ্বারে এই যোশীমঠ স্থাপন করেন। **বদ্রীনারায়ণে** বাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে ½ মাইল দূরে শ্রীমন্দিরে মন্দাকিনীতটে শ্রীশ্রীচতুর্ভুজ-নারায়ণ বিরাজিত। ইহারই দেড় ক্রোশ ব্যবধানে সরস্বতী নদীতটে **শ্রীব্যাসাশ্রম**; নিকটে গণেশ-গুহা, বসুধারা (সহস্র ফুট উচ্চ হইতে গঙ্গার ধারা), ভীমপুল প্রভৃতি মনোরম দর্শনীয় বিদ্যমান। দ্বাপর যুগে শ্রীমতী দ্রৌপদী সরস্বতী নদী অতিক্রম করিতে না পারিলে মধ্যম পাণ্ডব ভীম একখানি মাত্র প্রস্তর দিয়া 'ভীমপুল' সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাত্রিবৃন্দ শ্রীব্যাসাশ্রমে সাক্ষাৎ হরিজনমুখে ভক্তিবেদান্ত শ্রবণ করিয়া অতীব উল্লসিত হন। বদরিকাশ্রমে ত্রিরাত্রি বাসান্তে **রুদ্র প্রয়াগ** হইয়া **গুপ্তকাশী** (সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৭৫০০ ফুট উচ্চ) পৌঁছান হয়। এই স্থানে শিব গুপ্তভাবে পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দিয়াছিলেন। অনন্তর যাত্রিবৃন্দ পদব্রজে শ্রীরামপুরে আসিয়া তথায় চটিতে একরাত্রি বিশ্রাম করেন। এইস্থান হইতে পঞ্চক্রোশ পথ পশ্চাতে রাখিয়া **ত্রিযুগী নারায়ণে** আসিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করিলেন। সত্যযুগ হইতে একটি যজ্ঞকুণ্ড অদ্যাপি এই স্থানে প্রজ্জ্বালিত আছে। ত্রিযুগী নারায়ণের দক্ষিণে সরস্বতী ও বামে লক্ষ্মীদেবী। ইনিই শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ সম্পাদন করেন। ইহার আড়াই মাইল তলদেশে **শোনপ্রয়াগ**—মন্দাকিনী ও বাসুকীর সঙ্গমক্ষেত্র। এস্থান হইতে যাত্রিগণ **গৌরীকুণ্ড** হইয়া **শ্রীকেদারনাথে** (সমুদ্রতল হইতে ১১৭৫০ ফুট উচ্চ) উপনীত

হন। গৌরীকুণ্ডে তপ্তকুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করিয়া যাত্রিগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। শ্রীকেদারনাথের শৈত্য-কৃপায় যাত্রিবৃন্দ উগ্রতাপ-বিদূরিত হইয়া সুশীতল হন। এই স্থানে দুই রাত্রি যাপনান্তে পুনরায় পদব্রজে গুপ্তকাশী এবং তৎপর বাসে হৃষীকেশ আগমন করা হয়। যাত্রি-গণের কেহ কেহ স্বাস্থ্য-নিবাস মুসৌরীও ভ্রমণ করেন। অতঃপর ট্রেণযোগে হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন হয়। সেবকবৃন্দের সুমধুর ব্যবহারে প্রতিটী যাত্রীই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। —নিজস্ব সংবাদ

রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম-দর্শন

বহুদিন হইতে সমিতি তীর্থ-দর্শনে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসরও অনেকে রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম দর্শন করিবার বাসনা জানাইয়া সেই প্রকার আয়োজন করিতে সমিতিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নির্দ্দেশে শ্রীপুরীধাম-সহ ক্ষেত্রমণ্ডলের কয়েকটী তীর্থ-পরিক্রমার ব্যবস্থা হয়। উক্ত পরিক্রমা-সঙ্ঘ গত ১০ই বামন, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার হাওড়া হইতে রাত্রি ১০টা ৪৩মিঃ-এর গাড়ীতে যাত্রা করিয়া শ্রীরেমুনা (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ), যাজপুর (বৈতরণী-তীরে সত্যযুগ হইতে সেবিত শ্রীশ্রীশ্বেতবরাহদেব, ব্রহ্মার স্থাপিত গরুড়-স্তম্ভ, চারিকল্পের বরাহদেব, বিরজা মন্দির), ভুবনেশ্বর (ভুবনেশ্বর শিব, অনন্ত বাসুদেব, বিন্দু সরোবর), সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি দর্শন করিয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-দিবসে শ্রীপুরীধামে উপনীত হন। যাত্রিগণ সুষ্ঠুরূপে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন দর্শন করেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর রথত্রয়ও রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরীধামে অবস্থান কালে আলাল-নাথ (গোপীনাথ) এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোণারকের সূর্য্যমন্দিরেও যাওয়া হয়। পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দর্শন করিয়া ২৯ শে বামন শনিবার নির্ব্বিঘ্নে হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। —নিজস্ব সংবাদদাতা

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৩১ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত পূর্ব্বচক গ্রাম-নিবাসী সমিতির আশ্রিত ও বিশিষ্ট হিতৈষী স্বধামগত শ্রীপাদ গিরিধারী দাসাধিকারী মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী শ্রীযুক্তা চারুবালা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনিও সমিতির আশ্রিতা ছিলেন। ১০ই ভাদ্র সাত্বত-বিধানমতে তদীয়া পারলৌকিক-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যতমদেবের নিকট অনুরোধ আসিলে বৃন্দাবনচন্দ্রাভিন্ন গৌরচন্দ্রের চরণে সমর্পিতচিত্ত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, বেষাশ্রয়ী ও ব্রহ্মচারিবর্গ উক্ত গ্রামে প্রেরিত হন। সমিতির সেবকবর্গ নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধের অশাস্ত্রীয়ত্ব জ্ঞাপনমুখে বিচিত্রবর্ণশোভিত বৈদিক স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বহু স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিক্ষিত জনসমাজ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরহিত সহজিয়া বোষ্টম-প্রায়, ও স্মার্ত্তাচারে আবদ্ধ গ্রামবাসিবর্গের সম্মুখে প্রেতশ্রাদ্ধের অকর্ম্মণ্যতা ও হেয়ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক বাসুদেবার্চ্চন, ভোগরাগ, বৈষ্ণবহোম, শান্তি হোমাদি সুসম্পন্ন করিয়া মহাপ্রসাদ দ্বারা পরলোকগতার পিণ্ড প্রদান করান। এই শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে অনেকেই সমিতির সেবকগণের নিকট কুতর্ক করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পাদনকালে এবং ঐ দিবস রাত্রে এক জনসভায় এতৎ সম্পর্কীয়া বিচারধারা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিতে সাহস পান নাই। সকলেই এই ক্রিয়ায় বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা চারুবালাদেবীর ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাস সাত্বত-শ্রাদ্ধক্রিয়ায় আস্থাভাজন হইয়া সমিতির আচার্য্য-পাদপদ্মের নিকট শ্রাদ্ধের তিন দিন পূর্ব্বে শ্রীনাম গ্রহণ করেন। সমিতি শ্রীপাদ গিরিধারী প্রভুর কুলরক্ষকগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব দর্শনে প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ঐ প্রকার ধর্ম্মযুক্ত থাকিয়া স্বধামগত পিতৃদেবের মনোভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করিলেই শ্রীপাদ গিরিধারী প্রভুর প্রচুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। পরলোকগতার পুত্রগণ প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তির জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

—শ্রীহরিপ্রিয় ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে শ্রীধর ৪৮০ গৌরাব্দ, ৯ই ভাদ্র একাদশী-দিবসে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীর ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া ৩০শে শ্রীধর শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা-দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

ব্রহ্মচারী ও সেবকবৃন্দ সুদৃশ্য দোলনা নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে উহাতে আরোহণ করিয়া দেন। উক্ত দোলনা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব তৃণ-গুল্ম-লতা ও মৃৎনির্ম্মিত মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত করিয়া বৃন্দাবনের অনুরূপ করা হয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—শ্রীকোলদ্বীপ। শাস্ত্র এইস্থানকে গুপ্ত গোবর্দ্ধনক্ষেত্র বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঝুলনের এই দর্শন বহু লোককে শ্রীমঠে আকর্ষণ করিয়াছে। ঝুলন-যাত্রার পরিপূর্ণ দিবস শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি সমিতির সকল সেবক উপবাস-সহযোগে পালন করেন।

শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব। তাঁহার কৃপাপ্রভাবেই জীবের মায়িকাকর্ষণ নষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে রতি হয়। এতজ্জন্য পরদিবস পারায়ণ-তিথিতে বহু লোককে শ্রীমঠে শ্রীবলদেবের প্রসাদ প্রচুরভাবে বিতরণ করা হয়।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়ার মঠেও ঝুলন-যাত্রা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অত্রস্থ সেবক-বৃন্দ কর্ত্তৃক বিবিধভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নিজেচ্ছায় অদ্ভুতভাবে সজ্জিত হইয়া রসিক ভক্তবৃন্দের নিকট হিন্দোল-লীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মথুরার মঠে ঝুলন-উৎসব আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বহু লোক তত্রস্থ শ্রীমঠে যোগদান করিয়াছিলেন। সেবকগণ বিবিধভাবে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীর হিন্দোল-সজ্জা ভূষিত করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ উৎসবের কয়-দিবসই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীহিন্দোল-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

বিগত বর্ষসমূহের ন্যায় এই বৎসরও আসাম প্রদেশে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব ২৬শে শ্রীধর, ৯ই ভাদ্র শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-যাত্রার তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া ষষ্ঠ দিবসান্তে (শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পরদিবস) সমাপ্ত হইয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে উক্ত কয় দিবসই শ্রীমঠে প্রত্যহই দুইবেলা হরি-সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও ধর্ম্মসভার মাধ্যমে নবকলেবরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-বাণীর প্রচার হইয়াছে। সুসজ্জিত হিন্দোলে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীর অপূর্ব্ব ঝুলন-যাত্রা দর্শনমানসে গোলোকগঞ্জ মঠে ধুবড়ী, গৌরীপুর, বঙ্গাইগাঁও, গোঁসাইগাঁও, কোকরাঝাড় প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতেও বহু শিক্ষিত ও ভদ্র জনসমাজ আগমন করেন।

প্রতিদিন স্থানীয় Ex. M. L. A. শ্রীযুত ভুবন প্রধানী, B. T. Centre-এর Principal শ্রীযুত গুণনাথ শর্ম্মা, B. D. O., উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কামিনী কুমার রায়, S. D. O. (P. W. D.) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে ও ধর্ম্ম-সম্মেলনে যোগদান করিয়া উৎসবের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ প্রতিদিন ধর্ম্মসভায় সভাপতিত্ব করেন।

উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের নাম সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীও দর্শকের স্মৃতিপথে স্মরণীয় থাকিবেন। সমিতির মাথাভাঙ্গা আশ্রম হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীপাদ পর্য্যটক মহারাজের আহ্বানেই গোলোকগঞ্জ মঠে উৎসবের কয় দিবস অবস্থান করেন। আসাম প্রদেশের সমিতির আশ্রিত এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মাশ্রিত ভক্তগণও এই মহামহোৎসবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দের সঙ্গ-লাভে শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন। বলদেব-পূর্ণিমার পরদিবস সর্ব্বসাধারণের মহোৎসবে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, কোন আগন্তুকই মহাপ্রসাদলাভে বঞ্চিত হন নাই। অহরহ হরিকীর্ত্তন-ধ্বনির মাধ্যমে এই মহামহোৎসবের দিনগুলিতে গোলকগঞ্জের বক্ষে যেন গোলোকধাম নামিয়া আসিয়াছিলেন। **—নিজস্ব সংবাদদাতা**

প্রচার-প্রসঙ্গ

দুমকা জিলায় প্রচার

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ এবং কএকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী-সহ বৃষভানুরাজনন্দিনীর পরিসেব্য বস্তুর অমল-গাথা কীর্ত্তন-প্রয়াসে বিহার প্রদেশের দুমকা জিলার বিভিন্ন স্থানে শুভগমন করেন। তাঁহারা আসনবনি, সারসাজোল, রাজবন্ধ, ধাদিকা প্রভৃতি স্থানে বিপুলভাবে কলিযুগপাবন, ভব-ভয়নাশন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের বিশুদ্ধ-ভক্তিধারা প্রবাহিত করিয়া জিলা সদর দুমকায় উপস্থিত হন। এইস্থানে পুরাতন মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালাতে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। D. E. O. (জিলা-শিক্ষা-সমাহর্ত্তা) এবং Civil Surgeon (জিলা চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ)-এর বাটীতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ ভাগবত-ব্যাখ্যা-মুখে বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তিহীন অবস্থা, ধর্ম্মব্যতীত শান্তি পরাহত, কৃষ্ণসেবাই সকল সুখের আধার, বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। স্থানীয় উকীলগণ, উচ্চতর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকবৃন্দ, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, শহরের বিভিন্ন অফিসের বহু উচ্চতর অফিসার, শহরের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি, বহু ধর্ম্ম-প্রাণ মাড়োয়ারীগণ স্বামীজী মহারাজের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন। ছায়াচিত্রযোগে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদলীলা, শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি প্রদর্শনমুখেও বিবিধ শাস্ত্রীয় বিচার প্রকাশ করিতেন। ইহাও শ্রোতৃ-দর্শকমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করিত। দুমকা নগরী হইতে তাঁহারা জারমুণ্ডিতে শুভগমন করেন। এই স্থানেও বহু শিক্ষিত, ধনী ব্যক্তি প্রচারকবৃন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হন। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত অমূল্য গণ প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন। সর্ব্বত্রই লীলাপুরুষোত্তম অপ্রাকৃত নবীনমদনের বৃন্দাবন-লীলার মধুক্ষরা কাহিনী শ্রবণে নিত্যানন্দ-লাভে ভাবী ও ভাবুক রসিককুল উরুগতিতে বৈকুণ্ঠ-রসসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ বড়রণবহাল ও দেওদাঁড়—দুমকা জিলার এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামদ্বয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় দুমকা নগরীতে বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আহ্বানে শুভাগমন করিয়াছেন। বড়রণবহালে

শ্রীযুত বিমল চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র বিশ্বাস এবং দেওদাঁড়ে শ্রীযুত বৈদ্যনাথ পাল ও ডাক্তার বিজয় কুমার দত্ত মহোদয়গণ প্রচারক-মণ্ডলীকে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করায় ধন্যবাদার্হ।

সিউড়ীতে প্রচার

জারমুণ্ডিতে প্রচারান্তে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ কএকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী-সহ বীরভূম জেলার সদর সিউড়ীতে আগমন করিয়া পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের জনৈক শিষ্য শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী (শ্রীউমাপদ সাধু) মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। এতৎ নগরের সাধারণ-স্থান— রাধাবল্লভ-তলা ও শিবমন্দিরে, এবং অন্যান্য স্থানে স্বামীজী মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলাদি-প্রদর্শন ও ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে গৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণা বাণী বর্ণনা করেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এইস্থানে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। মাননীয় উকীল শ্রীযুক্ত বিজয় দে স্বামীজী মহারাজের বাণীতে চমৎকৃত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট উদ্যোগী হন। অনন্তর স্বামীজী মহারাজ সিউড়ী হইতে ২ মাইল দূরে করিধ্যা নামক এক উন্নত পল্লীতে শ্রীশ্রীদামোদর জীউ মন্দিরে আহূত মহতী জন-সভায় ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আসাম-প্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের প্রচার-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জিলার গৌরীপুরে প্রবলভাবে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পাইলে বহু শিক্ষিত লোক তাঁহার আকৃষ্ট হন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার বর্ত্তমানে স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে দেশে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্বয়ং এস্থলে শুভবিজয় করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বক্তৃতামুখে জ্ঞাপন করেন। সারগর্ভ যুক্তিসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই পন্থানুসরণে কেবল স্ত্রী-শিক্ষার জন্য এতৎস্থানে শিক্ষিত অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক একটী সংস্কৃত-টোলও নির্ম্মিত হয়। স্থানটী পণ্ডিতমণ্ডলীতে অধ্যুষিত।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলন যাত্রা-

মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া বঙ্গাইগাঁও-তে গমন করেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ এই বৃহৎ রেলওয়ে কলোনীর বিভিন্নস্থানে হরিকীর্ত্তন করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-সিন্ধুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-মুক্তা-বিতরণের দীর্ঘ মাসপঞ্চকান্তে ২৮শে ভাদ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সসঙ্ঘ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। —**নিজস্ব সংবাদদাতা**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের সাফল্য

অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, "বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদ" কর্ত্তৃক গৃহীতা গত-পরীক্ষায় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির পরিচালিত নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ প্রভূত সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ **বৈষ্ণবদর্শনের উপাধিতে দ্বিতীয় বিভাগে ও শ্রীহরি-নামামৃত-ব্যাকরণের মধ্য-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে**, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য ব্যাকরণতীর্থ **কাব্যের মধ্য-পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে** এবং শ্রীপাদ বৃষভানু ব্রহ্মচারী **শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের আদ্য-পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে** উত্তীর্ণ হইয়া চতুষ্পাঠীর সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, "বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদ" হইতে যে তিনজন ছাত্র মাত্র এই বৎসর "বৈষ্ণবদর্শনে" উপাধি লাভ করেন, শ্রীসমিতির চতুষ্পাঠীর ছাত্র তাঁহাদের অন্যতম। এই প্রকার পরীক্ষা-ফল বিশেষ সন্তোষজনক।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে জানাইলেও পুনরায় নিবেদন করিতেছি যে, যে-সমস্ত ছাত্র সমিতির চতুষ্পাঠী হইতে "শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ" ও "বৈষ্ণব-দর্শন" অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইবেন, সমিতি তাঁহাদের আহার-বাসস্থানের ব্যয় বহন করিবেন। —**নিজস্ব**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৭৩ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম মুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশেষ্ণ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৮শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৮ পদ্মনাভ, ৪৮০ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৩; ইং ১৭।১০।১৯৬৬ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম-স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ে

যুধিষ্ঠির-মহারাজস্য প্রশ্নে শ্রীনারদ-ঋষিণা মানবানাম্ সদাচার-নির্ণয়ঃ

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥ ২১॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, শ্রীভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ এবং সত্যভাষণ—এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ॥২১॥

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥ ২২॥

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, ত্যাগ আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রাহ্মণপরায়ণতা, প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ,—এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ॥ ২২॥

দেব-গুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্॥ ২৩॥

দেবতা, গুরু এবং অচ্যুতে (বিষ্ণুর প্রতি) ভক্তি, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান, বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, অর্থোপার্জ্জনের জন্য নিত্য উদ্যম ও নিপুণতা,—এই সকল বৈশ্যের লক্ষণ ॥ ২৩ ॥

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া ।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গো-বিপ্ররক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের প্রণাম ও তাঁহাদের অকপটভাবে সেবা, শৌচ (শুদ্ধতা,) অমন্ত্রযজ্ঞ (কেবল নমস্কারের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান), অচৌর্য্য, সত্যভাষণ, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা,—এই সকল শূদ্রের লক্ষণ ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা ।
তদ্বন্ধুষ্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণম্ ॥ ২৫ ॥

পতির শুশ্রূষা ও তাঁহার অনুকূলতা, পতির বন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বদা তাঁহার ব্রতধারণ,—এই চারিটি পতিব্রতা স্ত্রীদিগের লক্ষণ ॥ ২৫ ॥

সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্ত্তনৈঃ ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্ট-পরিচ্ছদা ॥ ২৬ ॥
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্ণা কালে কালে
ভজেৎ পতিম্ ॥ ২৭ ॥

সাধ্বী স্ত্রী নিত্য স্বয়ং অলঙ্কৃতা ও শুদ্ধপরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া এবং সম্মার্জ্জন, উপলেপন প্রভৃতি দ্বারা গৃহোপকরণের শুদ্ধিসম্পাদন, গৃহমণ্ডন ও সুগন্ধীকরণ করিয়া অবসরকালে পত্যনুকূলা নানাবিধা ইচ্ছা, বিনয়, দম, সত্য, প্রীতিজনক বাক্য এবং প্রেমদ্বারা যথোচিত পতির সেবা করিবে ॥ ২৬-২৭ ॥

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্ ।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ২৮ ॥

যথালাভে সন্তুষ্টা, অলুব্ধা, নিপুণা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয়সত্যবাদিনী, সাবধানা, শুচি ও স্নেহযুক্তা হইয়া মহাপাতকশূন্য পতির ভজনা করিবে ॥ ২৮ ॥

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা ।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥ ২৯ ॥

যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইয়া হরিভক্ত-বুদ্ধিতে পতির সেবা করে, সে তদ্বৎ হরি-পরায়ণ পতির সহিত বৈকুণ্ঠে সুখলাভ করে ॥ ২৯ ॥

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৩০ ॥

অচৌর ও নিষ্পাপ অন্ত্যজ এবং অন্তেবসায়ী চণ্ডাল প্রভৃতি স্ব-স্ব-কুল-পরম্পরা-প্রাপ্তা বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে ।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ ॥ ৩১ ॥

হে রাজন্, বেদজ্ঞগণ যুগে যুগে স্বভাব-বিহিত ধর্ম্মকেই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গলজনক বলেন ॥ ৩১ ॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ ৩২ ॥

যিনি স্বধর্ম্মাচারী এবং স্বভাবকৃত বৃত্তির সহিত বর্ত্তমান, তিনিই ধীরে ধীরে আপনার স্বভাবজাত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্ব্বীর্য্যতামিয়াৎ ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া ।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নাগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

হে রাজন্, বারম্বার বীজবপনে ক্ষেত্র নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্যোৎপাদনে অসমর্থ হয়; কখনও উপ্ত বীজও নষ্ট হইয়া যায়। ঘৃতবিন্দুসমূহ দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলেও প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপফলেই উহা যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ কামসকলের অতিশয় সেবাদ্বারা কামাশয় চিত্ত অবশেষে বিরক্ত হয় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৫ ॥

যে লক্ষণ যে পুরুষের বর্ণ-প্রকাশক উক্ত হইল, যদি অন্যবর্ণেও তাহা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার বর্ণও সেই লক্ষণ দ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট হইবে ॥ ৩৫ ॥

আছে অধিকার

আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষবাদের যুক্তি লইয়া অধোক্ষজ সেবাকে বিপন্ন করি। আমি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করুণাপাটবে গঠিত একটী গর্ব্বিত অধম তর্কনিষ্ঠ ক্ষুদ্রজীব। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি-বিশিষ্ট ভক্তগণকে গুরু বলিয়া স্বীকার করি না। **পাপিষ্ঠ-শোধনে ভগবদ্ভক্তের অধিকার নাই, দুর্ব্বৃত্তগণের যথেচ্ছাচারিতায় ভক্তবিদ্বেষির অধিকার আছে—এরূপ বলিতে গেলেই আমাদিগকে ভক্তিরাজ্য হইতে নিতান্ত শিশুতেও তাড়াইয়া দিবে।** অক্ষজবাদের দুষ্প্রবৃত্তিমূলে শ্রীগৌরভক্তের ছলনায় ভক্ত নামে যে ১৩টী গৌর-বিদ্বেষী দল গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাহাদের সহিত কোন মনুষ্যের, কোন ভক্তের, কোন সাধুর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে,—এ কথা সকল শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হাম্‌বড়া হইয়া আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি সাধুকে নদীয়া-নাগরী বলিয়া বুঝিয়া লইব —ইহাই প্রণিপাতের অভাব, সেবার অভাব ও ভক্তির অভাব মাত্র। সেব্যবস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন করাকেই গৌর ভজন বলে। সেব্যবস্তুর সহিত কলহ করিয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় তাঁহাকে ব্যভিচারী-নাগর প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার অপ্রীতি উৎপন্ন করাকে ভক্তির পরিবর্ত্তে ভোগ বলে। যেখানে ভক্তি নাই, ভক্তির নামে কর্ম্মীর ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ছলনা আছে, সেখানেই ভোগের আবাহন ও শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সংগ্রাম। ভোগী দলের যে তালিকা পূর্ব্ব মহাজনগণ দিয়াছেন, তাহাতেও আমরা জানিতে পারি যে গৌরভক্তের গৌর-বিদ্বেষির সহিত প্রণয় করিতে নাই ও তাহাদের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি লোক-প্রতারণার জন্য গৌরভক্তির নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় তাহাদিগকে কোন গৌরভক্ত ভক্তিমান বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু গৌর-বিদ্বেষী বলিয়াই জানেন। শ্রীগৌরভক্তগণের কথা দূরে যাক্, সাধারণ নীতি-পরায়ণ সামাজিকগণও চরিত্রহীন সম্প্রদায়গুলিকে আদৌ আদর করেন না। ইহারা শ্রীগৌরের কলঙ্ক ও গৌরভক্তগণের বিদ্বেষী মাত্র। ইহাদের বুদ্ধির দোষে শ্রীগৌরসুন্দর চরিত্রহীন প্রচারক বলিয়া জগতের নিকট তাহারা যে গৌরভক্তির ঘৃণিত চিত্র প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই তাহাদিগকে নীতিরহিত অভদ্র ভাবের প্রশ্রয়-দাতা বলিয়া জানেন। এমন কি ভাটকু-

জীবী, মন্ত্রজীবী, ভূতক অধ্যাপক, দেবলগণও কৃষ্ণভক্তির ছলনায় এই অপ-সম্প্রদায়গুলিকে গৌরভক্তশ্রেণী হইতে বিতাড়িত করেন। "আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি॥ অতিবাড়ী, গোপীছাড়ি, গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে ত্রয়োদশের সঙ্গ নাহি করি॥" পাঠান্তরে "এ দশেরও" আছে।

এই তেরটী অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যদি গৌরভজন বলিয়া নিজ নিজ গৌর-বিদ্বেষ চালাইতে চা'ন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনগণ তাহাদিগের ভ্রমচতুষ্টয় মঙ্গলের জন্য তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। আউল, বাউল, নদীয়া-নাগরীগণ যদি নিজ নিজ ব্যভিচারের পূতিগন্ধ শ্রীগৌর-সুন্দরের সৌগন্ধযুক্ত অঙ্গে মাখাইবার ধৃষ্টতা করেন, সেইরূপ বেয়াদবি কখনই গৌরভক্ত গৌড়ীয় আদর করেন না। গৌড়ীয় গৌরভক্তের দাস, সুতরাং যাঁহারা ভজনের নামে নদীয়া-নাগরী হইয়া গৌর-বিদ্বেষ করিবেন তাহাদিগকেই অসচ্চেষ্টা হইতে নির্ম্মুক্ত করিবেন। গৌরাঙ্গের ভক্তসজ্জায় মায়াবাদী বঙ্গদেশীয় কবি যখন অতাত্ত্বিক প্রত্যক্ষবাদকে অধোক্ষজ-সেবা বলিয়াই চালাইবার চাতুরী করিয়াছিল তখনই গৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীদামোদর-স্বরূপ তাহাকে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। আজ যদি নদীয়া-নাগরী বা গৌর-নাগরীগণ স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কামজ ব্যভিচারকে ভজনের প্রণালী বলিয়া চালাইতে চান তাহা হইলে সেই গৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীদামোদর-স্বরূপের ভৃত্যবর্গ তাহাদিগকে বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত ও রসাভাস দোষ-দুষ্ট জানিয়া বৈষ্ণব-সভা হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

ভোগ ও মোক্ষকামিগণকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহাকে পিশাচী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যের গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। ভোগী ও ত্যাগীদলের শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর এই কথায় অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। ভগবানের আচার্য্যদাসের বা আচার্য্যের অধিকার নাই—ইহা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। নদীয়া-নাগরী দল একটু ভক্তিযুক্ত হইয়া অধিকার কাহার আছে যদি দেখিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই তাহারা জানিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরের চরিত্রবান্ নিজজনগণেরই নদীয়া-নাগরীর চেষ্টায় দোষ আছে, —দেখাইবার নিত্য অধিকার আছে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যারে না চালয়ে নানারূপে॥
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥
এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৫।২৬-৩০)

শ্রীগৌরসুন্দরের পবিত্র ভক্তগণ যদি গৌরাঙ্গকে চরিত্রহীন সাজাইতে কাহাকেও দেখেন তবে নিশ্চয়ই সভাসমিতি ও সাময়িক পত্রে তাহাদের অবৈধ আচরণের কথা ও গৌর-বিদ্বেষের কথার ঢাক-ঢোল বাজাইয়া দিবেন, এইরূপে প্রচ্ছন্ন গৌর-শত্রুগণকে গৌরভক্ত বলিয়া কপটতা করিতে বাধা দিবেন; নতুবা ব্যভিচার আসিয়া গৌড়ীয় ভাগবত-সমাজকে নরকের পথে লইয়া যাইবে। নরকের পথকে দুর্নীতির ছায়ায় সুশীতল গৌরভজন বলিয়া নির্ব্বোধ ঠকাইবার প্রয়াস শাস্ত্রের আলোকে উদ্ঘাটিত করিলে সত্যা-লোক-বিরোধী কপটিগণের ক্লেশের কারণ হয় সত্য কিন্তু তাই বলিয়াই ভজন-শব্দের ছলনায় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া সৎসমাজকে কলঙ্কিতকরা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। গৌর-নাগরীর কুভজন-দৌরাত্ম্য অন্যের আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া নির্ব্বোধ ঠকাইতে গেলে কি আমাদের মত শঠকে লোকে তৃণাদপি সুনীচ জানিবে? কখনই নয়। আউল বাউলগণ গৌরনাগরী-ভজনপ্রণালীকে তাঁহাদের নিজের বলিতে পারেন, তাঁহাদের নিজস্ব বস্তু বলিতে পারেন, তাহাতে গৌরাঙ্গের কোন অধিকার নাই; কিন্তু গৌরভক্তগণ কি এতই নির্দ্দয় যে জীবে দয়ারহিত পাপ-পঙ্ককে ক্ষীরবোধে গ্রহণকারী নির্ব্বোধ জনগণের মঙ্গল বিধান করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ থাকিবেন। আত্মহত্যা-কারী নিমজ্জমান ব্যক্তি যদি বলেন,—জলে ডুবিয়া মরিতে বাধা দিতে কাহারও অধিকার নাই, তাহা হইলে কি জীবে দয়াময় গৌড়ীয় তাঁহার আত্মহত্যাপরাধ হইতে রক্ষা করিবেন না? শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি"তে লিখিয়াছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

আমি দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলাম, দর্শনাভাবে জড়সঙ্গে প্রবৃত্ত থাকায় তাহা হইতে বিরত হইয়া ভক্তিরসপানে বিমুখ ছিলাম; পরদুঃখকাতর, দয়ার সাগর শ্রীসনাতন গোস্বামী আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগবিশিষ্ট হরিভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই প্রভুরই আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। আর আজকালকার বাউল, আউল-মত বহুমানন করিয়া নদীয়ানাগরী "তৃণাদপি সুনীচতা"র আদর্শে ভ্রান্ত হইয়া বলিতেছেন,—

"পরদুঃখদুঃখী সনাতনাশ্রিত শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়! তোমরা রঘুনাথের ন্যায় আমাদিগকে ভাবিও না; আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য গৌরাঙ্গকে পারকীয় রসের নাগর সাজাইয়া তৃণাদপি সুনীচভাবের পোষণ করিব, তোমাদের কথা সহ্য করিতে পারিব না, তোমাদিগকে গালিগালাজ দিয়াও 'তরোরপি সহিষ্ণুতা' দেখাইব, তোমাদিগের অসম্মান করিব, অবৈষ্ণব বলিব, নির্ব্বোধ বলিব; তোমরা আমাদের কলঙ্কের কথা, ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা লোকের নিকট প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে লজ্জা দিও না; আমরা কামোপহত কলির জীব। কৃষ্ণভজনের বিকৃতি—আউল বাউলদিগের সম্ভোগবাদই আমাদের গৌরকৃষ্ণভজন। গৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভরসাশ্রয়ে হরিসুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট ভজনের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বাউল সহজিয়ারা যে ধারায় কৃষ্ণভজনের নামে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণকে হরিভজন বলিয়া চালাইয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-গর্ত্তে মজিয়া আছে আমরাও সেই সেই বিচার অবলম্বন করিয়া কামকে প্রেম বলিয়া চালাইব। তোমরা বাধা দিতে আসিলে তোমাদিগকে গালিগালাজ করিয়া আমরা প্রেমিক বলিয়া পরিচিত থাকিব। ভোগী হইয়া আমরা গৌরভক্ত-নামে প্রচারিত হইতে চাহি। তোমরা আমাদের শিক্ষক নও। শ্রীগৌরপার্ষদগণ কেহই আমাদের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত নহেন। আমরা আমাদের কার্য্য চালাইবার উপযোগী করিয়া ঠাকুর নরহরিকে, সিদ্ধচৈতন্যদাসকে এবং শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীকে নাগরী-ভজার মহাজন বলিয়া দাঁড় করাইয়াছি, সুতরাং শ্রীগৌরভক্তগণকে গালা-গালি দিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।

"আমাদের প্রপঞ্চে সখীর ভেকই ধর্ম্মের সাধন, গৌরনাগরী কল্পনা করিয়া গৌরকে ব্যভিচারী প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে আমাদের আনন্দ হয় না,

আবার শুদ্ধভক্ত তোমরা যদি সভা-সমিতি করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বল তাহা হইলে আমাদের ভোগময় নির্জ্জন সাধন ভজনের আলোচনা করিবার তোমাদের অধিকার নাই, আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলিব। তোমরা যখন গৌরদাস বা বৈষ্ণবদাস বলিয়া দাও তখন আমাদের শিক্ষা দিতে যাওয়া তোমাদের উচিত নয়। আমরা গৌরেরও উপাস্য সেব্যপ্রভু। তোমাদের মত গৌরদাসানুদাসকে আমরা আদৌ গণনা করি না। গৌরকে ভোগ করাই আমাদের কার্য্য। তোমাদের গৌরসেবা করা কার্য্য হইলে গৌরের প্রভু আমরা আমাদেরও সেবা করিতে তোমরা বাধ্য। পরচর্চ্চা তোমাদের একটী ভজনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যের সাধন-ভজন লইয়া চর্চ্চা করা কাহারও উচিত নহে। যদি বল, তোমরা গৌরের নিজের সুতরাং তোমাদের গৌরকে আমাদের ন্যায় বিরোধী সম্প্রদায় ভৃত্য, বশ্য কামপরিতৃপ্তির যন্ত্র করিয়া তুলিতেছে এবং সেজন্য জগতের লোককে গৌরের সহিত শত্রুতা করিতে তোমাদের বাধা দিবার অধিকার আছে, আমরা তাহা স্বীকার করিব না। আমরা যাহা করি না কেন তোমরা গৌরভক্ত হইলেই বা তোমরা বলিবার কে? ইনি শুদ্ধ, উনি অশুদ্ধ, ইনি পতিত, উনি পাষণ্ড, এ সকল কথা বৈষ্ণবের মুখে শোভা পায় না। বৈষ্ণব যাবতীয় পাষণ্ড, অশুদ্ধ, পতিত জীবকে নিত্যকাল নিজ নিজ ভোগের বস্তুকে ভজন বলিয়া চালাইতে দেন এবং যাবতীয় পাষণ্ড, অশুদ্ধ, পতিত জীবের মঙ্গল বিধান করা বৈষ্ণবের কোষ্ঠীতে লেখে না। তবে কেন তোমরা বুদ্ধিমান্ হইয়া নাগরীদলের ভোগময়ী অভক্তিকে ভক্তি নামে চালাইতে বাধা দিতেছ?

"বৈষ্ণব আপনাকে নীচ, পতিত ও অধম সর্ব্বদা মনে করিবেন; তাহা হইলেই গৌরনাগরীদল কুরুচির পথে অবাধে বিচরণ করিবার সাহিত্য প্রবলভাবে প্রচার করিতে পারিবেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ যখন বলিয়াছেন,—

"পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইনু মুই পাতকী হেথায়"॥

এবং আমরা নদীয়া-নাগরী যখন নিতাইচাঁদকে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিত্যকাল পাতকী বলিয়াই জানিয়াছি তখন আর তাঁহার সেবকানু-সেবক সজ্জায় তোমরা বৈষ্ণবগণ আমাদিগের চক্ষে কোন্ ছার? খবরদার

নদীয়া-নাগরীর দুষ্কর্ম্মের কথা তোমরা মুখে আনিতে পারিবে না। তোমরা যখন বলিতেছ শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, নরহরি প্রভৃতি তোমাদের গুরুবর্গ শুদ্ধভক্ত এবং নদীয়া-নাগরীর কল্পনাকারী জনগণ অশুদ্ধভক্ত তাহা হইলে কি করিয়া তোমরা ভক্ত-শব্দবাচ্য হইবে, তোমাদের মনে যখন শুদ্ধ ভক্তের প্রতিই আদর এবং তদনুগমনই ধর্ম্ম তখন আমরা নাগরীদল জীবাধম আমরা আমাদের বুদ্ধির অগম্য গৌরভক্তগণ।

কতকগুলি অভক্ত কতিপয় জাল গান ও কবিতা লিখিয়া কিছুদিন হইল নাগরীবাদ উদ্ভাবনা করিয়াছে। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর ন্যায় মহাজনকে নদীয়া-নাগরীর উদ্ভাবনাকারী মহাজন দাঁড় করাইয়াছে বলিয়া কি তাদৃশ ভক্তিবিরোধী রুচির বশবর্ত্তী হইয়া কোন গৌরভক্ত সদ্ধর্ম্ম ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইবেন? দুই চারিটী ধর্ম্মবিরোধী কপটী ভক্তির স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া মহতের নামে স্বীয় অভক্তির তাণ্ডবলাস্য প্রচার করিয়াছে দেখিয়া কোন গৌরভক্ত যেন কোনক্রমেই অন্যায় পথ গ্রহণ না করেন, ইহা সহৃদয় ভ্রাতৃপ্রেমবহনকারী ভক্তের স্বাভাবিক অনুরোধ। তাহাতে অসতের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়, অসতের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে নিজের জেদ বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় ভক্তিবিরোধী মতকে গৌরভক্তি বলিয়া প্রচলন-প্রয়াস আমরা আদর করি না। সত্য কথা বলায় শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শুদ্ধ-ভক্ত নহেন আর মিথ্যা কাল্পনিক কথা প্রচারে ভক্ত হইলেন নদীয়া-নাগরী বা গৌর নাগরী। কলি সাক্ষাৎ আসিলেও এরূপ দুঃসাহসিক বাক্য মুখে আনিতে পারে না। —**জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

প্রশ্নোত্তর

(ঐতিহ্য)

১। ইতিহাস ও কালজ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

"ইতিহাস ও কালজ্ঞান, ইহারা অর্থশাস্ত্র বিশেষ। যুক্তিদ্বারা ইতিহাস ও কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পরমার্থ-সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাস-নদীতে যুক্তিস্রোতঃ সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ শৈবাল-সকল দূরীভূত

হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পূতিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারত-বাসীদিগের বিজ্ঞানটী স্বাস্থ্য লাভ করিবে।"—'বিজ্ঞাপন', কৃঃ সং বাং ১২৮৬

২। কোন্ সময়ে বেদ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় ?

"প্রাজাপত্যাধিকারে কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন কেবল কতিপয় সুশ্রাব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বাদৌ প্রণবের উৎপত্তি। লিখিত অক্ষরের তৎকালে সৃষ্টি হয় নাই। একাক্ষরে অনুস্বার-যোগমাত্রই তখনকার শব্দ ছিল। মানবাধিকার আরম্ভ হইলে অক্ষরদ্বয়-সংযোগ-পূর্ব্বক 'তৎ সৎ' প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল। দৈবাধিকারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শব্দ-যোজন পূর্ব্বক প্রাচীন মন্ত্র-সকল রচিত হয়। ঐ সময়ে যজ্ঞ সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মনুর অষ্টম পুরুষে চাক্ষুষ মনু; তাঁহার সময়ে মৎস্যাবতার হইয়া ভগবান্ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন—এরূপ আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয়, ঐ সময়েই বেদের ছন্দঃসকলও অনেক মন্ত্রে রচিত হয়; কিন্তু সে-সমুদয়ই শ্রুতিরূপে কর্ণ হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত, লিখিত হয় নাই। এইরূপ বেদ-সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত অলিখিত অবস্থায় থাকায় এবং ক্রমশঃ মন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয়-বিচার-পূর্ব্বক শ্রুতি-সকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সহজ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদির রচনা হইল। যখন বেদ অতি বিপুল হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির রাজার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব একাকার বেদকে বিষয়-বিচার-পূর্ব্বক চতুর্ভাগে বিভক্ত করত গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ কার্য্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ ব্যাস-শিষ্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদ-সকলের শাখা এমত বিভাগ করিলেন যে, অল্পায়াসে লোকে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিল।" —'উপক্রমণিকা, কৃঃ সং

৩। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের আদিম ইতিহাস কি ?

"যে সময়ে ভারতবর্ষে নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ-জনিত জড়ানন্দ মত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া নিরীশ্বর কর্ম্মবাদকে বৈদিক-মত বলিয়া জড়বাদী বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদির দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট

হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীর দুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-সুখ-সাধক বৌদ্ধ-বাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐ প্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। * * * * * * * * * কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব জিন-নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধ-মতের সদৃশ আর একটি মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈন-মত। জৈন-মত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ-মত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।" —তঃ বিঃ

৪। পৃথিবীর সর্ব্ব সভ্যজাতি কোন্ সময় ভারতবাসীকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত?

"যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারতের যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্ন-রবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্ব্বজাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট্ (মিশর), চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে-সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।" —চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ, প্রাচীন সভ্য জাতি, সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সনাতন ধর্ম্ম কি? সেই ধর্ম্ম কোন্ সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণ-কলেবর হয়?

"ভারতবর্ষ অপেক্ষা পুরাতন সভ্য দেশ নাই—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। আর্য্য-জাতি অপেক্ষা পুরাতন সভ্য জাতি আর নাই,—ইহা পাশ্চাত্য গর্ব্বিত পুরুষেরা স্বীকার না করিলেও সর্ব্বকালে সত্য বলিয়া গণিত হইবে। সেই আর্য্যজাতির প্রথম বাস—ভারতে। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি-দিগের সময়ে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কশ্যপ—একজন প্রজাপতি। তাঁহার দৌহিত্রের পুত্র প্রহ্লাদ; তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে 'বৈষ্ণবচূড়ামণি' বলা হইয়াছে। মনু-পুত্র ধ্রুবকেও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্মার প্রথম সন্তানদের মধ্যে চতুঃসন ও নারদও—পরম বৈষ্ণব। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম অপেক্ষা পুরাতন ধর্ম্ম আর জগতে নাই। সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে করিতে মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের সময় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও পূর্ণ-কলেবর হইয়াছিল।" —'পদরত্নাবলী' সঃ তোঃ ২।৯

৬। মৃতদেহ-সংরক্ষণ-ব্যবস্থার প্রণালী কে শিক্ষা দেন? কেন এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইল?

"ছান্দোগ্যে প্রজাপতির নিকট ইন্দ্র ও বিরোচনের তত্ত্বশিক্ষা-লাভের যে আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিরোচন ম্লেচ্ছবুদ্ধির স্থূলতাক্রমে এই জড়দেহকে আত্মা বলিয়া স্থির করত মৃত্যুর পর জড়দেহের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা তদীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার ইজিপ্ট্‌দেশীয় শিষ্যগণ সেই শিক্ষাক্রমে 'মামি' অর্থাৎ মৃতদেহ-সংরক্ষণ-প্রথা স্বদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য ম্লেচ্ছখণ্ডে কবর দিবার বিধি হইয়াছে।" —'দর্শন-শাস্ত্র' সঃ তোঃ ৭।১

৭। কোন্ সময় দাক্ষিণ্যাত্য প্রদেশে বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয়?

"সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, অন্যত্র সেরূপ নহে। শঙ্কর, শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য—এই সকল এবং আর আর অনেক মহা মহা-পণ্ডিত ঐ সময় হইতে ভারতের দক্ষিণ বিভাগের নক্ষত্র-স্বরূপ উদিত হন।" —'উপক্রমণিকা,' কৃঃ সং

৮। কোন্ সময় হইতে সাত্বত আচার্য্যগণ প্রত্যেকে বেদান্তাদি চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন?

"শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটি একটি গীতা ভাষ্য, বেদান্ত ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটি সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরোক্ত চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে 'শ্রীবৈষ্ণব' প্রভৃতি চারিটি সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মূকং করোতি বাচালং ❋ ❋ ❋

গোরা নবদ্বীপ-শশী নীলাচল-পুরে পশি'
সর্ব্বজীবে দেন কৃষ্ণ নাম,
সে' নাম শুনিয়া সবে প্রেমোন্মাদে হাসে কাঁদে,
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে অবিরাম।
গোলোকবিহারী হরি গোরা-রূপে অবতরি'
নাম-প্রেমে জগৎ মাতায়,
অগতির গতি নাথ করে নীলাচলে বাস
শুনি' সবে আসে তাঁ'র ঠাঁই।
কুলীনগ্রামী ভক্তগণে যেতে নীলাচল-ধামে
মিলে আসি' শিবানন্দ-সনে,
শিবানন্দ তাঁ সবারে সাদরে পালন করে,
লয়ে চলে প্রভুজীর স্থানে।
নীলাচল-পথ বাহি' সদা সঙ্কীর্ত্তন গাহি'
ভক্তবৃন্দ চলে সারে সারে,
যেন পদ্মগন্ধে মাতি' গুঞ্জরিয়া মধুলেহী
পদ্ম লাগি' ধায় সরোবরে।
সারা গ্রাম শূন্যপ্রায়, সবে নীলাচল ধায়,
হাটে মাঠে কেহ নাহি ফিরে,
সারমেয় এক রঙ্গে চলে যাত্রিগণ-সঙ্গে
শিবানন্দ ভক্ষ্য দেন তা'রে।
পথে এক নদীতটে, উড়িয়া নাবিক ঘাটে,
পারাপারে সেথা খেয়া বায়,
শিবানন্দের কুক্কুরে লহে না সে তরী 'পরে,
শিবানন্দ তাহে দুঃখ পায়।
বহু অনুনয় করি' দিয়া দশপণ কড়ি
সারমেয়ে করাইলা পার,

বুঝিলেন শিবানন্দ,— কুক্কুর নিশ্চয় ভক্ত,
নহে এ সামান্য জীব-ছার।
শত শত ভক্তসনে কুক্কুরের আগমনে,
শিবানন্দ হন বড় প্রীত,
কুক্কুরে জোগান নিত্য উত্তম পাচিত খাদ্য,
সযতনে পালি' তা'রে কত।
একদিন রাত্রে আসি' ভোজনের কালে বসি'
দেখিতে না পাইয়া কুক্কুরে,
সেবকে ডাকিয়া পুছে,— "কোথা সে কুক্কুর গেছে,
অন্ন খেতে দিয়েছ কি তা'রে?"
সেবক কহিল, "হায়, অন্ন দিতে মনে নাই",—
শুনি' শিবানন্দ পান ব্যথা,
সারমেয়ের সন্ধানে, পাঠাইলা দশ জনে,
কেহ নাহি পেল তা'র দেখা।
কুক্কুরের অদর্শনে নিতান্ত দুঃখিত মনে
শিবানন্দ রহে উপবাসী,
বিনিদ্র-রজনী যাপি' পরদিন প্রাতে উঠি'
পুনঃ তা'র করিলা তল্লাসী।
বহু দূর ঘুরি' ফিরি' খোঁজে তন্ন তন্ন করি'
তবু তা'র দেখা নাহি পায়,
না দেখিলে শিশুপুত্র মাতা যথা পায় দুঃখ
শিবানন্দ তেন দুঃখ পায়।
ক্রমে যত যাত্রী সবে নীলাচল-ধামে পৌঁছে,—
নিরখিল গৌরাঙ্গ-চরণ,
প্রণমি' গৌরাঙ্গ-পদে, তাঁ'রে চিত্ত দিল সঁপে,
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে অনুক্ষণ।

পাইয়া আরাধ্যনিধি　　গাহে সবে নিরবধি,
প্রেমে মত্ত যত ভক্তগণ,
সবা সাথে গৌরহরি　　জগন্নাথ দর্শন করি'
ভক্তবর্গে করা'লা ভোজন।
আর দিন ভক্তসবে　　হেরিল বিস্মিত চোখে,—
প্রভু-স্থানে রহে সে কুক্কুর,
প্রভুজী আপন হস্তে　　প্রসাদ নারিকেল-শস্যে,
দিতেছেন তাহাকে প্রচুর।
হাসি' বলে গৌরহরি,　　"কহ কৃষ্ণ, রাম, হরি"
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে সারমেয়
হেরি এ অদ্ভুত দৃশ্য,—　　কুক্কুরে কহিছে 'কৃষ্ণ',
সর্ব্বলোকের হৈলা বিস্ময়।
দেখি' কুক্কুরের প্রেম　　নাচে শিবানন্দ সেন,
দণ্ডবৎ করিলা তাহারে,
কহে তা'রে দৈন্য করি'　　"অপরাধ ক্ষমা করি'
নিজগুণে তার' এ পামরে।"
আরদিন সে কুক্কুরে　　কোন লোক নাহি হেরে,
অন্তর্দ্ধান হ'লা সে কুক্কুর,
প্রভুজীর অনুগ্রহে,　　সিদ্ধদেহ পেয়ে সে যে,
চলি গেলা শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।
শিবানন্দের কুক্কুরে　　প্রভু গোরা উদ্ধারে
কহাইলা তা'রে কৃষ্ণনাম,
লভিয়া গৌরাঙ্গ-কৃপা　　মূকেও কহিল কথা,
পশু হ'ল ভকত প্রধান।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

রাজর্ষি রুক্মাঙ্গদ (১)

প্রাচীনকালে রুক্মাঙ্গদ নামে এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের আরাধনা করিতেন, বিশেষতঃ তিনি একাদশী-ব্রত পালনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। একাদশীর দিন তিনি হাতীর উপর চড়িয়া ঢক্কাবাদ্যে সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা করিতেন,—'আজ একাদশী তিথি। অতএব ৮ বৎসরের ঊর্দ্ধ এবং ৮০ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে অন্নভোজন করিবে তাহাকে যথেষ্ট দণ্ড দেওয়া হইবে। সে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইবে। অন্যের কি কথা, আমার নিজ আত্মীয়-মধ্যেও এই আজ্ঞা জারী থাকিবে। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, মিত্র সকলকেই একাদশী-ব্রত পালন করিতে হইবে, অন্যথায় কঠোর দণ্ড। আজ গঙ্গাস্নান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে।"

রাজার এই আজ্ঞায় রাজ্যবাসী সকলেই একাদশী-ব্রত পালন করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল। রাজ্যে যাহারই মৃত্যু হয়, সেই বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায়; ধর্ম্মরাজ যম ইহাতে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়িলেন। লোকের যাহা কিছু সঞ্চিত পাপ ছিল, একাদশী-ব্রত পালনের ফলে সে সমস্ত নাশ হইয়া যাওয়ায় যমপুরীতে আর কাহাকেও যাইতে হয় না; চিত্রগুপ্তের লেখাপড়ার কার্য্য হইতে একেবারে অবসর হইয়া গেল।

একদিন দেবর্ষি নারদ যমপুরীতে গিয়া বলিলেন,—"হে ধর্ম্মরাজ! আপনার এখানে কাহারও কোনরূপ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাই না কেন? চিত্রগুপ্ত ধ্যানাবস্থিত মুনির মত নীরব কেন? অধুনা কি আপনার এখানে আর পাপী লোকের আগমন হয় না?" নারদের বাক্য শুনিয়া যমরাজ বলিলেন, "দেবর্ষি! অধুনা রাজর্ষি রুক্মাঙ্গদ ঢাক বাজাইয়া একাদশী-ব্রত পালনের জন্য রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়াছে যে, তাঁহার আজ্ঞা যে পালন না করিবে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। এই ভয়ে সকলেই একাদশী-ব্রত পালন করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতেছে। আমাকে এখন এই লোকপালের পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ জন্য আমি ব্রহ্মধামে গিয়া ব্রহ্মার নিকট সমস্ত নিবেদন করিব।" এই বলিয়া যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত নারদের সহিত সত্যলোকে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন

অনেক জীব ব্রহ্মার সাক্ষাতে বসিয়া আছেন। ইতিহাস, পুরাণ, বেদাদি মূর্ত্তরূপে ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছে। বহু লোকপালও ব্রহ্মার স্তব করিতেছেন। যমরাজ নববধূর ন্যায় লজ্জিতভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত সকলেই চিত্রগুপ্তের সহিত যমরাজকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সকলেই চিন্তা করিলেন,-- যমরাজ কি ব্রহ্মার দর্শনার্থ আসিয়াছেন? বর্ত্তমানে কি তাঁহার কোন কার্য্য নাই? ইঁহার ক্ষণমাত্রও অবসর থাকে না, তবে কি প্রকারে আজ এখানে আগমন করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক চিত্রগুপ্তও সঙ্গে আসিয়াছেন।

সভাসদ্‌গণ এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ ব্রহ্মার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন—"দেবেশ্বর! আমার বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পটে পাপীদের পাপের তালিকা-সম্পর্কীয় যাহা কিছু লিখা হইয়াছিল সে সবই মিটিয়া গিয়াছে। আপনার ন্যায় প্রভু থাকিতে আমার নিজেকে নিতান্ত অনাথ মনে হইতেছে কেন? এই বলিয়া তিনি নিরাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন পবনদেব ধর্ম্মরাজকে উঠাইয়া চিত্রগুপ্ত-সহ উভয়কে আসনে উপবেশন করাইলেন। যমরাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

"দেব! কাহারও প্রভাবের হানি হইলে তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভুর কোন সেবা করিতে না পারে পরন্তু প্রভুর বেতন ভোগ করে মাত্র, কাষ্ঠের কীট হইয়া তাহার জন্ম হয়। যে লোভবশে রাজা বা প্রজার ধন খায়, সেই কর্ম্মচারী তিন শত কল্প পর্য্যন্ত নরকে দুঃখ ভোগ করে। যে রাজ-কর্ম্মচারী রাজার সেবককে নিজের গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করে তাহার বিড়াল-জন্ম হয়। আমি আপনার আজ্ঞায় ধর্ম্মের সহিত প্রজাশাসন করিতাম; ধর্ম্মশাস্ত্রাদিদ্বারা উত্তমরূপে বিচার করিয়া পুণ্যকর্ম্মী ও পাপকর্ম্মীর উপযুক্ত ফল প্রদান করিতাম; কল্পের আদি হইতে অদ্যাবধি আপনার আদেশ যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু আজ রাজা রুক্মাঙ্গদ আমাকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন। রাজার ভয়ে আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত প্রজা পাপনাশক একাদশী-ব্রত পালন করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের পিতা, পিতামহাদিও বিষ্ণুধামে চলিয়া যাইতেছেন। তাহাদের মাতাপত্নী, মাতামহাদিও বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া পড়িতেছেন। এই নিয়ম ছিল যে, যে-ব্যক্তি যে-কার্য্য করিবে তাহার ফল সেইমাত্র ভোগ করিবে। কর্ত্তা ভিন্ন তাহার পিতামাতাকে,

যাঁহাদের জন্য জন্মলাভ হয়, উপযুক্ত পিণ্ডপ্রদান করিলে তাঁহাদেরও উদ্ধার হইয়া যায়; কিন্তু পতি বা জামাতার পুণ্যপ্রভাবে তাহাদের পত্নী বা শ্বশুরপক্ষীয় লোক কিরূপে বিষ্ণুধামে গমন করে—ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। একাদশী-ব্রত পালনকারী ব্যক্তি নিজের সহিত মাতা, পিতা, পত্নীসকলকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছে। একাদশীর দিন নিজ শরীরে আমলকী লেপন করিয়া ভোজন-ত্যাগে যে গতিপ্রাপ্তি হয়, এরূপ গতি আর কাহারও হয় না; এজন্য আমি নিরাশ হইয়া আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার শ্রীচরণে আমার দুঃখ নিবেদন করিয়া আমি অভয়-প্রাপ্তির প্রার্থনা করি। আপনি এখন সময়োচিত কার্য্য করুন। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন পাপী নাই, যাহারা আমার দূতগণের বন্ধনে পতিত হয়। সূর্য্যতাপে তপ্ত যমলোক এখন বিষ্ণুভক্তগণের দ্বারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাপী কুম্ভীপাক নরক হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছে।"

"হে দেব! আমার মনে হয়, বৈকুণ্ঠলোক পরিমাণের অন্তর্গত নহে; এতলোক বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, তথাপি তাহা পূর্ণ হয় না। রাজা রুক্মাঙ্গদ সহস্র বর্ষব্যাপী রাজ্য শাসন করিতেছেন এবং এই সময়ের মধ্যেই বহু প্রজাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীপতির প্রিয় ভক্ত রাজা রুক্মাঙ্গদ যদি পৃথিবীতে থাকিয়া যান তবে সমস্ত লোকই অসময়ে বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যাইবে। আপনি আপনার প্রদত্ত দণ্ড ও পট গ্রহণ করুন। রাজা রুক্মাঙ্গদ আমার লোকপাল-পদ ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে। উহার মাতা ধন্য যিনি এইরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। কুপুত্রের জন্মদাত্রী মাতা বৃথা গর্ভধারণ-ক্লেশ ভোগ করে। এই সংসারে একটীমাত্র নারী এইরূপ বীর-পুত্রের জন্ম দিয়াছেন যিনি আমার লিপির অন্যথা করিতে পারেন। পৃথিবীতে আর কোন রাজা এইরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং রুক্মাঙ্গদ বর্ত্তমান থাকিতে আমার কোন কার্য্যের আবশ্যকতা নাই।"

ব্রহ্মা বলিলেন,—"ধর্ম্মরাজ, তুমি এত ক্ষুণ্ণ হইতেছ কেন? কাহারও উত্তম গুণ দেখিয়া মনে সন্তাপ হইলে তাহা মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রে পরমপদে গমন করিতে পারা যায় তাঁহার প্রীতির জন্য উপবাস করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করা এমন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে একবার প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের

তুল্য ফল হয়। অশ্বমেধ-যজ্ঞকারীর পুনরায় জন্ম হয় কিন্তু কৃষ্ণভক্তের আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহার রসনাতে "হরি" এই দুই অক্ষর বিরাজিত, তাঁহার কাশী-কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে গমনের কোন প্রয়োজন হয় না। যদি কেহ খেলার সময়ও একবার ভগবন্নাম গ্রহণ করে, তাহার গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়। ত্রিভুবন-নাথ পুরুষোত্তম আমার জন্মদাতা। তাঁহার বাসরে (একাদশী) ব্রত করিলে সেখানে কিরূপে শাসনদণ্ড চলিতে পারে? যে রাজ-কর্ম্মচারী রাজার প্রিয় ভক্তকে না জানিয়া তাঁহার উপর দণ্ড প্রয়োগ করিতে যায়, সে বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সে রাজ-কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। অতএব তাহার কর্ত্তব্য এই যে, রাজার প্রিয় পাত্রের উপর শাসনদণ্ড প্রয়োগ না করা; কারণ সে স্বামীর প্রসাদে কৃতার্থ হইয়াছে। এই প্রকার যে-পাপী ভগবচ্চরণে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার উপর তোমার শাসন চলিবে কি প্রকারে? হে ধর্ম্মরাজ! যদি শিব, সূর্য্য অথবা আমার ভক্তসহ তোমার বিবাদ হয় তবে আমি তোমার সহায়তা কোনরূপে করিতে পারি; কিন্তু বিষ্ণুভক্তের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আমার নাই। কেহ যদি কোনক্রমে উভয় পক্ষীয় (শুক্ল ও কৃষ্ণ) একাদশী-ব্রত পালন করে, তাহাতে তুমি অপমান বোধ করিলেও তোমাকে কোনরূপ সহায়তা করার সাধ্য আমার নাই।"

যমরাজ বলিলেন--"বেদ যাঁহার শ্রীচরণ-স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করিলে সকলেরই হিত হয়, একথা খুব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যত দিন রুক্মাঙ্গদ পৃথিবী শাসন করিবে তত দিন আমার কোন শান্তি নাই। যদি রুক্মাঙ্গদকে একাদশী হইতে বিচলিত করিতে পারেন তাহা হইলেই আমি আপনার কিঙ্কর থাকিতে পারিব। যাঁহারা একাদশী পালন করেন আমি তাহাদিগকে কোনরূপ দণ্ড দিতে পারি না। যে-ব্যক্তি কোন ছলে হরিনাম উচ্চারণ করে, সে আমার দণ্ডনীয় নহে। তাহার পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

ব্রহ্মা যমরাজের সম্মান-রক্ষার্থ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তৎপরে এক পরমা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য্য কোন নারীতে থাকিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, বস্ত্রাদিতে বিভূষিতা হইয়া ব্রহ্মার সম্মুখে সেই নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইল। ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু অন্যান্য সকলেই কামমোহিত হইয়া সেই

সুন্দরীর প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যে ব্যক্তি মাতা, পুত্রী, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, গুরুপত্নী বা রাজ-পত্নীকে আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহাকে নরকে গমন করিতে হয়। এই সুন্দরীকে দেখিয়া যে কামবশ হইবে, তাহার সমস্ত জীবনের কৃত পুণ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং সে পাহাড়ের ইন্দুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অতএব ইহার প্রতি কেহ কুদৃষ্টিপাত করিবেন না।"

"হে ধর্ম্মরাজ! যে পুত্রবধূ নিজ শ্বশুরকে নগ্ন অঙ্গ প্রদর্শন করায়, তাহার হাত-পা গলিয়া যায় এবং সে কৃমিভক্ষ্য নরকে পতিত হয়; যে পাপী নিজ পুত্রবধূর দ্বারা পদধৌত কার্য্য বা তৈলমর্দ্দন করায় তাহারও ঐ গতি হয়; সে কল্পকাল পর্য্যন্ত সুবীমুখ নামক কীটদ্বারা ভক্ষিত হয়। অতএব কামনাপূর্ণা দৃষ্টিতে কোন নারীর প্রতি, বিশেষতঃ পুত্রী বা পুত্রবধূর প্রতি লক্ষ্য করিবে না। এই যে সুন্দর মুখ দেখা যাইতেছে উহা কেবল অস্থি-চর্ম্মে আবৃত। স্ত্রীলোকের চক্ষুতে যে সৌন্দর্য্য তাহা মেদ ভিন্ন কিছু নহে। অস্থি আর মাংস দ্বারা পূর্ণ শরীরের সৌন্দর্য্য কি আছে? মাংস, মেদ আর চর্ব্বি যাহার সার-সর্ব্বস্ব তাহাতে আবার সার বস্তুই বা কি আছে যাহাতে সকলে মুগ্ধ হয়। বিষ্ঠা, মল, মূত্রপূর্ণ শরীরে কোন্ বুদ্ধিমান লোক আসক্ত হয়?" ব্রহ্মা এই প্রকার জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করিয়া সেই নারীকে বলিলেন, "সুন্দরি, আমি যেমন তোমাকে শ্রেষ্ঠ বর্ণযুক্তারূপে সৃষ্টি করিয়াছি তুমি তদনুরূপ সকলের মনকে উন্মত্ত করিবার উপযুক্ত হইয়াছ।"

তখন সেই নারী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—"নাথ, চরাচর জগৎ আমার রূপে মুগ্ধ। কল্যাণকামী ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা করে না, কিন্তু কার্য্যগতিকে আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে। আপনি কাহার চিত্তে ক্ষোভ জন্মাইবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান করুন; আমি নিঃসন্দেহে তাহাকে মুগ্ধ করিব। পৃথিবীর মধ্যে আমাকে দেখিয়া বৃক্ষ পর্ব্বতাদিও মুগ্ধ হইবে, শ্বাসগ্রহণকারী মনুষ্যের ত কথাই নাই। এইজন্য পুরাণে নারীর প্রতি দৃষ্টি বা তাহার রূপবর্ণন মনুষ্যের উন্মাদকারী বলিয়া বর্ণিত আছে। মনুষ্য যতদিন না নারীর কুহকে পতিত হয় ততদিন তাহার সৎপথে চলার যোগ্যতা থাকে। যতদিন নারীর নেত্রবাণ পুরুষের হৃদয়ে গভীর আঘাত না করে, ততদিন তাহার সেই ধৈর্য্য থাকে। মদ্যপানে যে মত্ততা আসে নারীর দৃষ্টি বা স্মরণই সেই মত্ততা আনয়ন করে।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "দেবি, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। ত্রিভুবনে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য কর।

"কৈশিক নগরে রুক্মাঙ্গদ নামে এক রাজা আছেন। তাঁহার পত্নীর নাম সন্ধ্যাবতী। তিনি রূপে তোমারই সমান। তাঁহার গর্ভে ধর্ম্মাঙ্গদ নামে এক পুত্র হইয়াছে। সে পিতা অপেক্ষা প্রতাপশালী। তাহার শরীরে লক্ষ হস্তীর শক্তি আছে। সে ক্ষমাগুণে পৃথিবী এবং গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের সমান। রাজকুমার রাজনীতিতে বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্যকেও পরাস্ত করিতে পারে। তাহার পিতা কেবল জম্বুদ্বীপের অধিকারী, কিন্তু সে সমস্ত দ্বীপেই অধিকার বিস্তার করিয়াছে। সে পিতামাতার সঙ্কোচবশে অদ্যাপি স্ত্রীমুখ দর্শন করে নাই। সহস্র সহস্র রাজকুমারী তাহার পত্নী হইতে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে। সে পিতৃ-আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। তাহার তিন শত মাতা আছে, তাহারা সকলেই স্বর্ণময় গৃহে বাস করে। রাজকুমার তাঁহাদের সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত করে। রুক্মাঙ্গদের জীবনে ধর্ম্মই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। তুমি মন্দার পর্ব্বতে ঐ রাজা রুক্মাঙ্গদের নিকট গিয়া তাঁহাকে মোহিত কর। তুমি সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া তোমার নাম 'মোহিনী' রাখা হইল।"

মোহিনী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া মন্দার পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিয়া তিন মুহূর্ত্তে পর্ব্বতশিখরে পৌঁছাইল। যে পর্ব্বতকে পূর্ব্বকালে কূর্ম্মদেব পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনের সহায়তা করিয়াছিলেন সেই মন্দার বিচিত্র ঋতুতে পরিপূর্ণ; সেখানে দেবতাগণ বিহার করেন। মোহিনীর অঙ্গকান্তি স্বর্ণময়ী। তাহার কান্তিতে পর্ব্বত আরও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। সে পর্ব্বত-শিখরে এক শিলাপৃষ্ঠে বসিয়া মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তথায় একটি বজ্রময় শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। মোহিনী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া মূর্চ্ছনা ও তালযোগে গান্ধার রাগ গাহিতে লাগিল। সঙ্গীত আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেব-দৈত্য এবং অন্যান্য সকল প্রাণীই উক্ত মোহজনক গীতে আকৃষ্ট হইয়া একে একে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সমাজের বোঝা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ২৬৫ পৃষ্ঠার পর)

[সন্ন্যাসী (সুদর্শন) ও যুবক মনোতোষের মধ্যে তর্ক চলিতেছিল। সন্ন্যাসীরা সমাজের কোন উপকার সাধন করেন না, তাঁহারা সমাজের ভার-স্বরূপ—মনোতোষ এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতামূলক কথা বলিলে সন্ন্যাসী তেজস্বিতার সহিত বলেন, "আমরা জগতের মধ্যে নহি, ভিক্ষার দ্বারাও জীবিকা-নির্ব্বাহ করি না; বরং সমাজের ভারই আমরা অপহরণ করি"।]

সন্ন্যাসী—কেবল কতকগুলি বুজরুকির দ্বারা জগৎ পরিচালনা করাই গৃহকেন্দ্রিক সমাজের রীতি। যেমন, আমরা পিতামাতার সেবার জন্য গৃহত্যাগ করি না, আমরা পত্নীকে সুখ দান করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করি না, সমাজের লোক বেকার হইবার ভয়ে আমরা কর্ম্ম গ্রহণ করি, সমাজের উন্নতির জন্য সংসার আঁকড়াইয়া থাকি, জগদ্বৃদ্ধির জন্য বিবাহ করি,.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল চিন্তা কি প্রকার কপট স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলা হইয়া থাকে, তাহা আমরা ভাল রকমই বুঝি। অপরের সুখবিধান করার চিন্তা ইহাতে নাই, কেবল আত্মসুখান্বেষণই এই সকলের উদ্দেশ্য।

সংযতবাক্ সন্ন্যাসীর প্রত্যুত্তরগুলি এযাবৎ শুনিয়া যুবকটী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কি যে বলিবে তাহার কোন ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না। সন্ন্যাসীর ভাষণের প্রতিটী অক্ষরের গুরুত্ব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়া যুবকটী চিন্তা করিল, "সন্ন্যাসীর বাক্যের ভাষা ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে অনেক প্রকার সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণজনক—তেজস্বিতা অথচ গাম্ভীর্য্য ও বলিষ্ঠভাবপূর্ণ এইরূপ শব্দ কখনও কাণে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

নিকটেই একটী বিশাল বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান। উহার শাখা-প্রশাখা হইতে বহু স্থূলকায় ঝুরি ভূমিতে পতিত হইয়া বৃক্ষটীর প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছিল। এমত সময়ে উক্ত বৃক্ষের শাখাদির মধ্যে হইতে পক্ষিসকলের কিচির্ মিচির্ কল-কূজন ধ্বনিত হইল। রবিদেবও অদৃশ্য হইয়াছেন, সমস্ত পশ্চিম গগন সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। গগনে ইতস্তত সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি একটি সজাতীয়া খেচরশ্রেণী নিঃশব্দে আপন আপন নীড়ে গমন

করিতেছে। দুই একটী সান্ধ্য কীটাদির ডাকও শোনা যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শূন্য স্থানের কোন কোন অংশ বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণাধৃত শিশির-কণায় ধূম্রবৎ শোভিত হইল। মেঠো পথচারীরাও সমস্ত দিনের কর্ম্ম-ক্লান্তিতে ওষ্ঠ মুদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনে উদ্যত। ঘাসের ও বৃক্ষাদির পাতায় হিমকণা পতিত হইতে থাকিল। একটী একটী করিয়া সন্ধ্যাতারা আকাশের বক্ষে পরিদৃষ্ট হইল। এই সকল নৈসর্গিক পরিবেশে একটী মন্থর দৃশ্য সূচিত হইল। ঈশ্বর-চিন্তায় অলসপরায়ণ জড়-সৌন্দর্য্য উপভোগকারীর হৃদয়ে প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যাদি উদাস ভাবের উদয় করায়। যুবকটীও উক্ত প্রকার ভাবের শিকার না হইয়া পারিল না। তাহা ছাড়া, সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-আলোচনায় চিত্তে আবার একটী অন্য ভাবেরও আলোড়ন হইতেছিল। এই সকল ভারসাম্য বজায় রাখিতে না পারিয়া যুবকটী আর অধিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না, সেই রাত্রে উক্ত নৌকাতেই রাত্রি-যাপন মানসে তদভিমুখে গমন করিল। সন্ন্যাসী-ঠাকুরকেও যুবকটী সেই নৌকায় রাত্রিযাপন করিতে সকাতর নিবেদন জানাইল।

দুঃসঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিতে না পারিলে হৃদয় দৃঢ় হয় না। যুবকটীর চাল-চলনে যে কোন পবিত্র ভাব ছিল না, পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যুবকটীর কিঞ্চিৎ অন্য প্রকার ভাব লক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসী ঐ আবেদনে রাজী হইলেন, ভাবিলেন,—"আমরা সন্ন্যাসী, **জগতের একটী প্রাণীকেও ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত করিতে পারিলে চারিলক্ষ মানুষ উদ্ধার পাইবে**; কারণ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে চারিলক্ষ মানুষ-জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি কোনক্রমে সুকৃতি-প্রভাবে মুক্তিলাভ হয়, তবে আর মানুষ-জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ঋষিবর্গের এই মহান্ চিন্তা হৃদয়ে স্মরণ করিয়া তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী নৌকায় গমন করিলেন। স্থির করিলেন, দেখি আমাদের গুরুবর্গ ২০০ শত গ্যালন রক্ত প্রতিজীবের মঙ্গলের জন্য খরচ করিতে বলিয়াছেন। আমার সামান্য রক্ত দিয়া যদি কিছুটা মঙ্গলও জগতের হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই জীবন সার্থক হইবে। **প্রাণের রক্তদ্বারাই যে-হরিসেবা তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।**

নৌকায় উঠিয়াই সন্ন্যাসী এক অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সুখী গৃহকোণে পালিত ভেতো বাঙ্গালীরা মৎস্য ব্যতীত দিনব্যয় একটি

অভিশপ্ত জীবনের ন্যায় মনে করিয়া থাকে। যুবক ইঞ্জিনিয়ারের তাদৃশ অভিশপ্ত হইবার কোন দুর্ভাগ্য ছিল না। নৌকাতে ঐ সকল অমেধ্য খাদ্য দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "অনার্য্যজনের ভক্ষ্য এইসকল দ্রব্যাদি দেখিতেছি কেন? যাহা পশুকুলের এবং কেবল-মনুষ্যাকার-বিশিষ্ট প্রাণি-সকল গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাতে তোমাদের আদর কেন?"

যুবকটী বহুক্ষণ স্থির ছিল। এতক্ষণে আবার কুতর্ক আহ্বান করিয়া প্রত্যুত্তর দিল, "শাক-পাত-খেকো বাবাজীদের দ্বারা কিছু হইবে না। এখন চাই রজোগুণ যাহার দ্বারা বিশ্ব জয় করিতে সমর্থ হইব। বিনা অণ্ডে কি গণ্ডারের মত চেহারা হয়?"

সন্ন্যাসী সহসা গম্ভীর হইলেন, চিন্তা করিলেন, ইহারা পাশ্চাত্য রীতি-নীতিতে এতদূর বেকুব হইয়াছে যে, সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য-ধরণে পটুত্বের অভিলাষী। এখনই এই সকল আপদ দূরীকরণ করিতে না পারিলে দেশের দারুণ বিপদের সম্ভাবনা। হায়! হায়! ভারতবর্ষের একি দশা হইল, একি দশা হইল!! যাহা হউক, যুবকটীকে তিনি বলিলেন,—

শক্তির কথাই যদি ধরিলে তবে গবাদি পশু নিরামিষ ভোজন করিয়াও এত বলশালী কিসে? স্থল ও জল, এই দুই-এর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণিদ্বয় হস্তী ও জলহস্তী। নিরামিষ আহার্য্যই উহারা গ্রহণ করে। গণ্ডারও নিরামিষাশী। তোমার সহিত যাহারা রহিয়াছেন, কাহারও স্বাস্থ্য তো তেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি না, তালপাতার সেপাই-এর সহিত এদের যথেষ্ট সামঞ্জস্যই দেখা যাইতেছে।

যুবক—মৎস্য-মাংস খাইলেও যদি অন্য কোন রোগ শরীরে থাকে, তাহা হইলে আর পুষ্টি হইবে কিভাবে? আমার সঙ্গিগণের হয়ত কোন রোগ থাকিতে পারে। কিন্তু বিশ্বের যে সব ব্যক্তি মৎস্য-মাংসাদি খাইয়া থাকে তাহারা বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট, পাশ্চাত্যদেশবাসীর কথাই ধরা যাইতে পারে।

সন্ন্যাসী—বাপু, তুমি কয়বার বিলাত গিয়াছ? ঐ দেশেরই এক বিশিষ্ট মনীষী বলিয়াছিলেন, মুচি সকল কথাতেই চামড়ার ও ঐ জাতীয় উদাহরণ দিয়া থাকে। তোমার দশা দেখিতেছি সেইরূপই হইয়াছে। সকল কথাকেই পাশ্চাত্যের উদাহরণ দাও কেন? ভারতে কি কিছুই নাই? পাশ্চাত্যের নিকট দালালির দরুণ কিছু ভাতা পাও নাকি?

মনোতোষ—সত্যই তো ভারতের কিছুই নাই, ছিলও না; পাশ্চাত্যের

লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া মানুষ ও সভ্য করিয়াছে। আমরা শিক্ষিত বলিয়া যদি অভিমান করি, তাহা হইলে সত্যের প্রতি আদর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সত্য ঘোষণা করিতেছে,—ইংরেজরা সুসভ্য, ভারতকে সভ্য করিয়াছে। সুতরাং তাহার অন্যথা করা সত্যের অপলাপ ও মূর্খতা বলিয়া আমাদের ধারণা। ভগবৎসেবিগণ চিরকালই ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় "আল্লা আল্লা খোদা খোদা"-ই তাঁদের দৌড়।

সন্ন্যাসী—ছিঃ, ছিঃ, তুমি কতদূর অধঃপাতে গিয়াছ তাহা জান কি? যদি নৈতিক-মান নির্ণয় করিবার কোন যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি মাপিয়া দেখাইয়া দিতাম তুমি সেই মানদণ্ডের কত নিম্নে অবস্থান করিতেছ। কেবল তুমি আমার এককালে বন্ধু ছিলে বলিয়া তোমার মঙ্গলের আশায় বসিয়া আছি। লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছ বলিয়া মনে হয় না। যতটুকুই বা শিখিয়াছ তদ্দ্বারা কেবল গবাদি-ভক্ষণে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ হয়, এই অসৎ চিন্তা আয়ত্ত করিয়াছ। গবাদি-ভক্ষণাপেক্ষা উন্নততর চিন্তা কিছু মগজে যায় নাই। দেখিতেছি, মেকলে সাহেব যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আমি বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রবাদ, সামাজিকতা সর্ব্বদিক দিয়াই দেখাইয়া দিব যে তোমার আহার্য্যগুলি সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতিকর। কোন এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, অমেধ্য বস্তু-আদি গ্রহণ করিয়া ভারতীয়রা তাহাদের বলবীর্য্য হারাইতেছে। যখন তিনি ঐরূপ বাণী লিখিয়াছিলেন তখন ততটা শারীরিক দৌর্ব্বল্য জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় নাই। এখন সেই বাণীর সার্থকতা উপলব্ধ হইতেছে।

মনোতোষ—"ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি"—এটা ত আপনাদের শাস্ত্রেরই কথা। জাগতিক-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হইলেই লোকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে। সুতরাং জগতের উন্নতির চিন্তা আপনাদের থাকিতে পারে না, থাকিলেও তাহা কার্য্যকরী নয়।

সন্ন্যাসী—ভোগী লোক কখনও বস্তুর আদর জানে না; কেবল ভোগ হইলেই তাহার হইল, বস্তুটীর প্রতি কোন যত্ন দিবার নীতি তাহাদের নাই। চলন্ত যানের মধ্যে স্থিত ব্যক্তি যেমন গাড়ীটী স্থির কি চলন্ত তাহা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ জাগতিক চিন্তায় পুষ্ট জনগণ কখনও জগতের সম্পূর্ণ খবর রাখে না। আমরা সংসারের বাহিরে অবস্থান করি বলিয়া জগতের পূর্ণ

স্বরূপ জানি। এইজন্য পুরাকালে রাজগণ সন্ন্যাসীদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা ভোগ ও ত্যাগ উভয়েরই নিরপেক্ষ তাঁহারাই সদ্বিচার করিতে যোগ্যতাবান। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এইজন্য সর্ব্বজনমান্য। পৃথু রাজা, যাঁহার নামানুসারে জগৎ পৃথিবী' নামে খ্যাত, সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"সর্ব্বত্র স্খলিতাদেশ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
ন তথা ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

কেবল পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য চীৎকার করিতেছ, কিন্তু সেই দেশের সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? প্রাক্ ভারতবর্ষে যে প্রকার শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল, তাহারই লালসায় উহারা প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দিনের পর দিন দ্রুতগতিতে উন্নতি করিতেছে, আর ভারতবর্ষ তাহার স্বদেশের মর্য্যাদা ভুলিয়া পরদেশী ফেন-এর জন্য হাঁ করিয়া আছে।

মনোতোষ—আপনি কোন্ ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন, বুঝিলাম না। আমরা ভারতকে উন্নত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি—ইহা আপনি কি প্রকারে অস্বীকার করিলেন তাহা সোজা ভাষায় বলুন।

সন্ন্যাসী—বক্র কিছুই বলিতেছি না, তবে তোমার মাথাটা বাঁকিয়া পশ্চাতে গিয়াছে কিনা। ঐ দেশে প্রাচীন ভারতের আদর্শে রাষ্ট্রের প্রধান ধর্ম্মগুরু রাজাকে বরণ করেন, এই রীতি তোমরা পালন কর না কেন? পিতা হাজার মূর্খ হইলেও পণ্ডিত পুত্র তাঁহাকে সম্মান না করিলে কুলাঙ্গার হয়। ভারতবর্ষের রীতিনীতির আমূল পরিবর্ত্তন তোমরা কেন করিতেছ? পাশ্চাত্য দেশ তোমাদিগের শিক্ষার মধ্যে কি গাঁজা দিয়াছে, তাহা দুর্ব্বোধ্য লাগিতেছে। তোমাদের এই সকল কর্ম্মের দ্বারা কি ভারত-বিরোধিতা প্রকাশ পাইতেছে না? মুখে 'ভারত মাতা, ভারত মাতা' বলিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ভারত-মাতার মন্দির তৈয়ারী করিতেছ, আবার এদিকে এই প্রকার নাস্তিক্যবাদের আবাহন! (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি B. A.

তুফান *

বাত-বরিষণ, বন্যা ভীষণ, কাহারেও সে না মানে ;
ছুটিয়া চলেছে তুফান যে ঐ, সবে দেখে দূর পানে।
অতি কৃষ্ণবর্ণ, বিরাট আকার, মস্তকে জ্বলে ধুনি,
তুফানের বুকে দিকে দিকে ঐ শতধারে সুরধুনী‡।
দেবের উপরে বৃথা আস্থা করি কাটিছে কাল কেবল ;
মায়াগঞ্জে শুধু ফিরিতেছি আমি পাকাইয়া হট্টগোল।
তাই মায়া মোরে গলে দিতে ফাঁস সরাঁচি আসিল দ্বারে,
বলিল, দেবের প্রসাদ গ্রহিলে পূরিব পাগলাগারে।
গুরু-গৌর-রূপ গিরিশৃঙ্গোপরি দৃঢ়ভক্তি আছে যার।
প্রবল তুফান কখন পারে কি টলাইতে ভিত্তি তার ?
তাই সাবধানে বলি "তুফান, তুফান !
তব বক্ষে রহে এক এমন মহান্।
হেরি' যাঁর রাঙ্গাপদ— 'অবনীর সুসম্পদ'
লক্ষ লক্ষ যাত্রী ফিরে ধাই বৃন্দাবন।
হায়রে দুর্ভাগ্য মোর, গৃহসুখে হ'য়ে 'ভোর
ছাড়িব কি ও চরণ, একি অঘটন ?
তুফান, তুফান ! তুমি সব কার্য্য পার।
মোর তরে অল্প কিছু করিতে কি নার ?
কাব্য, বাক্য দিয়ে গড়া নহে যেই দেশ,
আমারে জানাতে পার তাহার বিশেষ ?"
কি বলে তুফান তাহা বুঝিতে নারিনু,
মনে মনে তার পিছু আমি পাড়ি দিনু।
'বন্দ এল' Band-el ডাক শোনা যায়,
এ পাতক আর দূর ধাইতে না পায়।
দ্বাপর যুগেতে তুফানের বুকে কৃষ্ণ করি' আরোহণ
স্বাধিকারানন্দে সারা ব্রজধাম করেছিল পর্য্যটন।

---

* গত ১০ই আশ্বিন 'তুফান'-এক্সপ্রেসযোগে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরমারাধ্যতম আচার্য্যপাদপদ্ম মথুরাধামে শুভবিজয় করিলে তাঁহার দর্শন-

কৃষ্ণকৃপা-বলে আজো ভাগ্যবানে চড়ি' তুফানের বুকে
হেরে ব্রজধাম, নিকুঞ্জকানন, তৃণাবর্ত্তে দিল রুখে।
তাহার সে' হাঁস-ফাঁস আসে "কর্ণপুর" ‡ পাশ,
বুঝি,—এই নহে বৃন্দাবন,
"লক্ now (নাউ)" † পথ মোর, বৃন্দাবন অনিবার
খোলা শুধু তরে মহাজন।
হরিপ্রিয় জন সনে আদি কেশবের স্থানে
শত তারে উঠে হরি-ধ্বনি—
আমি যে কাঙ্গাল তাই গৃহকোণে পড়ে রই,
তা'ও ছিন্ন একতারাখানি।

—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণ-তীর্থ

জন্মাষ্টমী

দুর্য্যোগ-রাত ঘনায়ে এসেছে চারিদিক আঁধিয়ার,
ঝড়ো হাওয়া আজ মাতাল হয়েছে, ছাড়ে তাই হুঙ্কার।
কংসের গণ ধরণীর বুক করিয়াছে অধিকার,
দানবী-পীড়নে মানবের বুকে উঠিয়াছে হাহাকার।
আণবিক তেজে ধরার আকাশ বাতাস হয়েছে ভারী,
মানবের মনে সুখ নেই, আর লেগে আছে মহামারী।
ধর্ম্মের গ্লানি গ্রাসিছে ধরণী, কোথা তুমি নারায়ণ!
ধ্বংস করহ সুদর্শন-দ্বারে অসুরের এই রণ।
বসুদেব ন্যায় কতজন আজো কংসচর-কারাগারে
কাঁদিয়া ফিরিছে, যাদের অশ্রু এ বাদল রাতে ঝরে।
জন্মাষ্টমী আসিতেছে ওই তাঁদের জীবন পরে,
অসুরের কুলে বজ্র হানিতে নিজ নির্দ্দয় করে।

—শ্রীবিজন বিহারী জানা
B. A. (Hons.), P. G. B. T.
সুবৃদী বেসিক স্কুল (মেদিনীপুর)

বিরহে কবিতাটী রচিত। তুফান ঝঞ্ঝা, তৃণাবর্ত্ত অসুরকেও বুঝাইতেছে।
‡ জলবাহক নল, ‡ কানপুর, † লক্ষ্ণৌ, লক্ (Lock) = বন্ধ now = এখন।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়-প্রচারকেন্দ্রে নবনির্ম্মিত মঠে শ্রীশ্রীগোপালজীর ঝুলনোৎসব

গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ অবগত থাকিবেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যায় ভদ্রক মহকুমার কোরণ্টে সমিতির একটী শাখা-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত প্রচারকেন্দ্রের জন্য কয়েক মাস হইল একটী নূতন মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ২৬শে হইতে ৩০শে শ্রীধর পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা-উপলক্ষে উক্ত মঠে মনোরম, চিত্তাকর্ষক এবং বিভিন্ন রং-বেরঙ্গের লতাপুষ্পমণ্ডিত সুসজ্জিত নূতন দোলনায় শ্রীশ্রীগোপালজীকে আরোহণ করান হয়। ঝুলন-সিংহাসনের চারিপার্শ্বে লতাপুষ্পাদির দ্বারা কুঞ্জগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীগোপালজীর আনন্দ বর্দ্ধন করা হয়। শ্রীশ্রীগোপালজীর ঝুলনোৎসব উক্ত অঞ্চলের একটী অভিনব বস্তু হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও শহর অঞ্চলসমূহ হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা বহু লোক পঞ্চ দিবসই শ্রীমঠে এই অপূর্ব্ব ঝুলন দর্শন করিতে আসিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীশ্রীগোপালজীর দোলনায় আরোহণ হইতে অবতরণ পর্য্যন্ত প্রত্যহই শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তনাদি ও প্রসাদবিতরণ-দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার্য্য বিষয় আগন্তুকগণকে মঠসেবকগণ বিশেষভাবে অবগত করান। এতদুৎসবের দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীগোপালদেবের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়াছে, আর প্রচারকবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সেবিত গোপালের গুণাবলীর স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের প্রভূত সেবায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উৎসবের সাফল্য ও মঠ-শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হওয়ায় সকলের হৃদয়কেই তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সহকারিগণের সেবাও প্রশংসনীয়া।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝুলনযাত্রায় শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে চারি দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসভার বিবরণ

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ঝুলনযাত্রায় গোলোকগঞ্জ-মঠের ধর্ম্মসভা সমূহের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রতিদিবসই এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১ম দিবস ১০ই ভাদ্র, ইং ২৭।৮।৬৬ ; বিষয়—সনাতনধর্ম্ম

প্রথম দিন স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কামিনীকুমার রায় B. A., B. L. মহাশয় এই সভায় প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী ও বিদ্যাপুর (ধুবড়ী) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী B. A. মহোদয়গণও বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে সনাতন ধর্ম্ম কি এবং কিভাবে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করিয়া ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত হইতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় রহস্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিপুল আনন্দ প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি মহাশয় অসমীয়া ভাষায় এক বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণে বলেন, —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বস্তুই সনাতন ধর্ম্মের মূল। এতদনুকূল শাস্ত্রই সনাতন শাস্ত্র, অন্য সকল নহে। তিনি আরও বলেন,—"যত মত তত পথ" মতটী অশাস্ত্রীয় ব্যক্তিরই মত। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণারাধনাই শ্রেষ্ঠ ভজন। অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও তিনি ইহার প্রমাণ উদ্ধার করেন। তাঁহার এই বক্তৃতার চমৎকারিতা ও দার্শনিক ভাব সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ, সনাতন ধর্ম্ম যে একান্ত পালনীয় এবং উহা কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের বা জাতির ধর্ম্ম নহে পরন্তু জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম, তাহা প্রভূত শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলের বোধগম্য করেন।

২য় দিবস, ১১ই ভাদ্র ; বিষয়—সনাতন ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব

অদ্য পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ বেদ, উপনিষদাদি হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই যে স্বয়ং ভগবান তাহা প্রমাণ করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই যে সনাতন ধর্ম্মানুগত তাহাও বিশদভাবে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট এক নূতন চিন্তার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে আসাম বিধান-সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য (M.L.A) ও বর্ত্তমান গোলোকগঞ্জ অঞ্চল-পঞ্চায়েতের প্রধান তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ধর্ম্মজীবন যাপনই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাই সকল সুখের

আধার। মানুষ ভগবানকে বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই এই পৃথিবীতে কষ্টভোগ করিতেছে। যিনি জাগতিক খ্যাতিতে বা ধনাঢ্যতায় যত বড়ই হউন না কেন, মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কয়েদগ্রস্ত প্রধান কয়েদীর ন্যায় তিনি কারাগারের একটী জীববিশেষই। শ্রীগীতায় "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে"—বাণীটী চিত্তে সংযত না করিলে সেই জীবন বৃথা। স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই বিশ্বে যেরূপভাবে এই সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ সেরূপ করেন নাই। এইজন্য সমগ্র জগৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেই নিস্তার লাভ করিবে, নতুবা তাহার দুঃখদুর্দ্দশা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেই থাকিবে। "হরে কৃষ্ণ ...." এই মহামন্ত্রই কলিকালের যুগধর্ম্ম। শ্রীহরিনাম ও নামী শ্রীহরি অভিন্ন বস্তু। প্রধান অতিথি মহাশয়ের এই বক্তৃতা সুবিচারে পরিপূর্ণ থাকায় উপস্থিত জনগণকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছে।

পূজ্যপাদ পর্য্যটক মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সম্বন্ধাভিধেয়-তত্ত্ব, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভু সাকার-নিরাকার এবং শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন প্রভু ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী প্রভু সংস্কৃত-ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান' সম্পর্কে ভাষণ দান করিয়া এক মধুরভাবের সমাবেশ করেন।

৩য় দিবস, ১২ই ভাদ্র ; বিষয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ অদ্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়া ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য পন্থার ফলপ্রদানে অক্ষমতা শাস্ত্রযুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। নানাপ্রকার যুক্তি অবলম্বনে তিনি ভক্তি-ধর্ম্মের প্রতি সমাগত জনসাধারণের বিশেষ কৌতূহল বর্দ্ধন করিয়া ভাষণের সমাপ্তি করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মই কৈতবতালেশশূন্য। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মত-বিরোধী অন্যান্য পন্থাগুলি বাহ্যতঃ ধর্ম্মের ন্যায় দেখাইলেও তাহা ছলধর্ম্ম মাত্র, ভগবত্তত্ত্ব সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ মাকাল ফল নহে।

পূজ্যপাদ পর্য্যটক মহারাজ তাঁহার পূর্ব্বদিনের আরব্ধ 'সম্বন্ধ-অভিধেয়' তত্ত্বের পুনরালোচনায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে প্রদত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সম্পর্কীয় উপদেশাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ ভাষণে অদ্বৈতবাদ সর্ব্বতোভাবে খণ্ডনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ

তথা গৌড়ীয়ের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' স্থাপন করিয়া জনগণের বিস্ময় উৎপন্ন করেন।

শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—পরমেশ্বরের এই ত্রিবিধ প্রকাশ লইয়া এক ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার অদ্যকার ভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহা-বদান্যতার স্বরূপ বর্ণনায় বলেন, তিনি যে কেবল মনুষ্যকুলেরই উদ্ধার-কর্ত্তা, তাহা নহে। পশুপক্ষি-কীট সকলেরই তিনি উদ্ধারকর্ত্তা। একদিকে যেমন তিনি জগাই, মাধাই-এর ন্যায় পাষণ্ডীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অপর-দিকে তেমনি ঝারিখণ্ডপথে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র শ্বাপদসংকুলেরও হিংস্রতা বিদূরিত করিয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে উহাদিগকেও মাতোয়ারা করিয়াছিলেন।

৪র্থ দিবস, ১৩ই ভদ্র; বিষয়—শ্রীবলদেব ও প্রয়োজন তত্ত্ব

সভাপতির ভাষণে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ বলেন যে, জীবের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় থাকিতে পারে; কিন্তু যে-বস্তু নিত্য শাশ্বত, ও সনাতন সেই বস্তু লাভ করিতে হইলে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আশ্রয়ই প্রয়োজন।

প্রধান-অতিথির ভাষণে শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভু বলেন যে হাত-যাঁতায় কলাই পেষণ করিতে গেলে দেখা যায়, যে-কলাইগুলি যাঁতার মধ্যস্থলের খিলটীর মধ্যে অবস্থান করে সেইগুলি পিষ্ট হয় না। ভগবদাশ্রয়ও তদ্রূপ। শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমাদের আর মায়াপিষ্ট হইতে হইবে না।

"আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাৎ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

সর্ব্বশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ 'প্রয়োজন-তত্ত্ব'-সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ দার্শনিক-বক্তৃতা করেন। অতঃপর তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির পক্ষ হইতে সভাস্থ জনগণকে বলেন,—"আমাদের এই চারি-দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া আপনারা ইহাকে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করায় সমিতির আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আপনাদিগকে যে কি বলিয়া অভি-নন্দন জ্ঞাপন করিব তাহার ভাষা আমাদের নাই। এ অধম একজন ত্রিদণ্ডি-

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি তদভিলষিত কোনও বস্তুর অন্ততঃ কিছু দান করিয়া থাকেন। আমিও একটী ভিক্ষা আপনাদের নিকট করিব, তাই বলিয়া মনে করিবেন না যে, সন্ন্যাসী বুঝি আপনাদের বিষয়-সম্পদ ভিক্ষা চাহিতেছে। 'রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল' এই মাত্র ভিক্ষা, অন্য কোন ভিক্ষা আমি চাই না। 'রাধাকৃষ্ণ' বলা ও সঙ্গে আসা —এই দুইটী কার্য্য এক্ষণে করিতে না পারিলেও, রাধাকৃষ্ণ বলিবেন—এই প্রতিশ্রুতি-দানরূপ ভিক্ষামাত্র আমি প্রার্থনা করি। এই ধর্ম্মসভা যে আজ সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ—আমাদের অলৌকিক গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের **আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের** অহৈতুকী, অশেষ করুণা। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

বিগত ৯ই হৃষীকেশ, ২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির অধীনস্থ সকল মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত নিরম্বু উপবাস সহযোগে পালিত হইয়াছেন। এই ব্রতোপলক্ষে সর্ব্বত্রই প্রত্যূষে মঙ্গলারতির পর হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মলীলা পারায়ণ করা হইয়াছে। দিবারাত্র কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই এই জন্মাষ্টমী-ব্রত উদ্‌যাপনের প্রধান কৃত্য হইয়া বেদান্ত সমিতির শাস্ত্রানুগত্য প্রকাশ করিয়াছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি বলিয়া এই ব্রতে নিরম্বু উপবাস একান্ত কর্ত্তব্য।

মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এতদুপলক্ষ্যে একপক্ষব্যাপী এক প্রদর্শনীর উন্মোচন হয়। এইস্থানে শ্রীরামপুর-নিবাসী (হুগলী জেলার অন্তর্গত) স্বনামখ্যাত শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্তবান্ধব মহাশয়ের দানকৃত অর্থে নবনির্ম্মিত ভোগরন্ধনশালা শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্বয়ং স্বহস্তে নন্দোৎসব-দিবসে উন্মোচন করেন। শত শত লোক এই উৎসবে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ লাভ করেন। সমিতির অন্যান্য মঠসমূহেও নন্দোৎসবে আগন্তুকমাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যত্যয় হয় নাই। **—শ্রীহরিপ্রিয় ব্রহ্মচারী**

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী ও শ্রীশ্রীনন্দোৎসব

পলে পলে ছিন্ন বিচ্ছিন্নকর্ত্রী মায়ার রাজত্বে তাৎকালিকী সংখ্যার ঊর্দ্ধতম পর্য্যায়ের বিপর্য্যয়ে ভগবান শ্রীকেশবের বিচিত্র জগতে কালসাপেক্ষ-সাধনায় ব্যস্তসমস্ত জীবনিচয়ের মৃত্যুমুখী হওয়ার অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যসমূহের মধ্যে অবস্থানহেতু অজ ভগবানের জন্মলীলার-মাধুর্য্যোজ্জ্বল রূপ দর্শনে বিমূঢ় হইয়া **কংসঃ কিং করিষ্যতি**—এতাদৃশী অসময়োচিতা ও অপক্ক চিন্তারত, দম্ভপরায়ণ, বাহ্যতঃ নির্ভীকম্মন্যের দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্তকারী আস্ফালনের সমুচিত দণ্ডপ্রদানে এবং যাঁহার অপরূপ গর্ভসিন্ধুতে ক্ষণমাত্র অধিষ্ঠানও জগৎ-পিতা ব্রহ্মার চরণে মহদপরাধিবৃন্দকেও বিগতকল্মষ করিয়া থাকে, বিশ্বে সেই কংস-পীড়িতা, সুরলোকবন্দ্যা দেবগর্ভার অতুলনীয়া সহিষ্ণুতার কীর্ত্তি-সৌরভ বিতরণসহ তদীয়া হৃদয়স্থ নিত্য বাৎসল্যরসের নিরন্তর পুষ্টিবিধানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ক্ষণে ক্ষণে, স্থানে স্থানে প্রপঞ্চলীলা-পরিগ্রহণের ছলনা অদ্ভুতভাবে কালে কালে যোগমায়া-প্রভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগে দ্বাপরান্তে উক্ত লীলার পুনরভিনয়ে বঞ্চনাচতুর জম্বুকবেশধৃক্-যোগমায়াপুরঃসরঃ, বৈকুণ্ঠ-যাদুকর, বসুবরেণ্য যদুকুলপতি-রক্ষকের সম্মুখ হইতে শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা, নারী-লাঞ্ছনাদি বীভৎস পাপের অগ্রদূত-স্বরূপে সপ্তদ্বীপে দৈত্যনিধিবৃন্দ কর্ত্তৃক পূজালিপ্সার পর্ব্বতসদৃশ দৃঢ় কারাগারও কৃষ্ণেচ্ছায় আপনি মুক্ত হইলে সেই "সদ্যো বভূব প্রাকৃত শিশুঃ"-র প্রাণরক্ষাকল্পে দিব্যাবরণোন্মেষে গোলোকে এক আনন্দরোল উঠিয়াছিল। আনন্দোচ্ছল যমুনার উত্তাল তরঙ্গও 'স্থানে স্থিত' হইয়া গোকুলে নন্দালয়ে গমনের পথ বসুদেবের নিকট সুগম করিয়া দিয়াছিল। চতুর্দ্দিক ভীষণ দুর্য্যোগে সমাচ্ছন্ন হইলেও 'জ্যোতিরভ্যন্তরে' শ্যামসুন্দরের অতুল রূপচ্ছটা বিরলে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী প্রতিসরণ হেতু দিব্যধামে গমনকারীর পথ আলোয় উদ্ভাসিত করিয়াছিল। যাহা জগতের নিকট অন্ধকারসদৃশ তাহাই শ্রীহরিসেবায় আলোকের আধার—ভক্তবৃন্দ এই লীলার পূর্ণ স্বরূপ জানিতে পারিলেন। বসুধাধর অনন্তনাগের ফটাটোপে ভীত হইয়া জাগতিক কোন বাধাও শিশুকৃষ্ণের মস্তকে কোনও আঘাত হানিতে সক্ষম হয় নাই।

উভয়কুল-রক্ষানিপুণ ভগবান অপূর্ব্ব কৌশলদ্বারা স্বয়ংরূপ-মৌলিকত্বে

নন্দালয়ে আবির্ভূত হইলেও তথায় পুত্রহস্তে বসুদেব মহারাজের আগমনে যোগমায়া-প্রভাবে লব্ধাচেতনা মাতা যশোদার ক্রোড় হইতে তিনি অন্তরালে অবস্থান করতঃ বসুদেবের বাৎসল্যভাবের বিন্দুমাত্র হানি করিলেন না—এই সকলের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ভক্তবৃন্দকে অদ্যাপি চিন্ময়ানন্দ দান করিতেছে।

বসুদেবের প্রাণবসু কৃষ্ণ গোকুলে আনন্দ দান করিলে তাহা সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিল। বিগত ৯ই হৃষীকেশ ৪৮০ গৌরাব্দ, ২২শে ভাদ্র ১৩৭৩, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই সকল পরমশুভ মুহূর্ত্তেরই আনন্দ-বন্যা বহিয়া গিয়াছে। কংসকুলাগ্রগণ্য আসুরিক জগতের এই সকল আনন্দ-উপভোগের কোন্ ক্ষমতা?

সম্প্রতিকালে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই সকল লীলার যে পুনর্দর্শন সকলের দৃশ্যপথে আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই স্থলে উক্ত সময়ে অস্মদীয় পরমারাধ্যতমদেবের নিখিল জগন্মঙ্গলকর সুচিন্তনীয়া বার্ত্তাবিঘোষণের তড়িৎ মুহূর্ত্তে সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণের অপ্রাকৃত চৌম্বকত্বে আকৃষ্ট হইয়া সারিবদ্ধ অলিকুলের ন্যায় দলে দলে সমাগত জনগণ 'জয় শ্রীকেশব' ধ্বনি করিতে করিতে হরি-আনন্দে প্রমত্ত থাকিয়া অপ্রাকৃত-কুলসম্রাটের আবির্ভাবে সঙ্কীর্ত্তন-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ঔদ্ধত্যের অবতার দুর্য্যোধনের শ্রীকৃষ্ণের শীর্ষদেশের দিকে অবস্থানের ন্যায় স্মার্ত্তকুলপতিগণ উক্ত তিথির প্রথমার্দ্ধে বিদ্ধাবস্থাতেই জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিলেও তাহার অশাস্ত্রীয়ত্ব স্থাপনে পরদিবস বিশুদ্ধ যোগে মুহুর্মুহু মেঘ-গর্জ্জন, বিদ্যুতের শিহরণ ও দেবরাজ ইন্দ্র-প্রেরিত বলাহকের বর্ষণদানে মায়ামোহিত বিশ্বের বিমর্ষরূপ-ধারণ সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। অন্তিমেই ফলাবস্থিতি। "সব ভাল যার শেষ ভাল"।

এইবার আনন্দ বিতরণের পর্ব্ব। ধনই আনন্দ বিতরণের প্রকৃষ্ট মাধ্যম। ধন শব্দে **বসু**, যাহার **দেবতা** ইতোমধ্যেই **আনন্দালয়ে** প্রবেশ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই **হরিসেবা**-বৃত্তির উন্নততম শৃঙ্গে বিহরণ-লিপ্সুর জাগতিক প্রতিষ্ঠার অতুল কীর্ত্তি-নির্ম্মিত প্রাসাদে অতি সংগোপনে হাণ্ডীর মধ্যে যাবতীয় অপ্রাকৃত প্রসাদ রক্ষিত হয়। স্বয়ং শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যতমদেবই উক্ত পাত্রের উন্মোচন করিয়াছিলেন। জাগতিক ভাণ্ডারের ধারণ-ক্ষমতার বহির্ভূত বস্তুসমূহের পরিপূর্ণ গুণাবলীর ভোগরসাস্বাদনে কে কাহাকে ঠেকাইবে? শ্রীউৎসবের বিজয় দুন্দুভির সেই গুরু-গম্ভীর নিঃস্বন

উক্ত সুরক্ষিত পাত্রমধ্যে উন্নততম প্রকারে বাদিত হইয়া সুদূরব্যাপী প্রসারিত হইয়াছিল; সেই ধ্বনিশ্রুতিতে আগত অগণিত লোক আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ সেবনে অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আর এই সকল দিব্য প্রদর্শনী মূল নায়িকা শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব-দিবসে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ বিশ্ব হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে জগতের সৌভাগ্য পুনরায় অন্ধকার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়—

"শরতের মেঘ যেন কারো ভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে॥"

—শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, B. A.

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

বিগত ২৩শে হৃষীকেশ ৪৮০ গৌরাব্দ, ৫ই আশ্বিন ১৩৭৩, মূল-কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ শাখা-মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত বিপুল হর্ষের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পরমা সতী-সাধ্বী রমণীগণ তাঁহাদের পতিব্রতা-ব্রতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে এই তিথির বিশেষ সমাদর করেন। কেহ কেহ এই তিথিতে উপবাস করিয়া থাকেন, কিন্তু সাত্বত-স্মৃতি গ্রন্থাদিতে কেবল শক্তিমানের আবির্ভাবে উপবাসের বিধি দিয়াছেন। আবার কৃষ্ণচন্দ্রও এই তিথিতে আলোকিত হইয়াছেন। তজ্জন্য সমিতির সর্ব্বত্র এই তিথিবরা "রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা", "কুঙ্কুমাক্ত···", "রাধাচিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা"দি রাধামহিমাজ্ঞাপক বিবিধ কীর্ত্তন ও প্রাপ্তরাধাকান্তি শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীর চতুর্ব্বিধ রসসংযুক্ত মহাপ্রসাদ প্রচুরভাবে আস্বাদনের মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত "বেদান্ত-স্যমন্তকঃ" গ্রন্থের এই দিন পারায়ণ হয়। —শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

ভ্রম-সংশোধন

বর্ত্তমান ১৮শ বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গত ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৪০ পৃষ্ঠায় "প্রচার-প্রসঙ্গ" শিরোনামার দ্বাদশ ছত্রে 'হরিসভা-ভবনে'র স্থলে 'কালী-বাড়ী-ভবনে' হইবে। —প্রকাশক

বেষাশ্রয়

গত ৯ই হৃষীকেশ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের নিকট হইতে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী এবং সমিতির আশ্রিত শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ বলরামদাস ব্রজবাসী—এই তিনজন পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বাবাজী-বেষাশ্রয় গ্রহণ করেন। বেষান্তে তাঁহারা যথাক্রমে শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ বংশী-বদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমায়। শ্রীল প্রভুপাদের অন্ত্যলীলার শেষভাগে প্রায় ৭।৮ বৎসর তিনি মঠে যোগদানান্তর তদবধি ত্যাগীর আশ্রম যাপন করিতেছেন। অস্মদীয় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি চিরকাল তিনি শ্রদ্ধালু ছিলেন এবং তাঁহারই আশ্রয়ে সমগ্র ভারতের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করেন। সমিতির উড়িষ্যা প্রদেশস্থ ভদ্রক-মহকুমার কোরণ্টান্তর্গত-আশ্রমে কিছুদিন সেব-কার্য্যাদি সম্পাদন করেন। অনন্তর কায়মনোবাক্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-মানসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট বাবাজী-বেষ প্রার্থনা করিলে তদনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত সাত্বত-স্মৃতি 'সংস্কার-দীপিকা'নুসারে তাঁহাকে বৈদিক পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বাবাজীর বেষ প্রদানান্তর **শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত করেন।

শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী সমিতির একজন একনিষ্ঠ সেবক। প্রায় ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতিতে যোগদানপূর্ব্বক শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও মাথাভাঙ্গা গৌড়ীয় সেবাশ্রমে বহু দিন সেবাকার্য্যাদি পরিচালনা করেন। কাষ্ঠ-শিল্পে ইঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। ইনি সেবাদ্বারা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রিয় হন এবং তাঁহার নিকট বাবাজীর বেষ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম তাঁহাকে বৈদিক সাত্বত-স্মৃতি শ্রীসংস্কার-দীপিকানুসারে বাবাজী বেষ প্রদানান্তর **শ্রীমদ্ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত করেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত 'পিছলদা' পূর্ব্বনিবাস।

শ্রীপাদ বলরাম ব্রজবাসী সমিতির শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত এবং 'ভক্তি-মধুকর' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। গৌড়ীয়ের মাধুকর-ভৈক্ষ্য-সংগ্রহে ইঁহার

বিশেষ যত্ন ছিল। প্রায় ত্রয়োদশ বৎসরকাল তিনি সমিতিতে ত্যক্তসংসার হইয়া যোগদানান্তর সেবাকার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া মঠসেবকবৃন্দের প্রিয়পাত্র হন। ইনি কিছুকাল 'শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ' ও 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির' (বোসপাড়া লেন, কলিকাতা) সেবা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একান্তভাবে মাধবতোষনী বৃত্তি-অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়া তিনি পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে শ্রীসংস্কার দীপিকানুসারে বাবাজী-বেষ প্রদানান্তর **শ্রীমদ্ বংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত করেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টি বর্ষের সন্নিহিত। পূর্ব্বজীবনে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন, পূর্ব্বনিবাস বাঁকুড়া জিলায়। বর্ত্তমানে ইনি "সর্ব্বত্যাজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস"-এর উদ্দিষ্ট স্থান, জীবের চরমগতি বৃন্দাবনে ভজন করিতে সমুৎসুক হইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

— নিজস্ব

বিরহ-বার্ত্তা

বিগত ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৩, ইং ১৫ই আগষ্ট সোমবার জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদাম্বুজাশ্রিত শিলিগুড়ির শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয় (প্রফেসর শ্রীহরিপদ মণ্ডল) শ্রীনাম স্মরণমুখে পরধাম গমন করিয়াছেন। এই বিরহসংবাদ নবদ্বীপে শ্রীমঠে পৌঁছাইলে সমিতির সেবকবৃন্দ তাঁহার দৈন্য, সরলতা, ভক্তিসিদ্ধান্তে নিষ্ঠা, এবং তাহাতে পারদর্শী হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-পাদপদ্মে প্রগাঢ় আস্থা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণরাজির স্মরণ করিয়া অতীব কাতর হইয়া পড়েন। তিনি সমগ্র উত্তরবঙ্গে সমিতির শিক্ষার বিপুল প্রচারের একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। দেহরক্ষাকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের পরমোপাস্য শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং নিরন্তর বিশুদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ তাঁহার প্রতুল সৌভাগ্যের পরিচয়। শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীতে স্বীয় বাসভবনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার পার-লৌকিক-ক্রিয়া সাত্বত-বিধানে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। ইং ১৯৩১ সালে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজে তিনি ডিমন্সট্রেটর-পদে আসীন ছিলেন। উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অবকাশ-কালে তিনি প্রায়ই মঠে আসিয়া

ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন-প্রকাশন-বিভাগে সেবাদি করিতেন। ভারত-বিচ্ছেদের পর তিনি শিলিগুড়ি কলেজের Demonstrator নিযুক্ত হন। এক পত্রমধ্যে তিনি জানাইয়াছিলেন, "আমি ভক্তিসিদ্ধান্ত আহরণে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতিকেই নির্ভরশীল মনে করি।" বপু অপেক্ষা বাণীর প্রতি আদর তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। গত বৎসর জুলাই মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির আচার্য্যদেব যখন শিলিগুড়িতে শুভবিজয় করেন, তাঁহার সহিত 'শক্তি-শক্তিমান,' 'দৈবাসুর', 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ'-বিচারাদি শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—এরূপ সুন্দর বিচার পূর্ব্বে কোনও আচার্য্য জগতে বিতরণ করেন নাই। সর্ব্বপ্রকারে **বাণী**-সেবাই যে তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল এই সকল উক্তিই তাহার প্রমাণ।

শিলিগুড়িতে সমিতির গৃহস্থ ভক্তবৃন্দকে প্রীতিপূর্ব্বক হরিভজনে উপদেশ-দানাদি দ্বারা তিনি তাঁহাদের দ্বিতীয় অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। দেহরক্ষার অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীরাধারাণীর একটী পিত্তলময়ী শ্রীমূর্ত্তি প্রদান করিতে অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আর্ত্তি নিবেদন করেন। তাঁহার উক্ত বাসনা পূরণের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার জন্মস্থান পাবনা জিলা। তাঁহার ন্যায় একজন উদার ও আদর্শ ভক্তের বিরহে কেবল এই চিন্তাই অহরহ হৃদয়ে জাগিতেছে, "আর কি তাঁকে পা'ব না?"

প্রচার-প্রসঙ্গ

রণক্ষেত্র হইতে ভক্তিদ্বেষী চণ্ডালের পশ্চাদপসরণ

পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ দুমকা-জিলার বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব শাস্ত্র-তাৎপর্য্য শ্রবণে বহু লোক সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। বহু স্থান হইতে উচ্চশিক্ষিত জনসমাজ ও রাজগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা ও আহ্বান জানাইতেছেন।

বর্ত্তমানে 'রণবহাল' হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডল নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির আহ্বানে দুমকা হইতে ৫০ মাইল উত্তরে **চণ্ডালমারা** নামক স্থানে শুভগমন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে সপ্তাহ-ব্যাপী তাঁহাদের অবস্থান হয়। প্রতি দিবসই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিবিধ

উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে ভাগবত-বাণীর গ্রাহক হইলেই মানুষ অতিমৃত্যু, জরা হইতে মুক্তিলাভ করিবে জানাইয়া দেন। এইস্থানে অবস্থানকালে সর্ব্বদাই বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত-বাণীর প্রচারের জন্য শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের উদার হৃদয় সসঙ্ঘ সম্পাদক-স্বামীজী মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সমিতি সুরেন্দ্র বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

চণ্ডালমারা হইতে ৬ মাইল দূরে **মহেশপুর** এক উন্নত জনপদ। প্রপূজ্যচরণ স্বামীজী মহারাজের যশোগাথা লোকমুখে চতুষ্পার্শ্বে এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, মহেশপুরের রাজা শ্রীযুক্ত মহেশ্বরনারায়ণ সিং বাহাদুর মহাশয় স্বয়ং নিজ পেট্রোল-যানে চণ্ডালমারা গ্রামে স্বামীজী-সকাশে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে উক্ত যান চালাইয়া সসঙ্ঘ স্বামীজী মহারাজকে স্বীয় আলয়--মহেশপুর-রাজবাটীতে আনয়ন করেন। রাজবাটীতে প্রত্যহ ভাগবত-কীর্ত্তন-সভায় প্রচুর জনসমাগম হইত। এক দিবস স্থানীয় রাজ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুবৃহৎ ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে স্বয়ং রাজাবাহাদুরের উপস্থিতিতে স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং শিক্ষিত জনসমাকীর্ণ এক বিরাট ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজ "বর্ত্তমান শিক্ষা, জড়-বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক দার্শনিক-তত্ত্বমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এইপ্রকার দার্শনিক বক্তৃতা কখনও শুনি নাই। রাজা ও রাণী অতীব ধর্ম্মপরায়ণ। সমাজের এইরূপ আদর্শ হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। এক সপ্তাহব্যাপী এই গ্রামে স্বামীজী মহারাজ অবস্থান করেন।

এই স্থান হইতে স্বামীজী মহারাজ দুমকায় সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে পুনরায় তথায় তৃতীয়বার পদার্পণপূর্ব্বক উচ্চশিক্ষিত জনগণকে গৌড়ীয়-বাণী শ্রবণ করাইতেছেন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত নির্ম্মলকান্ত ঘোষ মহাশয় প্রচারকমণ্ডলীকে সাহায্য করিতেছেন। বৃন্দাবনের শ্যামল-বনানীকে ভস্মে পরিণত করিতে অসুরগণের যে দুষ্টাকাঙ্ক্ষা তাহার বিরুদ্ধে স্বামীজী মহারাজের রণ-ঘোষণায় দাঁড়কাকের ন্যায় বহুতর ভক্তিবিরোধী লোকের রণক্ষেত্রেই পরাজয় ও নতি স্বীকার পূর্ব্ববৎ বহালই থাকিতেছে।

—প্রচার সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৭৩ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, হেমরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৮শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৮ দামোদর, ৪৮০ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭৩; ইং ১৬।১১।১৯৬৬ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কথিতং শ্রীশ্রীভগবদ্বিভূতি-বর্ণনম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে)

বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ।
হব্য-কব্যামৃতান্নানং জিহ্বা সর্ব্বরসস্য চ॥ ১।

শ্রীব্রহ্মা (নারদকে) কহিলেন—সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ বাগিন্দ্রিয়-সমূহের, তদধিষ্ঠাতৃ দেবতার এবং অগ্নির উৎপত্তিস্থান; তাঁহার ত্বগাদি সপ্তধাতু গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র। তাঁহার জিহ্বা হব্য (দেবতাদের অন্ন), কব্য (পিতৃগণের অন্ন), অমৃত (উক্ত উভয়ের শেষ মনুষ্যগণের অন্ন) এবং মধুরাদি ষড়্বিধ রসের, এবং আমাদিগের রসনেন্দ্রিয়ের ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বরুণের উৎপত্তি-স্থান॥ ১॥

সর্ব্বাসুনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়ণে।
অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ ঘ্রাণো মোদ-প্রমোদয়োঃ।২॥

তাঁহার নাসারন্ধ্রদ্বয় সর্ব্বজীবের প্রাণের ও বায়ুর উত্তম ক্ষেত্রদ্বয়। তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, ওষধিগণের এবং সামান্য ও বিশেষ গন্ধের পরম স্থান ॥ ২ ॥

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দ্দিবঃ সূর্য্যস্য চাক্ষিণী।
কর্ণৌ দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশ-শব্দয়োঃ ॥৩॥

তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপসমূহের এবং রূপ-প্রকাশক বস্তুসমূহের ক্ষেত্র। তদীয় নেত্র-গোলকদ্বয় স্বর্গ ও সূর্য্যের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার শ্রোত্রাধিষ্ঠানে দিক্ ও তীর্থসমূহ বিরাজিত এবং তাঁহার শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের ক্ষেত্র ॥ ৩ ॥

তদ্গাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্।
ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্য চৈব হি ॥৪॥

তাঁহার শরীর বস্তু-শক্তি সমূহের এবং সৌভাগ্যের স্থান। তদীয় ত্বক্ স্পর্শ, বায়ু এবং যজ্ঞের স্থান ॥ ৪ ॥

রোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্ব্বা যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ।
কেশ-শ্মশ্রু-নখান্যস্য শিলা-লোহাভ্র-বিদ্যুতাম্ ॥৫॥

তাঁহার রোমসমূহ যাবতীয় বৃক্ষের অথবা যে সকল বৃক্ষ দ্বারা যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, সেই সকল বৃক্ষের উৎপত্তি-স্থান। তাঁহার কেশদাম ও শ্মশ্রুসমূহ মেঘসমূহের ক্ষেত্র; মহাকান্তিময় নখসমূহ বিদ্যুতের শিলা ও ধাতুর উৎপত্তি-স্থান ॥ ৫ ॥

বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্ ॥৬॥

তদীয় বাহুসমূহ পালনকর্ত্তা লোকপালগণের উৎপত্তি-স্থান ॥ ৬ ॥

বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ।
সর্ব্বকাম-বরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্ ॥৭॥

সেই পুরুষের পদন্যাস ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের আশ্রয়। সেই হরির চরণ কল্যাণ অর্থাৎ লব্ধবস্তুর রক্ষণ, এবং শরণ অর্থাৎ ভয় হইতে রক্ষণ, এবং সর্ব্ববিধ কাম ও সকল প্রকার বরণের আশ্রয়-স্থল ॥ ৭ ॥

অপাং বীর্য্যস্য সর্গস্য পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনির্ব্বৃতেঃ ॥৮॥

সেই পুরুষের শিশ্নে জল, শুক্র, সৃষ্টি, বৃষ্যমান্ জলের এবং প্রজাপতির অধিষ্ঠান। অপর তাঁহার উপস্থেন্দ্রিয় সন্তানার্থ সম্ভোগদ্বারা তাপহানির স্থান ॥ ৮ ॥

পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ।
হিংসায়া নির্ঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্য ইদং স্মৃতম্ ॥৯॥

হে নারদ! সেই পুরুষের গুহ্যরন্ধ্র যম, মিত্রদেব ও মলত্যাগের ক্ষেত্রের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার পায়ুগোলক হিংসা, অলক্ষ্মী মৃত্যু এবং নরকের আশ্রয় বলিয়া খ্যাত ॥ ৯ ॥

পরাভূতেরধর্ম্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ।
নাড্যো নদ-নদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥১০॥

সেই পুরুষের পৃষ্ঠভাগ পরাভবস্বরূপ অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের স্থান তাঁহার নাড়ীসমূহ নদনদী সকলের এবং তাঁহার অস্থিরাজি পর্ব্বতসমূহের অধিষ্ঠান ॥ ১০ ॥

অব্যক্তরসসিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্য চ।
উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥১১॥

সেই বিরাট পুরুষের উদর অন্নাদিজাত অব্যক্ত রস ও সমুদ্রের উৎপত্তি এবং প্রাণিগণের লয়ের স্থান। তাঁহার হৃদয় জীবসমূহের লিঙ্গশরীরের আশ্রয় ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্য চ।
বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্ ॥১২॥

সেই পুরুষের অন্তঃকরণ ধর্ম্মের, আমার, তোমার (নারদের), সনৎ-কুমারাদির, রুদ্রের (ভব) এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বের পরম আশ্রয় ॥ ১২ ॥

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ ॥১৩॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥১৪॥
অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্নবঃ ॥১৫॥

যজ্ঞপাত্র, ধান্যাদি শস্য, ঘৃতাদি স্নেহ, মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক, যজুঃ, সাম, হোত্রাদি কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥২৬॥

যাগাদির জ্যোতিষ্টোমাদি নাম, স্বাহাকারাদি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদের উদ্দেশ, বৌধায়নাদি কর্ম্মপদ্ধতিগ্রন্থ, আমি এই প্রকারে যজ্ঞ করিব'—এইরূপ সংকল্প, মন্ত্র অর্থাৎ অনুষ্ঠানপ্রকার ॥ ২৬ ॥

গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণুক্রমাদিগতি, দেবতাধ্যানাদি মতি, প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম্মসমূহের ভগবানে সমর্পণ, এই সকল নিত্য-সিদ্ধ যজ্ঞসম্ভার সেই পুরুষের দেহ হইতে আমা-কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥

এইরূপে সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা যজ্ঞসম্ভার সম্পাদন করিয়া তাহাদ্বারাই আমি যজ্ঞেশ্বর পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব।
অযজন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৯ ॥

হে নারদ, তদনন্তর প্রজাসমূহের পতি মরীচি প্রভৃতি তোমার নয়জন ভ্রাতা সুসমাহিত হইয়া ইন্দ্রাদিরূপে ব্যক্ত এবং স্বতঃ অব্যক্ত পুরুষের যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্ ॥ ৩০ ॥

তারপর মানবগণ স্ব স্ব অবসরে এবং অপর ঋষিবৃন্দ, পিতৃগণ, দেববৃন্দ, দৈত্যসকল, মনুষ্যসমূহ সেই পরমেশ্বরকে যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করেন ॥ ৩০ ॥

সেবাপর নাম

বস্তুর সংজ্ঞাকে 'নাম' কহে। যিনি বস্তুর সংজ্ঞা প্রদান করেন, তিনি 'নাম-প্রদাতা'। যেখানে জড়ের অহঙ্কার প্রবল, সেইখানেই সেবার পরিবর্ত্তে ভোক্তৃত্ব বর্ত্তমান। সাধারণতঃ নাস্তিক গৃহস্থ-সমাজে নামকরণ-কালে প্রাকৃতভাবে প্রমত্ত হইয়া ভোক্তা পিতা পুত্রের নামকরণ করেন। সেজন্য, পারমার্থিক সমাজে নিরীশ্বর-পিতৃদত্ত নামব্যতীত কৃষ্ণদাস্যমূলক নাম দিবার ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা ভগবৎসেবাপর নহেন, তাঁহারা ভগবৎসেবাপর নামে তাঁহাদিগের বশ্য-দিগের নামকরণ করেন না; সেজন্যই নাস্তিক সমাজের নাম পরিহারপূর্ব্বক পারমার্থিক সমাজে হরিদাস্যপর 'নাম' প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। যেকালে গুরুদেবের নিকট অথবা বৈষ্ণবকুলে অবৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী উপস্থিত হন, সেই সময়ই শ্রীগুরুদেব অথবা ভাগবতগণ জীবের স্বরূপ-নির্দ্ধারক স্থায়ী চিহ্ন-নাম প্রদান করেন। ইহাই কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবাধিকার। যাঁহারা কনিষ্ঠাধিকার লাভ করেন, তাঁহাদিগেরই চতুর্থ সংস্কার 'মন্ত্র' প্রদত্ত হয়। মন্ত্রের প্রয়োগকেই পঞ্চম সংস্কার 'যাগ' বা 'যোগ' বলে। দীক্ষিত হইবার প্রথম স্তরে কনিষ্ঠাধিকারে **আদি সংস্কার** 'তাপ' বলিয়া অভিহিত হয়।

বিষ্ণুর চতুর্ব্বিধ অস্ত্র—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মদ্বারা বৈষ্ণবের শরীরে 'তাপ' প্রদত্ত হয়। এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেই জীব আপনার বাহ্য শরীরকে অবৈষ্ণবতা-নির্ম্মূলনের অস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত করেন। তখন তাঁহার বৈষ্ণব-শরীরেই দ্বাদশটী হরিমন্দির অঙ্কনের যোগ্যতা হয়। ইহাই জীবের **দ্বিতীয় সংস্কার** অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারে মধ্যম সংস্কার। কনিষ্ঠাধিকারের উন্নত সংস্কারে আমরা পাই যে, বাহ্য শরীরে বিষ্ণুদাসাভিমান ব্যতীত জীবের বস্তু-সংজ্ঞায় ভগবদ্দাস্য-বোধের আবশ্যকতা আছে। ইহাই **তৃতীয় সংস্কার**। এই তিনটী সংস্কারে সংস্কৃত হইলে জীবের বাহ্য পরিচয়ে বিষ্ণুদাস জানিতে ও জানাইতে আর কোন বাধা থাকে না।

বাহ্যজগৎ ব্যতীত অন্তর্জগৎ মন নানা বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি লইয়া বাহ্যচিহ্ন-ধারকের সময় সময় অপব্যবহারও করিতে পারে। কেবল বাহিরে শঙ্খ-চক্রাদি তপ্তমুদ্রা-ধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, হরিমন্দিরাদি চিহ্ন-ধারণ অথবা আত্মবোধক শব্দাত্ম হরিদাস্যপর নাম—এই তিন প্রকার সংস্কার লাভ করিয়াও বাহ্য-

জগতের ভোগবুদ্ধিতে কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব মানসিক চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না। মনশ্চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইতে হইলে বিষ্ণুর দাস্যে মনকে নিযুক্ত করিতে হয়।

শ্রীভগবানের সেবায় মনকে নিযুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণের আবশ্যক অর্থাৎ শরণাগতির অভাব হইলেই জীব জড়জগতের ভোক্তা হইয়া পড়ে; এজন্য চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্কারে দেহ ও মন ভগবৎসেবাপর হইবার যোগ্যতা লাভ করে। তখন তাপাদি পঞ্চসংস্কারী হইয়া নবেজ্যা-কর্ম্মে দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-জীবনের সার্থকতারূপ পঞ্চার্থ-তত্ত্ববিদ্যায় উত্তমাধিকারী পারঙ্গত হন। সেইকালেই তিনি বহির্ম্মুখ জীবকে কনিষ্ঠাধিকার ও মধ্যমাধিকারে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ। যদিও ভগবদ্ভজন-মার্গ বা ভাব-মার্গ হইতে এই ত্রিবিধ অধিকারের অর্চ্চন-মার্গের পার্থক্য আছে, তাহা হইলেও বহিঃপ্রজ্ঞা-বিশিষ্ট জীবের অধিরোহ-পথে ইহাই গুরুর দাস্য। **যেখানে গুরুদাস্য প্রবল, তথায় অধিরোহ-বাদের প্রবলতা নাই।** সেখানে বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবাবতার শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণ-পরায়ণ পথিকের পূজনীয় ও সেব্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হন। ভগবদ্ভজন-মার্গে যে ত্রিবিধ অধিকারের কথা শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, তাহা এই বৈধ বা অর্চ্চন-মার্গের বিরোধী না হইলেও তাহার ইহা হইতে ন্যূনাধিক স্বতন্ত্রতা আছে। শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ অনধিকারীকে অধিকার প্রদান করে। অধিকারীর উচ্চাবচ-নির্ণয় ভাব-মার্গের ত্রিবিধকার। যাঁহারা "ভক্তিসন্দর্ভ" সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রকৃষ্ট সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রবেশার্থীর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার তিনটী সংস্কারের আবশ্যকতা আছে। **সর্ব্বাগ্রে বাহিরের পরিচয়, পরে অন্তরের পরিচয়। বাহিরের পরিচয়কেই অর্চ্চন-মার্গে কনিষ্ঠাধিকার কহে।** আর **অর্চ্চন-মার্গে ভিতরের পরিচয়ে মধ্যমাধিকার,** কনিষ্ঠাধিকারের অতিরিক্ত 'মন্ত্র ও যোগ'-সমৃদ্ধ। আজ-কাল 'না-পড়িয়া' পণ্ডিত-সম্প্রদায়ে 'পরমার্থ' শব্দটীকে জড়ীয় অনর্থের অন্যতম জ্ঞানে যেরূপ অর্ব্বাচীনের ন্যায় কটাক্ষ করিতে দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত অজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক চেষ্টা মাত্র। গৌড়দেশে পারমার্থিক-সমাজের মধ্যে দিন দিন অনভিজ্ঞতার এরূপ আদর বাড়িয়াছে যে, দীক্ষার চতুর্থ সংস্কারের পূর্ব্বে আর তিনটী সংস্কারের প্রতি কোন দৃষ্টিই নাই।

গৌড়ীয় 'আচার্য্য' নামধারিগণের অনেকেরই কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রতি সুতীব্র দৃষ্টি আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজ-হিতৈষণার পরিবর্ত্তে নিজের অর্থগৃধ্নুতা, প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই কৃষ্ণপ্রেমার ন্যায় অত্যুচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই শ্রেণীর অনভিজ্ঞগণকে দূর হইতে সম্মান করিতেছি এবং তারস্বরে দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগবিশিষ্ট হইবার জন্য তাঁহাদের পদযুগল ধারণ করিতেছি। তাঁহারা দয়া করিয়া একবার শ্রীজীবগোস্বামি-লিখিত "ভক্তি সন্দর্ভ" আলোচনা করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা যে পথে চলিতেছেন তাহাকে গৌড়ীয়গণ অভক্তির পথ বা লৌকিক স্মার্ত্তাচার বলেন। এইরূপ অনভিজ্ঞসম্প্রদায় যে গৌড়দেশবাসীর শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন যে, পারমার্থিক গুরুগণ কেন শিষ্যগণকে তৃতীয় সংস্কার সেবাপর 'নাম' প্রদান করেন—উহাতে যে 'তৃণাদপি' শ্লোক মারা পড়িয়া যায়? দুর্ভাগা বর্ত্তমান আচার্য্য-নামধারিগণ! তোমরা না বুঝিয়া বলিতে পার, এমন কুভাষা অভিধানে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই! সুতরাং তোমাদের নিকট শাস্ত্রীয় কথা হার মানিয়াছে! এখানে একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারা গেল না।

কোন নিম্নবর্ণের সমাজের কতিপয় সামাজিক, পুরোহিতবর্গ ভাল করিয়া লেখাপড়া করেন না জানিয়া তাহাদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কোন ব্রাহ্মণ-বটুকে ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ-ছাত্রটীর যাবতীয় ব্যয়ভার সামাজিকগণ বহন করিতে থাকেন। ছাত্রটী প্রচুর পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়া পাঠাদিতে নিতান্ত উদাসীন হইয়া কলিকাতায় গিয়া নানা আমোদ-প্রমোদে সাহায্য-প্রাপ্ত অর্থ অবাধে ব্যয় করিতে থাকে। বহুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া সাহায্য-দাতৃগণের নিকট অবশেষে প্রত্যাগমন করিয়া ছাত্রটী স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে থাকে। নিতান্ত নিম্নকুলের সামাজিকগণও তাঁহাদের কৃপাপ্রাপ্ত অর্থে সুশিক্ষিত ছাত্রটীকে পাইয়া তাহাকে বিশেষ গৌরবের ও শ্লাঘার বস্তু বলিয়া জাহির করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের ভিতর একটি সংস্কৃত-শাস্ত্রকুশল পণ্ডিত ছাত্রটীকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং বহুলোকের সমক্ষে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংস্কৃত ভাষায়ই উত্তর আশা করেন। 'কস্ত্বং' প্রশ্ন

শ্রবণ করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রটী সাহায্যদাতৃমণ্ডলীর সমক্ষে নিজ প্রতিভা জ্ঞাপন করিবার জন্য 'খস্ত্বং, গস্ত্বং' হইতে আরম্ভ করিয়া 'শস্ত্বং, ষস্ত্বং, সস্ত্বং, হস্ত্বং, ক্ষস্ত্বং" পর্য্যন্ত সবগুলিই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিল। সাহায্যদাতৃগণ শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবক ছাত্রটীর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া পরম পুলকিত! তখন সংস্কৃতবিৎ পাণ্ডতটী অনন্যোপায় হইয়া ছাত্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহার শ্মশ্রু-বহুল চিবুক হইতে একটী কেশ ভিক্ষা করিলেন। এতদ্দর্শনে উপস্থিত সেই নিম্নজাতীয় সকলেই ভট্টপল্লী হইতে প্রত্যাগত 'গভীর-পণ্ডিত ছাত্রটীর' চিবুক হইতে যাবতীয় শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া লইলেন। তাহাতেই ছাত্রটী উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

আজকাল অনেকেই পরমার্থ-শাস্ত্রের উপদেশক-সজ্জায় এই প্রকার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার জন্য উপযুক্ত শাস্তিই পাইয়া থাকেন অর্থাৎ লোক-নিন্দিত হন। পারমার্থিক শাস্ত্রের অধ্যাপক বলিলেই লোকে তাঁহাকে মহর্ষি অত্রি-নির্দ্দিষ্ট মূর্খ অসমর্থ বলিয়াই জানেন—

বৈদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ-পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥

আমরা গৌড়দেশবাসী পারমার্থিক আচার্য্যবৃন্দের শাস্ত্র-দর্শনের জন্য ও তাঁহাদের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি, তাহা তাঁহাদের অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনায় মৎস্যণ্ডিকা (মিছরি) সদৃশ। উহা তাঁহারা এখন আদর করিতেছেন না বটে কিন্তু কালে তাঁহারা উহারই আদর করিতে শিখিবেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তৃতীয় 'নাম' সংস্কারের কথা শুনিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আর বর্ত্তমান কালে বিদ্যারত্নোপাধিধারী একখানা সাময়িক পত্রের জনৈক মুখোপাধ্যায় সম্পাদক 'ভক্তিসারঙ্গ' উপাধি লইয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় কংসবণিকের ব্যবসায়-রহস্যে প্রমত্ত হইতেন না। 'মরুভূমি'র ন্যায় বেনামী চিঠি ও বেনামী পত্রে 'ভূতক পাঠক-সম্প্রদায়' সেবাপর-নামকেই নিজ নিজ অনভিজ্ঞ লেখনী-শরে বিদ্ধ করিতেন না। এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রদর্শনাভাব তাঁহাদিগকে কেবল যে অন্ধ করিয়াছে, এরূপ নয়, তমঃপ্রবৃত্তিবলে ভক্তিরহস্যকে

কলুষিত করিয়া একজন 'ক্রেস্কোগ্রাফে' মাপিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অপর জন নিজ শব্দার্থবোধের অভাব জানাইতে গিয়া কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রের সহিত সেবাচিহ্নের সংযোগ করাইয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানের সংকীর্ণতা আজকাল ভূতক-বক্তার ও বঙ্গীয় পত্রের 'সব্‌জান্তা' সম্পাদকের ধুর গ্রহণ করিয়াছে। আমরা ইঁহাদের পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিস্মিত হইয়াছি।

শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবত-টীকায় "সারঙ্গ" শব্দের অর্থ ভক্ত এবং অভিজ্ঞ বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধানে ২৭ প্রকার বিভিন্ন অর্থের মধ্যে "সারঙ্গ" শব্দে বাদ্যযন্ত্রকেও অঙ্গীভূত করিয়াছেন। 'বাচস্পত্য' ও 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রভৃতি প্রচলিত কোষগুলিতেও অনেক প্রকার অর্থ লিখিত আছে।

কনিষ্ঠাধিকারের তৃতীয়-সংস্কার অব্যর্থ 'নাম', যাহা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব প্রদান করেন, তাহাও বাল-চাপল্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত। কলির ধর্ম্ম-বর্ণনে আয়ু, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অভাব হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর এখনই সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়!" এইরূপ একটী কিম্বদন্তি যেদেশে প্রচলিত আছে সেদেশে সকলেই সহিষ্ণুতার আদর্শ, সুতরাং এই সকল কথা উপেক্ষা করিবার প্রচুর পরিমাণে যোগ্যতা সত্ত্বেও লোকহিতের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া এত কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আজ-কালকার দিনে শাস্ত্রীয় সংস্কারসমূহ উপেক্ষা করাই রুচির অনুকূল হইয়াছে। সেই রুচিবশে ভক্তির অনুষ্ঠানগুলিকে উপেক্ষা করা নব্য-বঙ্গীয় যুবকগণের নৈসর্গিক প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিচারটী এরূপ কলুষিত হইয়াছে যে, প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যেরূপ আপনাদিগের জড়-উপাধি লইয়া ব্যস্ত থাকেন, সেবাপর নামগুলিকেও তাঁহারা তদ্রূপ অহঙ্কার-প্রসূত জড়োপাধিমাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, বস্তুতঃ জড়-উপাধি ও সেবাপর নামের মধ্যে ভাবের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য অবস্থিত। জড়-উপাধিগুলি বলদর্পের উত্তেজক, আর ভক্তিসূচক সেবাপর নামগুলি জড়-জগতের 'তৃণাদপি সুনীচতা'-জ্ঞাপক। পাঠক! এ বিষয় চিন্তা করুন, ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(ঐতিহ্য)

৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তিকালে কোন্ কোন্ পার্ষদ-ভক্ত তদীয় মনোঽভীষ্ট প্রচার করেন ?

"চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধ-তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়-তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করত কার্য্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন তত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।"

—'উপক্রমণিকা' কৃঃ সং

১০। মনোহরসাহী, গরাণহাটি ও রেণেটি—এই তিনটী গান-পদ্ধতির ইতিহাস কি ?

"শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কাটোয়া প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'মনোহরসাহী' গান। শ্রীনরোত্তম দাস—রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'গরাণহাটি'-গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে 'রেণেটি' গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাসাচার্য্যকে 'প্রভু'-পদ, শ্রীনরোত্তমদাসকে 'ঠাকুর'-পদ এবং শ্রীশ্যামানন্দকে 'প্রভু'-পদ দিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী—পরমোদার-স্বভাব ও গুণগ্রাহী। আচার্য্য-প্রভু—ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে প্রভু-পদ দেওয়ার কোনও আপত্তি ছিল না।" —'সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

১১। মালাধর বসু গুণরাজ খাঁনের ইতিবৃত্ত কি ?

"আদি-কবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই শকাব্দায় **'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'** গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দশত দুইশকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত-মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চৌদ্দশত শকের পূর্ব্বে রচিত কোন বঙ্গভাষার কাব্য আমাদের চক্ষুগোচর

হয় নাই। বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসারকে মান্য করেন, আমরা কাব্য-সম্বন্ধে ইঁহাকে (গুণরাজ খাঁকে) তদ্রূপ মান্য করি। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু এই গ্রন্থ পারমার্থিক লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদরূপে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে-গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা আমাদের বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে সুসভ্য ও সরলমতি দশরথ বসু মহাশয় গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজ খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয়-সম্রাট্ দত্ত উপাধি—'গুণরাজ খাঁন'। ইঁহার চৌদ্দটি পুত্র। তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধ—সত্যরাজ খাঁন। তস্য-পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্য্যায়। ১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীন-গ্রাম-পাটে বিশেষ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বসু মহাশয়দিগের বাটী হইতে এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি। তথায় জানিতে পারিলাম যে শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন।"— 'উপক্রমণিকা', শ্রীকৃঃ রিঃ

১২। অতিবাড়ী-সম্প্রদায় ও বিষকিষণের ইতিহাস কি?

উড়িষ্যায় জগন্নাথের একটা দল আছে। তাহারা অতিবাড়ী। শুনা আছে যে, জগন্নাথ প্রথমে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় হরিদাস ঠাকুরের চেলা হয়। পরে শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া মায়াবাদ আশ্রয় করায় মহাপ্রভু তাহাকে 'অতিবাড়ী' বলিয়া ত্যাগ করেন। অতিবাড়ীর দল বঙ্গদেশের বাউল-দলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও বিস্তৃত। ঐ দলের কতকগুলি জালপুঁথি

আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, চৈতন্য আবার প্রকাশ হ'বেন। সেই অছিলায় কএকজন দুষ্ট লোক কেহ চৈতন্য, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বলদেব, কেহ কৃষ্ণ,—এরূপ উদয় হইতে লাগিল। বিষকিষণ নামক একজন খণ্ডায়েৎ কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে মহাবিষ্ণু বলিয়া প্রকাশ করিল। সরদাইপুরের চটির এক ক্রোশ অন্তরে একটি জঙ্গলে সে আপন দলবল লইয়া মন্দির সংস্থাপন করিতে লাগিল। অতিবাড়ীদের মালিকাতে লেখা ছিল,—'মহাবিষ্ণু বিষাকষণ গুপ্তরে অছি নাহ জানে আন, ১৪ই চৈত্ররে রণ হব।' তখন মহাবিষ্ণু চতুর্ভুজ দেখাবেন। এই কথার প্রচার হইলে অনেক ব্রাহ্মণ-শাসন হইতে ব্রাহ্মণীসকল তাহার সেবা করিতে আসিত। ভূঙ্গারপুরের চৌধুরীর রমণীদের কোন বিভ্রাট্ হওয়ায় তথাকার পুরুষগণ কমিশনার রেভেন্স সাহেবকে জানায়। ওয়ালটন সাহেব আমাকে পাঠাইলে আমি রাত্রিযোগে সেই জঙ্গলে গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তাহার ইংরাজ-রাজত্ব ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা বাহির করিলাম। * * * পুরা গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) বিচার আরম্ভ হইল। অনেকদিন বিচারের পর আমি তাহাকে দেড় বৎসরের কয়েদ দিলাম। তাহার জটা কাটা গেলে তাহার উপাসকগণ তাহাকে প্রতারক বলিয়া ছাড়িয়া গেল।" —ঠাকুরের আত্মচরিত

১৩। শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ স্বল্পাকারে কি তথ্য প্রদান করিয়াছেন?

"শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ দৃষ্টি-পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া আমরা প্রভুর অনেক লীলা-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই সমস্ত বিবরণ ভক্তবৃন্দের সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে আমরা মহাপ্রভুর পল্লীর স্থানটি নির্দ্দেশ করিতেছি। * * * শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপধাম শ্রীগঙ্গাদেবীর দ্বারা পরিবৃত। তন্ত্রেও এই কথা লেখা আছে। খড়িয়া বলিয়া যে নদী গোয়াড়ির নিকট দিয়া স্বরূপগঞ্জের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম বাগ্‌দেবী বা জলঙ্গী। অতি পূর্ব্বে বাগ্‌দেবী হরিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দেবপল্লীর নিকট দিয়া ভালুকা নামক নগর স্পর্শ করত গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বাগ্‌দেবী

মায়াপুরের এক পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রাপ্ত হইলেন। বাগ্‌দেবীর ভাগীরথী প্রাপ্তিকালে শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভগ্নগৃহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া ও বৃদ্ধ-শিব লইয়া কুলিয়া গ্রামের চরে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই নূতন গ্রামই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-নগর। নূতন গ্রামে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই। স্থানটী নবদ্বীপান্তর্গত বৃন্দাবনের পুলিন। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থে যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখিবেন যে, একটি মধ্যবর্ত্তী চক্র আছে। সেই চক্রস্থ সমস্ত ভূমি অন্তর্দ্বীপ, স্বল্প স্বল্প দুই খণ্ড ভূমি ভাগীরথীর অপর পারে পড়িয়াছে। * * সেই মায়াপুর-গ্রামেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর নিবাস-ভূমি ছিল, বাগ্‌দেবীর আক্রমণে প্রায় লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। মায়াপুরের একাংশে মাত্র নর-নিবাস আছে। ঐ অংশটি বল্লালদীঘীর দক্ষিণ কোণ। * * আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং কোনপ্রকার গোপ্য ইঙ্গিত-অনুসারে তৎকালিক গঙ্গাতীর স্থির করিতে পারিয়াছি। **মায়াপুরের দক্ষিণাংশে যে খড়্‌গন পরিলক্ষিত হয়, তৎসমীপে 'শিবের ডোবা' নামক একটী দীর্ঘ জলধারা এখনও প্রবাহিত আছে।** ঐ জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গানগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, একটী নদী-তীর-প্রায় ভূমি মায়াপুরের একান্ত হইয়া গঙ্গানগর অভিমুখে গিয়াছে। * * শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কৃত আদিকীর্ত্তন-বর্ণনে যে ভূচিত্র প্রাপ্ত হই, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি—

গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাহি যায় গৌররায়॥

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে, গেলা গৌরহরি॥

বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥

এখন এই পর্য্যন্ত বক্তব্য যে, তীর ভূমি দিয়া চলিলে বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়া-ঘাটের স্থানটী অধিক দূর নয়। নাগরিয়া-ঘাটটী পূর্ব্ব-নদীয়া-নগরের প্রধান-বাজারের নিকটে ছিল, সেই বাজার বল্লালদীঘীর একটু পশ্চিমাংশে ছিল এই সকল কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমায়াপুর এবং মহাপ্রভুর জন্ম ও লীলা-স্থানগুলি অনুসন্ধান করিলে ভক্তবৃন্দ অবশ্যই তাহা পাইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কুলিয়ার চরবাসী আখড়াধারী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে জানিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না। তজ্জন্যই ভক্ত-যাত্রিগণের এত দুর্ভাগ্য।"

—'শ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্বাধীনতা

আশা মোর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া !
নিশার স্বপন সম অলীক সুখের গণ
দিনে দিনে যেতেছে সরিয়া ॥
কৌমার-ক্রীড়া-কৌতুক পুনঃ না দেখায় মুখ,
ভাবি মনে—কোথা গেল তারা।
কৈশোর-যতন কত রচিত সুভবিষ্যৎ,
এবে কেহ নাহি দেয় সাড়া ॥
নবীন যৌবন এল,— পত্রসম ঝরি' গেল
বৃন্তচিহ্ন শুধু গেল রাখি।
প্রৌঢ়-মধ্যস্থলে বাস' সতত চিন্তায় ভাসি,
দেখি বার্দ্ধক্যের রক্ত-আঁখি ॥
নাহি পারি বোধিবারে এই সব অবস্থারে,
তবু কহি,- আমরা স্বাধীন।
অনিচ্ছায় অনুক্ষণ জন্মে জন্মে জীবগণ
পরাধীন, নহে ত স্বাধীন ॥
স্বাধীনতা মিথ্যাকথা, স্বাধীনতা নাহি হেথা,
সকলে অনাদি কালাধীন।
কালাধীনের বীরত্ব মায়ারাণীর কর্ত্তৃত্ব, —
সুধী তারে বলে না স্বাধীন ॥
তারে বলি স্বাধীনতা কালাতীত যে অবস্থা,
কোন্ ব্যক্তি হেন কালজয়ী ?
দেহ-মন-বুদ্ধি-বলে না সম্ভবে কোন কালে
রাবণ, 'কশিপু কালশায়ী ॥
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কালবশে হল কাৎ
হিট্‌লার ধরাতলে ম'ল।

"হাতী ঘোড়া গেল তল　　ভেড়া বলে কত জল"
স্ত্রৈণ সবে এবে বীর হ'ল ॥
ভারতীয় বীরগণ!　　করহ অবলোকন
তব পূর্ব্বপুরুষের দিকে।
ভীষ্ম ছিল মহাবীর　　শরশয্যাতেও স্থির
মতি ছিল নিত্যবস্তুটীতে ॥
নিত্য-বস্তু-ধ্যাতাগণ　　কালক্ষোভ্য কভু ন'ন,
কালাতীত শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস।
তথা নাহি কাল-ধর্ম্ম—　　ধ্বংসাদি অনিত্য কর্ম্ম,
স্বাধীনতা সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥

—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

রাজর্ষি রুক্মাঙ্গদ (২)

রাজা রুক্মাঙ্গদ মনুষ্যলোকে পীতাম্বরধারী শ্রীহরির আরাধনাতে নিযুক্ত থাকিয়া যমলোক-মার্গ শূন্য করিয়া দিয়াছিলেন। একাদশী-ব্রতপ্রভাবে কোন প্রজাকে যমপুরীতে যাইতে হইত না। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদকে বলিলেন, "বৎস! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মের উপর দৃঢ়তা রাখিয়া রাজ্য-পালনভার গ্রহণ কর। পুত্র উপযুক্ত হইলে যে-রাজা পুত্রকে রাজ্য না দেয়, তাহার ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির হানি হয়। নিজ শক্তিশালী পুত্রদ্বারা যদি পিতা সুখী না হয়, সে-পুত্রকে ত্রিভুবনমধ্যে পাতকী জানিতে হইবে। পিতার ভার হাল্কা করিবার যোগ্যতা থাকিতে যে-পুত্র তাহা না করে, সে পিতা-মাতার মলমূত্র-তুল্য। তাহার জন্মগ্রহণ করা বৃথা মাত্র। যে-পুত্র পিতা অপেক্ষা অনেক বেশী খ্যাতি লাভ করিতে পারে, সেই পুত্র যোগ্য। যদি পুত্রের অন্যায় কর্ম্মজন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পিতার দুশ্চিন্তায় নিদ্রা না হয়, তবে পুত্রকে এক কল্পকাল নরক ভোগ করিতে হয়। যে-পুত্র পিতার প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করে, সে দেবগণ-প্রশংসিত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। আমি

প্রজাপালনজন্য নানাপ্রকার কর্ম্মে আসক্ত ছিলাম। প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিয়া আমি আহার নিদ্রার জন্যও গ্রাহ্য করি নাই। আমি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা আর মূর্খগণকে দণ্ড ভয় দেখাইয়া একাদশীতে উপবাস করাইয়াছি। কখনও কাহাকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নহে। যে-রাজা প্রজাকে রক্ষা করে, তাহার অমর লোক প্রাপ্তি হয়। আমি সর্ব্বদা প্রজাপালনে তৎপর ছিলাম। নিজ শরীরকে বিশ্রাম দিবার অবসরও থাকিত না। কখনও মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদিতে আমার দুর্ব্বাসনা ছিল না। উহাতে আবদ্ধ হইলে রাজা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। তোমার উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া আমি শিকারে গমন ইচ্ছা করি। সেই উপলক্ষ্যে অনেক নদী বন পর্ব্বতাদি দেখিতে পাইব"।

ধর্ম্মাঙ্গদ বলিলেন, "পিতঃ! আপনার রাজ্যভার আমি আজ হইতে নিজ মস্তকে গ্রহণ করিতেছি। আপনার আজ্ঞা পালন ব্যতীত আমার অন্য কোন কর্ম্ম নাই। যে-পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা পালন না করে, সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও নরকে যায়"—এই বলিয়া ধর্ম্মাঙ্গদ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ধর্ম্মাঙ্গদ প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"প্রজাগণ! আজ হইতে পিতৃদেব আমাকে আপনাদের পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালন ব্যতীত পুত্রের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এখন আমি দণ্ডধারণ করিয়া রাজপদে স্থিত হইতেছি। আমার জীবন থাকিতে এখানে কখনও যমরাজের শাসন চলিবে না। ইহা বুঝিয়া আপনারা সকলে ভগবান গরুড়ধ্বজের স্মরণ এবং ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকুন। ভোগের মমতা ত্যাগ করিয়া স্ব-স্ববর্ণবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ভগবানের পূজা করিবেন। তদ্দ্বারা অক্ষয়লোকপ্রাপ্তি হইবে। আমি পিতাপেক্ষা একটি অধিক মার্গ প্রদর্শন করিতেছি। একাদশীর দিন ভোজন না করার জন্য পিতার আজ্ঞা ছিল, কিন্তু পরব্রহ্মে-নিষ্ঠারূপ বিশেষ মার্গ আমি আপনাদিগকে উপদেশ করিতেছি। তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে এই মার্গ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য"।

এই প্রকারে প্রজাগণকে অনুনয়পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া তৎপালনে নিযুক্ত থাকিলেন। তিনি সমস্ত দিবারাত্রে কখনও শয়ন করিতেন না। নিজ বীর্য্যবলে পৃথিবীকে নিষ্কপট করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। হস্তীপৃষ্ঠে ঢক্কা প্রত্যহ বাদিত করিয়া এই প্রকারে কর্ত্তব্য পালনের

জন্য নির্দ্দেশ করিতেন,—"ভাই সব! একাদশীতে উপবাস করিয়া মমতারহিত হও এবং নানাপ্রকার কার্য্যের মধ্যে দেবেশ্বর শ্রীহরির চিন্তা কর। ভগবান্ যজ্ঞেশ্বরই যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধাদির ভোক্তা। তিনি সূর্য্য, আকাশ এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত আছেন। ধর্ম্মার্থ কামাভিলাষী ব্যক্তিরও তাঁহারই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সমস্ত কর্ম্ম তাঁহার প্রসন্নার্থ অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় উচ্চরবে এইসকল কথা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা ঢক্কাবাদ্যে ঘোষণা করাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মাঙ্গদের পিতা যখন জানিতে পারিলেন যে, পুত্র তদপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ, তখন তিনি নিজ পত্নীকে বলিলেন, "সন্ধ্যারাণী! আমি ধন্য, তুমিও ধন্যা। এইরূপ উপযুক্ত পুত্রের জন্য আমাদের কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এখন আমি প্রসন্নতার সহিত শিকার করিতে বনে গমন করিব এবং সেই প্রসঙ্গে জনরক্ষার কার্য্যও করিব।"

সন্ধ্যারাণী বলিলেন, "রাজন্! আপনি পুত্রের উপর সপ্তদ্বীপের শাসন-ভার দিয়া মৃগহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা এবং দেবনদী গঙ্গার সেবা করুন। তাহাই আপনার ন্যায়োচিত কর্ত্তব্য। কোন প্রাণীকে হিংসা করা উচিত নহে। জীবহিংসা ছয় প্রকার—যে অনুমোদন করে, যে হত্যা করে, যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরে জীবকে নাশ করে, মাংসভোজন-কারী, মাংসপাবক ও পরিবেশক। আমি এজন্য আপনাকে হিংসাকার্য্যে বিরত হইতে অনুরোধ করি"। রাজা বলিলেন,—"দেবি! আমি জীবহত্যা করিব না। মৃগয়ার ছলে হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া বনে ভ্রমণ করিব এবং প্রজার কণ্টকস্বরূপ প্রাণীকে বধ করিব। জনপদে আমার পুত্র থাকিল আর আমি বনে থাকিব। হিংস্র জন্তু ও লুণ্ঠনকারী ব্যক্তি হইতে প্রজাকে রক্ষা করাই রাজার কর্ত্তব্য। নিজ শরীর অথবা পুত্রদ্বারা প্রজাকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যে-রাজা প্রজাকে রক্ষা করে না, সে ধর্ম্মাত্মা হইলেও ঘোর নরকে পতিত হয়। আমি হিংসাভাব ত্যাগ করিয়া প্রজারক্ষার্থ বনে যাইব"। অতঃপর রাজা রুক্মাঙ্গদ উত্তম বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া একশত আট যোজন ভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক মুনিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

রাজা সেই আশ্রম মধ্যে মহর্ষি বামদেবের দর্শন করিলেন। বহুশিষ্য-বেষ্টিত ঋষিকে তিনি সাদরে নমস্কার করিলে মুনিও রাজার বিশেষ সৎকার করিলেন। রাজা কুশাসনে উপবেশন করিয়া মুনিকে বলিলেন, "আপনার

ন্যায় ঋষির দর্শনে আজ আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইল"। রাজার কথা শুনিয়া বামদেব প্রসন্নচিত্তে রাজার কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বলিলেন, "রাজন, তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত। তোমার দৃষ্টিপাতে আমার আশ্রম অধিক পুণ্যময় হইল। পৃথিবীতে তোমার তুল্য কোন রাজা নাই। তুমি পাপ-নাশিনী একাদশী-ব্রত পালন করাইয়া প্রজাগণকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিতে করিতে যমরাজের মার্গ শূন্য করিয়া ফেলিয়াছ এবং সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চতুর্ব্বিধ নীতি দ্বারা প্রজাপালন করিয়া প্রজাগণের যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছ। আমিও তোমার দর্শনেচ্ছা করিয়াছিলাম, ইতোমধ্যে তুমি স্বয়ং আসিয়া দর্শন দিলে। চণ্ডালও যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তি রহিত হইলে চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পৃথিবীতে বিষ্ণুভক্ত রাজা দুর্লভ। তুমি ভগবানের আরাধনা করিয়া ন্যায়োচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ এবং ধন্য হইয়াছ। আমিও তোমার দর্শনে ধন্য হইয়াছি। স্বাভাবিক নম্রতাসম্পন্ন রাজা রুক্মাঙ্গদ বামদেবের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমি ততটা যোগ্যতাসম্পন্ন নহি আমি আপনার চরণধূলির সমান হইতে পারি নাই। পৃথিবীতে দেবতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়।

বামদেব বলিলেন, "রাজন, তুমি এখন আমার অতিথি, তোমার কি সেবা করিব বল। রাজা জোড়হস্তে বামদেবকে বলিলেন, আপনার চরণ-যুগল দর্শনেই আমার সব কিছু প্রাপ্তি হইয়াছে। আমার বহুদিন হইতে এক সংশয় আছে, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার কোন্ কর্ম্মের ফলে ত্রিভুবনসুন্দরী পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছি? সে যেখানে যেখানে পদস্থাপন করে, তথায় পৃথিবী গুপ্তরত্ন প্রকাশ করিয়া দেয়। তাহার অঙ্গে বার্দ্ধক্যের প্রবেশ হয় না। সে অগ্নির সাহায্য ব্যতীত ষড়রসযুক্ত ভোজন পাক করিতে পারে। আর সামান্যমাত্র রন্ধন দ্বারা কোটি মানুষকে ভোজন করাইতে পারে। সে পতিব্রতা, দানশীলা এবং সমস্ত প্রাণীর সুখদাত্রী। সে কখনও বাক্য দ্বারাও আমার অবহেলা করে না। তাহার গর্ভজাত পুত্র সর্ব্বদা আমার আজ্ঞাপালনে তৎপর এবং গুণে পিতা অপেক্ষাও অধিক। আমি কেবল একটী দ্বীপের অধিপতি ছিলাম, সে সপ্তদ্বীপের পালক হইয়াছে। সে নিজে বিবাহ না করিয়া আমার জন্য বিদ্যুল্লেখা নাম্নী রাজকুমারীকে

লইয়া আসিয়াছে। সে সেনাপতি হইয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া শত্রু পক্ষকে বলহীন করিয়াছিল। স্ত্রী-রাজ্যে গিয়া স্ত্রীলোকগণকে পরাস্ত করিয়া আমার জন্য আটটী সুন্দরী কন্যা লইয়া আসিয়াছিল এবং সেই সকলের প্রতি মাতৃভাবে বারংবার নমস্কার করে। পৃথিবীতে যেখানে যেসব দিব্য বস্ত্র আভরণাদি প্রাপ্ত হয়, সে-সকল আমাকে আনিয়া দেয়। সে এক দিনের মধ্যে অনেক যোজন ভ্রমণ করিয়া রাত্রিতে আসিয়া আমার পায়ে তৈল মর্দ্দন করে। অর্দ্ধরাত্রে কবচ ধারণ করিয়া আমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়। আমার শরীরও নীরোগ। শ্রীভগবানে আমার ভক্তি আছে আর ব্রাহ্মণগণকেও দান করি। আমি মনে করি আমার বিশেষ পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপে এ সকল প্রাপ্ত হইয়াছি"।

বামদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "রাজন্, তুমি পূর্ব্বজন্মে শূদ্রজাতিতে উৎপন্ন হইয়াছিলে। তখন তোমার দারিদ্র্যদশা ও দুষ্টা ভার্য্যা তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে। এক সময় কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুমি তীর্থযাত্রার্থ গমন করিয়া ব্রাহ্মণসেবা করিয়াছ ও মথুরাপুরীতে গিয়া বিশ্রামঘাটে এক পুরাণ-পাঠকের মুখে 'অশূন্য শয়ন-ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণান্তে তাহা পালন করিয়াছিলে। তাহা পরম অভ্যুদয় প্রদান করে। ঐ জন্মেও তুমি একাদশীব্রত দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ। তাহারই ফলে তোমার এ সমস্ত বৈভবপ্রাপ্তি হইয়াছে"।

অতঃপর রাজা বামদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মন্দরাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অনেক নদী, পর্ব্বত, বন অতিক্রম করিয়া অল্প সময় মধ্যে শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন ও মহামেরু পার হইয়া মন্দার পর্ব্বতে পৌঁছিলেন। সহস্র সহস্র নদীর জলে পূর্ণ মন্দার পর্ব্বত গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত হইতেছিল। সেই পর্ব্বত সুবর্ণমণ্ডিত। অনেক কন্দর দ্বারা পর্ব্বতের বিশেষ শোভা দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি তথায় দেখিলেন যে, সমস্ত পশু, পক্ষী-আদি এক সঙ্গীতের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া এক দিকে ছুটিতেছে। তাহাদিগকে ধাবিত দেখিয়া রাজা নিজেও শীঘ্রগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—এক তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী পর্ব্বতশিখরে বসিয়া আছে। রাজা অতৃপ্তনয়নে তাহার রূপ দেখিতে দেখিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মোহিনী রাজার নিকট গিয়া মধুর বচনে রাজাকে বলিল, "আপনি পৃথিবীর সমস্ত বৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া

চলিয়া আসিয়াছেন কিন্তু আজ কেন এরূপ মোহিত হইতেছেন? যদি আমার সহিত মনের অনুকূল ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ধর্ম্মযুক্ত দাম দিয়া আপনার চরণে দাসীর ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন"। রাজা মোহিনীকে বলিলেন, "দেবি, তোমাকে দেখিয়া আমি এতটা মুগ্ধ হইয়াছি যে আমি তোমার রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমার মনে যা যা অভিলাষ হইবে আমি তোমাকে সবই প্রদান করিব। আমার রাজ্যকোষ, হাতী, ঘোড়া, মন্ত্রী, সেবকাদি সবই তোমার অধীন থাকিবে। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও"।

মোহিনী রাজার মধুর বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, "রাজন্! আমি পৃথিবীর আধিপত্য চাহি না। তবে আমি সময়মত যখন যাহা বলিব আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা পালন করিবেন। যদি আপনি এই সর্ত্ত পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে আমি নিঃসন্দেহে আপনার সেবা করিব"।

রাজা বলিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও আমি তাহাই করিব"। তখন মোহিনী বলিল,—"আপনি আমাকে আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রদান করুন, তাহা বহু ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী। আপনি ধর্ম্মশীল, সুতরাং কখনও অসত্য বলিবেন না, ইহাই আমার ধারণা"। মোহিনীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সুন্দরি! আমি ক্রীড়াপ্রসঙ্গেও কখনও মিথ্যা বলি নাই। আমার পুণ্যচিহ্নযুক্ত দক্ষিণ হস্ত তোমাকে প্রদান করিলাম। আমি সারা জন্ম যে-সকল পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, সে-সকলই তোমার হইবে যদি আমি তোমার কথা না শুনি। আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার পত্নী হও। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম কল্মাষপাদ"।

রাজার কথা শুনিয়া মোহিনী বলিল,—"রাজন্, আমি ব্রহ্মার কন্যা। আপনার কীর্ত্তি শুনিয়া আপনাকে পতিরূপে পাইবার জন্য আমি এই মন্দারাচলে আসিয়া সঙ্গীত দ্বারা শঙ্করের উপাসনা করিতেছিলাম। তিনি আশুতোষ, আমাকে সদ্যই ফল প্রদান করিলেন। আপনি আমাতে প্রীতিযুক্ত, আমিও আপনাকে ভালবাসি"—এই বলিয়া সে রাজার হাত ধরিয়া ফেলিল। তৎপরে বলিল, "মহারাজ! আমার জন্য কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। আমি নিষ্পাপা কুমারী। আপনি গৃহ্যসূত্র অনুসারে আমাকে বিবাহ করুন। যদি অবিবাহিতা কন্যা গর্ভধারণ করে, তবে তাহার

গর্ভজাত পুত্র চণ্ডাল হয়। সগোত্রের কন্যা বিবাহ করিলে তাহার পুত্রও চণ্ডাল হয়। আর শূদ্রবীর্য্যে ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত পুত্রও চণ্ডাল হয়"।

অতঃপর রাজা বিধিপূর্ব্বক মোহিনীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা কর অথবা এখানে থাকিতে চাও তাহা বল"। মোহিনী বলিল, "রাজন্! আপনি যেখানে থাকিয়া সুখী হইবেন, আমারও সেইস্থানেই প্রীতি। ধনসম্পত্তি-রহিত পতির সহিত বাস করিলেও পতিব্রতার তাহাতেই সুখ। সুখদুঃখ সকল বিষয়েই আমি আপনার অনুগামিনী দাসী"। মোহিনীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমার সমস্ত পত্নীর উপরে তোমার স্থান, তুমি আমার ঘরে আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়া বাস করিবে। চল, আমরা রাজধানীতে গমন করি"। এই বলিয়া রাজার সহিত পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে মোহিনী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ২৬৭ পৃষ্ঠার পর)

রঙ্গ করি কহে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া—
দণ্ড দিতে হবে সবে প্রসাদ আনিয়া।
ভুক্তি, মুক্তি, স্পৃহা যত হৃদয়ের মল
দূর করি' কর সবে হৃদয় নির্ম্মল।
সেই সে-হৃদয়ে পাত' ভক্তি পদ্মাসন।
তবেত বসিবে তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অদ্ভুত প্রভুর নাট কে বুঝিতে পারে?
আপনি আচরি শিক্ষা দেন ভক্তদ্বারে॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তে শিক্ষা দিয়া
জগৎ জীবেরে ত্রাণ করেন আসিয়া।
অপার করুণাময় গোরা নটরায়।
জগৎ ভাসাল প্রভু প্রেমের বন্যায়॥

গোলোকের ধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া তারিলা ভুবন ॥
ভগবত্তত্ত্ব কভু বোঝা নাহি যায়।
কৃপা করি জীবে যদি নিজে না জানায়।
কভু নিজে আসি, কভু ভক্তে পাঠাইয়া
ধর্ম্ম রক্ষা করে প্রভু জীবের লাগিয়া।
এবে প্রভু সপার্ষদে হইয়া উদিত
বিশ্বে সনাতন ধর্ম্ম করিলা স্থাপিত।
রূপ, সনাতন, আর ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
এ ছয় গোঁসাই হন তাঁর নিজ জন।
যাঁহাদের দ্বারা কৈলা ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥
রূপ সনাতনে স্বীয় শক্তি সঞ্চারিলা,
লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবন-ধাম উদ্ধারিলা।
সুসিদ্ধান্ত স্থাপিবারে উপদেশ দিয়া।
বৃন্দাবনে সবাকারে দিলা পাঠাইয়া।
কত ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁরা করিলা রচন।
জগতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ ॥
কালের কুটিল গতি বোঝা নাহি যায়।
সেই সব সুসিদ্ধান্ত হ'ল অস্তপ্রায় ॥
কালের প্রভাবে পুনঃ ধর্ম্ম লুপ্ত হল।
অপসম্প্রদায় যত জগতে ভরিল ॥
সর্ব্বকালে এই ধর্ম্ম যাতে রক্ষা হয়।
তাহারও ব্যবস্থা প্রভু করিলা নিশ্চয় ॥
জীবের দুর্দ্দশা হেরি প্রভু নিজজনে
বিশ্বে পাঠাইলা ভকতিবিনোদ ধনে।
সপ্তম গোস্বামী বলি হইল যার খ্যাতি।
যিনি আনিলেন প্রভুপাদ সরস্বতী ॥

প্রভুর ইচ্ছায় সব মহাজনগণ।
সিদ্ধান্ত-বাণীর প্রজ্ঞান করিলা বিতরণ॥
বাণীর প্রজ্ঞান কত ধর্ম্মযুদ্ধ করে।
বামনাই দল হ'তে ধর্ম্মে রক্ষিবারে॥
পরাস্ত করিলা সব অপসম্প্রদায়ে।
গোস্বামিগণের গ্রন্থ ধরিয়া বিচারে॥
সেই আনুগত্যে এবে গৌর-ভক্তগণ।
সেইরূপে করে সবে গুণ্ডিচামার্জ্জন॥
আমার প্রভুর লীলা কে বর্ণিতে পারে।
অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি অভাজন।
কেমনে বর্ণিব বল গৌরাঙ্গের গুণ॥
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
সেইমত গুরুদেব আমারে কহায়॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মুখে শুনিয়াছি যাহা।
আপনা শোধিতে কিছু লিখিলাম তাহা॥
প্রভু গৌরাঙ্গের লীলা সমুদ্র-গম্ভীর।
কে স্পর্শিতে পারে বল তাঁর সেই নীর॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম আশা করি।
এ অধমা আছে শুধু প্রাণ-মাত্র ধরি॥
সবার চরণে মোর এই নিবেদন।
নামে রুচি দিয়া কর শুদ্ধভক্তি দান॥
"বাণী"র ছটায় লোক হউ উদ্ভাসিত।
"বাণী" শুনিবারে লোক হউক্ সম্মত॥
শ্রীল গুরু-পাদপদ্মে হইয়া প্রয়াসী।
গৌরাগুণ গায় কিছু এ অধমা দাসী॥

শ্রীমতী উষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষ"-পুস্তকের

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠার পর)

"কৃষ্ণবর্ণং…" শ্লোকের শ্রীস্বামিকৃত টীকা ও গৌরপর

শ্রীধর স্বামীর টীকার ব্যাখ্যাও যে শ্রীগৌরপর তাহা দেখান হইতেছে।

শ্রীস্বামিপাদ বলিতেছেন,—'কৃষ্ণতাং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং' অর্থাৎ কৃষ্ণতা ব্যাবর্ত্তনের দ্বারা গৌরলাবণ্য বলা হইল।

ত্বিষা,—হ্লাদিনী-শক্তিসারভূত শ্রীরাধিকা যিনি কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ, অর্থাৎ গৌরবর্ণ; ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং-এর তাৎপর্য্য,—যেমন কুঙ্কুম সংযুক্ত মরকত-মণি গৌরবর্ণ হয়, সেইপ্রকার রাধিকা-কান্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরবর্ণযুক্ত উজ্জ্বলতা।

'যদ্বা—ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।' অর্থাৎ কান্তিদ্বারা কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ গৌর বলিয়া, কলিতে কৃষ্ণাবতার গৌরের প্রাধান্যই স্থাপিত হইল। শ্রীধরস্বামীর উভয় ব্যাখ্যাই বিশেষ কলি সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে; অথবা তর্কতীর্থ মহাশয়ের অভিপ্রেত কর্ম্মধারয় সমাসও করা যায়। 'কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্চাসৌ অবতারশ্চেতি। ভীম, ভীমসেন ইতিবৎ', নামের একদেশ গ্রহণের দ্বারা পূর্ণনামগ্রহণ এই ন্যায়ে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছন্ন হইয়া আসিলেও ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন তাঁহার চরণে ছিল। তাঁহার পিতা-মাতা বাল্যকালেই এই চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলা আলোচনা করিলেই ইহা জানিতে পারা যায়। তর্কতীর্থ মহাশয় অস্ত্রাণি—সুদর্শনাদীনি—শ্রীস্বামীর এই টীকা দেখিয়া মনে করিয়াছেন, উহার শ্রীগৌরপর-অর্থ করা অসম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবানে সকলই সম্ভব কি প্রকারে তাহা দেখান হইতেছে।

বৈকুণ্ঠের সকলই চেতন

শ্রীভগবানের রথাদি, অস্ত্রাদি, চক্র, ধনু আদি সকলই চেতন বস্তু।

ঐ অস্ত্রাদি শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন না। ঐ সমস্ত বস্তু নিত্য পার্ষদরূপে মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সর্ব্বদা সেবা করিবার জন্য অপেক্ষামান থাকেন। শ্রীভগবান্ স্মরণ করা মাত্র তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীভাঃ ১০।৫০।১১, "এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্য্যবর্চ্চসৌ। রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ॥ আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া॥" অর্থাৎ গোবিন্দ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আকাশ অর্থাৎ ঊর্দ্ধলোক তদীয় মহাবৈকুণ্ঠ হইতে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দুইখানি রথ সারথি, ধ্বজপতাকাদির সহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল এবং দিব্য পুরাণ অস্ত্র-শস্ত্রসকলে তাহা পরিপূর্ণ ছিল। দিব্য অস্ত্রাদির অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের চক্র, শ্রীবলদেবের হল, শার্ঙ্গ-ধনু, কৌমোদকী গদা, প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। 'যদৃচ্ছয়া' শব্দের তাৎপর্য্য, শ্রীভগবানের অভিপ্রায় জানিয়াই চেতন চক্রাদি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরের শ্লোকে আরও স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে—'এষ তে রথ আয়াতো দয়িতাস্ত্রাণ্যুপানি চ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবকে বলিলেন,- "এই আপনার রথ এবং প্রিয় অস্ত্র সকল আসিয়া উপস্থিত হইল।" শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অস্ত্রই 'চক্র' এবং বলদেবের প্রিয় 'হল'-'চ' শব্দে অন্যান্য অস্ত্র সকল—সূচিত হইতেছে। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগৌর যে স্থান বিশেষে 'চক্র' 'চক্র' আহ্বান করিয়াছেন—এই রহস্যও ব্যক্ত আছে।

'এবং যুগানুরূপাভ্যাং'—এই শ্লোকের তর্কতীর্থের ব্যাখ্যাও সমীচীন হয় নাই। শ্রীস্বামীর টীকায় 'যুগানুরূপাভ্যাং'—'নামরূপাভ্যাং'; অর্থাৎ যুগানুরূপ নাম ও রূপ দ্বারা কিন্তু তর্কতীর্থ নিজকল্পিত কলিযুগের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ-রাসের সঙ্গে অন্বয় করিতেছেন—ইহাও স্বামিপাদ-বিরুদ্ধ, অসঙ্গত। কারণ উপক্রম-শ্লোকে শ্রীকরভাজন সত্যাদি চারিযুগেরই অবতার সকলের নাম ও বর্ণাদি বলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 'যুগানুরূপ নাম ও বর্ণ দ্বারা' এই প্রকার অর্থ করাই সঙ্গত, নতুবা উপক্রম-বাক্যের সঙ্গে বিরোধ হয়। তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ এই প্রকার হইবে—সত্যযুগে শুক্লাবতার, হংস, সুপর্ণ ইত্যাদি নামে; ত্রেতায় রক্তাবতার বিষ্ণু, যজ্ঞ ইত্যাদি নামে; দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি নামে কীর্ত্তিত হন। কলিযুগের অব-তারের রহস্য গোপন রাখিবার জন্য সেই নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইতে হইবে। 'কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ'—

এখানে 'নারায়ণপরায়ণাঃ'—শব্দের অর্থও গৌরভক্তপরই হইবে। নারীণাং গোপীনাং বৃন্দং নারং—গোপীসমূহঃ তদয়নং বিহারস্থানং যস্য সঃ নারায়ণঃ—শ্রীরাসাদিবিহারী শ্রীকৃষ্ণঃ, তস্য আবির্ভাববিশেষত্বাৎ গৌরস্তৎপরায়ণা স্তদুপাসকাঃ—অর্থাৎ গৌরভক্তগণ।

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-বিষয়ক আলোচনা

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রের রহস্য, তর্কতীর্থ মহাশয়, একেবারেই অবগত নহেন। শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রের কয়েকটি নামই শ্রীমন্মহাপ্রভুতেই একমাত্র প্রযোজ্য। অনেক দূরবর্ত্তী দুই শ্লোকের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া একটি শ্লোক দেখান হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নাম গুলির মধ্যে যাহা শ্রীগৌরেতেই একমাত্র প্রযোজ্য তাহাই একত্রনিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে সহস্রনামের শ্লোকনকল করা হইল কি প্রকারে? তর্কবাগীশ আবার পাঠ বিকৃত করা হইয়াছে বলিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এইরূপ উক্তির কারণ। শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে সহস্র হইতেও অধিক কতকগুলি নামের উল্লেখ আছে। সমস্রনাম রক্ষা করিতে গেলে অতিরিক্ত নামগুলি একত্র সমাসবদ্ধ করিয়া গ্রথিত করতঃ সহস্র নামেতে পর্য্যবসিত করিতে হইবে, নতুবা সহস্রনামের সঙ্গতি থাকে না। সহস্রনাম রক্ষা করিবার জন্য পদগুলি সমাসাবদ্ধ করিয়া দেখান হইয়াছে, অর্থের বৈশিষ্ট্য-স্থাপনের জন্য নহে। স্তোত্রে পৃথক্ পৃথক্ শব্দই উল্লেখ আছে। এখানে সন্ন্যাসকৃৎ, শমঃ, শান্তঃ ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ—এই চারিটি নাম দেখান হইয়াছে, কেবল বিষ্ণুর সহস্রনামের সঙ্গতি রক্ষার জন্য। পৃথক্ পৃথক্ নামের অর্থগুলিও যে শ্রীমন্মহাপ্রভুরই বোধক তাহা দেখান হইতেছে। সন্ন্যাসকৃৎ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় সন্ন্যাসবিগ্রহের বোধক; শমঃ—শম্ ধাতু চুরাদি আলোচনা অর্থে—অতি রহস্য ব্রহ্মাদি দেবতারও দুর্লভ হরিনাম আলোচনাকারী অর্থাৎ আপামর জীবসাধারণকে অকাতরে শ্রীনাম প্রদানকারী।

শান্তঃ—কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে নিবৃত্তি; নিষ্ঠা—হরিকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তি-যজ্ঞে নিশ্চলা স্থিতি; শান্তিঃ—কৃষ্ণভক্তির অন্তর্দ্ধান-নিবৃত্তকারিণী শান্তি; পরায়ণঃ—পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মহাভাব অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হইয়াছে যাঁহার। পুংলিঙ্গ পাঠই বহুস্থানে দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার ভাষ্যে পুংলিঙ্গ পাঠ ধরিয়াছেন। শ্রীবলদেবের ভাষ্য ও শ্রীচরিতামৃতে পুংলিঙ্গ

পাঠ ধরিয়াই ইহারা অর্থ করিয়াছেন। ক্লীবলিঙ্গ পাঠে শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মপর অর্থ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মতে ক্লীবলিঙ্গ পাঠে 'সবিশেষ ব্রহ্ম' এই প্রকার সঙ্গতি করিতে হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে 'ত্রিসাম্য' ইত্যাদি শ্লোকের বারটি নামকে আটটি নামে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। তাহা সহস্র-নামের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই, কিন্তু নামগুলির পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকারগণের মধ্যেই নাম-যোজনার মত-পার্থক্য আছে। সুতরাং ঐ পার্থক্য কোথাও পারিভাষিক রূপে সহস্র শব্দ স্বীকারে এবং কোথাও সহস্র সংখ্যাবাচকরূপেই জানিতে হইবে, বিরোধার্থে নহে।

সর্ব্ব, রুদ্র ইত্যাদি সকলই বিষ্ণুরই নাম, অন্যের নহে

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে সর্ব্ব, শর্ব্ব, শিব, স্থানু শম্ভু প্রভৃতি ও স্বয়ম্ভু, ধাতা, বিধাতা, পদ্মনাভ প্রভৃতি নামগুলিও শ্রীবিষ্ণুরই নাম। ঐ সকল নামপ্রয়োগের কারণ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বলা হইয়াছে—'রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ। পিবন্তি যে নরানাকং মুক্তাঃ সংসার-সাগরাৎ। তদাধারো যতোবিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ। শিবং সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতোবস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥ কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরোচনাৎ। বৃংহনাদ্ ব্রহ্মণামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু সপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ।' ইতি

ক্রোধকে দ্রাবিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনকে রুদ্র বলা হয়; নিয়মনহেতু তাঁহাকে ঈশান বলা হয়। মহত্ত্বপ্রযুক্ত বলিয়া তিনি মহাদেব। যে সকল মনুষ্য সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গভোগ করেন, তাহাদিগের নাম পিনাক। ঐ পিনাক সকলের আধার বলিয়া বিষ্ণুকে 'পিনাকী' বলা হয়। তিনি মঙ্গলাত্মক বলিয়া শিব নামে, সকলের সংহার-হেতু 'হর' নামে, কার্য্যাত্মক বিশ্বের প্রবর্ত্তনহেতু 'কৃত্তিবাস' নামে, বিরোচন অর্থাৎ সৃষ্টি-হেতু বিরিঞ্চি নামে, বৃংহণহেতু 'ব্রহ্ম' নামে এবং ঐশ্বর্য্য হেতু 'ইন্দ্র' নামে উক্ত হয়েন।

এক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু নানা নামে বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন। স্কন্দ-পুরাণে বলিয়াছেন, শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন স্বকীয় নাম-সকল ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দকে প্রদান করিয়াছেন। যথা—"ঋতে নারায়ণা-দীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরমিতি॥"

ইহার অর্থ—রাজা যেমন নিজপুর ভিন্ন অন্য নগর সকল অমাত্য-ভৃত্যাদিগকে বাসের জন্য প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ স্বকীয় বিশেষ কয়েকটি নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাগণকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্ম-পুরাণে বলিতেছেন, "চতুর্ম্মুখশতানন্দো ব্রাহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্র ভস্মধরোনগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ। বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি-কেশব॥" অর্থাৎ কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ, শতানন্দ, পদ্মভু এবং শিবকে রুদ্র, ভস্মধর, নগ্ন, কপালী প্রভৃতি স্বকীয় নাম সকল প্রদান করিয়াছেন।

"সুবর্ণবর্ণো…" শ্লোকও শ্রীগৌরকেই লক্ষ্য করে

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী" প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুর নামগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই বুঝাইতেছে। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও প্রচুর রহিয়াছে। "আসন্‌বর্ণা" শ্লোকে "পীত" শব্দে শ্রীবলরামকে বুঝাইবার জন্য তর্কতীর্থ মহাশয় যেরূপ অপচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হওয়ায়, পীতশব্দে, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই বুঝাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীগৌরের একটি নাম তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে।

(ভাগবত ১০।৫১।৩৬) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'জন্ম কর্ম্মাভিধানানি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি॥" অর্থাৎ আমার জন্ম কর্ম্ম ও নাম সহস্র সহস্র আছে, সে সকলের হেতু আমিও সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না। শ্রীগৌরও পরম বিষ্ণুতত্ত্ব হওয়ায়, তাঁহার নামও অনন্ত; অতএব 'মহাপ্রভু'ও শ্রীচৈতন্যের নাম। তর্কতীর্থ মহাশয়কে একটু অনুধাবন করিতে বলি। 'সুবর্ণবর্ণ' ইত্যাদি আটটী নাম, শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রীবিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, কোন ভক্তজীবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতম বিকাশ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীগৌরবিগ্রহ। ষড়ৈশ্বর্য্যের সামান্য প্রকাশ জীবেও হইতে পারে; সোনার ন্যায় অঙ্গকান্তি জীববিশেষে দেখা গেলেও সে জীবই, তাহাকে ভগবান্ বলা যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণেরও মোহনকারী এমনকি শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজেরও মোহনকারী। সেই শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ তাঁহার রূপের সঙ্গে বা জ্ঞানাদি গুণের সঙ্গে জীবের তুলনা অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ"—এই শ্রুতির অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেন হইবে না? "সত্ত্ব" শব্দের অর্থ মতের ভাব সত্ত্ব। এইভাবে পরম-সত্ত্বরূপ প্রেম নিজে আস্বাদন করিয়া জীবকে আস্বাদন করাইলেন যিনি তিনিই শ্রীগৌর। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅচ্যুতানন্দ

আবাহন

পতিত-পাবন প্রেমের ঠাকুর দেখা দাও আজ বঙ্গে,
তব গৌড়ের কত অভাজন মাতিয়াছে কাম-রঙ্গে।
পাপ-পঙ্কেতে মলিন হইয়া ফিরে কত মূঢ়মতি,
স্বার্থের কূপে হিসাব কষিছে জীবনের লাভ-ক্ষতি।
সেবার নামেতে চলেছে কি-রোজ দুর্নীতি ও ভণ্ডামি,
ধর্ম্মশিক্ষা-হীন ভাবী নাগরিক শিখে শুধু গুণ্ডামি।
ধন-বিত্ত লাগি' ছুটেছে মানব, চিত্ত কাঙ্গাল রয়,
ভোগ-মরীচিকায় লুব্ধ পথিক যত দুর্ভোগ সয়।
আজো নিশিদিন জ্বলিতেছি মোরা কামনা-বাসনা-বিষে,
বহির্মোহে অন্ধ বেকুবের দল অবোধে ভুলায় এসে।
এস আজ তুমি হে গৌরচন্দ্র! গোলোক হইতে ভূমে,
প্রেমসুধা লউ যতেক মানব মোদের মর্ত্ত্যধামে।
অন্ধ অবোধে পুনঃ দাও প্রভু! অনর্পিত-প্রেমে দীক্ষা,
পার্থিব জ্ঞান দূর করি' দাও পরজগতের শিক্ষা।
কণ্ঠে ধরিয়া তব নামসুধা পুণ্য হউক্ অঙ্গ,
দিব্য তোমার জ্যোতির আলোকে উজলিত হোক্ বঙ্গ।

—শ্রীবিজনবিহারী জানা
B. A. (Hons.), P. G. B. T.
সুবর্ণী বেসিক স্কুল (মেদিনীপুর)

সগণ শ্রীচৈতন্য-চরণ-সরোজে অধমার আকিঞ্চন

দিন যায়, নিশা যায়, পুনঃ আসে দিন।
মহাভাবে নিমজ্জিত সিন্ধুগর্ভে মীন॥
যথায় থাকেন প্রভু ঘরে কি বাহিরে।
নিরবধি শ্রীনয়নে প্রেম-অশ্রু ঝরে॥
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, হাসি, পুলক পুষ্পের প্রায়।
বিকাশে সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর, প্রেমে গড়াগড়ি যায়॥

প্রকাশিয়া সমাধিতে কি আনন্দ কি উচ্ছ্বাস!
মেলেন অরুণ নেত্র করুণার কি বিকাশ!
নগর-কীর্ত্তনে নবদ্বীপ উচ্ছ্বসিত।
ভক্তির প্লাবনে সারা বিশ্ব উদ্বেলিত॥
গাহিতেছে শুক-সারি, নাচিতেছে নারী-নর।
হাসিতেছে কাঁদিতেছে নাচিতেছে পরস্পর॥
ভুলি শৌক্র জাতিভেদ বর্ণ-কুল-মান।
সর্ব্ব-জাতি সর্ব্ব-ধর্ম্ম গাহে হরিনাম॥
যথা রবি শশিকরে, মুক্ত সমীরণে।
সকলের অধিকার আছে সর্ব্বক্ষণে॥
তথা ধনী, মানী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল আর।
আত্মধর্ম্মে সকলের চিরকাল অধিকার॥
চণ্ডাল হইলে ভক্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেয়।
অভক্ত ব্রাহ্মণ তথা চণ্ডাল হইতে হেয়॥
শাস্ত্রহীন পুরোহিতে নাহি প্রয়োজন।
ভক্তি-যুক্ত পত্র-পুষ্পে শ্রদ্ধায় সেবন॥
ভক্তকৃপা হৈলে তবে কৃষ্ণকৃপা হয়।
বেদ, শাস্ত্র, মুনি-ঋষি—এই কথা কয়॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু দেন এই শিক্ষা।
জগতের দ্বারে দ্বারে এই তাঁর ভিক্ষা॥
তাই গুরু-বৈষ্ণবচরণ এবে করিয়ে আশ্রয়।
তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে যেন নিত্য শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়॥
সরল হইয়া মন! ভজ প্রভু শ্রীচরণ।
জন্মে জন্মে আশা করে দীন সেবিকা "কানন"॥

—কুমারী কাননবালা মণ্ডল
পূর্ব্বশেরখাঁচক, মেদিনীপুর
গ্রাহক নং—৪৬৯০

খল ও সাধু

বিষ্ণুমায়া-বিরচিত বিশ্ব বিচারিলে।
বিষ্ণুর সেবক আর মায়াদাস মিলে॥
বিষ্ণু-প্রীতে বিষ্ণুদাস বসেন সতত।
আত্মপ্রীতে মায়াদাস ভোগ-সুখে রত॥
সমদর্শী দয়াময় বিষ্ণুজনগণ।
সর্ব্বভূতহিতে রত পরম পাবন॥
অন্যের বিদ্বেষে রত খল দুষ্ট অতি।
সুখে দুঃখী, দুঃখে সুখী,—বিপরীত-মতি॥
আপনার হিত নাহি জানে নীচাশয়।
অন্যের অহিতে রত অত্যাচার-ময়॥
সেবামোদে মত্ত দেখি' ভাগবতগণে।
ভোগবাদে বাধা জানি' রোষে খলজনে॥
গগনে গমন-শীল সূর্য্যকিরণ।
দেখিলে প্রফুল্ল নয় উলূকের মন॥
সেবার সুষমা আর সাধুর সাধুতা।
দেখিয়া না দেখে অহো! খলের খলতা॥
কনক ভোগের দাতা জানে খলগণ।
সে কনকে সাধু সেবে মাধব-চরণ॥
হেন সে মাধবসেবা-বিহীন কুজন।
সেবা-ভোগ সমজ্ঞানে করে দরশন॥
কামিনী-কামের ধাম কামুকের জ্ঞান।
সাধুই বিজ্ঞানে তাহা জানয়ে অজ্ঞান॥
কামের দেবতা কৃষ্ণ কারণ-কারণ।
যাঁ'র সেবা কাম নাশি' দেয় প্রেমধন॥
প্রেমবান্ সেই সাধু পবিত্রহৃদয়।
যাঁ'র দর্শনে খলের অমর্ষ-উদয়॥

প্রতিষ্ঠা—শৌকরী-বিষ্ঠা খলের সম্পদ।
জড়ের প্রতিষ্ঠা সাধু জানেন বিপদ॥
অস্থির অবনী-মাঝে প্রতিষ্ঠা কোথায়?
স্বস্থ হ'লে আত্মা শোভে প্রতিষ্ঠা-প্রভায়॥
ক্রূরতা খলতা হয় খলের দূষণ।
অক্রোধ সরল সাধু ভূষণ-ভূষণ॥
ভোগবাদে খলজন ক্রোধের মূরতি।
সেবা-রাগে রাগানুগ ধীর শান্ত অতি॥
অহঙ্কার করে খলে গরবের গিরি।
সেবকাভিমানে সাধু সদা সেবে হরি॥
প্রবৃত্তি-তাড়নে খল কেবল চঞ্চল।
পরমনিবৃত্ত সাধু সদা অবিচল॥
পরদ্বেষে সদা রত খল ক্ষুদ্রাশয়।
বিদ্বেষী, বিষণ্ণ; প্রীত সাধু মহাশয়॥
অন্যে মান দেখি' খল মানে মানহানি।
মান দান করে অন্যে বৈষ্ণব অমানী॥
গ্রাম্যগীত-গানে খল উল্লাসে নিরত।
গোবিন্দ-কীর্ত্তনে সাধু মত্ত অবিরত॥
খলের খলতা, আর সাধুর সাধুতা।
এক কপটতা, আর অন্য সরলতা॥
খলের নীচতা, আর সাধুর উচ্চতা।
দেখি' খলে ছাড়ি' কর সাধুতে মমতা॥
গোবিন্দ-হৃদয় সাধু গোবিন্দের প্রাণ।
গোবিন্দের সেবা বিনা নাহি জানে আন॥
হেন সাধু-সঙ্গ, মন! ধর দৃঢ় করি'।
বরিয়া দুঃসঙ্গ ত্যাগ, বল 'হরি হরি'॥

—শ্রীল শ্রীমৎ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি

'ভাষা' ভাবের অভিব্যক্তি। নানাপ্রকার লেখ-প্রণালীর দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূক ব্যক্তির নিকট 'বৈখরী' স্বর প্রভৃতির বিকাশ না থাকিলেও অঙ্গভঙ্গিই সে স্থলে ভাবের যানবাহন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি ভাবের বিকাশ লেখ-প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রসাম্য লক্ষ্য করা যায়। হাস্যের প্রক্রিয়া, রোদন, উল্লাস, ভীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি সর্ব্বত্রই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে-কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই ভাবের অভিব্যক্তি হউক্ না কেন, ব্রাহ্মী ইত্যাদি লেখ-প্রণালীর দ্বারা যে অক্ষরাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই ভাষা' নামে কথিত হয়।

ভাষার পার্থক্য

দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভাষার পার্থক্য প্রচারিত আছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদিরও ভাষা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ, পশুতত্ত্ব-আলোচকমণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিচার করিয়াছেন। সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বজীব-তত্ত্বের ভাষার জীবনীশক্তির পর্য্যালোচনা করিতে হইলে কি-প্রকার মানদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য বিষয়। কীট-পতঙ্গাদি, আব্রহ্ম দেব, দানব, মনুষ্য, স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনের বিকাশ-স্বরূপ ভাব-ভাষাদি বর্ত্তমান এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বাহ্যতঃ যেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাব ও ভাষার পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্যের ভাব ও ভাষা

সমগ্র ভারত বা ভারতের যাবতীয় দেশ-প্রদেশেই চেতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক চেতনই এক ধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও তাহারা বিভিন্নাংশ। এক অণুচেতন অন্য অণুচেতনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই আদান-প্রদানের প্রণালীই 'ভাষা' বলিয়া কথিত হয়। কীটাণুকীটের অন্তর্নিহিত অণুচেতন, বৃক্ষলতা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অণুচেতন পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু একে অন্য

জাতির ভাব বিনিময়ের প্রণালীর সহিত ভেদ স্থাপন করিয়াছে। এই ভেদ প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত অণুচৈতনের নহে। কারণ ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাদি-সম্মত যে, চেতনতায় কাহারও কোন পার্থক্য নাই; অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশরূপে একই—ইহাই যাবতীয় আস্তিকগণের বিচার। বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য জীবাত্মা অণুত্বে ও ধর্ম্মে এক হইলে তাহার ভাব ও ভাষা পৃথক্ হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমরা সমাজগত বা দেশগত সসীম সমষ্টির মধ্যে ভাষাগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষার পার্থক্য, বিভিন্নাংশ অণুচৈতন্য জীবের স্বভাবগত নহে। ভগবানের মায়াশক্তি বিরচিত দেশ-কাল-পাত্রাদি আবরণ হইতে উদ্ভূত ভাষারই পার্থক্য বর্ত্তমান।

বিভিন্নাংশ জীবের ভাষা-বৈশিষ্ট্য

এক জাতীয় বিভিন্ন আত্মার ভাব-বৈভিন্ন্য অস্বীকৃত নহে; অথচ ভাষার বৈভিন্ন্য না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই ভাষার গুরুত্ব-লঘুত্ব, লালিত্য-কাঠিন্য প্রভৃতি ভেদে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাষাগত ভেদ নাই। তথাপি তাহাকে 'বৈশিষ্ট্য' বলিতে কোনপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না; পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ভেদের কারণ। অণুচেতনের ভাষার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তদ্দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মার স্বরূপ-গঠনের আত্মগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভেদ আছে। যাহারা জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমরা ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ঐরূপ 'ব্যবহারিকতা' ও 'মিথ্যার' প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি।

দিব্য বা দৈব-ভাষা

আত্মা দিব্য বস্তু, প্রকৃতির কোন বস্তু নহেন। সুতরাং আত্মার ভাব ও ভাষা দিব্য বস্তু অর্থাৎ দৈবভাব-সম্পন্ন। তজ্জন্যই আত্মার ভাষা দিব্য ও দৈব। আত্মতত্ত্ব অনুশীলনে যাঁহারা যত উন্নত, তাঁহাদের ভাব ও ভাষাও তত উন্নত। যে দেশ যত নিম্নগতিতে চলিতে থাকে, সেই দেশের ভাব ও ভাষা তত নিম্নগামী হইয়া থাকে। চিন্তাস্রোতের অসম্পূর্ণতাই ভাষার অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে। দিব্য বস্তু বা ভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাও দিব্য এবং সম্পূর্ণ। তাহা যতই বিস্তৃত হউক বা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর বা সংক্ষিপ্ততম হউক না কেন,

উহা দিব্য এবং পূর্ণ। আমরা বেদচতুষ্টয়কে অতি বিস্তৃত দেখিলেও উপনিষদাদি তাহা অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিরাট্‌ভাবে দৃষ্ট হইলেও সূত্রাকারে 'ব্রহ্মসূত্রে' আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রে এবং ক্রমশঃ বীজে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষিত হয়। বীজ' অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমগ্রতা ও বিরাটের সত্তা লক্ষিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ। বটের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিরাট্ মহীরুহের সত্তা থাকায় উহা পূর্ণ। নৃসিংহ-তাপনী বলেন—"বাগ্বা ওঙ্কারো-বাগেবেদং সর্ব্বং ন হ্যশব্দমিবেহাস্তি" (নৃঃ তাঃ ৮।২)।

উক্ত উপনিষদের শঙ্করভাষ্য-রহস্যার্থ-দীপিকায় লিখিত হইয়াছে—"বাঙ্ মাত্রত্বাচ্চোঙ্কারস্যোতত্ত্বং সিদ্ধমিত্যাহ বাগ্বা ইতি। **সর্ব্ব-বর্ণল-কবলন-রূপত্বাদ্** বৈখর্য্যাদিরূপত্বাচ্চ বাঙ্মাত্রমবগন্তব্যম্।"

অর্থাৎ ওঙ্কারের বাঙ্মাত্রতাহেতু তাহার ওতত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ আছে। ওঙ্কারদ্বারা সকল পদার্থই ওঙ্কারের কবলীকৃত বা অন্তর্গত এবং বৈখরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপ মাত্র। এই নিমিত্ত ওঙ্কারকে বাঙ্-মাত্র বলিয়া জানিবে।

এস্থলে অপৌরুষেয় বৈদিক বাণী হইতে জানিতে পারি, বীজ-স্বরূপ ওঙ্কারে (ওঁ) যাবতীয় বর্ণ শব্দ, বাক্য ও ভাষা কবলীকৃত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি এই ওঙ্কারেরই বিস্তার এবং আরও কথিত হই-য়াছে যে, শব্দরূপ ওঙ্কার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং 'ওঁ' এই দিব্য শব্দটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পূর্ণ এবং ইহাতেই বস্তু ও তত্ত্ব নিহিত আছে—ইহা বৈজ্ঞানিকরূপে সিদ্ধ।

'সংস্কৃত' ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্ম্মান, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত আমাদের ভারতীয় ভাষার তুলনা করিলে ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারি। এই পার্থক্যের মূল কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জাত দেশ, কাল ও পাত্র। ভারতবর্ষ এই প্রকৃতিজাত দেশ-কাল-পাত্র হইতে বহির্ভূত না হইলেও, সে এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অনুশীলন করিয়াছে। পার্থিব পরমাণুর সংযোগে যে চেতনতার আভাস লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেও ভারতীয় মনীষিগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত চেতন প্রাকৃত চেতন (?) হইতে প্রচুর পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত অণুচেতনের ভাব ও ভাষা প্রাকৃত চেতন হইতে সর্ব্বতোভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যময় ভাষার নামই 'সংস্কৃত ভাষা'।

ভাষার সংস্কৃত আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য

'সংস্কৃত' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায়, যে-ভাষা সর্ব্বপ্রকার সংস্কার লাভ করিয়াছে। দশসংস্কারে মানব যে প্রকার শুদ্ধি লাভ করে, সেই প্রকার 'সংস্কৃত ভাষা'টীও সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে। বিষ সদ্‌বৈদ্যের দ্বারা জারিত হইলে উহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হইয়া থাকে। সেই প্রকার ভাষাগত প্রাকৃত মল দেব-ঋষিগণের দ্বারা জারিত হইয়াছে বলিয়া দেবভাষার নাম—'সংস্কৃত ভাষা'। এই ভাষা অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুর নির্দ্দেশকারিণী।

'অক্ষর'-পরিচয়

দেবভাষা কিছু ক্ষর-বস্তু নহে। ইহা অক্ষরাত্মক নিত্য সনাতন বস্তু। এই অক্ষরাত্মক বস্তুর অনুসন্ধান না করিলেই আমরা 'কৃপণ' হইয়া পড়ি। তজ্জন্য বৃহদারণ্যক (৩।৯।১০) বলিয়াছেন—"এতদ্ 'অক্ষরং' গার্গি অবিদিত্বা যোঽস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স এব 'কৃপণঃ'।"

ভারত যদি অক্ষর ও ব্রহ্ম-বস্তুর অনুশীলন না করিয়া কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারত অন্যান্য দেশের ন্যায় দুর্ভাগ্য বরণ করিবে। ভারতীয় লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, দিব্য ভাষা বা দৈবভাষাই অনুচৈতন্য জীবমাত্রের ভাবজ্ঞাপক যানবাহন। বাল্যজীবনে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিবার পদ্ধতি আজও রহিয়াছে। তজ্জন্যই তাহাকে শিক্ষা-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অক্ষর-পরিচয়ের পদ্ধতির সারাংশ পরিত্যাগ করিয়া গতানুগতিক ধারা অনুসারে শিক্ষা আরম্ভের সময় যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অবলম্বন করি, তাহাতে ক্ষরবস্তু ব্যতীত অক্ষর বস্তুর পরিচয় হইতেছে না। আমরা আমাদের ত্রিকালজ্ঞ হিতকামী ঋষিবর্গের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি, অক্ষর-পরিচয়ের নামে ক্ষর-পরিচয় লইয়াই আমরা বর্ত্তমানে ব্যস্ত হইয়াছি। ভারতীয় বিবিধ লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে চালিত করিবে।

শব্দ বা ধ্বনির উৎপত্তি

লেখ-প্রণালীর সহিত স্বর বা ধ্বনির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে উহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ধ্বনি মূলতঃ বায়ু-বিলোড়নে উৎপন্ন হয়। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণিকগণ ভাষাগত ধ্বনির উৎপত্তি-স্থান অনেক প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রধানতঃ কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'স' তিন প্রকারে তিন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। তালু হইতে উচ্চারিত হইলে তালব্য স = 'শ', মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধন্য স = 'ষ' এবং দন্ত হইতে যে স-এর উচ্চারণ হয়, তাহা দন্ত্য স = 'স'। এইপ্রকার উচ্চারণ-ভেদে 'ন' ও দুই প্রকার। যথা—দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া ন-এর নাম—দন্ত্য 'ন' এবং মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার নাম মূর্দ্ধন্য 'ণ'। সুতরাং বৈয়াকরণিকের শব্দ বা ধ্বনি বায়ু-বিলোড়িত শব্দের ন্যায় প্রাকৃতই বুঝিতে হইবে। ইহাকে আমরা 'অক্ষর' শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ অক্ষর-পরিচয় করিতে গিয়া শিশুগণকে ঐপ্রকার বর্ণ-পরিচয়ই করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণ ও অক্ষরের সাদৃশ্য

লেখ-প্রণালীর বর্ণমালার সহিত অক্ষর বস্তুর কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে উহার দ্বারা আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ বলেন—বর্ণমালাকে সর্ব্বতোভাবে 'সংস্কৃত' করিয়া অর্থাৎ তাহার যাবতীয় মল বিদূরিত করিয়া অথবা সদ্বৈদ্যের ন্যায় জারিত করিয়া গ্রহণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তুর সন্ধান পাইব। 'বর্ণ' এবং 'অক্ষর' এক বস্তু নহে, অথচ সাদৃশ্যযুক্ত। সদৃশ বস্তুর উপমানের সহিত ভেদ থাকিলেও উপমান জ্ঞানে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবরেণ্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে'র প্রথমে লিখিয়াছেন—"নারায়ণাৎ উদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"—অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই বর্ণসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীনারায়ণই অক্ষর ব্রহ্মবস্তু। যে বর্ণ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রাকৃত জিহ্বায় বা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় না। তথাপি যে বর্ণসমূহ অক্ষরের উদ্দীপক, তাহাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অর্থবোধক বর্ণসমূহের সমষ্টিতে শব্দ, এবং এক বা একাধিক শব্দসমূহের অর্থ-প্রকাশক সমাবেশে বাক্য এবং বাক্য-সমষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত যে বর্ণসমূহ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই 'সংস্কৃত ভাষা' বলিয়া জানি। (ক্রমশঃ)

বাণী-সংরক্ষণ যন্ত্র

বাণীর নানাবিধ প্রতিষ্ঠার জন্য মহাজনগণের "বাণী"র সংরক্ষণ উপলব্ধ হইয়া থাকে। জড়-পদার্থ-শাস্ত্রে যাহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সেই সকল বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমে গ্রামোফোন যন্ত্রে, পরে টেপ্ রেকর্ডার (Tape Recorder) যন্ত্রে বাণীকে অবিকল বিধৃত করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বৈয়াকরণিকগণ বাণীকে লেখ-প্রণালীর মাধ্যমে রূপদান করিয়া উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম এই বিজ্ঞান প্রচলিত হয়। ইহার অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, ভারতের যাহা প্রাচীনতম ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা, তাহাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম—ইহা বিদ্বজ্জন-স্বীকৃত। এই বিজ্ঞান ক্রমশঃ অন্যান্য দেশ অনুসরণ করিয়াছে। তবে এই প্রণালীতে বাক্যের 'ধ্বনি' গুপ্ত থাকে। 'ধ্বনি' বক্তার হৃদ্‌গত ভাব। বর্ত্তমানে রেকর্ড-যন্ত্রে বাণী সংরক্ষণে এই অসম্পূর্ণতা নাই।

পাশ্চত্যের মনীষী যদিও এই শেষোক্ত বিজ্ঞানের উদ্‌গাতা বলিয়া জগতে বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সে কৃতিত্ব তাহাদের একক নহে, প্রাথমিকও নহে। দৈববাণীর কথা কে না জানে? ভারতবর্ষেই এই বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছিল। পরস্পরের কথাবার্ত্তায় তাহাদের মানসিক শক্তি-উদ্ভূত তাড়িত-প্রভাবে এমন এক আবহাওয়ার সৃজন হইত যথার প্রকৃতি-বহির্ভূত দেববৃন্দের বাণীও শ্রুত হইত।

যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকদের এই চেষ্টাকে মহাজনগণ বাণীর সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মহাজনগণের বাণীর ধারক হইলেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। শুধু তাহাই কেন, পৃথিবীর যাবতীয় চেষ্টা বাণীর সেবাতে পর্য্যবসান লাভ করিলেই তবেই তাহার সফলতা। অনেকে আবার বাণীর উগ্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া সেবাবিচ্যুত হইয়া থাকেন। সুতরাং গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান বিগ্রহের সুশীতল বাণী কর্ণগোচর হইলে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইবে। মেদিনীপুর জিলার কল্যাণপুর গ্রামের শ্রীমতী ঊষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের সেবায় Tape-এর সাহায্যে বাণী-সংরক্ষণের ঐরূপ একটি অভিনব যন্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বাণীপ্রীতি তাঁহাকে বহু পূর্ব্বেই "ভক্তিপ্রভা" আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিল। এখন তাঁহার এই সেবায় শত শত জিজ্ঞাসুদের কর্ণে বাণী বর্ষিত হইবেন। বাণীসেবায় তাঁহার এই আগ্রহ ও আসক্তি কত উন্নত, তাহা বাণীর সেবকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেবা-গ্রহী, সেবাগ্রহী ও সেবাচ্যুত —এই তিন শ্রেণীর জীবকুলকেই তাঁহার প্রদত্ত সেবা নিরন্তর আনন্দ প্রদান করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীচৈতন্য মঠ, হেমরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

১৮শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১৮ কেশব, ৪৮০ গৌরাব্দ | ১০ম সংখ্যা
শুক্রবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩; ইং ১৬।১২।১৯৬৬

সানুবাদং

শ্রীদেবগণকৃতং "শ্রীশ্রীপরমেশ্বর-স্তোত্রনবকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে
নবমেঽধ্যায়ে—২০-২৬, ৩০-৩২)

শ্রীদেবা উচুঃ—

বায্বগ্ন্যাপ্ক্ষিতয়স্ত্রিলোক।
ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ
বিভেতি যস্মাদরণং ততোঽস্তু নঃ॥ ১॥

শ্রীদেবগণ বলিতে লাগিলেন—বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত হইতে ত্রিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, এই ত্রিলোকের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তাহাদিগের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন আমরা সকলেই যে কাল-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার পূজা করি, সেই পরমেশ্বরই আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ১॥

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥ ২ ॥

যিনি নিরহঙ্কার অথবা যাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, স্ব-স্বরূপভূত পরমানন্দেই যিনি পূর্ণকাম যিনি উপাধি বা পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সেই মহামূর্খ নিশ্চয়ই কুক্কুর লাঙ্গুল আশ্রয় করিয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। (কুক্কুরই যখন সিন্ধু অতিক্রম করিতে পারে না তখন তাঁহার লাঙ্গুলগ্রাহী ব্যক্তি আর কিরূপে সিন্ধু অতিক্রম করিবে? এই ব্যক্তি যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয়, তেমনি পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য উপায় অবলম্বন করে সে ও দুঃখসাগরে মগ্ন হয়।) ॥ ২ ॥

যস্যোরুশৃঙ্গে জগতীং স্বনাবং
মনুর্যথাবধ্য ততার দুর্গম্ ।
স এব নস্ত্বাখিভয়াদ্ধি তস্মাৎ
ত্রাতাশ্রিতান্ বারিচরোঽপি নূনম্ ॥ ৩ ॥

সত্যব্রত মনু যে মৎস্যমূর্ত্তি ভগবানের মৎস্যশৃঙ্গে পৃথ্বীরূপা স্বকীয় তরণি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রলয়কালে মহাসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, সেই মৎস্য-মূর্ত্তি ভগবান শরণাগত আমাদিগকে দুরন্ত বৃত্তভয় হইতে রক্ষা করিবেন ॥৩।

পুরা স্বমাত্মুদপি সংযমাম্ভ-
স্যুদীর্ণবাতে ময়ি তৈঃ পরাক্রমৈঃ
একোঽতরদ্বিদ্যাৎ পরিস্তুতো বৃ
তস্মদ্ভয়াদ্ যঃ স নোঽস্তু পারঃ ॥৪॥

সৃষ্টির আদিতে ভয়ঙ্কর প্রলয়কাল [illegible] সমুদ্রোপরি [illegible] নিকট শব্দে নারায়ণের নাভিকমল [illegible] একাকী অসহায় অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ড [illegible] সাংঘাতিক পতন ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ আমাদিগে[illegible]

য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ্জ যেন নু সৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥৫॥

যে ঈশ্বরই একমাত্র নিজ-মায়া-বলে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার অনুগ্রহে আমরা বিশ্বসৃজন করিতেছি, আমাদিগের অগ্রেই অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের রূপও আমরা দর্শন করি না, কারণ আমরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বরাভিমানী ॥ ৫ ॥

যো নঃ সৃষ্ট্বৈধৃশমর্দ্দমানান্
দেবর্ষিতির্যঙ্নৃষু নিত্য এব।
কৃতাবতারস্তনুভিঃ স্বমায়য়া
কৃত্বাত্মসাৎ পাতি যুগে যুগে চ ॥৬॥
তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং
পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং শরণ্যং
স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা ॥৭॥

যে সচ্চিদানন্দ ভগবান স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তিবলে বামন, পরশুরাম, নৃসিংহ, মৎস্য কূর্ম্ম, বরাহাদি নানা তনু ধারণপূর্ব্বক দেবতা, ঋষি, তির্যক ও মনুষ্য দিগের ভিতর অবতীর্ণ হইয়া শত্রুগণ কর্ত্তৃক অশেষরূপে নিপীড়িত আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করিতেছেন, যিনি জীবের উপাস্য, পরম কারণ, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ--এই উভয়াত্মক এবং বিশ্বস্বরূপ হইয়াও বিশ্ব হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রপঞ্চের ন্যায় বিকারযুক্ত নহেন, আমরা সকলে সেই শরণ্য ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি। সেই মহানুভব ভগবান্ই আমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৬-৭ ॥

নমস্তে যজ্ঞবীর্য্যায় বয়সে উত তে নমঃ।
নমস্তে হস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ॥৮॥

দেবগণ বলিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞবীর্য্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি-জন্য স্বর্গাদিফল প্রদানে সমর্থ অথচ যিনি যজ্ঞজনিত স্বর্গাদি ফলের বিনাশকারী কালস্বরূপ

এবং যিনি যজ্ঞ-বিনাশক দৈত্যগণের বিনাশার্থ চক্রবিক্ষেপকারী ও এই কারণেই যিনি সুললিত বহুনামধারী, হে ভগবন্! আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥৮॥

যত্তে গতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদম্।
নার্ব্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমর্হতি ॥৯॥

হে ধাতঃ! আপনি স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক এই ত্রিবিধ গতির একমাত্র নিয়ন্তা, আপনার পরমধাম বৈকুণ্ঠ, আপনার বিসর্গ অর্থাৎ নানাবিধ সৃষ্টির পরবর্ত্তীকালে সৃষ্ট অর্ব্বাচীন অস্মাদৃশ ব্যক্তি তোমার ঐ পরমপদ অবগত হইতে পারে না, অতএব তোমাকে কেবলমাত্র নমস্কার করিতেছি ৯॥

ওঁ নমস্তেঽ ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুট্পারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃকবাটদ্বারে চিত্তেঽপা-বৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥১০॥

হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে মহাপুরুষ! হে মহানুভব! হে পরমমঙ্গল! (স্বয়ং মঙ্গলরূপ) হে পরম কল্যাণ! (মঙ্গল-কারিন)! হে পরম কারুণিক! (স্বার্থ-নিরপেক্ষ পরদুঃখাসহিষ্ণো)! হে নির্ব্বিকার! হে জগদাধার! হে লোকৈকনাথ! হে সর্ব্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজকগণ! অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা দ্বারা সমাধিযোগে চিত্তৈকাগ্রতা ভাল করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে যে ভগবদ্ভজনরূপ পারমহংস্যধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় তদ্দ্বারা চিত্তের তমোরূপ কপাট উন্মুক্ত হইলে আত্মলোক অর্থাৎ প্রত্যক্স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন যে নিজ-সুখস্বরূপের উপলব্ধি বা অনুভূতি হয়, আপনিই সেই সুখ-স্বরূপ। আপনাকে কেহই জানিতে পারে না, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥১০॥

———

শ্রীমধ্ব-জন্মতিথি

বিগত বর্ষে পূর্ণপ্রজ্ঞ জন্মতিথিতে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা নগরীতে শ্রীমধ্ব-প্রেমোৎসব দিবসে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। * *

শ্রীবাসুদেব ভট্ট ১০৪০ শকাব্দে বিলম্বী বার্হস্পত্য বর্ষে দক্ষিণ ক্যানেরা জেলার রজতপীঠপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বাদশবর্ষ পরিমিত বয়ঃকালে উড়ুপী গ্রামের শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ্য তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

অচ্যুতপ্রেক্ষ্যের গুরু-পরম্পরা যাহা উড়ুপীতে মাধ্ব-মঠে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই—

১। হংস নামক পরমাত্মা। ২। চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ৩। সনকাদি। ৪। দুর্ব্বাসা। ৫। জ্ঞাননিধি। ৬। গরুড়-বাহন। ৭। কৈবল্য তীর্থ ৮। জ্ঞানেশ তীর্থ। ৯। পরতীর্থ। ১০। সত্যপ্রজ্ঞ তীর্থ। ১১। প্রাজ্ঞ তীর্থ। এই প্রাজ্ঞতীর্থের নিষ্পাই অচ্যুতপ্রেক্ষ্যতীর্থ। অচ্যুতপ্রেক্ষ্য তীর্থের শিষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ এবং মধ্বমুনি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন কালনির্ণয়কারের মতে তাঁহার ১১৬০ খৃষ্টাব্দে উদয়কাল। কিন্তু ১০৪০ শকাব্দ ধরিলে ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়।

এই শ্রীমধ্বমুনি হইতে বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। পদ্মপুরাণ বলেন—

রামানুজং শ্রী স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

পরাকালে লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনৎকুমারাদি চতুঃসন চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিতে রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য চারি সম্প্রদায়ের আচার্যরূপে অবতীর্ণ ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে গুরু-পরম্পরা স্বীকার করিয়াছেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তিনখানি আকর গ্রন্থমূলে তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম দেবর্ষি-নারদ-ব্যাসায়ণসংজ্ঞকান্"। শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্ম হইতে নারদ এবং নারদ হইতে ব্যাসদেব। শ্রীব্যাসই শ্রীমধ্ব-পাদের গুরুদেব।

শ্রীমধ্বপাদ হইতে ষোড়শ অধস্তন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। পুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত। কোন মতে শ্রীলক্ষ্মীপতির শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ। সুতরাং গৌড়দেশীয় বৈষ্ণব সকল শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ভক্তগণ সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাঁহাদের অনেকেই গৌড়দেশবাসী। গৌড়দেশ বলিলে পূর্ব্বকালে পঞ্চগৌড় বুঝাইত। সম্প্রতি পূর্ব্বগৌড়কেই অর্থাৎ বঙ্গদেশের রাজধানী মালদহ এবং শ্রীনবদ্বীপকেই গৌড়ের রাজধানীদ্বয় বলা হইতেছে। শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীগৌরহরি গৌড়ের রাজধানী শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে উদিত হইয়াছেন। আর তাঁহার নিজজন শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীবাদি রামকেলি গৌড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও ন্যূনাধিক চত্বারিংশৎ ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উড়ুপী গ্রামে স্বয়ং মূল উত্তরাদী মঠ ও আটটী শিষ্যের দ্বারা ঐ গ্রামে আটটী মঠ স্থাপন করেন। অদ্যাবধি সেই নয়টী মঠ শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাসরায় মঠ ও বিজয়ধ্বজ মঠ প্রভৃতি অনেকগুলি শাখা-মঠ ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়দিগের গুরু-পরম্পরা ও উড়ুপীর তত্ত্ববাদীদিগের গুরুপরম্পরা শ্রীমধ্ব হইতে জয়তীর্থ পর্য্যন্ত একই আছে। শ্রীগৌড়ীয়-পরম্পরায় জয়-তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং তাঁশিষ্য দয়ানিধি প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উত্তরাদী মঠের তত্ত্ববাদী শাখার পরম্পরা জয়তীর্থ হইতে বিদ্যাধিরাজ তীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। শ্রীগৌরসুন্দর যে সময় উড়ুপীতে গিয়াছিলেন, সেইকালে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের রঘুবর্য্য তীর্থ পীঠাধিপ ছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা বেদান্তের শুদ্ধদ্বৈত পর ভাষ্য। তৎসহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-পর বেদান্ত-ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকায় চারিটী ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন—

ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ।
বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং লক্ষ্মা জীবকোটীত্বম্।

শ্রীরামানুজের মতে বিশিষ্টাদ্বৈত, নিম্বার্কের মতে দ্বৈতাদ্বৈত এবং বিষ্ণু-স্বামীর মতে শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বমুনির জীবন-চরিত্র তাঁহার নিজ শিষ্য ত্রিবিক্রম আচার্য্যের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিত 'মধ্ববিজয়' নামক একটী মহাকাব্যে রচনা করেন। তাঁহার রচিত অষ্টোত্তরসহস্র শ্লোক-সন্বিত ষোড়শ সর্গবিশিষ্ট মধ্ববিজয় গ্রন্থই মধ্বাচার্য্যের পারমার্থিক জীব-চরিতের মূল আকর।

শ্রীগৌড়ীয়গণের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় তাঁহাদের আচার্য্যের বিষয় যে অনভিজ্ঞতা চলিতেছে, তাহা আলোচনা-প্রভাবে কথঞ্চিত অপনোদিত হওয়া আবশ্যক।

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর।

প্রশ্নোত্তর

(শ্রুতি ও ন্যায় প্রস্থান)

১। শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান শাস্ত্র কি?

"উপনিষদ্,—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ বেদশিরোমণি উপনিষদ। সূত্র,—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ষোল পাদ। এই দুইটি শাস্ত্র-মধ্যে প্রধান।"

— অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ৭।১০৮

২। শ্রুতি-প্রস্থানের প্রতিপাদ্য কি ব্রহ্ম-লাভ নহে?

"উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র, ও ভগবদ্গীতা—সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধভক্তি-শাস্ত্র। স্থলবিশেষে আবশ্যকতা-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্ম-লাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু চরম মীমাংসাস্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।"

— অবতরণিকা', রঃ রঃ ভাঃ

৩। অথর্ব্ববেদ ও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ কি আধুনিক? জৈমিনীর সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য কি?

"ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদ সর্ব্বত্র মান্য ও অধিকস্থলে উক্ত আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, অতি পুরাতন মন্ত্র-সকল ঐ তিন বেদরূপে সগৃহীত হয়। কিন্তু অথর্ব্ব-বেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া

অবহেলা করা যায় না। যেহেতু, বৃহদারণ্যকে—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি';—এরূপ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না; যেহেতু ব্যাসকৃত সংগ্রহ-সময়ের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছে, * * *। উদ্ধৃত মন্ত্রে যে পুরাণ-ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক পুরাতন কথা—যাহা বেদে বর্ণিত আছে, তদ্বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে-সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। সারগ্রাহী মহাপুরুষেরা সারগ্রাহী জৈমিনির সার-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। জৈমিনির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে-সকলই পরমেশ্বর-মূলক, অতএব নিত্য। কিকট, নৈচাশক, প্রমঙ্গদ—এই সকল অনিত্য বর্ণন দেখাইয়া যাঁহারা বেদের মূল-সত্যসকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।"

—উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। কি কি বেদ-গ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন?

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ্ এবং গোপাল-তাপনী ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপাসনা-সহায়রূপ তাপনী এবং ব্রাহ্মণ, মণ্ডল, প্রভৃতি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বান্তর্গত কাণ্ড-বিস্তারক বেদ-গ্রন্থসমূহ আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যপরম্পরা ক্রমে এই সকল বেদ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সংপ্রাপ্ত প্রমাণ আপ্তবাক্য বলা যায়।" —জৈঃ ঃ ১৩শ অঃ

৫। ন্যায়-প্রস্থানের বৈশিষ্ট্য কি?

"ভারতবর্ষে যে সকল মহ মহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ-নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন। এমত কি বেদ-

সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতের কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব সম্মান লাভ করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্ত সকল উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য, এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং বিদ্বার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদ্‌ই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্য কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদের অর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয়বিভাগ-পূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচারমাত্র নয়, কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্ষ-গ্রন্থ বলিয়া ইঁহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান-সংগ্রহের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন। ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করা জীবের পক্ষে সহজ নয়। সূত্র পাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয়, এরূপ নহে, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না। অতএব কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এস্থলে একটি কঠিন প্রশ্ন এই,—সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায়, অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়? বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজস্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন। সংস্কৃত 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে এরূপ দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান-বিশেষ। শঙ্করস্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য রচনা নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্করস্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্য রচনা করেন। সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন,—এরূপ জনশ্রুতি আছে।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

৬। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য কোন্‌টী? শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌধায়ন ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভাগবতকে গোপন করিবার মূল কারণ কি?

"বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন, যে-যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম, তাহা সফল হইল না। আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? অতএব যে সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, শ্রীনারদের উপদেশে তিনি তখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটি ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদ্‌জ্ঞ-পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

—'সমালোচনা (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

৭। ব্রহ্মসূত্রের কয়টী বিভাগ ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি?

"ব্রহ্মসূত্র—চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। * * * ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে—সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার; তৃতীয়ে—ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে—ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম, নির্ম্মলচিত্ত, সৎপ্রসঙ্গশূন্য, শ্রদ্ধালু, শম-দমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রে অধিকারী, এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য; সুতরাং পরস্পর বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়—নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্ত গুণগণ অচিন্ত্যানন্ত-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ-বিনাশ-পুরঃসর তৎসাক্ষাৎ-কারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটী ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ বা শাস্ত্রের নামই—'ন্যায়'; বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম—'বিষয়'; এক-বাক্যস্থ পরস্পর-বিরোধী নানা-অর্থের বিচারের নাম—'সংশয়'; প্রতিকূল অর্থের নাম—'পূর্ব্বপক্ষ' এবং প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম—'সিদ্ধান্ত'।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

৮। বেদান্তসূত্রাবলম্বনে আচার্য্যগণ কি কি দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন?

"উপনিষদ্-বাক্যগুলিকে 'বেদান্ত' বলা যায়। সেই বেদান্তকে সুন্দর-রূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়-চতুষ্টয় সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্র' নামে শ্রীবেদব্যাস যে-সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই 'বেদান্তসূত্র' বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐসকল বেদান্ত-সূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্র হইতে স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে 'বিবর্ত্তবাদ' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না; অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়, বিবর্ত্তবাদই ভাল। বিবর্ত্তবাদের অন্য নাম 'মায়াবাদ'। তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্যকমত সংগ্রহ করত বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদ একটী মতবাদ; তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বৈতবাদ' সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদ-মন্ত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন-পূর্ব্বক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতক-গুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই বেদান্তসূত্র হইতে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতি-বচনের সম্মান-পূর্ব্বক যেমন সারসিদ্ধান্ত হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম—'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-তত্ত্ব। তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সার-মাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

—জৈঃ ধঃ ১৮শ অঃ

৯। বেদান্ত কি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানশাস্ত্র?

"বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্র।"

—তঃ বিঃ

১০। বেদান্তভাষ্যের ক্রমবিকাশ বা মধুর-রসাশ্রিত তত্ত্ব আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

"সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দভাষ্যের আবিষ্কার করেন।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

১১। বৈষ্ণবের পক্ষে গোবিন্দভাষ্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"অনেকেই মনে করেন,—'আমি বৈষ্ণব'; কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণব-পদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দভাষ্য বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সজ্জনী সঃ তোঃ ৮।১

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্ত্তব্য

কোন্ মন্ত্রে চলে বিশ্ব নাথ চারি ধারে ?
মন্ত্রটীরে জানিবারে সবে চেষ্টা করে ॥
ধার্ম্মিক তাহারে কহে ধরম বলিয়া।
সত্তারে ধরিতে ক্ষম—কারণ দেখিয়া ॥
আসুরিক দম্ভভরে ধর্ম্মে ঘৃণা করি'
কর্ত্তব্য বলিয়া কহে বীরত্ব বিথারি—
পিতা, মাতা, দেশ, দশ, মনুষ্যেতর প্রাণী।
কর্ত্তব্য বলিতে কার্য্য ইহা প্রতি জানি ॥

"পিতা স্বর্গঃ", সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পিতৃভক্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ" বলে মাতৃভক্ত॥
"সবার হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ" নৃভক্ত-বাক্য।
শক্তি, শিব, সূর্য্য শ্রেষ্ঠ তত্তদ্ভক্ত-লক্ষ্য॥

নিজ ইষ্টদেবে সবে বলিলেও শ্রেষ্ঠ।
শাস্ত্র বিচারণে লাভ হয় সত্য ইষ্ট॥
শাস্ত্র কহে,—কৃষ্ণ হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতা।
মাতা, পতি, ভ্রাতা, সখা, গুরু ও দেবতা॥

অন্ন-জল যাহা খাই সকলই তাঁহার।
তাঁহার ভূমিতে বাস, শ্বাস-বায়ু তাঁর॥
তাঁহার তপন-তাপে শৈত্য দূর করি।
তাঁহার অনল বলে অন্ন পাক করি॥

তাঁহার করুণা বলে জঠর মাঝারে।
রক্ষা পাই' জন্ম লভি' এই ধরা 'পরে॥
তাঁর কৃপাকণা ভিন্ন কা'র শক্তি নাই।
আসুরিক বৃত্তি ছাড়ি' ভাবি দেখ ভাই॥

পিতামাতা-সেবকও নরকভাগী হয়।
বিষ্ণুভক্ত নিরয়গামী কদাচিৎ নয়॥
পিতা, মাতা, নর, দেব কেহ কভু নারে
রক্ষিবারে, যদি কৃষ্ণ রক্ষা নাহি করে॥

শৈব কাশীরাজ আর শাক্ত দশাননে।
নিজ ইষ্ট নারিলেক রক্ষিবারে রণে॥
আর দেখ যদি কৃষ্ণ চাহে রক্ষিবারে।
কারও শক্তি নাহি তা'র কেশস্পর্শ করে॥

প্রহ্লাদ দৃষ্টান্ত তাহে দেখহ বিচারি'।
হিরণ্যকশিপু মৈল বিষ্ণুভক্তবৈরী॥

আরও দেখ পিত্রাদি সম্বন্ধ অনিত্য।
জন্মান্তরে অন্য পিতা হয় মায়াবদ্ধ॥
নিত্যপিতা নিত্যপতি কৃষ্ণ সর্ব্বকাল।
কৃষ্ণভক্তে ময়ামোহ নাহিক বিশাল॥
মুখ্য ত্যজি' গৌণপ্রতি কর্ত্তব্য-বিচার।
অজ্ঞান বলিয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার॥
সকল কর্ত্তব্য ত্যজি' কৃষ্ণ ভজিবারে।
সর্ব্বশাস্ত্র উপদেশ দেয় সবাকারে॥
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" চরমে আদেশ।
গীতা-শাস্ত্র সেইহেতু স্থাপিল বিশেষ॥
"দেবর্ষিভূতাপ্ত" শ্লোকে ভাগবতবর্য্য।
অঋণী—শ্রীকৃষ্ণভক্ত স্থাপে অনিবার্য্য"॥
অঋণী অন্য সেবক কভু নাহি হয়।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা অন্য পথে যায়॥
অতএব হরিসেবা কর্ত্তব্যের শ্রেষ্ঠ।
মাধুরী বুঝে না সেই যে জন নিকৃষ্ট॥

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২০)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব! বেদনাম্নী ভগবদ্বাণীতে সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান। কালক্রমে উহা প্রলয়ে লুপ্ত হইলে আমি উহা ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। চতুর্বিধ প্রলয়েও ভক্তি বর্ত্তমান থাকে। সকল যুগেই ভক্তি বর্ত্তমান। সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা ও দ্বাপরে অর্চ্চনকার্য্যে যাহা পাওয়া যায়, কলিতে কেবল নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা সে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥

যে মুহূর্ত্তে বা যেক্ষণে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা না হয়, তাহা জীবের পক্ষে মহাক্ষতি, মহাদোষ, মোহ ও বিভ্রমজনক।

সকল অবস্থাতেই ভক্তির অবস্থান। গর্ভে অবস্থানকালে শ্রীপ্রহ্লাদকে শ্রীনারদ ভক্তির কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন; বাল্যকালে ধ্রুব, যৌবনে অম্বরীষাদি, বার্দ্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদি, মৃত্যুকালে অজামিলাদি এবং স্বর্গবাসকালেও চিত্রকেতু প্রভৃতিতে ভক্তির অবস্থান দেখা যায়।

শ্রীনৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥

নারকিগণও যে যে ভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারা সেই সেই ভাবেই শ্রীহরিভক্তি বরণ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিয়াছিল।

এইজন্যই শ্রীভগবানকে দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন—

মুচ্যেত যন্নাম্যুদিতে নারকোঽপি। (ভাঃ ৯।৪।৬২)

আপনার নাম উদিত হইলে নারকীও মুক্ত হয়।

শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥
(ভাঃ ২।১।১১)

হে রাজন্, বিষয়-ভোগ হইতে নির্ব্বেদভাবযুক্ত অভয়াভিলাষী যোগিগণের পক্ষেও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অতএব সাধক ও সিদ্ধাবস্থাদি সকল সময়েই ভক্তির অনুষ্ঠান বিহিত।

ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও দেখা যায়—

কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥
কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বা তপোভিরধ্বরৈঃ।
বাজপেয়-সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥
(বৃহন্নারদীয় ও পাদ্ম)

বিষ্ণুভক্তিবিহীন জনগণের চারিবেদ ও শাস্ত্রাদির অনুশীলনে, তীর্থসেবায়, তপস্যায় বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে লাভ কি? আবার জনার্দ্দনে যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার বহুশাস্ত্র অনুশীলন, তপস্যাচরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান বা সহস্র রাজসূয় অনুষ্ঠানেই বা কি প্রয়োজন?

রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবোক্তি—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ (ভাঃ ২।৪।১৭।

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ সসেব্যতাম্॥
(ভাঃ ৫।১৯।২৩)

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ
পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহান্
অহো সুরাণাঞ্চ তমো ধিগাঢ্যতাম্॥
(ভাঃ ১০।৫৯।৪১)

কি তপস্বী, কি দানশীল, কি যশস্বী, কি মন্ত্রবিৎ, কি সদাচারী পুরুষগণ—কেহই যাঁহাকে স্ব-স্ব-অনুষ্ঠানাদি সমর্পণ না করিয়া কোন মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই মঙ্গলকীর্ত্তি শ্রীহরিকে নমস্কার।

যেখানে বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাসরিৎ প্রবাহিত হয় না, যেস্থানে তদাশ্রিত সাধু ভাগবতগণ বাস করেন না, যেখানে নাম-সংকীর্ত্তনাদিরূপ বিষ্ণুযজ্ঞ ও নৃত্য-গীত-বাদ্য ভক্তজনরূপ মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা ব্রহ্ম-লোক হইলেও আশ্রয়যোগ্য নহে।

যে দেবেন্দ্র শিরঃস্থিত মুকুটাগ্রভাগ দ্বারা বহুবার সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক শ্রীঅচ্যুতের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে ভৌমবধাদি অভীষ্ট সিদ্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রই সফলকাম হইয়া এখন আবার সেই শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অহো, সত্ত্বপ্রধান দেবগণেরও কিরূপ তমোভাব! তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যমদে ধিক্!

মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

আমার নিষ্কাম ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার অহৈতুকী সেবা পরিত্যাগ করিয়া ঐগুলি গ্রহণ করে না।

অসুর বালকদের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ (শ্রীভাঃ ৭।৭।৫২)

নির্ম্মলা ভক্তির দ্বারা শ্রীহরি যেরূপ প্রীত হন, দান, তপস্যা, পূজা, শৌচ ও ব্রতাদি দ্বারা তিনি তদ্রূপ প্রীত হন না। কেননা শ্রীহরিভক্তি ব্যতীত অন্য সবই বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীব্যাস-প্রতি শ্রীনারদোক্তি—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ (ভাঃ ১।৫।১২)

নৈষ্কর্ম্ম্যও যদি অচ্যুতভাববর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নিরুপাধি জ্ঞান কখনই অধিক শোভা পায় না; তখন সাধন ও ফলকালে দুঃখরূপ কর্ম্ম নিষ্কাম বা সর্ব্বোত্তম হইলেও ভগবান্ শ্রীহরিতে অর্পিত না হইলে উহার শোভা কিরূপে হইবে?

বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের প্রতি চতুঃসনের উক্তি—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিন্ত্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়স্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪৮)

হে ভগবন্, আপনার অপ্রাকৃত যশঃই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ও পরম পবিত্র। যে সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষ আপনার কথামৃত-রসজ্ঞ ও আপনার

পাদপদ্মে শরণাগত, তাঁহারা মোক্ষ নামক আপনার চরম প্রসাদকেও যখন আদর করেন না, তখন আপনার ভ্রূকুটি-প্রভাবে ভয়প্রাপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার পদ সম্বন্ধে ত কথাই নাই অর্থাৎ উহাকে ভক্তগণ নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এই সকল ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত দ্বারাও ভক্তিরই মাহাত্ম্য জানা যায়।

শ্রীশুকদেবের বাক্য—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥

(ভাঃ ২।২।৩৬)

অতএব হে রাজন্! সকল জীবের পক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদেশে সকল সময়ে ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়।

শ্রুতি-স্তবে "ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং। ভবত উপাসতে-ঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ।" (ভাঃ ১০।৮৭।২০)। অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ ভগবচ্চরণসেবাকেই জীবগণের একমাত্র গতি বলিয়া বিচারপূর্ব্বক নিগমোক্ত সর্ব্বকর্ম্মফলার্পণ-ক্ষেত্রে এবং সংসার-নিবর্ত্তক আপনার পাদপদ্মযুগলকে দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার সহিত সেবা করেন। এস্থলে ইহা বলা হইতেছে যে, কর্ম্মীর যে কর্ম্ম তাহা সন্ন্যাস পর্য্যন্ত; কর্ম্মীর ভোগ শরীরপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। যোগীর যোগ তাহার সিদ্ধি পর্য্যন্ত; জ্ঞানীর সাংখ্য তাহার আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত; ব্রহ্মবাদী মুমুক্ষুর জ্ঞান মোক্ষ পর্য্যন্ত। ঐ সব সাধন সেই সেই ফলবিশেষ লাভের যোগ্যতাসাধক। এইপ্রকার কর্ম্মযোগ জ্ঞানাদিতে শাস্ত্রাদির ব্যভিচার (অন্য-আচরণও) আছে জানিতে হইতে অর্থাৎ উপায় ও উপেয়ের মধ্যে পার্থক্য-নিবন্ধন কর্ম্ম-যোগ ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠান শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে পূর্ব্বকথিত সেই সেই প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য সকল সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহা পরম নিগূঢ় রহস্য বস্তুর অংশবিশেষ হওয়াই হরিভক্তির পক্ষে যুক্তিযুক্ত। অতএব অভিধেয় ভগবদ্ভক্তি—রহস্য অর্থাৎ প্রয়োজন-স্বরূপ প্রেমভক্তির অংশ এবং উহা সম্বন্ধ-জ্ঞানরূপ বস্তুতত্ত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতেই এরূপ কথিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীব্রহ্মাও এইরূপে ভাগবত উপদেশ দিতে গিয়া তচ্ছিষ্য শ্রীনারদকে ঐপ্রকার সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন। যথা—

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয়॥ (ভাঃ ২।৭।৫২)

যাহাতে অর্থাৎ যেরূপভাবে বর্ণন করিলে সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরির প্রতি মানবমাত্রেরই ভক্তির উদয় হয়, তুমি মনে মনে সেইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এই ভাগবত বর্ণন কর।

শ্রীনারদও ভগবান্ বেদব্যাসকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥ (ভাঃ ১।৫।১৩)

অতএব হে মহাভাগ আপনি অব্যর্থদৃষ্টি-সম্পন্ন, নির্ম্মলকীর্ত্তি, সত্যনিষ্ঠ ও সেবাব্রতধারী। আপনি জীবের সকল বন্ধন মোচন নিমিত্ত সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান্ উরুক্রমের লীলা অনুস্মরণ করুন অর্থাৎ স্মরণ করিয়া বর্ণন করুন।

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা॥ ভাঃ ১।৫।৪০)

হে বিশালকীর্ত্তে (বেদব্যাস)! যাহা দ্বারা পণ্ডিতগণের জ্ঞানেচ্ছা সমাপ্ত হয়, তুমি সেই বিভু শ্রীহরির যশঃই কীর্ত্তন কর; কেননা তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন—নানাবিধ দুঃখে মুহুর্মুহু পীড়িত জীবগণের সমস্ত সন্তাপ তদ্দ্বারাই উপশম লাভ করে, অন্য কোন উপায়ে করে না। শ্রীব্যাসদেবও সেই মহাপুরাণ প্রচার-প্রারম্ভে পরম কল্যাণপ্রদা বলিয়া ভক্তিকেই সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা তত্ত্বসন্দর্ভে "ভক্তিযোগেন মনসি" প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

করোঁয়ার পানি *

বেদ অপৌরুষেয়। ব্রহ্মা এবং বেদব্যাস এই অপৌরুষেয় বেদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আনুগত্যে যাঁহারা বেদ পাঠ করেন, তাঁহারাই বেদের মূলপুরুষকে জানিতে পারেন। একলক্ষ শ্লোকে বেদের পরিসমাপ্তি। বেদপাঠাভিমানী পণ্ডিতগণ বেদের কেবল আদি অংশ গ্রহণ করিয়া জগতে বেদাচার প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বেদের এই আদি অংশ-আচরণে সাধারণ জীবের লৌকিক মঙ্গল যদিও হয়, চরমে পরাশান্তি লাভ হয় না। ব্রহ্মা এবং বেদব্যাস এইজন্য তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে বেদের মূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্" অর্থাৎ অন্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক আমার ভজন কর। এখানে অন্য ধর্ম্মের মধ্যে বেদের পূর্ব্ব অংশকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ ইহাতে ঐহিক, লৌকিক ও পারত্রিক ক্রিয়া-কলাপের সমর্থন-লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিপথ-লাভ হয় না। ভক্তির ফললাভে কর্ম্ম-পথ, জ্ঞান-পথ, ও অন্যাভিলাষের পথ অন্তর্হিত হয়। বেদব্যাস তাঁহার অমল গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় বলিলেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে বেদপাঠাভিমানী স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের বহু-ভ্রমপূর্ণ বিচারের মধ্যে একটি ঘটনা এখানে আলোচনা করিতেছি। এই ঘটনার নায়ক সুবুদ্ধি রায়কে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করান হইয়াছে। বিচারক-মণ্ডলী—কাশীর বড় বড় স্মার্ত্ত পণ্ডিত। সুবুদ্ধি রায়ের উকিল—তাঁহার নিজ বিবেক। ঘটনার অন্তরালে গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ, জাতিভ্রষ্ট সুবুদ্ধিরায়ের বিচারে রায় কি হইবে তথা সনাতন-ধর্ম্মের মূল শিক্ষা কি, তাহা শ্রবণে উদ্‌গ্রীব। নিরপেক্ষ দর্শক ও বিচারক—কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সুবুদ্ধি রায় ও হোসেনশাহের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

---

* যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে, তাহাকে করোঁয়া বলে।

পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিলা গৌড়ে 'অধিকারী'।
হুসেন-খাঁ 'সৈয়দ' করে তাহার চাকরী॥
দীঘী খোদাইতে তারে 'মুন্‌সীফ' কৈলা।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা॥
পাছে যবে হুসেন-খাঁ গৌড়ে 'রাজা' হইল।
সুবুদ্ধি-রায়ের তিঁহো বহু বাড়াইল॥

(মধ্য ২৫।১৮০-১৮২)

হুসেন শাহ গৌড়ের বাদ্‌শাহ হইয়া পূর্ব্বপোষ্টা সুবুদ্ধি-রায়কে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাদ সাধিল তাঁহার বেগম। বেগম সাহেবা হঠাৎ একদিন হোসেন শাহের অঙ্গে চাবুকের আঘাত দর্শন করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদ্‌শাহ তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ইহা শ্রবণে বেগম প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিণী হইয়া প্রথমে সুবুদ্ধি-রায়ের প্রাণনাশের কথা বলিলেন। পরে কহিলেন—

"* * জাতি লহ' যদি প্রাণে না মারিবে।"
রাজা কহে,—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে॥

হুসেন শাহ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রায়ের আনুগত্যে চাকুরী করিয়া মালিকের নিকট হইতে 'সুবুদ্ধি' লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"—এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থক রূপের প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না। দুষ্টা প্রেয়সীর সংস্পর্শে আসিয়া বাদ্‌শাহ নিজ স্ত্রীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্বাতন্ত্র্যভাব বিসর্জ্জন দিলেন। বেগমের মনরক্ষার জন্য তাঁহার 'সুবুদ্ধি' লোপ পাইয়া 'কুবুদ্ধি'র উদয় হইল—"করোঁয়ার পানি তাঁর (সুবুদ্ধি রায়ের) মুখে দেওয়াইল।"

এই করোঁয়ার পানি সুবুদ্ধি রায়ের মুখে দেওয়াতে বিধর্ম্মীর দ্বারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া তিনি ভীষণ বিপদে পড়িলেন এবং তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের শাসনের কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে গৃহত্যাগ করিয়া কর্ম্মী ও জ্ঞানকাণ্ডের স্থান কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, "হায়! হায়! কলিকালে আমার মানব-জন্ম বৃথাই গেল। কলিকালে আমার বুঝি হরিভজন হইল না। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার'। এই নাম-নামী অভেদাত্মক কৃষ্ণের কীর্ত্তন বুঝি আমার দ্বারা

হইল না। এইভাবে বহুমনা তিনি দেশাচারের কবলে পতিত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রায়শ্চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিহোঁ পণ্ডিতের গণে।
তারা কহে—তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে॥"

কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বেদাদিশাস্ত্রে পাঠের মূল তাৎপর্য্য—পরব্রহ্মে অবগাহনে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের আশ্রয়ে বিমোহিত হইয়া তপ্ত ঘৃত ভোজনে সুবুদ্ধি-রায়কে জীবন ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিয়া বিচারের রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সু-চতুর সুবুদ্ধিরায় নিজ সদ্‌বিবেকে আস্থাবান হইয়া কাশীর পণ্ডিত-মণ্ডলীর রায়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং সর্ব্বোচ্চ বিচারের আশ্রয়—নিরপেক্ষ বিচারক ও দর্শক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে "মিলি * আপন বৃত্তান্ত কহিলা"।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন 'জ্ঞান'-ক্ষেত্র বারাণসীতে অবস্থান করিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে তথা তাঁহাদের দলপতি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং বেদান্ত যে একমাত্র ভক্তিরই গায়ক—সেই সকল বিচার শিক্ষা দিতেছিলেন।

"সর্ব্ব শাস্ত্র খণ্ডি' প্রভু 'ভক্তি' করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২০-২১)

এইভাবে মহাপ্রেম-রসপ্রদাতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীবাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়া বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন।

শরণাগত সুবুদ্ধি রায়ের এবম্বিধ ঘটনা শ্রবণ করিয়া মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের পার্থিব বিচারধারাকে হীনজ্ঞান করিয়া পারমার্থিক বিচারের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা বা রায় দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীলকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহা নিম্নরূপ—

প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥ (চঃ ২৫ ১৯১-১৯৩)

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী শ্রবণে সুবুদ্ধি রায় সর্ব্বসংশয় ছেদন করত তাঁহার আদেশে নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিক্রমা করিয়া অবশেষে মথুরা-বৃন্দাবনে পৌঁছাইলেন এবং তথায় শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপালাভে "সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার"—এই প্রায়শ্চিত্ত-যজ্ঞ হৃদয়ে উপলব্ধ হওয়ায় বেদপাঠাভিমানী স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করতঃ আনন্দে হরিভজন করিতে লাগিলেন।

— পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
বালুরঘাট, রাজরক্ষী বেতার ঘাঁটী

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, অষ্টাবিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬০ পৃষ্ঠার পর)

বিজয়া একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে বাসুদেব! ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী-মাহাত্ম্যাদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির এই বিজয়া একাদশী সম্বন্ধে একসময় নারদ কমলাসন ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি। এই পবিত্র ব্রত পাপনাশকারী এবং রাজগণের নিশ্চয়ই জয় দান করেন বলিয়া বিজয়া নামে বিখ্যাত।

পূর্ব্বকালে শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তিনি পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় লঙ্কাপতি রাবণ লোভবশতঃ রামভার্য্যা সীতাদেবীকে হরণ করে। স্বীয় অঙ্ক-লক্ষ্মীর জন্য দুঃখিত রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে মৃতপ্রায় জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার নিকট রাবণের সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তৎপর অরণ্য মধ্যে নিহত কবন্ধকেও দেখিতে পাইলেন। সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা-স্থাপন হইলে সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরসৈন্য সীতার উদ্ধারার্থ রামের সহিত মিলিত হইলেন।

তৎপর হনূমান্ লঙ্কাস্থ উদ্যানমধ্যে সীতাদেবীকে দেখিতে পাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয়-জ্ঞাপক অঙ্গুরী তাঁহাকে প্রদানান্তর অন্যান্য মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পুনরায় শ্রীরাম-সমীপে আগমন পূর্ব্বক সমস্ত কথা বর্ণন করিল। হনূমানের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের অভিমতে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। সেই দুস্তর সমুদ্র দর্শনে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, "হে লক্ষ্মণ! কি পুণ্যে এই বরুণালয় অগাধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়? উহা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর জলজন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। কিভাবে ইহা উত্তীর্ণ হইব, তাহার কোনও উপায় আমি দেখিতেছি না।"

লক্ষ্মণ বলিলেন—"সর্ব্ববেত্তা আদিদেব আপনি, আপনাকে আমি কি উপদেশ দিব? তবে বকদাল্ভ্য নামক মুনি এই দ্বীপ-মধ্যে অবস্থান করেন। এই স্থান হইতে অর্দ্ধ যোজন দূরে তাঁহার আশ্রম। হে রাঘব, অন্য ব্রাহ্মণগণও সে স্থানে বাস করেন। আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক সেই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করুন।"

লক্ষ্মণের অতিমনোরম এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বকদাল্ভ্য মহামুনিকে দর্শন করিবার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র তথায় গমন করিলেন। দেবগণ যেমন মস্তক অবনত করিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করেন, সেইরূপ ভগবান্ রামচন্দ্রও ভক্তরাজ মুনিকে প্রণাম করিলেন। মুনিবর শ্রীরামচন্দ্রকে পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ বলিয়া অবগত হইলেন। তখন ঋষিবর আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে রামচন্দ্র কিজন্য আপনার আগমন হইয়াছে বলুন?"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে সসৈন্য আমি এই সমুদ্রতীরে আগত হইয়াছি। রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাবিজয় আমার উদ্দেশ্য। আপনার অনুগ্রহে এই দুস্তর সমুদ্র যাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি সম্প্রতি তাহার উপায় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। এই উদ্দেশ্যে আমি আজ আপনার নিকট আসিয়াছি।"

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই বকদাল্ভ্য মুনি সুপ্রসন্নচিত্ত হইয়া পদ্মলোচন ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিলেন, "হে রাম! আপনার অভিলষিত কার্য্যজন্য সম্প্রতি ব্রতগণের মধ্যে যে উত্তম ব্রত তাহাই করণীয় জানিবেন। যে ব্রতাচরণে অনায়াসে আপনার বিজয় হইবে, এবং রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাজয় করিয়া নির্ম্মলা কীর্ত্তি লাভ করিবেন, একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই ব্রত সম্যক্ আচরণ করুন। সেই ব্রতটি গৌণ-চান্দ্র ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া বিজয়া নামক একাদশী-ব্রত। এই ব্রতাচরণে আপনি বিজয় লাভ

করিবেন এবং নিশ্চয়ই বানরগণের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। এই ব্রতের ফলপ্রদ বিধি শ্রবণ করুন"।

দশমী দিবসে সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা একটি মৃন্ময় কুম্ভ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল ও পল্লব প্রদানপূর্ব্বক উহা চন্দনাদি দ্বারা শোভিত করিয়া তদুপরি সুবর্ণনির্ম্মিত নারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। একাদশী দিন প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি প্রাতঃস্নান করতঃ নিশ্চলভাবে উক্ত কলসের কণ্ঠে মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া উত্তম স্থানে স্থাপন করিবেন এবং গুবাক্ ও নারিকেল ফল প্রদান সহ বিশেষ-ভাবে পূজা করিবেন। সপ্ত ধান্য ও সমস্ত যব সেই ঘটোপরি বিন্যাস করিবেন। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি যোগে পূজা-পূর্ব্বক সেই কুম্ভের নিকট সৎকথাদি দ্বারা সমস্ত দিন যাপন করিবেন। রাত্রিতেও সেই কুম্ভাগ্রে জাগরণ করিবেন এবং ব্রতের অখণ্ডত্ব (অচ্ছিদ্রত্ব) বিধান জন্য ঘৃতদীপ প্রজ্জ্বালিত রাখিবেন।

দ্বাদশী দিনে সূর্য্যোদয় হইলে পর সেই কুম্ভকে বিসর্জ্জন জন্য নদী, প্রস্রবণ অথবা তড়াগ সমীপে স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া দেবতা (নারায়ণ মূর্ত্তি) সহ সেই কুম্ভ বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। হে মহারাজ! কুম্ভ সহ অন্যান্য মহাদানও যথাশক্তি প্রদান করিতে হয়। এই বিধি অনুসারে আপনি যূথপতিগণের সহিত এই ব্রতটি যত্ন সহকারে সম্পাদন করুন। ব্রতপ্রভাবে নিশ্চয়ই আপনার বিজয় হইবে।"

ব্রহ্মা কহিলেন—"হে নারদ, ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে রামচন্দ্র সেই বিজয়া একাদশীব্রত পালন করিলে ব্রতফলে তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন অর্থাৎ সীতাপ্রাপ্তি, লঙ্কাজয় ও যুদ্ধে রাবণ নিহত হইলে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বিধি অনুসারে যে সকল মানব এই ব্রত পালন করিবে, তাহাদের এজগতে জয়লাভ ও পরলোকে অক্ষয় সুখপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত জানিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "হে যুধিষ্ঠির! এই কারণে উক্ত বিজয়া ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার কথা পাঠ এবং শ্রবণ করিলেও বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।"

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ফাল্গুন-কৃষ্ণপক্ষীয়
বিজয়া-একাদশী-মাহাত্ম্য-বর্ণনের অনুবাদ সমাপ্ত

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা"-পুস্তকের

প্রতিবাদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ৩৫০ পৃষ্ঠার পর)

ভগবানের 'ত্রিযুগ' নামের সঙ্গতি ও অর্থ

"ইত্থং নৃতির্যগৃষি" শ্লোকটী হইতে জানা যায়—'ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি"—অর্থাৎ যুগধর্ম্ম ভগবান্ পরিরক্ষা করেন। তাহা হইলে কলিকালে প্রচলিত ধর্ম্মও ভগবান্ রক্ষা করিয়া থাকেন, এই অর্থ করাই সঙ্গত। 'ত্রিযুগ' শব্দের অর্থ—শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষভাবে কলিতে আসেন না, ছন্ন হইয়া আসেন; ছন্ন হইয়া আসিলেও যেহেতু ধর্ম্ম-সংস্থাপন করা যুগাবতারের কার্য্য, তজ্জন্য তিনি অবশ্যই তাহা করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যুগাবতার, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ত্রিযুগ' কথার অর্থে শ্রীভগবান্ কলিতে আবির্ভূত হন না—এইরূপ ধরিলে শাস্ত্রবিরোধ যে অবশ্যম্ভাবী ক্রমশঃ তাহা দেখান হইবে।

শ্রীস্বামীর টীকায় আছে, "বিভাবয়সি—পালয়সি, হংসি—ঘাতয়সি, কলৌ তু তন্ন করোষি"। এখানে বিভাবয়সি' ও 'হংসি'—এই দুইটি পদের সহিত তৎ-শব্দের অন্বয় সঙ্গত হইবে। কুতর্কতীর্থ মহাশয় কিন্তু এই পদদ্বয়কে অবতার-এর সঙ্গে অন্বয় করিতেছেন। 'অবতার' শব্দ 'তৎ' পদের পূর্ব্বে উল্লিখিত আছে কি? নাই বলিয়াই এই অন্বয় অসঙ্গত। তিনি যৎ তৎ পদের পূর্ব্ব পরামর্শরূপ সঙ্গতিই জানেন না। 'অন্যান্য অবতারের ন্যায় পালন ও প্রতিকূল ব্যক্তির বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন না, যেহেতু ভগবান্ ছন্ন হইয়া আসেন'—এই অর্থই স্বামীর অভিমত। 'ছন্ন' শব্দের কোনও অর্থ স্বামী করেন নাই। অতএব 'ছন্ন' শব্দের প্রচলিত অর্থই শ্রীস্বামীর অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। 'ছন্ন' কথার তাৎপর্য্য—'প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বং'—প্রেয়সীর কান্তি দ্বারা আবৃত বুঝিতে হইবে। ছন্ন হইয়া আসিলেও যুগানুরূপ ধর্ম্ম কিন্তু ভগবান্ রক্ষা করেন। 'ছন্ন' 'ছদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ছদ্ ধাতুর সংবৃত অর্থে প্রয়োগ। তর্কতীর্থ নিজের সুবিধার জন্য ধাতুর প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া এক অদ্ভুত হাস্যকর অর্থ করিয়াছেন—ইহা সুধীজনের গ্রহণীয় কি? তিনি 'ছন্ন' শব্দে 'তিরোভূত' অর্থ করিয়াছেন। এই উদ্ভট চিন্তা কি করিয়া হইল? বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে ছন্নত্ব

অসম্ভব। তর্কতীর্থের অর্থ গ্রহণ করিলেও অর্থাৎ কলিতে কোন অবতারই আসেন না বলিয়া তিনি 'ত্রিযুগ', তাহা হইলে নিম্ন শ্লোকাদির সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

১। "সম্ভবামি যুগে যুগে" (গীঃ ৪।৮ শ্লোকের) 'যুগে যুগে' শব্দ-দ্বয়ের অর্থ প্রতিযুগেই—ইহা সকল আচার্য্য বলিয়াছেন।

২। ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধোনাম্নাঽঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ (ভাঃ ১।৩।২৪)

৩। অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ॥ (ভাঃ ১।৩।২৫)

—এই শ্লোকদ্বয়েও কলিযুগ সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হইলে ও যুগসন্ধিক্ষণে ভগবানের আবির্ভাব হইবে, স্পষ্ট উল্লিখিত।

৪। অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ (বৃঃ নারদীয় পুরাণ)

৫। কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং হরিনামপ্রদায়কঃ।
ভবিষ্যতি নবদ্বীপে শচীগর্ভে জনার্দ্দনঃ॥ (ব্রহ্মযামল)

এই সকল শাস্ত্রবচন এবং আরও বহু শাস্ত্রবাক্য থাকা সত্ত্বেও কলিতে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন না—এই প্রকার সিদ্ধান্ত ভণ্ডামি নহে, ইহা কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিতে পারেন না। কলিযুগে শ্রীভগবানের অবতার আছে এবং থাকিবেও; তথাপি তিনি 'ত্রিযুগ' কি করিয়া? ছন্ন হইয়া আসেন বলিয়া 'ত্রিযুগ' নামের সার্থকতা। 'ত্রিযুগ' নাম কেন হইল এ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরীয় বচন.—

প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥

অর্থাৎ সত্য প্রভৃতি তিন যুগে ভগবান্ হরি যদ্রূপ প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া লোক সকলের দৃশ্য হন, কলিতে সেই প্রকার প্রত্যক্ষরূপে আসেন না—এইজন্য ভগবানের 'ত্রিযুগ' নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। উপরের এই শ্লোকই ছন্নত্বের প্রমাণ।

ভগবান্ প্রতিযুগেরই ধর্ম্মরক্ষক

ধর্ম্মরক্ষা সম্বন্ধে 'সুতরাং ভগবান্ স্বয়ং ধর্ম্মরক্ষায় যে আশ্বাস দিয়াছেন, উহা কলিভিন্ন যুগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে'—তর্কতীর্থ

মহাশয়ের এই উক্তির অসারতাই প্রমাণিত হইল। 'ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যেহেতু কলির বিনাশই সংঘটিত হইবে, সেইহেতু কলিযুগ মধ্যে ভগবানের অবতার সম্ভব নয়'—তর্কতীর্থের এই উক্তিও অযৌক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এখন প্রশ্ন এই উক্তি কেবল কলিযুগ সম্বন্ধে কেন? ত্রেতায় একপাদ অধর্ম্ম অর্থাৎ কলি থাকে এবং দ্বাপরে দুই পাদ অধর্ম্ম থাকে। সুতরাং তর্কতীর্থের বিচারে একমাত্র সত্যযুগ ভিন্ন অন্যযুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই! কারণ সত্যযুগে অধর্ম্ম না থাকায় সেই যুগে ভগবানের পৃথিবীতে আগমন হইলেও ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে তাঁহার আবির্ভাব হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবদ-বতার আসিয়া প্রতি যুগেরই অধর্ম্ম বিনাশ করেন এবং 'অধর্ম্ম বিনাশে যুগ নাশপ্রাপ্ত হয় না'—কুতর্কতীর্থ মহাশয়ও ইহা স্থাপন করিয়াছেন এবং কৃষ্ণের আবির্ভাবে দ্বাপর যুগ বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই।

তর্কতীর্থের কথার দাম নাই

তর্কতীর্থের দুইটী উক্তি,—'এমনকি পরীক্ষিতের রাজত্বকালেও কলি তাহার আসর জমাইতে পারে নাই' ও 'তাহা হইলে কলির আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত একপাদের অধিক ধর্ম্ম অবস্থান করিতে পারে না এবং তিন পাদ অধর্ম্ম সর্ব্বদাই অবস্থান করিবে। সুতরাং ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই'। কুতর্কতীর্থের এই দুইটী উক্তির কি সঙ্গতি? কলি-কালেই ত পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্ব এবং তাঁহার রাজত্বকালেই কলি যে আসর জমাইতে পারে নাই, ইহা কুতর্কতীর্থের নিজেরই স্বীকারোক্তি। তর্কতীর্থের কথার দাম যে কিছুই নাই, জানা গেল। এই উক্তিদ্বয় যদি মানিয়াই লওয়া হয়, তাহা হইলে—শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহার অবস্থিতিকালে, এমনকি তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্তও অধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিতে পারে না, যেমন নাকি পরীক্ষিতের রাজত্বকাল পর্য্যন্তও কলি বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণের অবস্থিতি পর্য্যন্ত কাল সত্যযুগ। অতএব তর্কতীর্থের যুক্তিতেও কলিকালেও ভগবানের অবতার হইতে কোন বাধা নাই।

সাধারণ লোককে ধোকা দিতে বা জালিয়াতি শিখাইতে 'চোরের মার বড় বল'—এই ন্যায়ানুসারে আলোচ্য তর্কতীর্থ কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের

উদ্ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্বের বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ শ্লোকগুলিকে ধোকা বা জাল দলিল বলিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণই অলীক উক্তি। অনন্ত সংহিতা—শ্রীচৈতন্য-জন্মখণ্ড ৫৭ অধ্যায়ে ঐ শ্লোক সকল বিদ্যমান আছে। শব্দকল্পদ্রুমে 'চৈতন্য' শব্দপর্য্যায়েও এইগুলি ধৃত আছে। এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শ্লোকগুলি শাস্ত্রে নাই, তর্কতীর্থ মশায় কিরূপে এই ডাহা মিথ্যা বলিতেছেন সেই ধোকাবাজির বিচার সুধীগণ করিবেন।

বেদাদিই শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্বের প্রমাণ

এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারত্বের **দুই** একটী প্রমাণ দেখাইতেছি।

১। শ্রুতিপ্রমাণ—

বয়ন্নাম প্রব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্ম শৃণু বচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্ গৌর এতৎ।

(ঋগাদিবেদচতুষ্টয়ান্তর্গতঃ মন্ত্রঃ)

'চতুঃশৃঙ্গ'—চারিটি অঙ্গাদি লক্ষণ যাঁর সেই অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র ও পার্ষদরূপ অর্থাৎ শ্রীগৌর যেমন 'এতৎ ব্রহ্ম'—নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীনামকে 'অবমীৎ'—প্রকাশ করিয়াছেন, সেইপ্রকার 'বয়ং' —আমরা 'নমোভিঃ'—নমস্কারযুক্ত হইয়া 'অস্মিন্'—এই কলিতে 'যজ্ঞে' —সংকীর্ত্তন যজ্ঞে 'ঘৃতস্য'—হবিস্বরূপ পরব্রহ্মের 'তৎনাম ধারয়ামা'— সেই নামটীকে ধারণ করিব; 'প্রব্রবামা'—সর্ব্বদা উচ্চারণ করিব। শস্যমাণং—কীর্ত্তিত হইলে—'উপ শৃণুবৎ'—অধিকভাবে শ্রবণ করিব।

২। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমশান্তিমুপৈতি॥

—মণ্ডুকে

যখন দর্শনকর্ত্তা (লোক) রুক্মবর্ণ সর্ব্বকর্ত্তা ব্রহ্মযোনি পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ হয়েন; তাঁহার পাপপুণ্য বিধৌত হইয়া যায়, তিনি মায়ার সম্বন্ধরহিত হইয়া পরমা শান্তি লাভ করেন। এখানে 'রুক্মবর্ণ' শব্দের তাৎপর্য্য গৌর ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও আশ্রয়। এই শ্রুতিটি আচার্য্য শ্রীশঙ্কর শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে "সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গ" এই নামের প্রমাণরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপরের শ্রুতি ও 'সুবর্ণবর্ণো···' ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ একই।

৩। মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ।—(শ্বেতাশ্বেতর)

তিনি মহান্, অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ পুরুষ; পরমসত্ত্বরূপ প্রেম নিজে আস্বাদন করিয়া আস্বাদন করাইলেন।

৪। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ (বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র)

৫। শ্রীবৃহন্নারদীয় পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ সংখ্যক শ্লোকে মার্কণ্ডের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে দ্বিজ! আমিই নিত্য নিজের বিগ্রহ গোপন করিয়া ভগবদ্ভক্তরূপে কলিতে লোক সকলকে সর্ব্বদা রক্ষা করি।

উক্ত শ্লোকও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছন্নত্বের কথা ব্যক্ত করিতেছে।

৬। ব্রহ্মযামল চৈতন্যকল্প ১অঃ ৩।৪ শ্লোক—

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং হরিনামপ্রদায়কঃ।
ভবিষ্যতি নবদ্বীপে শচীগর্ভে জনার্দ্দনঃ॥
জীবনিস্তারণার্থায় নামবিস্তারণায় চ।
যো হি কৃষ্ণঃ স চৈতন্যো মনসি ভাতি সর্ব্বদা॥

শ্রীশঙ্কর পার্ব্বতীকে কহিলেন—কলির প্রথম সন্ধ্যায় হরিনাম-প্রদায়ক জনার্দ্দন জীবনিস্তার ও হরিনাম প্রচার নিমিত্ত নবদ্বীপে শচীগর্ভে প্রকট হইবেন। সেই কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে আমার মনে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্—অবতারী পুরুষ, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও বহু প্রমাণ আছে। তবে দুষ্প্রবৃত্তির বশে তর্কতীর্থের তাহাতেও জ্ঞানোদয় হইতেছে না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়।

এখন দেখা যাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উক্তি এবং স্পষ্টোক্তি—উভয়ই শাস্ত্রে আছে। ইহার কারণ অন্য কিছু নহে; উভয় প্রকার উক্তি দেখিয়া স্মার্ত্তগণ সংশয়ান্বিত হইয়া যাহাতে শ্রীগৌরভজনে প্রবৃত্ত না হয়, সেইজন্য শাস্ত্রের ইহা কৌশলবিশেষ বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ সকলের কাছে প্রকাশিত হইতে চান না, গোপন থাকিতে চান।

প্রমাণ—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ" (গীতা)। সেমতেও উহাদের নিকট ভগবানের ছন্নত্ব সিদ্ধ হয়।

ভাগবত বিরোধী মত মাত্রই অপ্রামাণিক

এখন শ্রীভাগবতের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ উহা "বেদব্যাস রচিত কিনা এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন—তাহার কারণ শ্রীভাগবতের ভাষা অত্যন্ত কঠিন" ইত্যাদি। তর্কতীর্থের এই উক্ত কত অসার তাহা পণ্ডিতমাত্রই বুঝিবেন। শ্রীভাগবতের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত (?) সন্দেহ পোষণ করে বলিয়াই যদি ইহা অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে বেদাদিতে বিধর্ম্মীর চিরশঙ্কা আছে বলিয়া বেদাদিকেও অপ্রমাণ বলা যায় কি? যেমন "ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত-নিশাচরা." (চার্ব্বাক); অর্থাৎ "যাহারা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর, তাহারাই নিজেদের জীবিকার্জ্জনের জন্য বেদসৃষ্টি করিয়াছে"। জৈমিনী, কাঠকাদি সংজ্ঞা দর্শনে ঐ প্রকার শঙ্কা অপনোদিত হয়।

'আচারমাধবে' ও স্মৃতি সকলের অপ্রামাণ্য শঙ্কা রহিয়াছে। সাংখ্যকারগণ বেদের জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ হিংসাদোষহেতু অনুষ্ঠানের অনুপযোগী বলিয়াছে। এই সকল কুমত থাকিলেও বিচারে অপ্রামাণ্য শঙ্কা দূরীকৃত হওয়ায় 'তৃণানিখাতন্যায়ে' সিদ্ধান্ত যেমন দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, সেইপ্রকার শ্রীভাগবত সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

শ্রীভাগবতের ভাষা অতি কঠিন বলিয়া যদি উহা বেদব্যাস-রচিত নয় বলা হয়; তাহা হইলে ছান্দোগ্যাদির ভাষাও অত্যন্ত কঠিন; শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের ভাষাও কঠিন; সুন্দরকাণ্ডেও কাঠিন্য আছে; শ্রীমহাভারতে ব্যাসকূট আছে, শ্রীগীতার কাঠিন্য সারল্য উভয়ই দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য কি এই সকল শাস্ত্র অপ্রামাণ্য? অতএব ছান্দোগ্যাদির ন্যায় শ্রীমদ্-ভাগবতেরও স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ়বন্ধাদি বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণৈকভক্তি-প্রতি-পাদক অন্যধর্ম্ম-নিরসক শ্রীমদ্ভাগবতে মৎসরপরায়ণগণের চিরবিদ্বেষহেতু শঙ্কা থাকিবেই। শঙ্কামাত্রই অপ্রামাণ্যের কারণ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বেদকল্পতরুমূলেই কুঠারাঘাত হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅচ্যুতানন্দ

গোপীনাথ পট্টনায়ক-কথা

রাজস্বহারী রাজদণ্ড

ভগবান্ গৌরহরি, নীলাচলে বাস করি'
নিত্য নব লীলা করে কত ;
নিরন্তর ভক্তসঙ্গে রহে কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে
কে বুঝে সে অদ্ভুত চরিত।

তথা দেব জগন্নাথ, আর প্রভু গোরাচাঁদ
দুঁহে হয় এক অবয়ব ;
সেবিতে গৌরাঙ্গ-পদ আসে দেব, নর যত,
সকলের পূরে মনোরথ।

ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, চৌদ্দ ভুবনের গুরু—
শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ;
অভয় চরণে তাঁর, সমর্পিত প্রাণ যার
নরলোকে সেই মহাধন্য।

ভবানন্দ গোষ্ঠীবর্গ, গৌরাঙ্গ-কৃপার পাত্র,
গৌর-পদে আশ্রিত যে তাঁরা ;
গৌরাঙ্গের তাঁরা নিত্য- পাল্য, ভক্ত সুবিশ্বস্ত
কেবা ত্রাতা আছে গোরা ছাড়া !

মালজ্যাঠা দণ্ডপাঠে রাজত্ব করেন সুখে
ভবানন্দ-পুত্র গোপীনাথ ;
আপন বিলাস-কার্য্যে করি' ব্যয় রাজ-অর্থে
ঋণী হয় সম্রাটের পাশ।

উড়িষ্যা-সম্রাট-দ্বারে ক্রমে তার বাকী পড়ে
দু' লক্ষ কাহন কৌড়ি শুল্ক ;
মাগিল তা' রাজা যবে, কহে গোপীনাথ দুঃখে,—
"কৌড়ি নাহি, শোধিব যে সদ্য।

হয়েছি বড়ই দীন,　　অবশ্য শোধিব ঋণ,
ভাবনা না করিহ রাজন্ ;
ক্রমে ক্রমে দিব অর্থ,　　এবে লহ' দশ অশ্ব,
ন্যায্য মূল্য করি' নিরূপণ। "
রাজা রাজি হ'লে ইথে,　　গোপীনাথ অশ্ব-সাথে
রাজদ্বারে হইল হাজির ;
এল রাজ-জ্যেষ্ঠপুত্র　　সঙ্গে করি' পাত্র-মিত্র,
অশ্ব-মূল্য করিবারে স্থির।
সে' রাজপুত্রের সনে　　ভক্ত গোপীনাথ-মনে
বনিবনা কভু নাহি রয় ;
অশ্ব হেরি' রাজপুত্র　　কম করি' কষে মূল্য
ইথে গোপীনাথ ক্রুদ্ধ হয়।
নিন্দিল রাজার পুত্রে　　নানারূপ অঙ্গভঙ্গে,
বড় জানা লজ্জা পেল তায় ;
হেনমতে রাজপুত্র　　হয়ে অপমানে ক্ষুব্ধ,
গেল ত্বরা মহারাজ-ঠাঁই।
কহে গিয়া মহারাজে,—　　"ওর বহু টাকা আছে,
তবু ঋণ ফাঁকি দিতে চায়,
আজি আজ্ঞা দেহ মোরে,　　চাঙ্গে চড়াইয়া ওরে
প্রাপ্য অর্থ করিব আদায়।"
কহে মহারাজ ধীরে,　　"অর্থাদি আদায় তরে
যা' উপায় হয় তাই কর ;
তখনি সে রাজপুত্র　　চাঙ্গ-তলে পাতি' খড়্গ
গোপীনাথে তোলে চাঙ্গ'পর।
গোপীনাথ-ভৃত্য এক　　আসি' ত্বরা প্রভু-পাশ
জানাইল সব বিবরণ ;
শুনিয়া কহেন প্রভু,　　"রাজা দোষী নহে কভু,
রাজা তা'র মাগে রাজধন।
দণ্ডার্হ সে' গোপীনাথ,　　করেছে অন্যায় কাজ,
রাজ-অর্থ করিয়া হরণ" ;
হেনমতে গোরাচাঁদ　　প্রকাশি' বিরক্তি-ভাব
গোপীনাথে করিলা নিন্দন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজের মহাপ্রয়াণ

অতিশয় বিরহের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণকে এক বিরহ-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত ৭ই কার্ত্তিক ১৩৭৩, একাদশী-তিথি সোমবার শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সুযোগ্য প্রচারক এবং হিন্দী শ্রীভাগবত-পত্রিকার সহকারী প্রচার-সম্পাদক **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ** আমাদিগকে চিরকালের জন্য বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর শ্রীভাগবত-পত্রিকা এবং যন্ত্রস্থ হিন্দী-সংস্করণ-বৈষ্ণবধর্ম্মের কাগজের ব্যবস্থার জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন এবং তথাকার কার্য্য সমাধা করিয়া ইং ২৪।১০।৬৬ তাং-এ সেখান হইতে ফিরিবার সময় প্রাতঃ ৪-৩০ মিনিটে মথুরা জংশনে ট্রেন হইতে নামিয়া যাত্রী বিশ্রামাগারে পৌঁছানমাত্রই অকস্মাৎ রক্তচাপে হৃদ্‌গতি বন্ধ হওয়ায় নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম মথুরাতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছিল। পিতার নাম শ্রীগণেশ শীল। তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল শ্রীহরিচন্দ্র। বাল্যকাল হইতেই কোন স্থানে হরিকীর্ত্তন অথবা ধর্ম্মালোচনা হইলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন। একটু বড় হইলে পর পিতাঠাকুর অল্প শিক্ষা দিয়াই ঘরের নিজ ব্যবসায় দেখাশুনা করিবার জন্য নিজের সঙ্গে রাখিতেন। অল্পশিক্ষা হইলেও তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন। কিছুদিন পর যুবাবস্থায় মাতা-পিতা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ দিয়াছিলেন। তবুও তাঁহার হৃদয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে হরিভজন করিবার পিপাসা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। ভগবৎ-কৃপাতেই কয়েকবৎসর পরই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এখন মাতা-পিতা, ঘরদুয়ার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গের খোঁজে ভারতে বিভিন্ন তীর্থে তিনি পর্য্যটন করিতে থাকেন।

এই সময়েই অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সংস্থাপকবর আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ অনেক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী ও ৪০০ যাত্রীর সহিত ঊর্জ্জাব্রতোপলক্ষে ১৩৬১ সনের কার্ত্তিকে শ্রীব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমার পশ্চাতে ইং ১৩।১২।১৯৫৪ তাং-এ মথুরায় সিভিল হাসপাতালের সম্মুখে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়া স্বদলবলে সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় একদিন কোথায়ও

সংবাদ পাইয়া হরিচন্দ্রজীও তথায় উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া এত মুগ্ধ হন যে, সেইদিনই শ্রীশ্রীল গুরুদেবের অভয় চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি ঐ দিন হইতেই মঠে বাস করিয়া শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পর শ্রীশ্রীল আচার্যদেব তাঁহার নিষ্ঠা এবং ভজন-পিপাসা লক্ষ্য করিয়া শ্রীহরিনাম-দীক্ষা প্রদানান্তে তাঁহাকে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের বিবিধ প্রকার সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। স্কুলের শিক্ষা অধিক না হইলেও প্রখরবুদ্ধি এবং কঠোর অধ্যবসায় ও সর্ব্বোপরি একনিষ্ঠ গুরুসেবা ও ভক্তির বলে শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন এবং উপাসনার সিদ্ধান্তকে হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং সহজ সরল ও রসময়ী কিন্তু ওজস্বিনী ভাষায় ঐসকল সিদ্ধান্ত শ্রোতৃগণকে শ্রবণ করাইয়া মুগ্ধ করিতেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সেবাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'সেবা-কৌস্তুভ' উপাধি প্রদান করিয়া ইং ১৯৬১ সনের জুন মাসে শ্রীভাগবত-পত্রিকার সহকারী প্রচার-সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং ৪৭৮ গৌরাব্দ (ইং ১৭ই মার্চ্চ ১৯৬৫) শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-বাসরে তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। তিনি খড়ি হিন্দী (দেশের প্রচলিত ভাষা), মধুরাতি, মধুর ব্রজভাষার অতিরিক্ত গুরুমুখী, বাংলা প্রভৃতি বহু ভাষা জানিতেন। তাঁহার গুণের কথা আর কত বর্ণনা করিব। তাঁহার স্বধাম-গমনে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতি এক দেদীপ্যমান কৌস্তুভ হারাইয়াছেন। তাঁহার নিজের গুরুনিষ্ঠা, সেবা-পরায়ণতা এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবাণী প্রচার—এই সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকেও জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় তৎপর রাখিয়া ভজনে বল প্রদান করুন এবং এই বিরহাঞ্জলি গ্রহণ করুন, ইহাই তাঁহার চরণে কাতর প্রার্থনা।

অতঃপর ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে এক শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে এক বিরহ-সভার আয়োজন হয়। তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের ভাষণের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এবং বিরহজনিত রুদ্ধ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সংক্ষেপে অত্যন্ত বিরহপূর্ণ এক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণ

শ্রবণে সভার সমস্ত লোকই কাঁদিতে থাকে। এই সময়ে ঐস্থানে মনে হয় যেন বিরহের প্রতিমূর্ত্তি স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেই ভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নিজের সন্তানের বিচ্ছেদে পিতামাতার কিপ্রকার শোক হয় তাহার অনুভব আমার নাই, কেননা আমি ত আকুমার ব্রহ্মচারী; কিন্তু শিষ্যের জন্য কিপ্রকার বিরহ-বেদনা হইতেছে, ইহা আমার পূর্ণরূপে অনুভূত হইতেছে। শ্রীমান্ জগবন্ধু, শ্রীমান্ অনঙ্গমোহন এবং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনের বিয়োগের পর এই আমার চতুর্থ শিষ্য-বিয়োগ। ভিক্ষু মহারাজের অগাধ-গুরু-নিষ্ঠা আদর্শস্থানীয় ছিল।

দেহত্যাগের শেষদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষু মহারাজ বাণীর সেবা করিয়াছেন, সেইজন্য তাহাকে হিন্দী শ্রীভাগবত-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উত্তর প্রদেশের বহুস্থানে তিনি মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন। বাণী যাহাতে পূর্ণভাবে প্রচারিত হয় সেইজন্য তাহার চেষ্টাতে হিন্দীতে জৈবধর্ম্ম ছাপা হইতেছিল। মাত্র ভূমিকা বাকী, সেই ভূমিকা ছাপাইবার জন্য দিল্লীতে কাগজ আনিতে গিয়াছিল এবং সেখান হইতে ফিরিয়া কৃষ্ণের জন্মস্থলী মথুপুরীতে প্রবেশ করিতেই শ্রীমধুসূদন হরি হরিদাসকে (ভিক্ষু-মহারাজের পূর্ব্বনাম) নিজের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া চিরদিনের জন্য নিজের নিকট রাখিয়াছেন। **বাণীর মধ্যেই ভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।** সেই বাণীর সেবাচিন্তা করিতে করিতে তাহার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ হইয়াছে। গুরুদেবের প্রতি ছিল তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই ছিল তাহার জীবনের ব্রত। একটুকু আধটুকু ব্যবহারিক দোষ দোষের মধ্যে গণ্য নহে, তিনি ছিলেন ঐকান্তিক সেবক। পিতার সম্মুখে পুত্রের দেহত্যাগ যে কতই বিরহ-বেদনাব্যঞ্জক তাহা অপরে কিপ্রকারে জানিতে পারিবে? **ভিক্ষুক মহারাজ বৈকুণ্ঠে গিয়াছে।** আমরা মৃত্যুর সময় রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকি, কিন্তু ভিক্ষু মহারাজ সেবার মাধ্যমে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অতএব কৃষ্ণের পাদপদ্মে তাহার স্থান হইয়াছে।"

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রী অন্নকূট-মহোৎসব

বিগত বৎসর সমূহের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সকল মঠেই গত ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩ই নভেম্বর, রবিবার শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ-বিহারীর অন্নকূট-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই উৎসব বিরাটভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মঠে এই দিবস সকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের বৃন্দাবনে গোপাল-প্রকটে অশ্রুতপূর্ব্ব 'অন্নকূট'-মহোৎসবের বিবরণ পাঠ, গিরিরাজ শ্রী শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইয়াছে। ৩০০ শত প্রকারের অধিক বিবিধ অপূর্ব্ব ভোগরাগ-সামগ্রী মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা বিনোদবিহারীকে নিবেদন করা হয়। ভোগ নিবেদনের পর সমাগত কয়েক সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও এই মহামহোৎসবের আকর্ষণে ছুটিয়া আসেন।

এই বৎসর শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও 'অন্নকূট' মহোৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, কারণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্বয়ং ঐসময় মথুরা-মঠে বিরাজমান ছিলেন। সেইস্থানে এই দিবস আয়োজিত এক ধর্ম্মসভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অন্নকূট মহোৎসবের মহত্ত্ব তথা ভক্তি-তত্ত্বের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত লইয়া হিন্দী ভাষায় এক গভীর দার্শনিকমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর উপস্থিত জনসমূহকে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী-জিউ-এর বিবিধ প্রকার সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য সকল মঠেও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীলগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ, উত্থান-একাদশীতে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব সমিতির সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছে। বাণী-আনা শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভক্তিধর্ম্মপোষণে বিবিধ প্রচেষ্টা, অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন ও সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ অপ্রাকৃত গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন-

মুখে সমস্ত দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পর দিবস দ্বাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-সমাপ্তি

বিগত ২৯শে বামন, ১৭ই আষাঢ় হইতে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সর্ব্বত্র শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়াছিল। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের শেষ মাস—দামোদর মাস। এই ব্রতকালে শাস্ত্র-বিহিত ভজনানুকূল বিবিধ নির্দ্দেশাদি পালন, বিশেষত দামোদর মাসে আরও কঠোরভাবে গ্রাম্য-ইতর কথায় বৈরাগ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক অহোরাত্র হরিকথা আলোচনায় গত ৩০শে দামোদর, ১২ই অগ্রহায়ণ এই ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র দামোদর মাস শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সেবকগণ মাত্র একপাকে প্রস্তুত প্রসাদ সেবন করিয়াছেন। কেহ কেহ একাহারে ও ভূমিশয্যায় দামোদর-ব্রত পালন করিয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে যে জন চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করে না, "জীবন্নপি মৃতো হি সঃ" —ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। এই দিবস ভোগারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মধ্যাহ্নে বিবিধ রসসংযুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

দামোদর-ব্রতে ভাগবত-পাঠ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাশীনগর গ্রামনিবাসী সমিতির আশ্রিত শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার আলয়ে সমিতির পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমাদ্বৈতী মহারাজ ও আরও ২/৩ মূর্ত্তি মঠবাসী ব্রহ্মচারী গত সমগ্র দামোদর মাস প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোন কোন দিবস সন্ধ্যায় ছায়া-চিত্রযোগেও শাস্ত্রকথা কীর্ত্তন করা হইত। এই ভাগবত-সভায় বহুলোকের সমাগম হইত। ব্রত সমাপ্তির শেষের কয়েক দিবস পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ তথায় ভাগবত-পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ব্রত-সমাপ্তির দিন বহুলোককে শ্রীপাদ সনাতন প্রভু মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। সমিতির বাণী প্রচারে তাঁহার এই চেষ্টা ভক্তগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মথুরাধামে শুভবিজয় ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

গত ২৮শে হৃষীকেশ ৪৮০ গৌরাব্দ, ১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম অর্দ্ধশতাধিক যাত্রী লইয়া ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন কৃষ্ণলীলাস্থলী পরিক্রমণে বেলা ১০ ঘটিকায় 'তুফান এক্সপ্রেস' যোগে হাওড়া হইতে সমিতির মথুরা মঠে শুভবিজয় করেন। পরদিবস বেলা ২টায় তিনি মথুরা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে মথুরা মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ মাল্যাদি লইয়া শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মকে বিপুল অভ্যর্থনা ও শোভাযাত্রা সহকারে মোটরযানে করিয়া মঠে লইয়া যান। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম মথুরা মঠেই বিরাজ করিতেন। অনন্তর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত হরিজন মহারাজ শ্রীশ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশে যাত্রিগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, বিশ্রামঘাট, মধুবন, তালবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, কাম্যবন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, সংকেত, যাবট, খৈরা, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব কেয়ারী, বৃন্দাবন, শ্রীবন, মানস সরোবর, গোকুল, মহাবন, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাবস্থলী রাভেল প্রভৃতি দর্শনান্তে পুনরায় মথুরা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইস্থানে একদিন বিশ্রামের পর প্রয়াগ, বারাণসী ও গয়া দর্শন করিয়া তাঁহারা সুষ্ঠুরূপে ১০ই কার্ত্তিক হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রয়াগের পথে আগ্রাতেও একদিন অবস্থান করা হয়। সুষ্ঠুভাবে পরিক্রমা পার্টির পরিচালনায় শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারীর সেবাতৎপরতাও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যতমদেব মথুরাতেই অবস্থান করিতে থাকেন। এইস্থানে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে জিলা-বিদ্যালয়-নিরীক্ষক, উকীলবৃন্দ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আগমন করিতেন। মথুরা ধামে শ্রীগৌর-বাণীর প্লাবন বহাইয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব দামোদর-ব্রত-সমাপ্তির পর দিবস ১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সগোষ্ঠি মথুরা হইতে শুভযাত্রা করিয়া লক্ষ্ণৌতে সমিতির আশ্রিত শ্রীপীতাম্বর পন্থের (S.D.O.) গৃহে এক রাত্রি সারস্বত-বাণী কীর্ত্তন করিয়া কাশীতে শুভাগমন করেন। -এই স্থানে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের আশ্রমে তিন দিবস অবস্থান করিয়া

অপ্রাকৃত শব্দ-বিজ্ঞানের প্রথম পর্য্যায় সমগ্র বেদ, আরও কতিপয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, (সর্ব্বমোট মূল্য ১০০৲ এক হাজার টাকা) এবং নবদ্বীপস্থ শ্রীমন্দিরের জন্য একটী সুবৃহৎ পিতলের ঘণ্টা (২ মণ ওজন) সংগ্রহ করিয়া ১৯শে অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যতমদেব নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরাজ করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বহরমপুরে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি

বিগত ১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর, মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সুযোগ্য প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ সকল জীবের কর্ণপুরে বৈকুণ্ঠ-জগতের রম্য-বাণী বহনের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া একটী প্রচার-সঙ্ঘ সহ বহরমপুর শহরে গমন করেন। তথায় বিখ্যাত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রায় দেড়মাস যাবৎ তাঁহারা অবস্থান করিয়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন বাটীতে কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় উপাখ্যান প্রদর্শন-মুখে গৌরবাণীর প্রবলভাবে প্রচার করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পরিচালকগণের এই প্রচার-কার্য্যে সহায়তা প্রদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ রায় B.Sc., M.B., শ্রীযুত সুকুমার সিংহ, শ্রীযুত রামকানাই ধর, শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র মুখার্জ্জি, শ্রীযুত রমেন্দ্র কুমার দাস, শ্রীযুত সঞ্জয় কুমার মণ্ডল ও শ্রীযুত কালিদাস ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দেরও সমিতির শিক্ষা-প্রচারে সহানুভূতি প্রশংসার্হ। তাঁহারা সকলেই নিত্যকাল এইভাবে হরিসেবায় লিপ্ত থাকুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে সমিতির আন্তরিক কামনা। —নিজস্ব

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা শ্রীপত্রিকার দেয় ভিক্ষা কোন লোক মারফৎ জমা দিবার জন্য যদি দেন, সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকা-অফিসে সংবাদটী পত্র দ্বারা জানাইয়া দিলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৯৩ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব (শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১৮ নারায়ণ, ৪৮০ গৌরাব্দ
শনিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৭৩; ইং ১৪।১।১৯৬৭ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীদেবগণকৃতং "শ্রীশ্রীপরমেশ্বর-স্তোত্রদ্বাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে— ৩৩-৪৪)

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি॥ ১॥

(হে ভগবান্) আপনি আশ্রয়হীনের ন্যায় এবং প্রাকৃত শরীর-রহিত হইয়াও আমাদিগের কোনরূপ সহায়তার অপেক্ষা করিতেছেন না; আপনি এই প্রপঞ্চের উপাদান কারণ হইয়াও নির্ব্বিকার আত্মস্বরূপে এই মায়াগুণময় বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছেন। অথচ আপনি স্বয়ং ত্রিগুণাতীত; আপনার এই ক্রীড়াযোগ অতীব দুর্ব্বোধ॥ ১॥

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ

স্বকৃতকুশলাকুশলফলমুপাদদাতি। আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ॥ ২॥

দেবদত্তাদি সংসারী জীবগণ যেমন সংসারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বকৃত শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়, আপনিও কি তেমনই পরব্রহ্ম হইয়াও এই সংসারে জীবের ন্যায় গুণ কার্য্য-ভূত-শরীরে অবস্থিত হইয়া কালকর্ম্মাদির অধীনে স্বকৃত কুশলাকুশল কর্ম্মভোগ করেন, কিম্বা আত্মারাম উপশমশীল ও নিত্য-চিচ্ছক্তিযুক্ত অবস্থায় কেবলমাত্র সাক্ষীরূপে এই সংসারে বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না॥ ২॥

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিত-গুণগণ ঈশ্বরেঽনবগ্রাহ্য-মাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃকরণাশয়-দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপ-দ্বয়াভাবাৎ॥৩॥

আপনার মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয়। কারণ আপনি ভগবান্, আপনি অপরিমিত গুণগণশালী ঈশ্বর, আপনার মাহাত্ম্য অন্যের অবোধ্য। বৈশেষিকাদি নব্যশাস্ত্রে বিকল্প (এইরূপ কিম্বা এইরূপ?), বিতর্ক (এস্থলে কোন্‌টী যুক্তিযুক্ত?), বিচার (এইরূপই হইবে) ও প্রমাণাভাস (দুষ্টপ্রমাণ) অবলম্বনপূর্ব্বক কুতর্কাদি বিদ্যমান। তদ্দ্বারা যাহাদিগের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত বস্তু সংস্পর্শ করিতে পারে না। তাহাদের দুষ্ট আগ্রহ-নিবন্ধন যে বিবাদ উপস্থিত হয়, আপনি তাহার অগোচর, আপনি সমস্ত মায়া-প্রপঞ্চ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, আপনি অদ্বিতীয় আপনাতে কর্ত্তৃত্ব-অকর্ত্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ, প্রভৃতি কিছুই বিরুদ্ধ নহে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আত্মমায়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তির সাহায্যে আপনাতে দুর্ঘট কি আছে? কারণ আপনাতে স্বরূপদ্বয় অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তি, এই অবস্থাদ্বয়, বর্ত্তমান নাই। (অতএব স্বকীয় মায়াপ্রভাবে আপনি সকলই করিতে পারেন)॥ ৩॥

সমবিষম-মতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্॥ ৪॥

রজ্জুখণ্ডতে যথার্থবুদ্ধিশালী ব্যক্তি উহাকে রজ্জু বলিয়াই জানিতে পারে বলিয়া তাহা হইতে যেমন কখনও ভয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করিয়া তাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, আপনিও তেমনি সমবুদ্ধি অর্থাৎ

জ্ঞানী ব্যক্তিকে অভয় প্রদান করেন এবং বিষম-বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে ভয় প্রদান করেন। বস্তুতঃ তাহারা নিজ-নিজ মতিভেদেই যথাক্রমে ভয় ও অভয় প্রাপ্ত হয়—আপনাতে সম-বিষমভাব নাই ॥ ৪ ॥

স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সকলজগৎ-কারণ-কারণভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ ॥ ৫ ॥

বিচার করিলে দেখা যায় যে, যিনি নানাভাবে প্রতীত হন, তিনিই সকল প্রপঞ্চে পরমার্থভূত সৎ-স্বরূপ, তিনিই সর্ব্বেশ্বর জগৎকারণ মহদাদিরও কারণীভূত, তিনিই সর্ব্বজীবের প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, তিনিই সকল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-প্রভৃতির প্রকাশকরূপে উপলক্ষিত হইয়া থাকেন, তিনি ভিন্ন সকলই জড়প্রায় "নেতি নেতি" এই শ্রুতিদ্বারা পর্য্যবসিত। সেই তিনি—আপনি ভিন্ন আর কেহই নহেন ॥ ৫ ॥

অথহ বাব তব মহিমামৃত-রস-সমুদ্রবিপ্রুষা সকৃল্লীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরত-সুখেন বিস্মারিতদৃষ্টি-শ্রুতি-বিষয়-সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূত-প্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিরতনির্বৃতমনসঃ কথমুহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়-সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসার-পর্য্যাবর্ত্তঃ ॥ ৬ ॥

অতএব হে মধুসূদন, আপনার মহিমামৃত-সমুদ্রের বিন্দুমাত্রও যাঁহারা একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এক অজস্র আনন্দ-প্রস্রবণ উত্থিত হইয়া মায়িক-দৃষ্টি-শ্রুতিজাত বিষয়-সুখাভাসকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত পরম-ভাগবত। তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃদ্, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ আপনাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরমসুখ লাভ করেন। যাঁহারা পুরুষার্থে নিপুণ এবং আপনিই যাঁহাদের আত্মা ও প্রিয় সুহৃদ্, সেই ভক্তগণ, যাহাতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না—আপনার সেই চরণাম্বুজ-সেবা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে ? ৬ ॥

ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোক-মনোহরানুভাব তবৈব বিভূতয়ো দিতি-দনুজাদয়শ্চাপি তেষামুপক্রমসময়োঽয়মিতি

স্বাত্মমায়য়া সুর-নর-মৃগ-মিশ্রিতজলচরাকৃতিভির্যথাপরাধং দণ্ডং দণ্ডধর দধর্থ এবমেনমপি ভগবন্ জহি ত্বাষ্ট্রমুত যদি মন্যসে ॥ ৭ ॥

হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, হে ত্রিভুজন-জনক, হে ত্রিবিক্রম, (বামনরূপধারি), হে ত্রিনয়ন, (নৃসিংহ-রূপধারিন্), হে ত্রিলোক-মনোহরানুভাবশীল, দৈত্য-দানব এবং মনুষ্য প্রভৃতিও আপনারই বিভূতি ; হে দণ্ডধর, আপনি সর্ব্বদাই দৈত্যগণের অভ্যুত্থানকাল অবগত হইয়া স্বকীয় মায়া-শক্তিবলে কখনও—সুরাকৃতি বামনাদি অবতার, কখনও নরাকৃতি রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, কখনও মৃগাকৃতি বরাহাদি অবতার, কখনও মিশ্রাকৃতি হয়গ্রীব-নৃসিংহাদি অবতার এবং কখনও জলচরাকৃতি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক অসুরগণের অপরাধানুযায়ী দণ্ডবিধান করিয়াছেন। হে ভগবান্, অদ্য এই বৃত্রাসুরকেও যদি বধযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে সেইরূপভাবে উহাকে বিনাশ করুন ॥ ৭ ॥

অস্মাকং তাবকানাং ততত্ত নতানাং হরে তব চরণনলিন-যুগল-ধ্যানানুবদ্ধ-হৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গ বিবরেণাত্মসাৎকৃতানামনুকম্পানু-রঞ্জিত-বিশদ-রুচির-শিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিত-মধুর-মুখরসামৃত-কলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্ ॥ ৮ ॥

হে রক্ষক, হে পিতামহ, হে অনঘ (হরে), আমরা আপনার চরণযুগলে প্রণত, আপনার চরণারবিন্দযুগল ধ্যানে আমাদের চিত্ত শৃঙ্খলিত। আপনি নিজমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক অনুকম্পানুরঞ্জিত বিশদ শীতল মৃদুহাসিযুক্ত অবলোকন এবং অনুকম্পাজাত মধুরপ্রিয় বচন-সুধাদ্বারা আমাদের "বৃত্র"-ভয়-জনিত মনস্তাপ প্রশমিত করুন ॥ ৮ ॥

অথ ভগবংস্তবাস্মাভিরখিলজগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়-নিমিত্তায়মান-দিব্য-মায়াবিনোদস্য সকলজীবনিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্ম-প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশ-কাল-দেহাবস্থানবিশেষং তদুপাদানোপলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্, আপনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াদ্বারা সর্ব্বদা বিলাস করিতেছেন। সকল জীবসমূহের হৃদয়মধ্যে ব্রহ্ম ও অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে এবং বাহিরে প্রকৃতি-রূপে আপনিই বিরাজ করিতেছেন। দেশকাল ও বাল্যপৌগণ্ডাদি দেহাবস্থান অতিক্রম না করিয়াও অর্থাৎ স্বীকার করিয়াও এই সকলের ঐ সমস্ত উপাদানের জ্ঞাতারূপেও আপনিই প্রতীয়মান হইতেছেন। আপনি বুদ্ধ্যাদি সকল প্রত্যয়ের সাক্ষী, আপনি আকাশের ন্যায় অর্থাৎ গুণাদির দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হন না, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা। অগ্নির অংশগত স্ফুলিঙ্গসমূহ যেরূপ অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ স্ফুলিঙ্গসদৃশ চিৎকণ আমরাও সর্ব্বজ্ঞ আপনার নিকট কার্য্যার্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ আপনি সমস্ত জ্ঞাত আছেন, আপনার অবিদিত কিছুই নাই ॥ ৯ ॥

অতএব স্বয়ং তদুপকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণ-শতপলাশচ্ছায়াং বিবিধ-বৃজিন-সংসারপরিশ্রমোপশমনীমুপসৃতানাং বয়ং যৎকামেনোপসাদিতাঃ ॥ ১০ ॥

আপনি সর্ব্বজ্ঞ ; অতএব আমরা যে কার্য্যসিদ্ধি কামনায় ভগবান্ পরম-গুরুরূপী আপনার চরণ-কমলচ্ছায়ায় উপনীত হইয়াছি, আমাদিগের সেই কার্য্য আপনি স্বয়ংই সম্পাদন করুন। আপনার এই চরণকমলচ্ছায়ায় শরণাগতগণের (বহুজন্মের) বিবিধ পাপজনিত সংসার-পরিশ্রমের উপশম হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্ ।
গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥ ১১ ॥

অতএব হে ঈশ। আপনি ত্রিভুবন-গ্রাসকর্ত্তা ত্বষ্টৃনন্দন বৃত্রাসুরকে সংহার করুন। হে কৃষ্ণ! এই অসুর আমাদিগের তেজোরাশি অস্ত্র এবং আয়ুধ সকলকেও গ্রাস করিয়াছে ॥ ১১ ॥

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায়
কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায় ।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্ত-
বন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥ ১২ ॥

আপনি অতি বিশুদ্ধ, হৃদয়াকাশবাসী, চিত্তবৃত্ত্যাদির সাক্ষী, সদানন্দ কৃষ্ণস্বরূপ, উজ্জ্বল যশস্বী, অনাদি, সৎসংগ্রাহ্য, অথবা সতের অনুগ্রাহক। যে সংসার-পান্থগণ আপনার শরণাগত হয়, সংসারান্তে আপনিই তাহাদের উত্তম ফলরূপে লভ্য হইয়া থাকেন। অতএব হে হরে! আপনাকে নমস্কার করি॥ ১৩॥

বিচার-আদালত

বিচারপতি

১। স্বয়ম্ভু, ২। নারদ, ৩। শম্ভু, ৪। সনৎকুমার, ৫। কপিল, ৬। মনু, ৭। প্রহ্লাদ, ৮। জনক, ৯। ভীষ্ম, ১০। বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম, (**দ্বাদশজন**)।

মানব-সাধারণ বনাম **গৌড়ীয়।**

নালিশের কারণ।

গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক **মানব সাধারণের** কায়-মনোবাক্যের সহিত **গৌড়ীয়ের** কায়মনোবাক্যের **ভেদ-স্থাপন** করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ নালিশ।

বাদীপক্ষে ঃ—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪। দত্তাত্রেয়, ৫। অষ্টাবক্র, ৬। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা

১। ঈশ্বরকৃষ্ণ, ২। গৌড়পাদ, ৩। গোবিন্দ, ৪। শঙ্করাচার্য্য, ৫। বিদ্যারণ্য, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৭। আনন্দগিরি, ৮। মধুসূদন সরস্বতী, ৯। স্বপ্নেশ্বর, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষু, ১১। শেষ নাগ, ১২। বাচস্পতি মিশ্র ইত্যাদি।

মোক্তারের তালিকা

১। কুল্লুক ভট্ট, ২। উদয়নাচার্য্য, ৩। শিহ্লণ মিশ্র, ৪। কুমারিল ভট্ট, ৫। রঘুনন্দন, ৬। কমলাকর, ৭। হলায়ুধ প্রভৃতি।

বিবাদীর পক্ষেঃ—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। ঋষভ, ২। নবযোগেন্দ্র, ৩। প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতাগণ, ৪। ধ্রুব, ৫। পৃথু, ৬। মৈত্রেয়, ৭। উদ্ধব প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা

১। রামানুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩। নিম্বাদিত্য, ৪। বিষ্ণুস্বামী, ৫। বেদান্তদেশিকাচার্য্য, ৬। জয়তীর্থ, ৭। শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধরস্বামী, ৯। বিল্বমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১। বল্লভাচার্য্য, ১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব প্রভৃতি।

মোক্তারের তালিকা

১। কৃষ্ণদেব, ২। গোপাল ভট্ট, ৩। ধ্যানচন্দ্র, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। গোপীনাথ দাস প্রভৃতি।

বিচারকালে সাক্ষীর তালিকা উভয়পক্ষ হইতে দাখিল করা হইবে এবং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই ইচ্ছামত নিজ নিজ ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তারাদি নিয়োগ, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিবার অধিকার রাখিবেন। সম্প্রতি প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে বাদিগণের নয় শত অভিযোগ দাখিল করা আবশ্যক।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(স্মৃতি-প্রস্থান)

পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি

১। পুরাণে যখন সকলের অধিকার, তখন ঐ শাস্ত্র বেদ হইতে ন্যূন নহে কি?

"সকল নিগমবল্লীর সারতত্ত্ব-রূপ কৃষ্ণনামে যেমন সকলেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ বেদতুল্য পুরাণ-ইতিহাসে সকলেরই অধিকার থাকায় তাহাদের মাহাত্ম্যের খর্ব্বতা স্বীকার করা যায় না। যে ব্যাস বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, তিনিই পুরাণ ও ইতিহাসের সংগ্রহকর্ত্তা; অতএব তাহাতে পুরাণসকলের মাহাত্ম্য ও বেদতুল্যতা উপলব্ধ হয়।"

—'ষট্‌সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

২। গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কি? গীতাতে ভক্তিবিষয়ক বিচার মধ্যস্থলে রক্ষিত হইল কেন?

"গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব, অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ এবং অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তি-বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয়-অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।"

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৩। গীতার বিচারে জীবের চরম উদ্দেশ্য কি?

"বিশুদ্ধভক্তিই গীতাশাস্ত্রে জীবের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে ভগবৎশরণাপত্তিই যে "সর্ব্ব-গুহ্যতম' উপদেশ, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে।" —'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৪। গীতা কি যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে?

"অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার নিষ্ঠারই উদাহরণমাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়।" —'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৫। গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

"গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে-স্বভাবসম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগি-কর্ম্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত।"

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৬। সাত্বতী শ্রুতি কি?

"ভাগবতকে 'সাত্বতী শ্রুতি' বলা হইয়াছে।"

—ষট্‌সন্দর্ভ' সঃ তোঃ ১১।১০

৭। কোন্ কোন্ গ্রন্থপাঠ করিলে আত্মমঙ্গল হয়?

"যে-সকল গ্রন্থে শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অন্য মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৮। কোন্ গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ?

"গীতাশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ। যিনি গীতাশাস্ত্রের অমৃতময়

উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার পক্ষে অন্য শাস্ত্রের ভার বহন করার অন্য নাম—শাস্ত্র-গর্দ্দভতা মাত্র।"　　—'সমালোচনা', সঃ তোঃ, ১২।২

৯। বেদের প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক শাস্ত্র কি?

"পুরাণশাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থ-প্রকাশক। উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই সৎ-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস।"　　—তঃ মুঃ ২

১০। প্রকৃত বেদতাৎপর্য্য কোথায় পাওয়া যায়?

"বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ জগতে বেদবাক্য-তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদ-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৬।১৪৩-১৪৮

১১। 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'র সহিত কর্ম্মিগণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থের পার্থক্য কি?

"শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামী ভক্তগণের সদ্ধর্ম্মরক্ষার্থ এই সারদীপিকা-পদ্ধতি রচনা করিলেন। বৈদিকানুশাসনক্রমে অনিরুদ্ধ ভট্ট, ভীমভট্ট ও শ্রীমদ্গোবিন্দানন্দ ভট্টাদি কর্ম্মিগণের জন্য পদ্ধতিসমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট কর্ম্মিগণের এবং শ্রীভবদেব ভট্ট বেদানুষ্ঠাতৃগণের জন্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমান্তর্গত ও অন্ত্যজ বর্ণোৎপন্ন গোবিন্দ-ভক্তগণের জন্য বেদপুরাণ ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যদ্বারা সেবা ও নামাপরাধ বিচারপূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চনপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এই 'সৎক্রিয়া-সারদীপিকা'-পদ্ধতি রচিত হইল।"　　—সঃ সাঃ দী, (বঙ্গানুবাদ)

– জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গোপীনাথ পট্টনায়ক-কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

আর্ত্তের বিপদ-ভঞ্জন

চাঙ্গ'পরে গোপীনাথ স্মরি' নিজ অপরাধ
এক মনে জপে কৃষ্ণনাম,
রহি' মরণের দ্বারে, মৃত্যুরে না ভয় করে,
গোরা-পদে সঁপি' মন প্রাণ।
হেন গোপীনাথ-চিত্ত কভু নহে ভয়ে ভীত,
বড় জানা হেরি' তা বিস্মিত ;
সবংশে বাণীনাথেরে বান্ধি' আনে দরবারে,
তবু গোপীনাথ নহে ভীত।
প্রভুপাশে লোক গিয়া জানাইলা প্রণমিয়া
এ খবর তাঁহারে ত্বরায়,
কহে, "ওগো দয়াবান্ গোপীনাথে কর ত্রাণ,
তুঁহু বিনা কে আছে রক্ষায় ?"
ভক্তগণ কহে,—"প্রভু ! উদাস হয়ো না কভু,
রামানন্দ-গোষ্ঠী তব দাস" ;
ক্রোধে প্রভু ক'ন তবে, "তোমরা কি চাহ সবে
প্রার্থী হ'য়ে ধাই রাজা-পাশ ?
গিয়া আমি রাজদ্বারে, তা'র করমুক্তি তরে,
যদি মাগি দু'লক্ষ কাহন ;
তবু রাজা কৃপাদৃষ্টে পাঁচ গণ্ডার এ বিপ্রে
অত ধন ছাড়িবে বা কেন ?"
তদা পুনঃ লোক আসি' প্রভুর চরণ স্পর্শি'
কাঁদি কহে করিয়া মিনতি,—
"পূর গোপীনাথ-আশ, বাঁচাও তাহারে আজ,
তুমি তার একমাত্র গতি।

বড় জানা বুঝি এবে　　বধিবেন গোপীনাথে,
তাই আমি এসেছি ছুটিয়া,
জানি হে কৃপায় তব　　সবই হয় সম্ভব,
দেহ' তাঁর বন্ধন মোচিয়া।"
যত ভক্তগণ সবে,　　জানালেন প্রভু-পদে,—
"রক্ষ তা'রে করিয়া করুণা,
তোমার অভয়-পদে　　দেহ-মন সঁপেছে সে
সর্ব্ব দোষ কর তার ক্ষমা।"
শুনি' হেন কাকুবাণী　　কহিলেন গোরামণি,—
"ভিক্ষু আমি কি করিতে পারি?
তা'র প্রাণরক্ষা-তরে　　যাও জগন্নাথ-দ্বারে,
জগন্নাথই মুক্তিদাতা হরি।
'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা'　　করিতে সমর্থ সদা
পরমেশ্বর জগন্নাথ প্রভু,
তাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ　　সর্ব্বস্ব তাঁর আয়ত্ত্ব
তিনি বৈ রক্ষক নাহি কভু।"
গৌরাঙ্গের যাহা ইচ্ছা　　তাহা জগন্নাথ-বাঞ্ছা
গৌরাঙ্গই মূর্ত্ত জগন্নাথ,
জগন্নাথ-ভৃত্য তাই　　গিয়া ত্বরা রাজ-ঠাঁই
কহে,—"এ কি কাণ্ড, নহে হিত!
রাজস্বের বিনিময়ে　　গোপীনাথ-প্রাণ ল'য়ে
রাজস্ব না মিলিবে কখন;
তোমার সেবক সে যে,　　সেবকে বধিয়া শেষে
কিবা ধর্ম্ম হইবে পালন?
সেবকের প্রাণদণ্ড,　　নহে কভু রাজধর্ম্ম,
তোমা' পক্ষে ইহো না জুয়ায়;
লহ অশ্ব ঠিক দামে,　　ঋণ সে শোধিবে ক্রমে,
যত্ন লহ তাহার রক্ষায়।"

হরিচন্দনের পাশে শুনি' এ বারতা শেষে,
সচকিতে কহিলা নৃপতি,—
"গোপীনাথ-বিনাশিতে নাহি ইচ্ছা মোর চিতে
দ্রব্য পেলে দানিব মুকতি।
রক্ষিতে তাহার প্রাণ কর সর্ব্ব সমাধান
তোমা' পরে করিনু নির্ভর";
হরিচন্দন পাত্র তবে গিয়া বড় জানা কাছে
রাজ-আজ্ঞা জানাল সত্বর।
তখন তাহার অশ্বে কেনা হ'ল ঠিক মূল্যে,
কিছু ঋণ শোধ হ'ল তায়;
ঋণ যা' রহিল বাকী তাহার মুদ্দতি লিখি'
গোপীনাথ পরিত্রাণ পায়।

ভক্তের মর্য্যাদা

এথা প্রভু ইচ্ছাময় জানাতে ভক্তির জয়
জিজ্ঞাসে গোপীনাথ সেবকে,
"বন্ধনেতে বাণীনাথ করেছিল কিবা কাজ,
বিশ্লেষিয়া কহ তা' আমাকে।"
সেবক কহিল ধীরে, "বাণীনাথ নিরন্তর
অঙ্গুলিতে নাম-সংখ্যা রাখে,
সহস্র নাম পূর্ণ ক'রে, কাটে রেখা অঙ্গ' পরে
নিতি হেন হরিনাম জপে।"
কহে অন্য ভক্ত সবে, "তোমার করুণা এ যে,
সদা নাম জপে সে বিরলে।"
শুনিয়া এতেক বাণী কহে হাসি' গোরামণি—
"নামে রুচি ইহারেই বলে।"
রাজগুরু কাশীমিশ্র হেনকালে এল তত্র
দরশিতে গৌরাঙ্গ-চরণ,

প্রভু কহিলেন দুঃখে, "শান্তি হেথা না বিরাজে
দেখি' শুনি' ক্ষুব্ধ হয় মন।
ভবানন্দ-গোষ্ঠী প্রতি রাজা যা' দিতেছে শাস্তি
বারংবার কহে তারা মোরে ;
আলালনাথে যেতে তাই হয় মোর অভিপ্রায়,
নাহি চাহি হেথা রহিবারে।"
শুনি' মিশ্র হেন বাণী, কহে,—"হে ভুবনস্বামী,
তব দুঃখ দাগা দেয় মোরে,
গোপীনাথ-বিপদেতে আসে ভৃত্য তোমা' কাছে
তার দুঃখমোচনের তরে।
যেও না চলিয়া কভু, রহ হেথা ওগো প্রভু—
তুমি যে গো মোদের শরণ;
তোমা' ছাড়ি' বাঁচিব না, মৎস্য যেন জল বিনা
নাহি পারে ধরিতে জীবন।"
এত কহি' রাজগুরু গেলা ফিরে স্বমন্দির
মর্ম্মাহত হইল হৃদয়,
মধ্যাহ্নে আসিলে নৃপ সেবিতে শ্রীগুরু-পদ,
কহিলেন সকল বিষয়।
শুনি' মহাপ্রভু-বাঞ্ছা দুঃখিত হইল রাজা,
কহে,—"গোরা মোর প্রাণধন,
মোর বলি' যাহা আছে সকলি দিয়াছি সঁপে
এতে ছাড় দু'লক্ষ কাহন!
বধিবারে গোপীনাথে নাহি ইচ্ছা মোর হৃদে,
তারা সবে মোর প্রিয়জন ;
বড় জানা অর্থ পেতে চাঙ্গে চড়াইয়া ওকে
করে শুধু ভয় প্রদর্শন।
জানাবেন প্রভু-পদে, ভবানন্দ-গোষ্ঠী সবে
ক্ষতিগ্রস্ত নাহি হবে আর,

প্রভু যেন হৃষ্ট মনে বিরাজেন এই স্থানে—
এই যাঞ্চা করি পদে তাঁর।"
এত কহি' গজপতি, প্রাসাদে ফিরিয়া আসি,'
পুত্র আর গোপীনাথে ডাকি';
দোঁহার মিলন করি' কৌড়ি সব দিল ছাড়ি,'
ক্ষমা কৈল গোপীনাথ-ত্রুটী।
রাজ্য ফিরি দিয়া তাঁরে, দ্বিগুণ বেতন হারে
রাজ-কার্য্যে করে নিয়োজন,
নিজে গোপীনাথ-শিরে, শিরোপা পরায়ে ধীরে,
ভক্তে মান দানিলা রাজন্।
মালজেঠা-অধিকারী রাজ-অর্থ চুরি করি'
লাঞ্ছনা পাইল রাজস্থানে,
গৌরাঙ্গ-চরণ স্মরে বিপদ হতে উদ্ধারে,
রাজ্য ধন পেল সসম্মানে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২১)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৯।৪০ শ্লোকে উদ্ধবের "লাভ কি" প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ" অর্থাৎ আমার প্রতি শুদ্ধ-ভক্তিই জীবের পরম ভাল।

এইরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপিত হইল। তবে যে বহুস্থানে কর্ম্মাদির সহিত মিশ্রভাবে ভক্তিধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কর্ম্মাদি অভক্তি-মার্গনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা কৃতার্থ করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও ভক্তির আস্বাদন করাইয়া শুদ্ধভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্যই বুঝিতে হইবে। সর্ব্বত্র ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বলিবার জন্য ক্রমশঃ পুনরায় ব্যাখ্যাত হইতেছে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

(ভাঃ ৬।৩।২২)

শুদ্ধনাম-গ্রহণাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিযোগ তাহাই এই মর্ত্ত্য জগতে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিদিত।

আবার—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

সর্ব্বপ্রকার কামনাবিশিষ্ট হইয়া, নিষ্কামভাবে অথবা মোক্ষকামনা লইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করিবে।

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥

(ভাঃ ১১।১৫।৩৫)

ব্রহ্মবাদিগণের সাংখ্য-ধর্ম্মের—সর্ব্ববিধা সিদ্ধির আমিই কারণ, আমিই পালয়িতা এবং আমিই প্রভু। এইসকল স্থলে ভক্তিরই পরমধর্ম্মত্ব ও সর্ব্বকাম-প্রদানত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাম্।
সর্ব্বযজ্ঞতপোহোম-তীর্থস্নানৈশ্চ যৎফলম্॥
তৎফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সম্পূজ্য বাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনই মানবগণের বিশেষ ধর্ম্ম। সকল যজ্ঞ, তপস্যা, হোম ও তীর্থস্নান হইতে যে ফললাভ হয়, শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া তাহার কোটিগুণ ফলপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব ইহলোকে সর্ব্বপ্রযত্নের সহিত শ্রীনারায়ণেরই অর্চ্চন করিবে।

ঐ পুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদেও—

অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ।
ন হি তৎফলমাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে॥

আমার ভক্তগণ যে ফললাভ করে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তিরাও তাহা পায় না।

দ্বারকামাহাত্ম্যে পরমেশ্বর-বাক্য—

মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহলোকে পরেঽপি বা।
নাশুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ ॥

আমরা ভক্তগণের ইহলোকে বা পরলোকে কোন অশুভই থাকে না, পরন্তু আমার প্রতি ভক্তি তাহাদের কোটি কুলকে দিব্যলোকে লইয়া যায়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনো যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীবসকল কল্যাণভাজন হয়, সেই জন্মরহিত সনাতন পুরুষ শ্রীহরির শরণাগত হই।

ভক্তির সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশকত্ব—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ (ভাঃ ১০।২।৩৩)

হে মাধব, হে প্রভো, তোমাতে সৌহৃদ্য সূত্রে আবদ্ধ তদীয় ভক্তগণ ভক্তিমার্গ হইতে কোনকালে ভ্রষ্ট হন না। তোমাকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া তাহারা নির্ভয়ে বিঘ্নকারী দলপতিগণের মস্তকোপরি বিচরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ অনায়াসে বিঘ্নসকল জয় করিয়া থাকেন।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় অনাদর করিয়া নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বহুজন্মের তপস্যাবলে জীবন্মুক্তিদশা লাভ করিয়াও ভগবৎপাদপদ্মে অনাদরহেতু অধঃপতিত হন, কিন্তু ভক্তগণের তাহা নাই। বৃত্র, গজেন্দ্র ও ভরতাদি ভক্তগণের উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও তাহাদের ভক্তি-বাসনার অনুসরণ পরজন্মে দেখা গিয়াছে। মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে পুনরায় সংসার-বাসনা লাভ করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ কখনও ভ্রষ্ট হন না যেহেতু তাঁহারা ভগবানে বদ্ধসৌহৃদ্য। এস্থলে শ্রদ্ধামার্গে সাধকত্ব-নিবন্ধন, সৌহৃদ-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবানে বদ্ধসৌহৃদ-বশতঃই ভক্তগণ "ত্বয়াভিগুপ্তা"—ভগবান্

কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হন, ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকে তাহা বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

ত্বাং সেবতাং সুতকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি॥ (ভাঃ ১১।৪।১০)

অর্থাৎ তোমার সেবনকারী ভক্তগণকে স্বর্গভূমি অতিক্রম করিয়া পরমপদে গমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বহু বিঘ্ন উপস্থাপিত করেন। কিন্তু যদি তুমি রক্ষাকর্ত্তা হও, তাহা হইলে তোমার সুরক্ষিত ভক্ত অনায়াসে বিঘ্নের মস্তকে পদ ধারণ করেন অর্থাৎ বিঘ্নে অভিভূত না হইয়া অনায়াসে তাহা অতিক্রম করেন।

আবার অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ। (ভাঃ ১১।২।৩৫)

এই ভাগবতধর্ম্মে নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না।

শ্রীভগবান্ কর্দ্দম প্রজাপতিকে বলিয়াছেন—

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্॥ (ভাঃ ৩।২১।২৪)

হে প্রজাপতে, আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত ভক্তগণের বিশেষতঃ ভবাদৃশ জনগণের নিকট বিহিত আমার যে অর্চ্চন, তাহা কখনও কোনপ্রকারে নিষ্ফল হয় না।

আবার উক্ত হইয়াছে—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।২৩)

বিষয়ভোগে আকৃষ্যমান্ অজিতেন্দ্রিয় প্রাকৃত ভক্তও আমাতে প্রবল ভক্তিপ্রভাবে বিষয় দ্বারা প্রায়ই অভিভূত হয় না। এস্থলে 'প্রায়শঃ বধ্যমানত্ব' শব্দে কখনও কখনও ভগবদ্ধ্যানাদি হইতে আমার ভক্তের আকৃষ্যমাণত্ব, তাহা হইলেও 'বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ' (ভাঃ ১১।২০।২৭) অর্থাৎ কামসমূহকে দুঃখাত্মক জানিয়াও উহাদিগকে

পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ—এই ন্যায়ানুসারে তাহারও (সেই প্রাকৃত ভক্তেরও) বিষয় কর্ত্তৃক অনভিভূতত্ব বুঝিতে হইবে। সেস্থলেও ভগবানের প্রতি স্বীয় দৈন্যাদি নিবেদন দ্বারা ভক্তিরই অনুবর্ত্তন হইয়াছে জানিতে হইবে।

দুষ্টজীবাদি হইতে ভয় নিবারকত্বের দৃষ্টান্ত—

দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ।
হিমবায্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতং।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত॥

(ভাঃ ৭।৫।৪৩-৪৪)

দিগ্‌গজ, হিংস্র সর্প ও কৃত্যাদি নির্ম্মাণ বা মারণ প্রভৃতি অভিচার, গিরিশৃঙ্গ হইতে পাতন, কূপ বা গর্ত্তে নিরোধ, বিষদান, অনশন, হিম, বায়ু, অগ্নি ও সলিলে নিক্ষেপ, তদুপরি পর্ব্বতাদি ক্ষেপণ ইত্যাদি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন অসুরেরা নিষ্পাপ প্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইল না, তখন অসুরেরা অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইল।

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতেন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

বজ্রের অগ্রভাগতুল্য কঠোর এই হস্তিদন্ত সকল যে আমার প্রতি প্রযুক্ত হইবা মাত্র বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে; কিন্তু জনার্দ্দন-স্মরণ-জনিত মহাবিপৎপাত-বিনাশক প্রভাব মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬।৩) উক্ত হইয়াছে—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥

যেস্থলে মানবগণের স্বকর্ম্ম মধ্যে সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস (বিঘ্ন)-নাশক কথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হয় না, তথায়ই রাক্ষসাদির উপদ্রব হয়।

বৃহন্নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে—

যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নং ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্॥

যেস্থলে বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ ভক্ত বর্ত্তমান সেস্থানে কোন বিঘ্নই পীড়ন করে না। কি রাজা, কি তস্কর, কি ব্যাধি কাহারও উপদ্রব তথায় থাকে না, বিঘ্নোৎপাদক প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড (গণদেবতা), গ্রহ, বালকঘাতী গ্রহ, ডাকিনী ও রাক্ষস প্রভৃতি কোন অপদেবযোনি শ্রীঅচ্যুতের পূজককে পীড়ন করিতে পারে না।

ভাগবতেও (৩।২২।৩৭) উক্ত হইয়াছে—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥

হে ব্যাসনন্দন বিদুর, জ্বরাদি শারীরিক, শোকাদি মানসিক, অনাবৃষ্ট্যাদি আধিদৈব অর্থাৎ আন্তরীক্ষ, শস্ত্র বা হিংস্র জীব প্রভৃতি এবং শীতোষ্ণাদি আধিভৌতিক ক্লেশসকল শ্রীহরিচরণাশ্রিত ব্যক্তিকে কিরূপে পীড়া দিতে পারে?

গরুড়পুরাণেও উক্তি আছে—

ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ।
হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে॥

যাঁহার হৃদয়ে শ্রীমধুসূদন অবস্থিত, সেই ব্যক্তিকে দুর্ব্বাসার ভীষণ শাপ বা ইন্দ্রের বজ্রও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না।

পাদ্মতন্ত্রে দৃষ্টান্ত—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

(ভাঃ ১১।১৪। ১৯)

হে উদ্ধব, প্রজ্বালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমার ভক্তিও সমগ্র পাপ নাশ করে। শ্রীধরস্বামি-টীকা—পাকাদির জন্য প্রজ্বালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মীভূত করে, সেইরূপ বাক্যদ্বারা কোন প্রকারে অনুষ্ঠিতা মদ্‌বিষয়িণী ভক্তিও সমস্ত পাপ বিনাশ করে। এজন্য

সাক্ষাৎ ভগবান্‌ও স্বকীয় ভক্তিমহিমার প্রভাব স্মরণে বিস্ময় হেতু উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে উদ্ধব, আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ কর।"

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥

সুপ্রজ্বালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসকলকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তি পাপসকলকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে।

'সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ' এই পদদ্বারা সাধনভক্তির কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্যসাধনসাপেক্ষতা, অসাধ্য-সাধ্যতা ও ফলোৎপাদনে বিলম্বতা নিরাকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি যে সম্পূর্ণ কর্ম্ম-জ্ঞান-নিরপেক্ষা, ভক্তি যে সর্ব্ব সাধ্যেরই সাধন বা ভক্তি-প্রভাবেই যে সর্ব্ব বস্তুলাভ এবং অবিলম্বে তৎফলপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা সংস্থাপিত হইল।

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥
(ভাঃ ৬।১।১৫)

সূর্য্য যেমন হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন ঐকান্তিক ভক্ত কেবলা ভক্তিযোগে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করেন। 'কেচিৎ' এই পদদ্বারা ঐরূপ ঐকান্তিক ভক্তিপ্রধান সাধক যে বিরল তাহাই উক্ত হইয়াছে। 'বাসুদেবপরায়ণাঃ'এই পদটি 'কেবলা ভক্তি'-পথের অধিকারী ব্যক্তিগণের বিশেষণ নহে, কিন্তু অন্যান্য সাধকগণ 'কেবলা ভক্তি'তে অপ্রবৃত্ত হওয়ায় অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যেই 'কেবলা ভক্তি' মাত্র পর্য্যবসিত হওয়ায় প্রযুক্ত 'বাসুদেবপরায়ণাঃ' পদটি এস্থলে অনুবাদ উল্লিখিত মাত্র হইয়াছে। অর্থ এই, সূর্য্য যেরূপ কেবলমাত্র স্বীয় রশ্মিদ্বারা স্বভাবতই হিমকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে, উহার বিনাশের জন্য তাহার কোন প্রযত্নের আবশ্যকতা হয় না, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিও কেবলা ভক্তি দ্বারাই স্বভাবত নিখিল পাপ নাশ করেন। তজ্জন্য তাঁহার অন্য কোন যত্নের আবশ্যকতা নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, অষ্টাবিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

আমলকী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! মহাফলজনক বিজয়া-একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি ফাল্গুনী শুক্লপক্ষীয়া একাদশী যে নামে খ্যাত তাহা বর্ণনকরুন।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির! মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বশিষ্ঠ এই একাদশীর কথা বলিয়াছিলেন। ইহার নাম **আমলকী** একাদশী। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষের এই **আমলকী** একাদশীর পুণ্যজনক ব্রত বিষ্ণু-লোক প্রদানকারী বলিয়া বিশেষভাবে কথিত হয়। ঐদিন আমলকী বৃক্ষের তলে রাত্রি-জাগরণ করিলে গো-সহস্র দানের ফললাভ হয়।

মান্ধাতার কৌতূহল নিবারণে বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ! যে প্রকারে এই সর্ব্বপাপ-বিনাশী আমলকী বৃক্ষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়কাল (অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রিকাল) উপস্থিত হইলে স্থাবর-জঙ্গম এবং দেবতাগণ, অসুরগণ, রাক্ষসগণ সমস্ত নষ্ট হইলে পর সেই একার্ণব-জলে দেবাদিদেব পরমাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইলেন। তখন সেই জগৎরূপ ব্রহ্মের শ্বাসবশতঃ মুখ হইতে চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ একবিন্দু জল উত্থিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। সেই জলবিন্দু হইতে আপনাআপনি একটি বৃহৎ আমলকী বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। উহার বিশাল শাখা-প্রশাখা সমূহ ফলভারে নত হইয়াছিল। সেই বৃক্ষই সমস্ত বৃক্ষের আদি বৃক্ষ বলিয়া কথিত হয়। এই বৃক্ষ হইতেই ভগবান্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মা সৃষ্ট হন এবং সমস্ত প্রজা, দেব-মনুষ্যাদিও তাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। দেবগণ ও ঋষিগণ আশ্চর্য্যজনক এই বৃক্ষকে দেখিবার জন্য যেখানে সেই বৃক্ষ আছে, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বৃহৎ অভিনব আমলকী বৃক্ষ দেখিয়া পরম বিস্ময়প্রাপ্ত দেবতা ও ঋষিগণ সকলে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, কারণ এরূপ আশ্চর্য্য বৃক্ষ তাঁহারা কখনও দেখেন নাই। প্লক্ষাদি বৃক্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বটে, তাহাদের

নামাদিও অবগত আছেন; কিন্তু এই বৃক্ষ কোথা হইতে আসিল এবং কি নাম ইত্যাদি অজ্ঞানাহেতু বিষয় সকলে চিন্তান্বিত আছেন। এমন সময়ে তাঁহাদের চিন্তা দূরীকরণার্থ আকাশবাণী উত্থিত হইল।

আকাশবাণী কহিলেন—হে দেবগণ! এই বৃক্ষের নাম আমলকী, পরম বৈষ্ণব বলিয়াই বিখ্যাত। ইহার স্মরণমাত্রই গোদানের ফললাভ হয়, দর্শনে তাহার দ্বিগুণ ও ইহার ফল ভক্ষণে উহার তিনগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সর্ব্বপ্রকারে এই আমলকীর সর্ব্বদা সেবা করা উচিত। এই বৈষ্ণবী আমলকী সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী। তাহার মূলদেশে ভগবান্ বিষ্ণু, ঊর্দ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা ও স্কন্ধে পরমেশ্বর রুদ্র অবস্থান করেন। ইহার শাখা-সমূহে মুনিগণ এবং প্রশাখাসমূহে দেবগণ অবস্থান করেন। পর্ণসমূহে বসু নামক দেবগণ, পুষ্পেতে বায়ু নামক দেবগণ এবং ফলসমূহে সমস্ত প্রজাপতি অবস্থান করেন। এই আমলকী সর্ব্বদেবময়ী, সুতরাং বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণগণের এই ব্রত পরম পূজ্যতম বলিয়া জানিবে।

ঋষিগণ কহিলেন—হে প্রভো! এই ব্রতের বিধি জানিতে বাসনা। কি প্রকারে এই ব্রতটী সম্পূর্ণ হয়, এই ব্রতের প্রণাম-মন্ত্র এবং অন্যান্য তথ্যসকলও বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, এই ব্রতে অন্য একাদশীর ন্যায় প্রাতঃস্নানাদি নিয়মাদি-গ্রহণপূর্ব্বক পতিত, চৌর, পাষণ্ডী, দুর্ব্বৃত্ত, মর্য্যাদাহীন ও গুরুদারাভিগামী মনুষ্যের সহিত আলাপ করিবে না। অপরাহ্ণে পুনরায় যথাবিধি স্নান করিবে, সেই স্থানে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক নদী, তড়াগ, কূপ অথবা গৃহে উত্থিত জলে স্নান-মন্ত্রাদি পাঠ সম্পূর্ণ করিবে। তৎপর সুবর্ণ দ্বারা পরশুরাম-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। সেই সুবর্ণের পরিমাণ এক মাসা অথবা তাহার অর্দ্ধ বা শক্তি অনুসারে তদর্দ্ধও করিতে পারা যায়। স্নানান্তর গৃহে আসিয়া সেই জামদগ্ন্য-মূর্ত্তির পূজা ও হোমাদি সমাপন-পূর্ব্বক আমলকী বৃক্ষের তলায় গমন করিবে।

পূজাসম্ভার সহ তথায় যাইয়া প্রথমতঃ বৃক্ষের চতুর্দ্দিক পরিষ্কার করিবে, তৎপর ছিদ্রাদি দোষরহিত একটী কলসী সেই বৃক্ষের সম্মুখে মন্ত্রদ্বারা স্থাপন করত তাহাতে পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, দিব্য গন্ধাদি, ছত্র, উপানহ (পাদুকা), বস্ত্র ও শ্বেত চন্দনাদি প্রদান করিবে। তদুপরি উত্তম লাজ (খই)-প্রপূরিত একটী পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক উহার উপর পরমশুভদায়ক সেই জামদগ্ন্য-

মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। মন্ত্রদ্বারা পূজা সমাপনান্তে শ্বেতবর্ণ ফলদ্বারা ভক্তি-ভরে দেবদেব জামদগ্ন্য প্রভুকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক রাত্রি-জাগরণ করিবে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, ধর্ম্মগ্রন্থ, বৈষ্ণবাখ্যান পাঠ ও আলোচনাদ্বারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া বিষ্ণুনাম ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনপূর্ব্বক ১০৮ বার অথবা ২৮ বার সেই আমলকী বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর রাত্রি-প্রভাত-সময়ে জামদগ্ন্য-মূর্ত্তির মঙ্গলারাত্রিকাদি সমাপন করিয়া শ্রীনামপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে এবং 'জামদগ্ন্য-স্বরূপ শ্রীকেশব আমার প্রতি প্রীত হউন'—এইরূপ চিন্তা করিয়া সুবর্ণ, জামদগ্ন্য-মূর্ত্তি, ঘট, বস্ত্রযুগ্ম, উপানহ প্রভৃতি সমস্ত পূজাদ্রব্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া উক্ত আমলকী বৃক্ষকে স্পর্শ, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি করিবে। তৎপর যথাবিধান স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া কুটুম্বগণের সহিত নিজে ভোজন করিবে। এই একাদশী-ব্রতের পুণ্য অন্যান্য সমস্ত দান ও সমস্ত যজ্ঞাদি হইতেও অধিক, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহারাজ মান্ধাতা! ব্রাহ্মণগণের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ ব্রতবিধান বর্ণন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর উক্ত উপদেশ মত যথাবিধান এই ব্রত পালন করিলেন।

মান্ধাতার নিকট বশিষ্ঠ ঋষির এই ব্রত-বর্ণনা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করাইয়া বলিলেন—"হে যুধিষ্ঠির এই ব্রত অতিশয় শুভফলদায়ক ও সমস্ত পাপ বিনাশ করে"।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ফাল্গুন-শুক্লপক্ষীয়
আমলকী একাদশী-মাহাত্ম্য বর্ণনের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

পূজ্যপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণে

দীনার অর্ঘ্য

(জয়) গোলোকভূষণ, কৃষ্ণপ্রিয়তম,
কৃষ্ণ-প্রেম-ধন-দাতা।
প্রতি ঘরে ঘরে, জীবের গোচরে,
কহিছ প্রেমের কথা॥
সংসারের সার, সর্ব্বস্ব তোমার,
তুমি হে জীবের বন্ধু।
তব কৃপাবলে, জীব অবহেলে,
পার হয় ভবসিন্ধু॥
সম্বন্ধ-বিজ্ঞান, তুমি কর দান,
জীবের মঙ্গল তরে।
অজ্ঞান-তিমির, নিমেষেতে হর,
শুভ দৃষ্টি দান ক'রে॥
(জয়) ভক্ত-শিরোমণি, মূর্ত্ত গৌরবাণী,
আনি' সরস্বতী-ধারা।
কত অধম পামরে, অভিষিক্ত ক'রে,
নাশিলে এ ভবকারা॥
(তুমি) লয়ে গৌরহরি, দিগ্বিজয় করি'
ভ্রমিছ ভূমণ্ডলে।
মো-হেন পাতকী, কভু দেখেছ কি,
সসাগরা মহীতলে??
ভুলিয়া কেশব, প্রাণী যত শব,
মুক্তি লভিবে কেমনে?
তুমি হে কেশব! তাদের উদ্ধারে,
প্রতিজ্ঞা করেছ মনে॥

তাই অভাজন, করিছে রোদন,
ধরি' তব শ্রীচরণে।
আমারে তারিলে, তোমার মহত্ত্ব,
দেখিবে জগৎজনে॥
জয়, জয়, জয়! করুণা আলয়,
বৈষ্ণব-ঠাকুর তুমি।
মো-হেন পামরে, করহ উদ্ধার,
তব পদে নমি আমি॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবপদরেণু প্রার্থিণী
—শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা"-পুস্তকের প্রতিবাদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৩৯১ পৃষ্ঠার পর)

বোপদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচয়িতা নহেন

'বোপদেবাচার্য্যই শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করিয়াছেন' (পৃঃ ৩৯)—তর্কতীর্থের এই উক্তি যে ভ্রমগ্রস্তা তাহা দেখান হইতেছে—

শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ ৯৩৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি বেদান্তসারে শ্রীভাগবতের 'বেদস্তুতির' প্রমাণ তুলিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য ৯০০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন; শ্রীভাগবতের তাঁহারও রচিত টীকা আছে। অভিনবগুপ্ত ১০০০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তাঁহার গীতার টীকায় ভাগবতের ১১স্কন্ধের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধব-বৃত্তি-ব্যাখ্যায় শ্রীভাগবতের শ্লোকের উল্লেখ আছে। তাহার অনুবাদ চীন ভাষায় ৫৫৭—৫৬৬ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে। **শ্রীশঙ্করের পরমগুরু শ্রীগৌরপাদ পঞ্চীকরণে—শ্রীমদ্ ভাগবতের "জগৃহে পৌরুষং" ইত্যাদি শ্লোকটী**

উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্বৎসর-প্রদীপ নামক স্মার্ত্ত-নিবন্ধে শ্রীভাগবতের কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীরামপার্ষদ শ্রীহনূমানের শ্রীভাগবতের ভাষ্য আছে। এই প্রকার বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকাদি প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন বহু বেদজ্ঞ সজ্জন এই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। **আচার্য্য শঙ্কর** শ্রীভাগবতের ভাষ্য করেন নাই, কিন্তু **শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া, শ্রীভাগবতের গ্রহণ ব্যতীত নিজ জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিবে না চিন্তা করিয়া তাঁহার রচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকে কেবলমাত্র শ্রীভাগবতেই বর্ণিত বিশ্বরূপ-দর্শন, ব্রজেশ্বরী-বিস্ময়, ব্রজকুমারীদিগের বসন-চৌর্য্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন।** শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীশঙ্কর সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীশঙ্করের সময় হইতে দুইশত বৎসর পর ১৩০০ খৃঃ বোপদেবের জন্ম। শ্রীরামপার্ষদ হনূমান, চিৎ-সুখাচার্য্য (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর) প্রমুখ বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মহাত্মগণ যে সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন যে বোপদেবের জন্মই হয় নাই, তাহা বুঝিতে আর কাহার অসুবিধা হইবে?

দেবীপুরাণ 'ভাগবত' নহে

'দেবী ভাগবত' যে ভাগবত নহে, উহা যে একটী জালপুঁথি, উক্ত গ্রন্থের শ্লোকদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

প্রণম্য চ শিবাং দেবীং শর্ব্বং ভাগবতং তথা।
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যথোক্তমৃষিভিঃ পুরা॥

দেবী শিবা ও ভাগবত শর্ব্বকে প্রণাম করিয়া পুরাকালে ঋষিগণ যেমন বলিয়াছিলেন তদনুরূপ পুরাণ-কথা বলিতেছি। উক্ত শ্লোকে 'ভাগবতং' শব্দ 'শর্ব্বং' এই শব্দের বিশেষণ, 'পুরাণং' শব্দের বিশেষণ 'ভাগবতং' নয়; যেহেতু 'তথা' এই শব্দের দ্বারা 'ভাগবতং' ও 'পুরাণং' শব্দ ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়াছে। শর্ব্বের ভাগবতত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ—

"ভস্মোদ্ধূলিত দেহস্তু জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ।
অহং ধ্যায়ামি তং বিষ্ণুং পরমাত্মানমব্যয়ং।
বিষ্ণোরারাধনার্থং মে ব্রতচর্য্যা পিতামহ॥"

(গরুড় পুরাণ ২য় অঃ ১১-১২ শ্লোক)

শ্রীমহাদেব-বাক্য—"হে পিতামহ! আমি ভস্মমাখা দেহ ও জটামণ্ডল

মণ্ডিত হইয়া সেই পরমাত্মা অব্যয় বিষ্ণুকে ধ্যান করি। বিষ্ণুর আরাধনার জন্যই আমার সঙ্কল্প।' সুতরাং যিনি ভগবদ্ভক্ত তিনিই ভাগবত বলিয়া খ্যাত হন। 'ভগবত্যাঃ ইদং ভাগবতমিতি'—এইভাবে 'ভাগবত' পদ সিদ্ধ হয় না, "স্ত্রীভ্যো ঢক্" ব্যাকরণের এই সূত্রই তাহার বাধক।

আবার মৎস্য ও স্কন্দপুরাণে শ্রীভাগবতের লক্ষণ বলা হইয়াছে,—উহা গায়ত্রীদ্বারা সমারব্ধ, শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশসহস্র। পদ্মপুরাণে, ভাগবত 'শ্রীশুক-কথিত' বলিয়া উক্ত হওয়ায় দেবীপুরাণ গ্রহণীয় নয়। মৎস্যাদিতে পুরাণের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাও দেবীপুরাণে নাই, বরং তাহার বিপরীত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। তথাকথিত দেবীপুরাণে শ্লোকসংখ্যা লক্ষ বলা হইয়াছে। বিজয়, ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়, শুম্ভ-নিশুম্ভ মথনাখ্য পাদত্রয় বিশিষ্টত্ব লক্ষণ। উক্ত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা যে লক্ষ—তাহা বিদ্যাদেব-কথিত অভ্যুদয় পাদপূর্ত্তি অধ্যায়ের বাক্য হইতে জানা যায়; ইহাতে শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ কোথায়ও নাই; অধিকন্তু অধ্যায়-সমাপ্তিতে 'দেবীপুরাণ' এই প্রকার নামেরই উদাহৃতি দেখা যায়, কিন্তু 'ভাগবত' নামে নহে। এই হেতু দেবীপুরাণকে যাহারা ভাগবত বলেন—তাহারা শুক-ভাষিত যে ভাগবত তাহার প্রতি এবং তদ্বাচ্য ভগবানের প্রতি বিদ্বেষবশতঃই ঐ সকল কথা বলেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত-দানের মর্য্যাদারও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। শ্রীভাগবত স্বর্ণসিংহাসন বাহন করিয়া দান করিতে হয়, কিন্তু দেবীপুরাণাদি জল ও ধেনু-সমন্বিত করিয়া দান করার বিধি। সুতরাং এই হেতুও শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। শ্রীভগবৎ-প্রোক্তত্ব ভগবদ্দেবতাকত্বৈকতররূপ অবয়ব শক্তিদ্বারা ও সমুদয় শক্তিদ্বারা ও শুকভাষিত শাস্ত্রকে বোধ করাইয়া এই এই 'ভাগবত' শব্দ পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় যোগরূঢ় বুঝিতে হইবে।

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পরস্পর বিরোধী নহে

"মহাভারতের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের মারাত্মক বিরোধ রহিয়াছে..... এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বর্ণনা একজনের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়" (পৃঃ ৪১)—তর্কতীর্থের এই উক্তি কতদূর বিচারসহ তাহা দেখা যাউক্।

তর্কতীর্থ মহাশয়ের জ্ঞান যে সীমিত তাহা উপরের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। শাস্ত্র যতটুকু পড়িয়াছেন তাহারও সমাধান কি করিয়া করিতে হয় জানেন না।

সমাধান এইরূপ—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাসের ভ্রম থাকিতে পারে না।

শ্রীমহাভারতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সত্য, শ্রীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বরাহপুরাণে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সত্য। বিভিন্ন কল্পে একই চরিত্রের বিভিন্ন অবস্থান থাকে। কোন কোন কল্পে, পরীক্ষিতের যাহা হইয়াছিল সেইপ্রকার ভাবেই মহাভারতে বর্ণনা হইয়াছে। আর বর্ত্তমান অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতে শ্রীভাগবত যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়াই সেইভাবেই বর্ত্তমান কল্পে পরীক্ষিতের দেহ-ত্যাগ হয়। পাণ্ডিত্যাভিমানে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জানা যায় না, মহচ্চরণ আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিলে শাস্ত্রই কৃপা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাহারও অংশ নহেন, তিনিই অংশী ও পূর্ণ

তর্কতীর্থের আর একটী উক্তি—"শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অষ্টমাংশের অবতার" (পৃঃ ৪১)—বিষয়টী আলোচিত হইতেছে।

উপরোক্ত বাক্যটী শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত শ্রীগীতা-বাক্যেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। নিম্নে শ্রীগীতার বিরোধী স্থানগুলি উদ্ধৃত হইল এবং সকল মায়া-বাদিরও মান্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের টীকা ও তাঁহার নিজরচিত শ্লোকও দেওয়া হইল যাহাদ্বারা উপরোক্ত আপত্তিকর মন্তব্য বোধগম্য হইবে।

গীঃ ৭।৭ শ্লোক—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" অর্থাৎ আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই।

গীঃ ১৪।২৭—"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মেরও আশ্রয়।

গীঃ ১৫।১৫—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" অর্থাৎ আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য।

গীঃ ১৫।১৮ "অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" অর্থাৎ এই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সরস্বতীপাদের টীকা—... ... প্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইতি "সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ ইতি বেদ উদাহৃত এব লোকে চ কবি কাব্যাদৌ হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃত ইত্যাদি প্রসিদ্ধং। কারুণ্যতো নরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায় বোধিতবতো নিজমীশ্বরত্বং। সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা ন হি মানমেতি।" অর্থাৎ তিনি উত্তম পুরুষ এই কথা বেদে উদাহৃতই আছে। আর লোকে অর্থাৎ কবি কাব্যাদির মধ্যেও একমাত্র হরিই পুরুষোত্তম বলিয়া "স্মৃতঃ" ইত্যাদি প্রসিদ্ধই আছে। যিনি

কারুণ্যবশতঃ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিয়া পার্থকে পরমার্থ তত্ত্ব উপদেশ দিয়া নিজ ঈশ্বরত্বের অনুভব দিয়াছিলেন সেই সৎ, চিৎ ও সুখস্বরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণের মহিমার পরিমাণ হয় না।

গীঃ ১৫।১৯—"যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ব্ববিদ্ভজতি"

টীকা — ..যে মামীশ্বরং এবং যথোক্তনামনির্ব্বচনেন অসম্মূঢ়ঃ মনুষ্য এবায়ং কশ্চিৎ কৃষ্ণ ইতি সংমোহবর্জ্জিতঃ জানাত্যয়মীশ্বর এবেতি পুরুষোত্তমং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং স মাং ভজতি সেবতে। সর্ব্ববিৎ মাং সর্ব্বাত্মানং বেত্তীতি স এব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবেন প্রেমলক্ষণেন ভক্তিযোগেন হে ভারত! অতো যদুক্তং 'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।' ইতি তদুপপন্নং। যচ্চোক্তং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি তদপ্যুপপন্নতরং 'চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভব জলধিপারং কৃতধিয়াং। বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ'।

আমাকে এই প্রকার যথোক্ত নাম নিরুক্তিদ্বারা অসংমূঢ় হইয়া অর্থাৎ এই কৃষ্ণ একজন মনুষ্য ব্যতীত কিছুই নন—এই প্রকার যে সম্মোহ তাহা বিবর্জ্জিত হইয়া যিনি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, পূর্ব্বে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেই পুরুষোত্তম, সেই ব্যক্তিই আমার সেবা করেন। আর তিনিই সর্ব্ববিৎ, তিনি আমাকে সর্ব্বাত্মারূপে জানেন বলিয়া তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। হে ভারত! তিনিই আমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রেমলক্ষণ-ভক্তি-যোগ দ্বারা ভজন করেন। সুতরাং 'যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনিও গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতার যোগ্য হন। এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। আর আমিই "ব্রহ্মের পর্য্যাপ্তি স্বরূপ"—এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাও অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। অতএব কুশলারম্ভ কৃতিগণ, যিনি চিদানন্দ-স্বরূপ,—যিনি জলধর-রুচিসার,—যিনি শ্রুতিবাক্যের সার,—যিনি ব্রজ-সুন্দরীগণের কণ্ঠভূষণ,—যিনি কৃতধী ব্যক্তিগণেরও ভবসাগরের পারস্বরূপ এবং যিনি ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহু অবতার গ্রহণ করেন, সেই পরম স্বপ্রকাশতত্ত্বকে বারংবার ভজন করুন।

গীতা ১৫।২০—"গুহ্যতমং শাস্ত্রং" এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্যে সরস্বতী-পাদ বলিতেছেন—"রহস্যতমং সম্পূর্ণং শাস্ত্রং" এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

তাহা হইলে শ্রীগীতা সকল উপনিষদ্-সার বলিয়া সকল উপনিষদের তাৎপর্য্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে পর্য্যবসিত—ইহা প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে সরস্বতীপাদ, গীতার শেষ অধ্যায়ের শেষে নিজকৃত শ্লোকে বলিতেছেন—

বংশীবিভূষিত-করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দু-সুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

যাঁহার বংশীবিভূষিত করকমল,—যাঁহার নবনীরদকান্তি—যাঁহার বসন পীতবর্ণ,—যাঁহার অধরোষ্ঠ বিম্বফল তুল্য অরুণ,—যাঁহার মুখকমল পূর্ণেন্দুর ন্যায় মনোহর,—যাঁহার নয়ন অরবিন্দসদৃশ—সেই যে কৃষ্ণ, তাঁহা হইতে যে আরও কিছু পরম তত্ত্ব আছে তাহা আমি জানি না।

শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত মহিমা প্রমাণ সহকারে নির্ণীত হইলেও যাহারা ইহা সহ্য করিতে পারে না, সেই সমস্ত মূঢ়গণ নিশ্চিতই নিরয়গামী হইয়া থাকে। মধুসূদন সরস্বতীপাদ বলিতেছেন—

প্রমাণতো হি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমদ্ভুতং।
ন শক্নুবন্তি যে সেঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ॥

তর্কতীর্থ মহাশয়কে অনুরোধ, তিনি যেন এই প্রকার মূঢ়তা ও পাগলামি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের উক্ত টীকা দেখেন, তাঁ'র নিজকৃত শ্লোক দেখেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে 'কৃষ্ণ নারায়ণের অষ্টমাংশ' থাকা সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব'—ইহা শ্রীসরস্বতীপাদ নির্ণয় করিলেন কি করিয়া? ইহা চিন্তা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"-এর তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারিবেন। তথাপি সামান্য একটু আলোচনা করিতেছি।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—ইহা হইতেছে পরিভাষা বাক্য। পরিভাষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে - 'অনিয়মে নিয়মকারিণী'। শাস্ত্রে একবারই পরিভাষা কথার উল্লেখ হয়; একবার উল্লিখিত হইলেও একমাত্র উহাদ্বারা কোটি কোটি বাক্য শাসিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং"—তাহাতে আবার পরিভাষা বাক্যটি আর্থিক অর্থাৎ তাৎপর্য্য নির্ণয়ের একমাত্র সহায়। আবার 'কৃষ্ণস্তু-

ভগবান্ স্বয়ং'—ইহা গুণবাদ নহে ; তাহার কারণ, গুণবাদে মুখ্যার্থ বাধিত হয় এবং গৌণার্থ প্রতীত হয়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাদ্যোতক বাক্য গুণবাদ নহে। যদি উহা পরিভাষা বাক্য না হইত, তবে অন্য বাক্য-বিরোধে ইহার গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া অর্থ-সঙ্গতি করিতে হইত। এই শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থ নির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী বাক্যই নয়, অন্যান্য পুরাণ মহাভারতাদিরও সমস্ত বিরোধী বাক্যকেই এই পরিভাষা বাক্যের অনুগত বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র হইতেও একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতেরই ঔৎকর্ষ

তর্কতীর্থ মশাই! "একথা বলিবার উপায় নাই যে মহাভারত হইতে ভাগবতের প্রাধান্য অধিক" পৃঃ ৪৫ — এই উক্তিও যে অশাস্ত্রীয় তাহা না জানিবার কারণ কি আপনার ইচ্ছাকৃত নহে? অন্যান্য পুরাণ হইতে এমনকি মহাভারত হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতের ঔৎকর্ষ আছে, শাস্ত্র-প্রমাণ সহকারেই তাহা বর্ণনা করিতেছি।

ব্রহ্মার চারিকল্পে চারিপ্রকার পুরাণ প্রকাশিত হয়। যথা—

'পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরৎ স্মৃতম্।
সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥" (মৎস্য পুরাণ)

যাহা সর্গ-বিসর্গাদি পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট উহাই পুরাণ নামে অভিহিত, অন্যগুলি আখ্যায়িকাময়। সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক। রাজস কল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামস কল্পে দেবাদিদেব শিবের ও অগ্নির মাহাত্ম্য অধিক। সত্ত্ব-রজস্তমোময় সঙ্কীর্ণ কল্প সকলে সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণাদির উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

উক্ত শ্লোকসমূহের তাৎপর্য্যে বুঝা যায়,—সাত্ত্বিক পুরাণেরই উৎকর্ষ। সাত্ত্বিক পুরাণের দুইটি বিশেষণ—"শুভং" এবং "শুভদর্শনম্" শব্দদ্বয় বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। "মনীষিভিঃ" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে একমাত্র মনীষিগণই সাত্ত্বিক পুরাণের তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারেন, সকলে নহে। সকল পুরাণকে এক গড্ডলিকা-প্রবাহে ফেলিয়া সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন,—তারতম্যমূলক বিচার শাস্ত্রে আছে বলিয়া শাস্ত্রার্থ রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আরও একটি কারণে সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা নির্ণীত হয়। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" ও "সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্ম-দর্শনম্"; অর্থাৎ সত্ত্ব হইতে জ্ঞানের জন্ম, ও সত্ত্বগুণই ব্রহ্ম-দর্শনের দ্বার—এই ন্যায়ে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। এই হেতু পরমার্থ-বস্তুবোধের নিমিত্ত সাত্ত্বিক পুরাণ সকলের প্রাবল্য নিশ্চয় হইতেছে।

মহাভারতের মাহাত্ম্য তর্কতীর্থ মহাশয় স্বয়ংই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এহেন মহাভারত অপেক্ষাও শ্রীমদ্ভাগবত যে অতিশয় পূর্ণ ও সর্ব্বশাস্ত্রের সার, এমন কি ব্রহ্মসূত্রেরও অর্থ-নির্ণায়ক, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ॥" (গরুড় পুরাণ)

ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভারতার্থের নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং বেদার্থের বিস্তারক, সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত, বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায়, পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত শতবিচ্ছেদযুক্ত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র সকলের অকৃত্রিম ভাষ্য যাহা পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাসের মনে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মসূত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে সুবিস্তৃতাকারে শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রচারিত হয়াইছে। অতএব এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যভূত স্বতঃসিদ্ধ এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান থাকায়, তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য ভাষ্যকারগণের স্ব-স্ব কপোল-কল্পিত শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী ভাষ্যসকল সম্পূর্ণ ত্যাজ্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅচ্যুতানন্দ

শ্রীধাম মায়াপুর

নবদ্বীপে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর-ধাম।
যথা জন্মিলেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্ ॥
তথায় পার্ষদগণ সহ তাঁর লীলা।
ব্রজ-মায়াপুর একতত্ত্ব, প্রকাশিলা ॥
সেই সব লীলা কর্ণে প্রবেশিলা যার।
শুদ্ধভক্তি-প্রেমাবেশ হয় যে তাহার ॥
অদ্যাপিও সেই ধামে শুদ্ধ ভক্তগণ।
সক্ষম গৌরাঙ্গ-লীলা করিতে দর্শন ॥
পুণ্যতীর্থ মায়াপুরে যে করে ভ্রমণ।
সার্থক হ'য়েছে তার মানব জীবন ॥
যেথা নিত্য বৈষ্ণবেরা করেন গমন।
সেই মায়াপুর-ধূলি ভবে অতুলন ॥
সেই ধূলি এক কণা যে ধ'রেছে শিরে।
পুলক আবেশ হয় তাহার শরীরে ॥
মনোলোভা মায়াপুর-শোভা অনুক্ষণ।
ভাষা নাহি সেই ধাম করিতে বর্ণন ॥
উত্তরিতে ভবসিন্ধু গৌরভক্তগণ।
প্রেমানন্দে করে নাম-গুণানুকীর্ত্তন ॥
গৌর-পদধূলি-পূত মায়াপুর ধাম।
ভূমিতে লুটিয়া করি তাঁহারে প্রণাম ॥

—শ্রীবিমলচন্দ্র পোদ্দার।

ব্রহ্ম—খণ্ডবস্তু

জাগতিক বিচারে দেখা যায়, কার্য্যের তারতম্যহেতু কারণের বৈষম্য হয় এবং কারণের তারতম্যহেতু কার্য্যেরও ভেদ লক্ষিত হয়। এই বিচারের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, বৃত্তির তারতম্যক্রমে বস্তুর তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং উপাসকের উপাসনার বৈষম্য হেতু উপাস্য-তত্ত্বের বৈষম্য হইবে। জাগতিক দৃষ্টান্তস্থলে আমরা দেখিতে পাই—কেহ যদি চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায় এবং সে তাহার খর্ব্বদৃষ্টিতে নিকটস্থ পুঁথির অক্ষরগুলির স্বরূপ দেখিতে পায় না। একারণ তাহার কাছে অক্ষরগুলি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও আ-ছায়া বলিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ মনে হয়। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অক্ষরগুলিকে কখনই নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ দর্শন করেন না।

আমার উল্লিখিত উদাহরণ হইতে আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অক্ষর ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া শাস্ত্রীয় বিচারযুক্তির রূপ দর্শনের স্বল্পতা হেতুই অক্ষরবস্তু নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট প্রতিভাত হন। কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও সুদর্শন-সেবী তাঁহাদের পক্ষেও কি কুদর্শনকারীর ন্যায় অক্ষর ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, জ্যোতির্ম্ময় হইবে, না বাস্তবিক পক্ষে তদ্বস্তুর পূর্ণ বৈশিষ্ট্য-যুক্ত স্বরূপ উপলব্ধ হইবে—ইহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহার পাদদেশস্থ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষলতাদি, উচ্চাবচ ভূখণ্ডসমূহ দৃষ্ট না হইলে কি উঁচু-নীচু ছোট-বড় বস্তুসকলের সত্তাহীনতাই স্বীকার করিতে হইবে? বা তাহাকে সমতল নির্ব্বিশেষ বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে? উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থ দৃশ্যবস্তুর দূরে অবস্থিতি হেতু তাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতেছে না। কিন্তু সুষ্ঠুদর্শক প্রতি বস্তুরই ভেদ-বৈশিষ্ট্যাদি সুষ্ঠুভাবে দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে বাস্তবসত্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম **সুদর্শন** বা **বেদান্ত**।

যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহাকে তদ্রূপ দেখাই সত্য-দর্শন এবং যে বস্তু যাহা তাহাকে তদ্রূপ না দেখাই ভ্রম দর্শন। দর্শনের ভ্রান্তিহেতু বস্তু-বিচারেও আমাদের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উক্ত

হইয়াছে যে, কার্য্যে বৈষম্য থাকিলে কারণেও বৈষম্য আছে প্রমাণিত হয়। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কারণবৈষম্য বলিলে বস্তুবৈষম্য বা বস্তুর নানাত্ব প্রমাণিত হয় না, কিন্তু বস্তুর শক্তির নানাত্ব স্বীকৃত হয়। বস্তুতে অর্থাৎ কারণে যে শক্তি আছে সেই শক্তিরই বিবিধত্ব, নানাত্ব, বিষমত্ব প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাহাতে বস্তুর কোন প্রকার বিকার হয় না।

এখন বিচার্য্য এই যে, আমরা ইহজগতে এই যে ভেদ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি তাহার কারণ কি? যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষীভূত বৈশিষ্ট্য তাহাকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার কারণেও বৈশিষ্ট্যের অধিষ্ঠান যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কার্য্যরূপ জগতে ভেদ থাকিলে কারণেও তাহার ভেদ থাকা সম্ভব। সুতরাং বস্তু কোন প্রকারেই নির্ভেদ, নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যে বস্তুতে যাহার সত্তা (Potency) নাই, তদ্বস্তু হইতে তাহার উদ্ভব হইতে পারে না। যেমন—জল হইতে ঘৃতের উৎপত্তি ও বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। তদ্রূপ কারণস্বরূপ ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ হন, তাহা হইলে কার্য্যস্বরূপ জগৎ কোন প্রকারেই সবিশেষ হইতে পারে না। জাগতিক বস্তুতে যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুতেও শক্তি আছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইতে হইবে। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করও 'অসৎকারণবাদ' নিরাকরণকল্পে উপনিষদের মন্ত্রাদি উদ্ধার করিয়া বেদান্তের (২।১।১৬) সূত্রের ভাষ্যে আম্নায় উল্লিখিত যুক্তির সর্ব্বৈব অনুমোদন করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম—

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ', 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ', ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্।" উক্ত ভাষ্যের (কালিবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের) অনুবাদ যথা, "হে সৌম্য, এসকল অগ্রে সৎ-ই ছিল। অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এসকল এক আত্মা ছিল। ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্-শব্দ-বাচ্য জগতের সামানাধিকরণ্য কথিত হওয়াতেও কার্য্য-কারণ ভিন্ন নহে। যাহা যাহাতে তদ্রূপে থাকে না, তাহা হইতে তাহা জন্মেও না। যেমন বালুকা হইতে তৈল জন্মে না।"

সুতরাং শঙ্করের উক্ত যুক্তি অনুসারেও দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে, জগৎরূপ কার্য্যের ভেদ-বৈশিষ্ট্যাদি তাহাদের কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মেতে নিশ্চিত-রূপে বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহ জগতেও আকাশের নিরাকার নির্ব্বিশেষত্ব অনুভূত হইয়া থাকে; সুতরাং কার্য্যস্বরূপ জগতে এবম্প্রকার নির্ব্বিশেষত্বাদি অনুভূত হইলে কারণস্বরূপ বস্তুর নিরাকারত্ব নির্ব্বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া তাহার ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইবে না কেন? এইরূপ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আমার যুক্তিসমূহ পূর্ব্বপক্ষকারী স্বীকার করিয়া লইলে আমি তাহার সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, আকাশ নিরাকার হইলেও পাঞ্চভৌতিক জগতের উহা আংশিক উপাদান মাত্র। সুতরাং বস্তুর নির্ব্বিশেষাদি কল্পনা পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষে আংশিক জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কাষ্ঠেতে অগ্নিসত্তা অপ্রকাশিত থাকে বলিয়া তাহাকে তদ্বস্তুহীন বলিয়া প্রকাশ করিলে কাষ্ঠের অপূর্ণতাই প্রকাশিত হইল। সুতরাং বস্তুকে নির্ব্বিশেষ মাত্র প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম বলিলে বস্তুর অখণ্ডত্ব না হইয়া খণ্ডত্বই স্থাপিত হইতেছে।

শ্রীমহাপ্রসাদ

দেহসর্ব্বস্ববাদী ব্যক্তিগণের দেহরক্ষার জন্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, আর বৈষ্ণবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ—এই দুইটীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। স্বল্পপুণ্যবান ব্যক্তি ভগবদ্-উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, মহা-প্রসাদের তত্ত্ব-উপলব্ধি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় হয়। শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তের প্রদত্ত বস্তু শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন। সেই ভগবদুচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ, অর্থাৎ মহতী কৃপা। শ্রীভগবান্ মাদৃশ জিহ্বা-লাম্পট্যপরায়ণ বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য তাঁহার কৃপাস্বরূপ মহাপ্রসাদ প্রদান করেন। মহাপ্রসাদ এই জড়জগতের ভাত, ডালবিশেষ জড়পদার্থ নহেন। ইহজগতের ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু অনিত্য, কিন্তু মহাপ্রসাদ অদ্বয়জ্ঞান বস্তু, তাহা ঐপ্রকার জড় বা অনিত্য বস্তু নয়। অনেকে বলিতে পারেন,—যাহাকে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ বলিয়া বলেন, তাহা আমাদের দর্শনে ভাত-ডাল। প্রসাদ যদি চেতন অদ্বয়জ্ঞান বস্তু হয়, তাহা হইলে উহাতে ভাত-ডাল দর্শন কি প্রকারে

হয়? তবে কি অচেতন বস্তুসমূহ শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে চেতন হইয়া পড়ে? না তাহা নহে; এই প্রকার ধারণাপূর্ণ বিচার ভ্রান্ত। তাহার কারণ, অচেতন ভূমিকায় অবস্থিত ব্যক্তি অচেতন বস্তু লইয়াই নাড়া চাড়া করে। সুতরাং তাহাদের দর্শনে চেতনবস্তুও অচেতনের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়। যাঁহারা চেতনের ভূমিকায় অবস্থিত, তাঁহারাই এই তত্ত্ব বিশেষরূপে জানেন বা উপলব্ধি করিতে পারেন।

অচেতন বা জড়বস্তু কখনও চেতন হয় না বা চেতন কখনও জড় বা অচেতন হয় না। চেতন নিত্যকাল চেতন; জড় নিত্যকাল জড়। শ্রীভগবানের সহিত জড়ের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ নাই। ভগবান্ যাহা গ্রহণ করেন তাহা চেতন, হেয়গুণ-বর্জ্জিত। এই প্রসাদই ভবরোগের পথ্য। মহাপ্রসাদসেবনে ভবরোগগ্রস্ত জীবের দুর্ব্বুদ্ধিসমূহ অপসারিত হয়। আমাদের দর্শনের অযোগ্যতা থাকার দরুণ আমরা আমাদের অনন্তকালের মজ্জাগত ভোগবুদ্ধিযুক্ত চক্ষুদ্বারা মহাপ্রসাদকেও ভোগের উপকরণ বলিয়া দর্শন করি। যেদিন গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় প্রসাদের মহিমা জানিতে পারিব, সেদিন প্রসাদে ভাত-ডাল-বুদ্ধি বিদূরিত হইবে। এইজন্য প্রসাদকে অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু বলা হয়, অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত যাবতীয় বস্তুই শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান ভগবানে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥"

হে বিপ্রগণ, শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি সেবন করিতে কোন প্রকার ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিবে না। ভোগমদে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ জিহ্বার লাম্পট্য-হেতু খাদ্যাখাদ্য বিচার করে। যাহাতে ইন্দ্রিয়তোষণ হয় তদ্রূপ খাদ্যকে তাহারা আদরের সহিত গ্রহণ করেন। ইহাই লোভ। ষড়্রিপুর মধ্যে লোভ একটী প্রধান রিপু। এই লোভের দাসত্বে যাহারা প্রমত্ত, তাহাদের কোন রিপুই বশীভূত হয় না। লোভ চরিতার্থ করিতে গিয়া কামনার উদয় হয়। কামনার যেখানে ব্যাঘাত ঘটে, সেখানে ক্রোধ আসিয়া পড়ে এবং আনুষঙ্গিকরূপে মদ, মোহ, মাৎসর্য্য ইত্যাদিও আসিয়া চিত্তকে একেবারে কলুষিত করিয়া ফেলে। এবম্বিধ কলুষিতচিত্ত ব্যক্তির সম্মুখে যখন মহাপ্রসাদ আসিয়া কৃপা করিতে প্রস্তুত হন, তখন ঐ ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্ভাগা ব্যক্তি নিজরুচি অনুযায়ী প্রসাদ না পাইলে প্রসাদকে অবজ্ঞা করে।

তজ্জন্য সে মহা অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। মহাপ্রসাদে অবমাননকারী ব্যক্তির নিস্তার নাই।

ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

এইজন্য বলি, সাধু সাবধান! যাহারা প্রকৃত মঙ্গল চান, তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র মহাপ্রসাদই গ্রহণীয়; তাঁহারা মহাপ্রসাদ ছাড়া যেন আপাতমধুর স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়রুচিকর অন্য জিনিষ পাইবার জন্য ব্যস্ত না হন। যে-দিন মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি দূর হইবে, সেদিন মহাপ্রসাদের কৃপা হইবে। শ্রীমহাপ্রসাদের কৃপা হইলে ভবরোগ দূর হইয়া যাইবে ও সেবারাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটিবে। মহাপ্রসাদকে অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুচরণে অপরাধী। আমাদের ভোগকর ভাত, ডাল, যাবতীয় বস্তুই এই ভোগময় রাজ্যে পাওয়া যাইবে। কেন না, বর্ত্তমানে যে রাজ্যের আমরা বাসিন্দা হইয়াছি, সেই রাজ্য ভোগময় রাজ্য; স্বস্বরূপ-বিস্মৃতিহেতু যে ভোগময়ী প্রবৃত্তি, তন্নিমিত্তই এই অনিত্য ভোগভূমিকায় আগমন। কিন্তু যদি এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া কেহ নিজমঙ্গলের জন্য প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এ জগতের বস্তুসমূহকে জীব ভোগ করিতে পারে না। যে বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য জীব প্রমত্ত হয়, সেই বস্তুই তাহাকে ভোগ করিয়া বসে।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ্যপানদ্বারা নিজের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মনে করে, আমি মদ ভোগ করিয়াছি। কিন্তু সে মদ্য ভোগ করে নাই, মদই বরং তাহাকে ভোগ করিয়াছে, মদের দাসত্বই তাহার অবলম্বন হইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এ জগতের বস্তুসমূহ ভোগ করিতে গেলে, ভোগের পরিবর্ত্তে নিজের প্রাণবিনাশ করিতে হয়। যেমন উদাহরণ—মৎস্য; নিজ জিহ্বালালসায় যখন সে বড়শীর টোপ গিলিয়া ফেলে, তখন তাহার দেহ আর একজনের ভোগ্য হইয়া পড়ে। অতএব যখন আমরা আমাদের ভোগবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিব, তখন ভগবানের প্রসাদরূপ ভগবানের অধরামৃত আমাদের লাভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সম্মিলন।

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ, বরপারা, বঙ্গাইগাঁও

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অহা ৮ই ফাগুন (ইং ২১শে ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার কলিযুগ-পাবন-অবতার জগদ্‌গুরু শ্রী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিখিল ভুবন মঙ্গল-ময়ী শুভ আবির্ভাব-তিথি ও আচার্য্য শ্রীশ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর তিরোভাব তিথি (শুক্লা ত্রয়োদশী) উপলক্ষে শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনর উদ্যোগত অহা ৭ ফাগুণ পরা ৯ ফাগুণলৈকে তিনি দিন ধরি পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি বিরাট অনুষ্ঠান হব।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয় সকল উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানত সবান্ধবে যোগদান কৰিলে সম্মিলনর সদস্যবৃন্দ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হব। এই মহদনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ অসমর্থ হলে প্রাণ, অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সম্মিলনর সেবা কার্য্যত সহানুভূতি প্রদর্শন কৰিলেও ভগবৎ সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হব। ইতি—লা পুহ

শুদ্ধ ভক্তকৃপালেশ প্রার্থী—

শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনর সভ্যবৃন্দ—

শ্রীসত্য গোবিন্দ দাসাধিকারী, সেক্রেটারী

শ্রীসর্ব্বানন্দ দাসাধিকারী।	শ্রীমদন মোহন দাসাধিকারী।
শ্রীধর্ম্মজয় দাসাধিকারী।	শ্রীবলাই চাঁদ দাসাধিকারী।
শ্রীখগমোহন দাসাধিকারী।	শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী।
শ্রীলীলামাধব দাসাধিকারী।	শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

উৎসব পঞ্জী ঃ—

৭ই ফাগুণ সন্ধ্যা ৬টাৰ পৰা জন্মোৎসবৰ অধিবাস কীর্ত্তন, প্রার্থনা ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ।

৮ ই ফাগুণ পুৱা ৬ টাৰ পৰা ৮ টালৈ নগৰ সংকীর্ত্তন। উক্ত প্রতিষ্ঠানর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক বেলা ৯টাৰ পৰা সম্মিলনর নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হব। বেলা ১টাৰ পৰা বিভিন্ন বক্তাই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ও গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা কৰিব।

৯ ফাগুণ পুৱা ৬ টাৰ পৰা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ। বেলা ১ টাৰ পৰা মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২২শে পৌষ, ১৩৭৩ ; ইং ৭।১।৬৭

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ১৩৭৩, ১লা মার্চ্চ ১৯৬৭ বুধবার ব্যাসাভিন্ন **জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী)-তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** ও চুঁচুড়া-সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে**, ১৪ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী সোমবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)** হইতে ১৬ই ফাল্গুন ১৩৭৩, ১লা মার্চ্চ, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিতা হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **মঙ্গলবার** পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **বুধবার** পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান**, অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৮শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৯৩ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীকোলদেব (শ্রীবরাহদেব)

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

লোৎপাদয়েদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৮শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৮ মাধব, ৪৮০ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৩; ইং ১৩।২।১৯৬৭ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রজাপতিকৃতং "শ্রীশ্রীহংসগুহ্যস্তবং-স্তোত্রদ্বাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে
চতুর্থেঽধ্যায়ে—২৩-৩৪)

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে
গুণত্রয়াভাস-নিমিত্ত-বন্ধবে।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভি
র্নিবৃত্তমানায় দধে স্বয়ম্ভুবে॥ ১॥

(প্রজাপতি দক্ষ অধোক্ষজ শ্রীহরিকে প্রসিদ্ধ 'হংসগুহ্য'-স্তব দ্বারা এইরূপে স্তুতি করিয়াছিলেন)। যিনি মায়া ও মায়িক পদার্থ হইতে উত্তম, এবং যিনি—অব্যভিচারী জ্ঞানেচ্ছা-শক্তিবিশিষ্ট, যিনি—জীব ও মায়ার নিয়ন্তা এবং প্রবর্ত্তক, মায়িক গুণত্রয়ের পরিণামভূত অনিত্য পৃথিব্যাদি বিষয়ে

স্বভোগ্য-জ্ঞানে সত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট অথবা গুণাদির পরিণামভূত-তত্ত্বেই 'ইনি—দেবতা, ইনি—মানুষ' ইত্যাদি বুদ্ধিযুক্ত জনসমূহ যাঁহার স্বরূপ দেখিতে পায় না, যিনি—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণ অথবা অপরিচ্ছিন্ন, যিনি—কারণান্তর হইতে উৎপন্ন নহেন অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ
সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্ ।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে-
স্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ ২ ॥

(রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি) বিষয়সমূহ যেমন তৎপ্রকাশক ইন্দ্রিয়ের প্রকাশকত্ব জ্ঞাত নহে, সেইরূপ জীব এই দেহপুরে থাকিয়াও জীবদেহে বিরাজমান প্রপঞ্চাধীশ যে বিভুচিৎ পরমেশ্বরের করণ-প্রবর্ত্তকত্বাদি অর্থাৎ হৃষীকেশত্ব জানিতে পারে না, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ॥ ২ ॥

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা-
মাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ ।
সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥ ৩ ॥

প্রাণসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, অন্তঃকরণসকল, পৃথিব্যাদি স্থূলভূতসমূহ ও শব্দাদি তন্মাত্রসমূহ, এবং আপনাদের স্বরূপ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের স্বরূপ, এবং এই উভয়ের শ্রেষ্ঠ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ,—এই তিনটীর একটীও দেহাদি জানিতে পারে না ; কারণ, ঐ দেহাদি—জড়মাত্র ; কিন্তু জীব 'চেতন' বলিয়া দেহাদিকে এবং তন্মূলীভূত তত্ত্বাদিগুণসমূহকেও জানিতে পারেন। তথাপি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও জীব যে সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত স্বরূপকে জানিতে পারেন না, আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

যদোপরামো মনসো নামরূপ-
রূপস্য দৃষ্ট-স্মৃতি-সম্প্রমোষাৎ ।
য ঈয়তে কেবলয়া স্বসংস্থয়া
হংসায় তস্মৈ শুচিসদ্মনে নমঃ ॥ ৪ ॥

যখন চিত্তের উপরাম হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থার ন্যায় চিত্তের বিক্ষেপ না হইয়া, এবং সুষুপ্তি-অবস্থার ন্যায় চিত্তের লয় না হইয়া সমাধি হয়, তখন নাম ও রূপের উদ্ভাবক ঐ চিত্তের দর্শন ও স্মরণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমাধিকালে যিনি জীব-চিত্তে স্বকীয় সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশিত হন, সেই শুদ্ধান্তঃকরণৈকগম্য ভগবান্ হংসকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

মনীষিণোঽন্তর্হৃদি সন্নিবেশিতং
স্বশক্তিভির্নবভিশ্চ ত্রিবৃদ্ভিঃ।
বহ্নিং যথা দারুণি পাঞ্চদশ্যং
মনীষয়া নিষ্কর্ষন্তি গূঢ়ং ॥ ৫ ॥

স বৈ মমাশেষ-বিশেষ-মায়া-
নিষেধ-নির্ব্বাণ-সুখানুভূতিঃ।
স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ
প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ ॥ ৬ ॥

কাষ্ঠের অন্তঃপ্রদেশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত অলৌকিক অগ্নিকে মনীষিগণ যেমন পঞ্চদশ (সামিধেনী) মন্ত্রদ্বারা বহিঃপ্রকটিত করেন, সেইরূপ বিবেকিগণও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয়, এবং প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ ও পঞ্চ তন্মাত্র,—এই নয়টী, এবং পঞ্চমহাভূত ও দশেন্দ্রিয়,—এই পঞ্চদশটী,—সর্ব্বশুদ্ধ এই সপ্তবিংশতি-তত্ত্বাত্মিকা নিজ-শক্তিদ্বারা আবৃত-হৃদয়ের অন্তর্দেশে অবস্থিত যে পরমাত্মাকে ধ্যান করেন, সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। কার্য্য-কারণাত্মক প্রপঞ্চরূপ অশেষ বৈচিত্র্যময়ী মায়ার ভোগাপগমে মোক্ষসুখ (স্বরূপসিদ্ধিতে সেবা-সুখ) উপস্থিত হইলেই যিনি অনুভূত হন, যিনি—সকল চিদ্চিত নামেরই বাচ্য, যিনি—সর্ব্বচিৎস্বরূপ, এবং যিনি—অচিন্ত্যশক্তি, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৫-৬ ॥

যদ্যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং-
ধিয়াক্ষভির্ব্বা মনসোত যস্য।
মাভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ
স বৈ গুণাপায়-বিসর্গ-লক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

যাহা বাক্যদ্বারা অভিহিত হয় যাহা বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রাহ্য হয় এবং যাহা মনোদ্বারা সংকল্পিত হয়, সে সমস্তই গুণের কার্য্য বলিয়া তাহাদের কোনটীই যাঁহার স্বরূপ নহে; যিনি স্বয়ং গুণাতীত, অথচ গুণসকলের প্রলয়োৎপত্তির 'কারণ' বলিয়া গুণত্রয়ের আদিতে ও অন্তে বিরাজিত তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং
তদ্ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকং ॥ ৮ ॥

যে অধিকরণে, যাহা হইতে, যদ্দ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যাহাকে সম্প্রদানার্থ, যে অভীপ্সিত কর্ম্মটী যে-কর্ত্তা যে-প্রকারে করেন বা অন্যদ্বারা করাইয়া থাকেন, সেই উচ্চাবচ কারণসমূহের পরমকারণই একমাত্র ব্রহ্ম। তিনি—সমস্ত বস্তুর পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ; যেহেতু, তিনি ঐ সকল বস্তুরও কারণ এবং তিনি—স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত। আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৯ ॥

যাঁহার মায়াবিদ্যাদিশক্তিসমূহই জড়ীয় দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও স্বভাববাদাদির আশ্রয়ে বিবদমান পণ্ডিতগণের বিবাদের ও বিসংবাদের একমাত্র হেতু এবং যাঁহার শক্তিপ্রভাবেই ঐ সকল পাণ্ডিত্যমন্যব্যক্তিবর্গের আত্মমোহ জন্মিয়া থাকে, সেই অনন্তসচ্চিদানন্দ-গুণশালী সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ ॥ ১০ ॥

পরমাত্মোপাসনাত্মক যোগ-শাস্ত্র সচ্চিৎ প্রতীতির আশ্রয়ে তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু প্রকৃতিবাদাশ্রিত জ্ঞানশাস্ত্র সাংখ্যনির্ব্বিশিষ্ট-ভাব-হেতু তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সেই 'অস্তি' ও 'নাস্তি'-বিচার লইয়া দ্বন্দ্বরত বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রিত শাস্ত্রদ্বয়কে এক পরব্রহ্ম-বস্তুতেই পর্য্যবসিত বলিতে হইবে; কারণ, উভয়ের মত বিভিন্ন হইলেও ভাব ও অভাবের পর যে একটী অধিষ্ঠান প্রতীত হইতেছে, তিনিই বৃহৎ পরব্রহ্ম; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ১১ ॥

অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যে ভগবান্ (জড়বুদ্ধিযুক্ত জীবের নিকট) দেশ-কাল-বস্তু প্রভৃতি পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রাকৃত-নাম-রূপাদিরহিত; আবার, তৎপাদমূল-ভজনকারী ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিত্যকাল জন্ম-লীলা-প্রদর্শনপূর্ব্বক নাম-রূপ-যুক্ত, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ১১ ॥

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথং ॥ ১২ ॥

বায়ু যেমন পার্থিব পঙ্কজাদির গন্ধ গ্রহণ করিয়া নানাগন্ধবিশিষ্ট এবং পঙ্কজরেণু প্রভৃতির ধূসর-কৃষ্ণাদি বর্ণ ধারণ করিয়া নানারূপবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্ব্বদেহগত অন্তর্যামী ভগবান্ও দেহধারী জনসমূহের প্রাক্তন-বাসনা (রুচির) অনুযায়ী অর্ব্বাচীন (বিদ্ধা) উপাসনামার্গে উপাসিত হইয়া সেই সেই ভাবে তদুপাসকগণের নিকট প্রকাশিত হন, সেই পরমেশ্বরই আমার মনোরথ পূর্ণ করুন; অন্য দেবতার আশ্রয়ে কি প্রয়োজন? ১২ ॥

ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি

শ্রীমহাপ্রভু জীবের প্রতি করুণা করিয়া কালে কালে অলৌকিক চরিত্রসম্পন্ন বৈষ্ণবগণকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের অসাধারণ অনুষ্ঠান-দর্শনে বিদ্বৎসমাজ দূরে যাক্, হরিসেবা-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান্ জনগণেরও অনেক সময় ভ্রমপূর্ণ ধারণার উদয় হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণাক্রমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় প্রভুর আজ্ঞাসমূহ পালন করিয়া প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যহীন বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে না পাইয়া কতই না অভাব অনুভব করিতেছেন। তবে যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়া হরিভজনের অলৌকিক-প্রণালী পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা তৎসম্বন্ধীয় পবিত্র স্মরণ-প্রভাবে সমধিক ভজন-যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। ঠাকুরের সুদীর্ঘ প্রকটকালের ঘটনাবলী শুদ্ধবৈষ্ণবজীবনের প্রতিপদেই আদর্শ। সুতরাং তাঁহার ভক্তিময় চরিত্র শুদ্ধভক্তের করে অঙ্কিত হইলে তদ্দর্শনে বৈষ্ণবজগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

* * ভক্তিবিনোদ দেবের স্মৃতি-সমিতির যে বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া কেহ কেহ মনে করেন যে গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণ যে মহাত্মার অলৌকিক চরিত্র প্রতিপদেই অনুক্ষণ অনুসরণ করিয়া স্মরণ করেন, সেই আদর্শচরিত্র জগদ্গুরুর আবার বাহ্যিক অনুষ্ঠানময়ী স্মৃতি সংরক্ষিত হইবার আবশ্যক কি? কেহ বলেন,—নিত্য বৈষ্ণবের নিত্য চরিত্র নিত্যকাল স্থিত, সুতরাং স্মৃতিরক্ষণ-কার্য্য কর্ম্মান্তর্গত হওয়ায় ঐ প্রকার স্মরণের প্রয়োজন কি? বৈষ্ণবের তাদৃশ স্মৃতিরক্ষার যত্ন বৈষ্ণবোচিত নহে।

এই সকল তর্কসমূহ যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদের জন্য কয়েকটী কথা এস্থলে উল্লেখ করিলে বোধ করি তাঁহারা আমাদের সবিনয় বাক্যকে নিজগুণে ক্ষমা করিতে পারেন। বিষয়মদান্ধ নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির পূজাকে—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীনরোত্তমবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থকে—শঠকোপ দাস, মধুর কবি, গোদাদেবী, কুলশেখর রামানুজাদির অর্চ্চা-বিগ্রহকে—বাহ্য-অনুষ্ঠানপূর্ণ কর্ম্মপ্রয়াস বলিয়া গর্হণ করিতে পারেন; ভক্তের কিন্তু সে কথা হৃদয়ে স্থান পায় না। গৌরগুণগান, তুলসীমালা ধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সেবন, নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন

প্রভৃতি মায়াবাদীর বিচারে কর্ম্মান্তর্গত প্রয়াসসমূহ; কিন্তু ভগবানের সেবনোদ্দেশে কৃতকর্ম্মের ফল-ভোক্তা ভগবদ্ভক্ত নহেন, ভগবান্ স্বয়ং। তজ্জন্য ভক্তির অনুষ্ঠানসমূহ প্রাকৃতদৃষ্টিতে কর্ম্ম বলিয়া মূঢ়নয়নে রূপান্তরিত হইলেও উহা হরি-সেবা, অনুষ্ঠাতার স্বার্থ বিজৃম্ভিত ফলভোগ-কামনা নহে।

শ্রীভগবানের নববিধা ভক্তিপর্য্যায়ে স্মরণকে তৃতীয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ভগবান্ ও ভগদ্ভক্তের স্মরণ দোষাবহ নহে। যে স্থলে স্মৃতি-রক্ষানুষ্ঠান প্রাকৃত রাজস-ভাবোত্থ অর্থাৎ অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক সেস্থলে উহা আদরণীয় নহে। যেস্থলে উহা নির্গুণ কৃষ্ণভজনের উদ্দেশে কৃত হয় উহা শুদ্ধ হরিভজনের উৎসাহ বৃত্তির অনুষ্ঠান-বিশেষ।

কর্ম্মিগণ ফলকামোদ্দেশে যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেন, ভক্তগণের তত্তৎ শব্দ দ্বারা ঠিক সেই ধারণা হয় না। কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিরক্ষা শব্দে বৈষ্ণবের ব্যথিত হইবার কারণ নাই। কৃষ্ণনাম বলিলে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নামাপরাধিন যাহা বুঝেন তাহা কখনই বৈষ্ণবের গ্রহণীয় হয় না; আবার কৃষ্ণনামের অপ্রাকৃতানুভূতি কখনই অভক্তের বুদ্ধিগম্য নহে। সুতরাং যাহারা "স্মৃতিরক্ষণ-সভা" শব্দ শুনিয়াই ক্ষুব্ধ তাঁহাদের ধারণা উন্নত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণের সেবা ও গৌরভক্তগণের হিতের জন্য কতই না করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র প্রয়াসসমূহকে হরিভজন না দেখিয়া যিনি (ঐগুলিকে) কর্ম্মবীরের ফল্গু চেষ্টামাত্র অনুভব করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কর্ম্মবীর হইবার আদর্শ লাভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে কিছু অধিক বলিতে চাহি না। তাঁহারা নিজ ফলভোগময় কর্ম্ম-বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া স্মৃতি-সমিতিতে যোগদান করিয়া কর্ম্মজীবনের শেষ প্রাপ্য শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হউন্। সেখানে আসলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, **ভগন্মন্দির অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্তের স্মৃতিমন্দির কোন প্রকারে ন্যূন শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান নহে, পরন্তু কোন কোন বিষয়ে কৃষ্ণের অধিক প্রসাদ লাভের সুযোগযাত্র।**

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(প্রকরণ-প্রস্থান—মহাজন-বাক্য-গ্রন্থাদি)

১। মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থসমূহ আদরণীয় কেন ?

"শুদ্ধভক্তগণ মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থগুলিকে মধুচক্র বলিয়া জানেন। সেইসকল মধুচক্র যতপ্রকার নূতনভাবে নিকটবর্ত্তী হয়, ততই নূতন নূতন রসের উদয় হয়।"

—'নিবেদন', সঃ তোঃ ১০।৫

২। মহাজনগণ কি মনোধর্ম্মোত্থ কল্পনার সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন ?

"বাক্যানাং জড়জন্যত্বান্ন শক্তা মে **সরস্বতী**।
বর্ণনে **বিমলানন্দবিলাসস্য চিদাত্মনঃ**
তথাপি সারজুট্‌বৃত্ত্যা সমাধিমবলম্ব্য বৈ।
বর্ণিতা ভগবদ্বার্ত্তা ময়া বোধ্যা সমাধিনা॥

চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস বর্ণনে আমার সরস্বতী অশক্তা; যেহেতু যে-বাক্যসকলের দ্বারা আমি তাহা বর্ণন করিব, ঐ সকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়াছি, তথাপি **সারজুট্ বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম।** বাক্য-সকলের সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না। এতদ্ধেতুক প্রার্থনা করি যে, পাঠকবৃন্দ সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক এতত্তত্ত্বের উপলব্ধি করিবেন। অরুন্ধতী-সন্দর্শন-প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকৃষ্ট সূক্ষ্মতত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; যুক্তিপ্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম, যেহেতু অপ্রাকৃত-বিষয়ে তাহার গতি নাই। কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শনরূপ আর একটি সূক্ষ্মবৃত্তি 'সহজ সমাধি' নামে লক্ষিত হয়; আমি যেমত সেই বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম, পাঠকবৃন্দও সেইরূপ তাহা অবলম্বন-পূর্ব্বক তত্ত্বোপলব্ধি করিবেন।"

—কৃঃ সং ১।৩২-৩৩

৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সর্ব্বশাস্ত্রের সার কিরূপ ?

"ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে

যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সারভাগ এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্‌দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে, সে সমস্তই তাত্ত্বিকরূপে এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় ধর্ম্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে যে কিছু সদ্বস্তু আছে, সে সমস্তই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যাইবে না, তাহাও এই উপাদেয় গ্রন্থে লভ্য হইবে।"

—'বিবোধন', চৈঃ শিঃ

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কাঁহার প্রেরণায় 'শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচি-মালা' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন?

"যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোঽহমেতস্মিন্ গ্রন্থসংগ্রহে।
তং গৌরপার্ষদং বন্দে দামোদরস্বরূপকম্॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', শ্রীভাঃ মঃ

৫। 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীমহাপ্রভুর আদেশটি কি?

"শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর।
অনুভবে আসি আজ্ঞা দিলা অতঃপর॥
মহাপ্রভু আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া।
সম্বন্ধাভিধেয়-ক্রম দেহ' দেখাইয়া॥
গ্রন্থ নিত্যপাঠ্য হবে বৈষ্ণব-সভায়।
ভাগবত-পদ্যমালা প্রভুর কৃপায়॥
'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের তাৎপর্য্য কহিলা।
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা॥
সেই ত' প্রেরণাক্রমে এ অধম দাস।
ভক্তিবিনোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ॥
বক্তা শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে।
পড়ি' কৃপা মাগে দাস নিষ্কপট মনে॥"

—'উপসংহার', শ্রীভাঃ মঃ

৬। 'শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থাস্বাদনের ফল কি?

"শ্রীমদ্গৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপন-তৎপরা।
শ্রীমদ্ভাগবতী মালা ভক্তিবিনোদগুম্ফিতা॥

নিত্যমাস্বাদয়েন্নিত্যমানন্দোৎফুল্লচেতসা।
ভক্তেন লভ্যতে সদ্যঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা॥
দিনানি তব স্বল্পানি বহুবিঘ্নানি তান্যপি।
অতশ্চেতঃ সুযত্নেন রসং ভাগবতং পিব॥"

—'উপসংহারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ, ২০শ কিঃ

"উপসংহারে সংগ্রাহক বহুমনতি-পূর্ব্বক কহিতেছেন, এই শ্রীগৌর-গদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ-গুম্ফিতা শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন। যে-ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সদ্য শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গরূপে উদিত হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন, ইহাই সূচিত হইল।"

—'উপসংহার', শ্রীভাঃ মাঃ, ১-২ অনুবাদ

৭। 'শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থ কিরূপে আবির্ভূত হইলেন?

"শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনির্দ্দেশে কৃপা যস্য প্রয়োজনম্।
বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণং চৈতন্যং রসবিগ্রহম্॥
সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥
কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্॥"

—কৃঃ সং, ১ম অঃ ১-৩

৮। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্মত গীতাভাষ্য আছে কি?

"দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদিদিগের রচিত; বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শ্রীধরস্বামীর টীকা ব্রহ্ম-বাদপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটী যেরূপ ভক্তিপোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম উপদেশ স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ স্বামীর ভাষ্যটী সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-শিক্ষাপূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির

আস্বাদকদিগের আনন্দবৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্তশিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিরচিত টীকাটী সংগ্রহ পূর্ব্বক তদনুযায়ী 'রসিকরঞ্জন' নামক বঙ্গানুবাদ সহকারে গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত একটি গীতা-ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকাটী বিচার ও প্রীতিরস—এতদুভয় বিষয়েই পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটী সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃত-ভাষা প্রাঞ্জল।"

— গীঃ, রঃ রঃ ভাঃ

— জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

তীর্থযাত্রা

[১]

বুড়ীর সাথে সুযোগ-মতে চলেন বুড়ো তীর্থধাম।
'সস্ত্রীক ধর্ম্ম কর্‌তে হয়'—শাস্ত্রবাক্য তার প্রমাণ॥
শাস্ত্র হ'লো অস্ত্র ভাল কাট্‌তে ভোগের সরল পথ।
'রথ দেখা আর কলাবেচা' হ'বে দুটোই যুগপৎ॥
'কলা বেচায়' ষোল আনা, টান্ ত আছেই বারমাস।
রথের নামে এবার সেটা সতের আনা সুপ্রকাশ॥
কোথায় তীর্থ, তীর্থপাদ সাধু-সঙ্গ সুমঙ্গল।
'হা হা জগন্নাথ!' ব'লে প্রাণঢালা সে অশ্রুজল॥
উল্টো হ'লো, হায়রে কলি, সেই সকলি সঙ্গে ধায়।
'খাও', 'নাও,' 'এস', 'বস', 'গেল-গেল', 'হায়-হায়'॥
গাঁঠ্-ছড়াটি-বাঁধা বিয়ের বর-কনেটি যেন রে!
পাঁচের সেবাই সর্ব্বক্ষণ, সেব্য আবার আছেন কে??
গাড়ীর বেঞ্চে গিন্নী বেশ আরাম ক'রে নিদ্রা যান।
আছেন ব'সে কর্ত্তামশায়—কোল্ পেতে যে উপাধান॥

সুখের সকল অনুষ্ঠান, সঙ্গে কারো চমৎকার।
পান্, দোক্তা, তামাক্-টিকে, কল্‌কে-হুঁকো কতই আর॥
হায়রে কপাল, কইবো কা'রে, কালের গতি ভয়ঙ্কর।
তীর্থধামেও তের পুঁটুলী এ'নে বুড়ো বাঁধেন ঘর॥
ছিলেন বাঁধা যে বাঁধনে, এক চুলও সে শিথিল নয়।
স্বর্গে গেলেও সমানে ধান ভানেন্ ঢেঁকী মহাশয়॥
'ঢেঁ কুচ-কুচ্' কুঁড়ো মেখে, কামিনীর সে পদাঘাত।
ঘুচে না ত কোথাও তা'র, হ'লেও দেহ কুঁপো কা'ত্॥

[২]

হা হা শিবানন্দ সেন, রাঘব পণ্ডিত-বর।
দময়ন্তী-বিরচিত ঝালি যাঁর শিরোপর॥
কোথায় তোমারা আজ যাত্রী নীলাচল-পথে।
সচল অচল ব্রহ্ম নিরখিতে পথে রথে॥
প্রাণঢালা পিপাসায় কোথায় সে আর্ত্তস্বর!
'হা গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ,—গৌড়-জন-প্রাণেশ্বর!!'
শিবাই নিতাই-প্রেমে কি আনন্দে ভরপূর।
সাথে পত্নী, পুত্র তিন,—চলে নীলাচল পুর॥
"মরুক্ শিবার পুত্র"—দেন গালি অবধূত।
কেঁদে মরে নারী ভয়ে—করে কত কাঁউ-মাউ॥
রেগে খুন্ ভাগ্‌নেটা জ্বলে যেন দাউ-দাউ।
শিবারে প্রহারে পদ,—রঙ্গ তাঁ'র অদভুত॥
অবিকার শিবানন্দ, কি আনন্দে মরি মরি!
ঢালে প্রেম-অশ্রুধার নিতা'য়ের পদে ধরি॥
হরি, হরি! হায়!! হায়, নিত্যলীলা সেই সব।
লুকা'ল মোহান্ধ চক্ষে, হ'লো আজি অসম্ভব॥
জনে জনে হেরি' দৃশ্য কি দারুণ পথে-ঘাটে।
বিকায় কৈতব-ফল কেবল ভবের হাটে॥
খাইয়া সে বিষ-ফল জ্ব'লে মরে জীবগণ।
কহে কাঁদি 'কৃষ্ণামৃত' রক্ষা কর গৌর-জন॥

রাজর্ষি রুক্মাঙ্গদ (৩)

রাজা মোহিনীর সহিত পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিয়া নিজ অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। তাহার পদাঘাতে পৃথিবীতে গর্ত্ত হইয়া পড়ে। সেই গর্ত্তে একটা টিকটিকী ছিল, ঐ আঘাতে তাহার শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। রাজা তাহা দেখিতে পাইয়া অতিযত্নে সেটীকে গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার শরীরে ঠাণ্ডা জল সিঞ্চন করাতে তাহার চেতনতা আসিল। সে তখন তাহার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ রাজার নিকট বর্ণন করে—

সে পূর্ব্বজন্মে তাহার নিজ পতিকে বশীভূত করার জন্য বশীকরণ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল। তৎফলে পতির ক্ষয়রোগ হইয়াছিল। সেই পাপে উহার ঐ জঘন্য টিকটিকী জন্ম হইয়াছে। সে দশ হাজার বৎসর এইরূপে অবস্থান করিতেছে। রাজা যদি তাঁহার বিজয়া দ্বাদশীর ফল উহাকে দেন তবে সে উদ্ধার পায়। রাজা তাহা শুনিয়া উহাকে নিজ দ্বাদশী-ব্রতের ফল প্রদান করিলে সে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

অতঃপর তাঁহারা রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অনেক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, বন, গ্রাম, নগর সরোবরাদি অতিক্রম করিয়া বৈদিশ নগরের প্রান্তে উপস্থিত হন। রাজপুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ গুপ্তচরমুখে পিতার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিজের অধীনস্থ রাজাদের সহিত পিতাকে স্বাগত অভ্যর্থনার জন্য গমন করিলেন। তাঁহারা এক ক্রোশ-পথ পদ-ব্রজে গমন করিলে পর রাজা রুক্মাঙ্গদকে দেখিতে পান। পিতাকে প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাঙ্গদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। রুক্মাঙ্গদ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্নেহভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি সমস্ত প্রজাকে যথাযোগ্য পালন করিতেছ কি না? ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা কোষাগার পূর্ণ করত ব্রাহ্মণগণকে অধিক সংখ্যায় ধন দান কর ত? তোমার স্বভাব সকলের প্রীতিপ্রদ কি না? তুমি কাহাকেও কঠোর বাণী প্রয়োগ কর কি না? তোমার রাজ্যে প্রত্যেক পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন করে কি না? গোচর ভূমিতে গোসকল চরিতে কেহ বাধা দেয় না তো? দ্রব্যাদির ওজন সম্বন্ধে নিরীক্ষণ কর কি না? কোন বড় গৃহস্থকে অধিক কর ধার্য্যদ্বারা পীড়া দাও না ত? তোমার

রাজ্যে মদিরা পান এবং জুয়াখেলা হয় না ত? তোমার মাতৃগণকে সমান চক্ষুতে দেখ কি না? রাত্রির চতুর্থ প্রহরে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয় ত? রাজা নিদ্রার বশীভূত হইলে অধিক দিন রাজ্য পালন করিতে সমর্থ হয় না। নিদ্রা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মত স্বামীর ইহ-পরলোক নাশ করিয়া দেয়। রাজার কথা শুনিয়া ধর্ম্মাঙ্গদ বারম্বার প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার সমস্ত বাক্যই যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছি এবং ভবিষ্যতেও পালন করিব।"

তৎপর ধর্ম্মাঙ্গদ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! আপনি আমাকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন? এই কান্তিময়ী দেবীকে কোথায় পাইলেন? ইনি সাক্ষাৎ গিরিরাজ-নন্দিনীর তুল্য। ইনি কি আমার মা? এ প্রকার মাতা প্রাপ্ত হইলে আমার মত পুণ্যাত্মা পৃথিবীতে কেহ নাই।" ধর্ম্মাঙ্গদের বাক্য শুনিয়া রুক্মাঙ্গদ বলিলেন, "এই দেবী সত্যই তোমার মাতা। এই দেবী ব্রহ্মার কন্যা। এ বাল্য-বস্থা হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য দেবগিরিতে কঠোর তপস্যা করিতেছিল। আজ হইতে ১৫ দিন পূর্ব্বে আমি মহুয়াবনে গিয়া দেখি, এই বালিকা মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য সঙ্গীত গাহিতেছিল। তথায়ই আমার সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হয়, আর আমাকে পতিরূপে বরণ করে। আমি মহাদেবের সাক্ষাতে ইহাকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।" তখন ধর্ম্মাঙ্গদ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া মোহিনীকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"মা, আমি আপনার পুত্র, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" এই বলিয়া পুনরায় পীঠে চড়াইয়া মোহিনীকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিলেন। আর সকলে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন; অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঘোড়া হইতে নামিয়া মোহিনীকে পুত্রের গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন। তখন ধর্ম্মাঙ্গদ মোহিনীকে সঙ্গে লইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং এক পালঙ্কে বসাইয়া চরণ ধৌত করিলেন। ধর্ম্মাঙ্গদ নিজ জননীর প্রতি যে ভাব, মোহিনীকেও সেইভাবে দর্শন করিলেন, তাহার চরণ ধুইয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং নম্র বচনে বলিলেন, "আজ আমি বিশেষ পুণ্যাত্ম হইলাম"। তারপরে অন্যান্য

নরনারীসহ যত্নসহকারে মোহিনীর পথশ্রান্তি দূর করিয়া তাহাকে উত্তম ভোগসকল প্রদান করিলেন। ক্ষীরসাগর মন্থনকালে যে উত্তম কুণ্ডল উত্থিত হইয়াছিল, অসুরেরা তাহা লইয়া যায়। ধর্ম্মাঙ্গদ পাতালে গিয়া সেই অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ঐ কুণ্ডল আহরণ করিয়াছিলেন। তাহা নিজ হস্তে মোহিনীর কাণে পরাইয়া দিলেন, আরও বহুমূল্য বিচিত্র অলঙ্কার প্রদান করিলেন। অতঃপর নিজ মাতাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হাতে মোহিনীকে ভোজন করাইয়া নিজ জননীকে বলিলেন,—

"মা, তোমার ও আমার কর্ত্তব্য পিতার যাহাতে সন্তোষ হয় তদ্রূপ কার্য্য পালন করা। পতিব্রতার কর্ত্তব্য স্বামীর সুখবিধান করা। প্রাচীনকালে এক দুষ্ট-প্রকৃতির শূদ্র ছিল। সে সর্ব্বপ্রকার সদাচারশূন্য ছিল। গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এক বেশ্যাকে আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিল। তাহার স্ত্রী পতিব্রতা ছিল। সে পত্নীর সন্তোষ নিমিত্ত বেশ্যারও সেবা করিত। কিছুকাল পর তাহার পতি ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার ঘরে যে সকল অর্থ ছিল সেই অর্থ দিয়া পতিব্রতা পতির সেবা করিতে থাকে। কিছুকাল পর বেশ্যাটী তাহার অর্থাভাব দেখিয়া পরিত্যাগ করে, কিন্তু পতিব্রতা নিজ পিতা ও ভ্রাতার নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া পতির ঔষধাদির ব্যবস্থা করে। একদিন তাহারই পতি সর্দ্দিজ্বরবশে কাঁপিতে কাঁপিতে উক্ত পতিব্রতা স্ত্রীর অঙ্গুলি কাটিয়া লয় এবং সেই দশায়ই মৃত্যু লাভ করে। তখন পতিব্রতা যত্নপূর্ব্বক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চিতা সজ্জিত করত মৃত পতিকে তাহাতে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া স্বয়ং পতিবক্ষে শয়ন করে। অনন্তর সেই পতিব্রতা পতিসহ দেবলোকে গমন করিয়াছিল। স্ত্রীর পুণ্যে দুষ্কৃতিপরায়ণ পতির ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।" ধর্ম্মাঙ্গদ এই উপাখ্যান শুনাইয়া নিজ জননীকে মোহিনীর সেবার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাণী সন্ধ্যাবলী বিচিত্র ভোজনসামগ্রী লইয়া স্বহস্তে মোহিনীকে ভোজন করাইতেন। ধর্ম্মাঙ্গদ তাহার অন্যান্য মাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মাতৃগণ! আমার পিতা এই দেবীকে মন্দরাচল হইতে আনিয়াছেন। ইনি পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্রী। অতএব আপনারা পতিপ্রীতি হেতু ইঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিলে আমি সুখী হইব। অন্যান্য সকলেই পুত্রের এই বাক্য সমর্থন করিলেন। তখন ধর্ম্মাঙ্গদ সকল মাতাকে বহুমূল্য বস্ত্র ও বিচিত্র অলঙ্কার প্রদান করিয়া সকলের সন্তোষ বিধান করিলেন

এবং সকলকে নমস্কার করিলেন। ধর্ম্মাঙ্গদ পিতার সেবার জন্য বহু প্রকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইরূপে মোহিনীর সহিত বিলাসে রুক্মাঙ্গদের আট বৎসর গত হইয়াছিল। নবম বর্ষে পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ মলয় পর্ব্বতে গিয়া পাঁচজন বিদ্যাধরকে পরাস্ত করিয়া পাঁচটী মণি কাড়িয়া লন। ঐগুলি সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ-কারী ছিল। ধর্ম্মাঙ্গদ ঐ মণিসকল আনিয়া পিতাকে প্রদান করেন। ইহার পর তিনি নাগপুরী, দানবপুরী ও বরুণলোক জয় করিয়া বহু মূল্যবান সামগ্রী ও বিদ্যাধর কন্যা আহরণ করেন।

রাজা রুক্মাঙ্গদ প্রীতি সহকারে সেই কন্যাগণের সঙ্গে পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। পুত্র পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করতঃ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে রাজ্যমধ্যে এমন কোন মনুষ্য ছিল না, যে ধর্ম্ম পালন না করিত। রাজ্যের প্রজাগণ হৃষ্টপুষ্ট ছিল, গাভীসকল প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। রাজ্য সর্ব্ব-প্রকারে সমৃদ্ধি পূর্ণ ছিল।

রাজা রুক্মাঙ্গদ মোহিনীর সহিত নিজ সুখ বিলাসে বহু সময় অতিবাহিত করিলেও একাদশী তিথির পালনে অবহেলা কদাপি করেন নাই। এইরূপে আরও এক বৎসর গত হইল। মঙ্গলময় কার্ত্তিক মাস আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া রাজা রুক্মাঙ্গদ মোহিনীকে বলিলেন—"মোহিনী, আমি তোমার সহিত বিলাসে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছি। তোমার সঙ্গে আসক্ত থাকায় আমার বহু কার্ত্তিক মাস বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। এবার আমি কার্ত্তিক ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করি। কার্ত্তিক মাসে নিয়মপূর্ব্বক ব্রতাদি পালন করিলে মানবের পরমা গতি লাভ হয়। অতএব তুমি অনুমতি করিলে তোমার মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমি ব্রত পালন করিতে সমর্থ হইব।"

রাজার বাক্য শুনিয়া মোহিনী উত্তর করিল,—"মহারাজ! রাজার তিনটী কর্ম্মই প্রধান—দান, প্রজাপালন এবং বিরোধী লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আপনার এ ব্রত করা কর্ত্তব্য নহে। আমি আপনাকে ছাড়িয়া দুই ঘণ্টাও থাকিতে পারিতে পারি না, অতএব আপনি ব্রতের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণকে ভোজনাদি সামগ্রী দান করুন। আর যদি উপবাস করার আবশ্যক হয়, তবে জ্যেষ্ঠা পত্নীই তাহা পালন করুন"। মোহিনীপূর্ণ কথা

বুঝিতে না পারিয়া রুক্মাঙ্গদ জ্যেষ্ঠাপত্নী সন্ধ্যাবলীকে আহ্বান করিলেন। তিনি আসিয়া পতিকে জোড়হস্তে বলিলেন, "নাথ, কি নিমিত্ত দাসীকে আহ্বান করিয়াছেন, আজ্ঞা পাইলে আমি তাহা পালন করিব।"

রুক্মাঙ্গদ বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি আমার চরিত্র ভাল করিয়া জান। আমি তোমারই আদেশে মোহিনীর সহিত দীর্ঘকাল বাস করিলাম। এই প্রকারে বিলাসমগ্ন অবস্থায় আমার অনেক কার্ত্তিক-ব্রত বৃথা নষ্ট হইয়াছে। এবার আমি এই কার্ত্তিক-ব্রত পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মোহিনী তাহা নিষেধ করিয়া তোমাকেই এই ব্রত পালন করিবার পরামর্শ দেন"। রাজার কথা শুনিয়া রাণী সন্ধ্যাবলী হর্ষসহকারে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া সেই পাপনাশিনী নিয়মসেবা পালন করিতে লাগিলেন। রাজা রুক্মাঙ্গদ মোহিনীকে বলিলেন, "তোমার কথায় আমি কার্ত্তিক ব্রত ত্যাগ করিলাম। আমি তোমার সন্তোষের জন্য রাজ্যপালন-কার্য্যও পরিত্যাগ করিয়াছি।" মোহিনী শুনিয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে বলিল—দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি বহু ব্যক্তি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেও আমি তাহাদের প্রতি মনোযোগ না দিয়া কেবল আপনাকেই লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব উভয়ের একচিত্ত হওয়াই প্রয়োজন।

এইপ্রকার কথোপকথন সময়ে রাজা ধর্ম্মাঙ্গদের ঢক্কাবাদ্য রুক্মাঙ্গদের কর্ণগোচর হইল। ঢক্কাবাদ্যের সহিত ঘোষণা হইতেছিল—প্রজাগণ! আগামীকাল একাদশী তিথি, আজ কেবল একবার মাত্র ভোজন ও ভূমি-শয্যাতে অবস্থানপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ কর। এই কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী শ্রীহরির নিদ্রাভঙ্গকাল। ইহাতে উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপনাশ হয়। যে আমার আদেশ পালন না করিবে তাহাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে।

রাজা রুক্মাঙ্গদ সেই ঢক্কাধ্বনি সহ একাদশী ব্রতের আগমন শ্রবণ করিয়া মোহিনীর শয্যা ত্যাগ করত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মোহিনীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, অদ্যই সেই অতিপুণ্যতম সর্ব্বপাপনাশিনী একাদশী। অতএব আজ আমি সংযমে থাকিব! তোমার আজ্ঞায় কার্ত্তিক-ব্রত পালন করিবার জন্য জন্য সন্ধ্যাবলীকে নিযুক্ত করিয়াছি, কিন্তু একাদশী-ব্রত আমি নিজে পালন করিব। তুমিও আমার সহিত সংযতভাবে এই ব্রত পালন কর।"

মোহিনী রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—রাজন্! একাদশী ব্রতপালন

অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু আপনি আমাকে মহুয়াবনে হাতে হাত রাখিয়া শপথ করিয়াছেন—আমি যাহা বলিব তাহা অবশ্য পালন করিবেন। অতএব আপনি আমাকে বর দান করুন, যদি না দেন তবে আপনার সমস্ত জীবনের অনুষ্ঠিত পুণ্যসকল নাশ পাইবে।"

রাজা বলিলেন, "তোমার চিত্তে যে ইচ্ছা জন্মিবে আমি তাহা পূর্ণ করিব।" তখন মোহিনী বলিল—তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, আপনি একাদশী পালন না করিয়া ভোজন করুন। যদি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপে ঘোর নরকে পতিত হইবেন।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "কল্যাণি, এই প্রকার বাক্য বলিও না। তুমি ব্রহ্মার কন্যা হইয়া ধর্ম্মপথে বিঘ্ন উৎপাদন কেন কর? আমি জন্মাবধি যে ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি, আজ আমার কেশ পক্ক হইয়াছে, এখন উহা কিরূপে ত্যাগ করিব? যাহার ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়াছে তাহার পক্ষে ধর্ম্মপালনপূর্ব্বক ভগবানের সন্তোষ বিধান করাই কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ব্রতভঙ্গ করিও না। ইহার পরিবর্ত্তে তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই প্রদান করিব। চতুর্দ্দশীতে ক্ষৌরকার্য্য করিলে যে পাপের সঞ্চার হয়, আর ষষ্ঠীর দিন তৈল খাইলে বা মাখিলে যে পাপ হয়, একাদশীতে ভোজন করিলে যে সমস্ত পাপ হইয়া থাকে, গোচরভূমি নাশ করিলে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে, কুমারী কন্যার বিবাহে বাধা প্রদান করিলে, মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ পান করিলে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিবার কথা বলিয়া সেইদান না করিলে যে পাপ হয়, মণিকূট, তুলাকূট, কন্যামৃত আর গব্যামৃতে যে পাপসঞ্চার হয়, একাদশীতে ভোজন করিলে সেই সকল পাপ হইয়া থাকে। আমি এ সকল জানিয়া শুনিয়া একাদশীতে ভোজন কিরূপে করিব?"

[মণিকূট—যে মণিবিক্রেতা আসল রত্নের দাম লইয়া নকল রত্ন দেয়, তাহা মণিকূট পাপ ; তুলাকূট—তুলাদণ্ডে ওজন কম করিয়া দেওয়া তুলাকূট পাপ ; কন্যামৃত—বিবাহের জন্য এক কন্যাকে দেখাইয়া অপর কন্যা দান কন্যামৃত পাপ ; গব্যামৃত—কাহাকেও এক গাভী দিবার কথা বলিয়া অন্য গাভী দেওয়া গব্যামৃত পাপ।]

মোহিনী বলিল—"রাজেন্দ্র একভুক্ত ব্রত, নক্ত ব্রত, অযাচিত-ব্রত, অথবা উপবাস দ্বারা একাদশীব্রত সকল করিবে ; তাহা লঙ্ঘন করিবে না সত্য

কিন্তু আমি মনুষ্যবনে থাকার সময় মহর্ষি গৌতম আমাকে বলিয়াছিলেন,—গর্ভিণী স্ত্রী, ক্ষীণকায় রোগী, শিশু, যজ্ঞের আয়োজনে উদ্যত ব্যক্তি, যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত যোদ্ধা এবং পতিব্রতা স্ত্রী—ইহাদের জন্য নিরাহার-ব্রতের বিধান নাই। একাদশীতে বিনা ব্রতে থাকা উচিত নহে—এই আজ্ঞা উপরোক্ত ব্যক্তিদের জন্য নহে। অতএব আপনি যদি একাদশীতে ভোজন না করেন তবে আপনার ন্যায় অসত্যবাদীকে আমি স্পর্শ করিব না। সকল বর্ণ ও আশ্রমে সত্যেরই পূজা হইয়া থাকে। সত্যের জোরেই চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়, পৃথিবী সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত সত্যে বায়ু চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে এবং চরাচর জগতের আধার একমাত্র সত্য। সত্যে বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া বিন্ধ্যাচল মাথা উঁচু করে না, সত্যের প্রভাবেই যুবতী স্ত্রী সময় অতীত হইলে গর্ভধারণ করে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৃক্ষ লতাদি ফুলফল প্রদান করে, দিব্যলোকের আধার একমাত্র সত্য এবং সহস্র অশ্বমেধেরও অধিক একটা সত্য বাক্য। আপনি অসত্যবাদী হইলে মদিরা-পানতুল্য পাপে লিপ্ত হইবেন।"

রাজা বলিলেন, "একাদশীর দিন ক্ষীণকায় ব্যক্তির জন্য ফলমূল, দুধ, জলাদি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্ন ভোজনের কথা কোন শাস্ত্রে নাই। গৌতমের কথা শাস্ত্রসম্মত নহে। অতএব তুমি ইহাতে আগ্রহ করিও না, ইহাতে আমার ব্রতভঙ্গ হইবে।" মোহিনী বলিল, "একাদশী ব্রতের কথা বেদে নাই।" রাজা বলিলেন—"মোহিনী বেদ অনেক রূপে বিরাজিত। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড বেদ, স্মৃতিও বেদ এবং এই দুই প্রকার বেদ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত। বেদ অপেক্ষা পুরাণকে অধিক মানা উচিত। যাহারা শাস্ত্র কম জানে বেদ তাহাদিগকে ভয় করে। কারণ তাহারা বেদকে অন্যায় ভাবে গ্রহণ করিয়া প্রহার না করে, এইজন্য। বেদে যাহা নাই, তাহা স্মৃতিতে আছে, বেদ ও স্মৃতিতে যাহা নাই তাহা পুরাণে পাওয়া যায়। বহুবিধ পাপ, রোগের ঔষধ প্রভৃতি পুরাণে আছে। বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি ও পুরাণে যাহা কিছু বলিয়াছে সে সকলই বেদের অন্তর্গত জানিতে হইবে। পুরাণ পুনঃ পুনঃ এই কথা কীর্ত্তন করিতেছেন—একাদশীতে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।"

মোহিনী দাসীকে ডাকিয়া বলিল—"ঘূর্ণিকে! তুমি শীঘ্র গিয়া বেদপারঙ্গত গৌতমাদি ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আন।" দাসীর আহ্বানে ব্রাহ্মণগণ

আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা ও মোহিনী উভয়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগকে উত্তম আসনে বসাইলে পর গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন? মোহিনী বলিল, "রাজা বলিতেছেন, একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিবেন না। ব্রতপালন ত বিধবা ও যতিদের জন্য, রাজার ধর্ম্ম প্রজাপালন করা আর ব্রাহ্মণদের সেবা। রাজার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছে। ইনি একাদশী ব্রত পালন কিরূপে করিবেন? আমি অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু ইনি তাহাতে নারাজ।"

মুগ্ধ ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—"রাজন্! আপনি যে শপথ করিয়াছেন উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না, তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে হয় নাই, নিজ বুদ্ধিতে করিয়াছেন। অগ্নিহোত্রীর জন্য উভয় সন্ধ্যায়ই ভোজনের বিধি আছে। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ হোমাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে—ইহাই বিধি। বিশেষতঃ ভূপালের জন্য উপবাস বিহিত নহে; আপনি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে ভোজন করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে না।" এই বাক্য শুনিয়া রাজা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মধুর বচনে বলিলেন,—

"বিপ্রগণ! আপনারা সকল প্রাণীকে সৎমার্গ প্রদর্শন করেন, এরূপ বলা অনুচিত। আপনারা যে বলিলেন রাজার জন্য উপবাসের বিধান নাই, আমি তাহার বিরুদ্ধে বলিতেছি। মদিরা যেমন পান করিতে নাই,—ব্রাহ্মণকে মারিতে, জুয়াখেলা আর একাদশীতে অন্ন ভোজনও তেমনই অকর্ত্তব্য। অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণে কি লাভ? আমার শরীর ক্ষীণ নহে আর আমি রোগাও নহি। সুতরাং আপনারা কহিবা মাত্র একাদশী-ব্রত ত্যাগ করিতে পারিব না। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, সিদ্ধ, ব্রাহ্মণ, আমার পিতা, ভগবান বিষ্ণু, শিব বা ব্রহ্মা, সূর্য্য কি অন্য লোকগণ যে কেহ আসিয়া অন্ন ভোজনের উপদেশ করিলেও আমি অন্ন ভোজন করিতে পারিব না। দুইবার করিয়া ঢক্কাবাদ্যে ঘোষণা করা হইতেছে যে, আমার রাজ্যে কোন প্রাণী একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না। আমি নিজেই ইহা প্রচার করিয়া স্বয়ংই তাহার বিপরীত আচরণ কিরূপে করিব? যদি ইন্দ্রের তেজ ক্ষীণ হয়, হিমালয় পরিবর্ত্তিত হয়, সমুদ্র শুকাইয়া যায়, অগ্নি তাহার স্বাভাবিক উষ্ণতা পরিত্যাগ করে তথাপি রাজা রুক্মাঙ্গদ একাদশী-ব্রত ভঙ্গ করিবে না। যাহারা শাস্ত্র মানে না তাহারা যমের দণ্ডনীয়।" রাজার বাক্য শুনিয়া মোহিনী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া

বলিল—"রাজন্! যদি তুমি আমার বাক্য স্বীকার না কর তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। আর আমাকে বাক্য দিয়া তাহা পালন না করিলে আমি চলিয়া যাইব। এখন আর তুমি আমার পতি নও, আমিও তোমার পত্নী নই। তুমি নিজ বাক্য ভঙ্গ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে। তোমাকে ধিক্কার!" এই কথা বলিয়া বিশেষ উদ্বেগের সহিত উঠিয়া ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে ধর্ম্মাঙ্গদ পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া পিতাকে ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন। পরে, মোহিনীকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া দ্রুতগতিতে তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"মা, কে তোমার অপমান করিয়াছে? তুমিত পিতার অধিক প্রিয়া, কে তোমাকে রুষ্ট করিয়াছে? ব্রহ্মাণগণের সঙ্গে তুমি কোথায় যাইতেছ? ধর্ম্মাঙ্গদের বাক্য শুনিয়া মোহিনী বলিল—বেটা, তোমার পিতা মিথ্যাবাদী। আমার নিকট শপথ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। সেজন্য তোমার পিতার সহিত থাকিবার আমার কোন উৎসাহ নাই।" ধর্ম্মাঙ্গদ বলিলেন, মা তুমি ক্রোধ করিও না, ফিরিয়া চল।" মোহিনী বলিল, "তোমার পিতা আমাকে মন্দরাচলে মনমাখা বরদান করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। দেবেশ্বর মহাদেব সাক্ষী আছেন। এখন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট পার্থিব কোন দ্রব্য চাহি না; তাঁহারই সুখের জন্য—শরীরের জন্য যে বিষয় বলিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন না। অসত্যভাষণ মদিরাপানের তুল্য পাপ। এজন্য আমি আর তাঁহার নিকট থাকিব না।" ধর্ম্মাঙ্গদ বলিলেন—আমার পিতা জীবন থাকিতে কখনও মিথ্যা বলিতে পারে না, কখনও তিনি মিথ্যা বলেন নাই। যাঁহার সত্যের উপর নির্ভর করিয়া দেবতা, দানব, মনুষ্য, সকলেই অবস্থিত, যাঁহার কীর্ত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—যিনি যমপুরী শূন্য করিয়াছেন, তিনি অসত্যবাদী ইহা কিরূপে সম্ভব। আমি তাঁহার বাক্য শুনি নাই, পরোক্ষ তোমার বাক্য কিরূপে বিশ্বাস করিব? অতএব ফিরিয়া চল।"

ধর্ম্মাঙ্গদের বাক্য শুনিয়া মোহিনী ফিরিল। রুক্মাঙ্গদ যে শয্যাতে শায়িত ছিলেন, ধর্ম্মাঙ্গদ মোহিনীকে লইয়া তথায় বসাইলেন এবং জোড়হস্তে পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ! মাতা মোহিনী আপনাকে আজ অসত্যবাদী বলিতেছে। আপনি কিরূপে অসত্যবাদী হইলেন। তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। এ আপনার নিকট অর্থাদি যাহা চায় আপনি নিঃসঙ্কোচে প্রদান করুন। জগতে যাহা দুর্ল্লভ এরূপ বস্তুও মোহিনী চাহিলে

তাহাও তাহাকে প্রদান করুন। ইন্দ্রপদ চাহিলে আমি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া মোহিনীকে তাহাও প্রদান করিব। আমার জীবন অথবা আমার জননীর জীবন চাহিলে তাহাও দিতে পারি। আপনি তদ্দ্বারা ইহ-পরলোকে কীর্ত্তিমান থাকিবেন। রাজা বলিলেন—"আমার কীর্ত্তি নষ্ট হউক, আমি অসত্যবাদী হইব কিম্বা নরকে যাই, কিন্তু একাদশীতে অন্ন-ভোজন কিরূপে করিতে পারি? পুত্র! মোহিনী যদি ব্রহ্মার লোকে চলিয়া যায় তাহাও সহ্য হইবে কিন্তু সে আমাকে অদ্য একাদশীতে ভোজন করাইবার জন্যই আগ্রহ করিতেছে, তাহা কিরূপে সম্ভব? আমার দুন্দুভি ধ্বনিতে লোককে একাদশী পালনের কথা জানাইতেছে। আমি স্বয়ং তাহা পালন না করিলে তাহা অসত্য হইয়া যাইবে। অগম্যাগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ কিম্বা মদিরা পান করিয়া শত বৎসর বাঁচিয়া কি ফল? এই চঞ্চলাকটাক্ষশালিনী মোহিনীর বিয়োগে আমার মৃত্যু হইলেও একাদশীতে ভোজন করিতে পারিব না। যে নরকের পঙ্‌ক্তি আমি শূন্য করিয়া দিয়াছি, আমা কর্ত্তৃক একাদশীর অপালনে তাহা আবার পূর্ণ হইবে। মোহিনী মরিয়া যায় অথবা চলিয়া যায়, তথাপি আমার মন একাদশী-ব্রত হইতে বিরত হইতে পারে না। স্ত্রীপুত্রাদি স্বহস্ত নিজশরীর ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু ব্রতভঙ্গ করিতে পারি না।"

পিতার বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মাঙ্গদ নিজ মাতা সন্ধ্যাবলীকে আহ্বান করিয়া মোহিনীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সন্ধ্যাবলী মোহিনীকে বলিলেন, "ভগ্নী! তুমি রাজাকে এরূপ অন্যায় কার্য্যের জন্য আগ্রহ করিও না। আমি জ্যেষ্ঠা হইলেও তোমার চরণ বন্দনা করিব। তুমি পতিকে বাক্যবিরশ করিয়া অকার্য্য করাইতে চেষ্টা করিবে না। যে এরূপ চেষ্টা করে তাহার নরকে পতন হয়, তৎপর শূকরী যোনিতে জন্ম হয়, তৎপশ্চাৎ চণ্ডালী হয়। এই প্রকার পরিণাম জানিয়া আমি সখিভাবে তোমাকে নিষেধ করিতেছি।"

সন্ধ্যাবলীর বাক্য শুনিয়া মোহিনী বলিল—দিদি, তুমি আমার মাননীয়া, এজন্য তোমার কথা শুনিব। রাজা যদি একাদশীতে ভোজন না করেন তবে আহার পরিবর্ত্তে অন্য এক কাজ করুন। যাহা তোমার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, যাহা আমারও দুঃখজনক, পুত্রবধূগণেরও প্রাণহরণকারী বাক্য—উহাতে আমার কলঙ্ক হইবে—সে কথা মুখে আনাও সম্ভব নহে।

মোহিনীর কথা শুনিয়া রাণী সন্ধ্যাবলী বলিলেন—বল, কি কথা? আমার যতই দুঃখ হউক, তাহা শুনিব। আমার পতির সত্য রক্ষার জন্য সবই সহ্য হইবে। সন্ধ্যাবলীর বাক্য শুনিয়া মোহিনী বলিল, "রাজা যদি একাদশীতে ভোজন না করেন, তাহা হইলে নিজ প্রিয় পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া আমাকে প্রদান করুন।" মোহিনীর বাক্য শুনিয়া সন্ধ্যাবলী ক্ষণকালের জন্য কম্পিত হইয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন—মোহিনী, তোমার প্রসন্নতার জন্য পুত্রের মস্তক তোমাকে দেওয়াইব, আমার বাক্যে বিশ্বাস কর।

অতঃপর রাণী সন্ধ্যাবলী রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আমি মোহিনীকে অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে কিছুতেই শুনিবে না। অতএব ধর্ম্মহানি অপেক্ষা পুত্রের প্রাণনাশ করাই শ্রেয়ঃ। পিতা অপেক্ষা মাতার স্নেহ শতগুণ অধিক। কিন্তু আজ মা হইয়াও সত্যপালনের জন্য পুত্রের মমতায় জলাঞ্জলি দিতেছি। স্নেহত্যাগ করিয়া পুত্রকে বধ করুন।

রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে! পুত্রহত্যায় ব্রহ্মহত্যা হইতেও অধিক পাপ। দেবি! এই মোহিনী আমার স্ত্রী নহে সাক্ষাৎ কালস্বরূপিণী ফণী। ধর্ম্মাঙ্গদের ন্যায় উপযুক্ত পুত্রকে হত্যা করিয়া আমার কি গতি হইবে? কুপুত্রকে মারিতেই পিতার কষ্ট হয়; আর ধর্ম্মাঙ্গদের ন্যায় ধর্ম্মশীল, প্রজাপালক, গুরুজনের সেবককে মারিয়া কি ফল? মোহিনী মোহে ডুবিয়া কেবল আমাকে দুঃখ দিতেছে। উহাকে সান্ত্বনা দাও।" এই বলিয়া রাজা মোহিনীকে বলিলেন, "আমি পুত্রহত্যা বা একাদশীতে ভোজন কোনটাই করিতেই পারিব না। ধর্ম্মাঙ্গদকে মারিয়া বা আমাকে একাদশীতে ভোজন করাইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এই দুইতাপূর্ণ আগ্রহ ছাড়িয়া দাও।" মোহিনী পুনরায় বলিল, "আপনি একাদশীতে ভোজন করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, পুত্রবধের প্রয়োজন নাই।

ঠিক সেই সময় রাজপুত্র সহসা ধর্ম্মাঙ্গদ আসিয়া মোহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"ভামিনি, তুমি আমার বধরূপ বর গ্রহণ কর।" এই বলিয়া একটী তীক্ষ্ণধার তরবারি রাজার হাতে প্রদান করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি বিলম্ব করিবেন না, মোহিনীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা সফল করুন। আপনার হিতের জন্য আমার মৃত্যু হইলে অক্ষয় গতি লাভ করিব। সত্যপালন করুন, একাদশীতে ভোজন করিবেন না। পুত্রের বাক্য শুনিয়া রাজা সন্ধ্যাবলীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহা কমলের

ন্যায় প্রসন্ন। তাহা দেখিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল। তখন আবার মোহিনী বলিল, "একাদশীতে ভোজন কর, পুত্রবধ করিতে হইবে না, আর ভোজন না করিলে পুত্রবধ করিতে হইবে।"

ঠিক ঐসময় ভগবান্ বিষ্ণু অলক্ষিত-ভাবে আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা হর্ষযুক্ত চিত্তে ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন; পুত্রও সানন্দে মস্তক ভূমিতে স্থাপন করিলেন। রাজা তরবারি উত্তোলন করিলে পর্ব্বত সহিত সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, সমুদ্রে জোয়ার আসিল, পৃথিবীতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। মোহিনীর রং সাদা হইয়া গেল। তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। রাজাকে তরবারি উঠাইতে দেখিয়া মোহিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সেই সময় ভগবান্ শ্রীহরি নিজ হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া বলিলেন—"রাজন্! আমি তোমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি স্ত্রী-পুত্রসহ আমার বৈকুণ্ঠধামে চল। ত্রিলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া আমার ধামে গমন কর।"—এই বলিয়া তিনি রাজাকে স্পর্শ করিলেন, তৎক্ষণাৎ পুত্র, রাণী ও রাজা সকলের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবতাগণ দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন —প্রভো! আর এইপদে আমার প্রয়োজন নাই। আমাকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করুন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অমল পত্র

পূজনীয় মহারাজ! চরণে তোমার।
পত্র দ্বারা সাষ্টাঙ্গে নমি বারংবার॥
কৃপা করি' মোর নাম পত্রে যে প্রেরিলে।
কি কব উত্তরে তার, ভাষা নাহি মিলে॥
মো-সম পাতকী জনে তব এত দয়া।
ভাবিতে তা' সদা মোর কেঁদে উঠে হিয়া॥
তুমি যে ঠাকুর প্রভু আমি তো কুকুর।
তবু এ অধমে স্নেহ করিছ প্রচুর॥
মোদের কুশল-বার্ত্তা পুছিলে পত্রেতে।
তোমা না হেরিয়া সদা আছি বিমর্ষেতে॥
এ গ্রামে সকল লোকে তোমা ভালবাসি।
পুছে মোরে, "আর কবে আসিবে সে সন্ন্যাসী"॥
তব মধু ব্যবহারে প্রীত সর্ব্বজন।
গ্রামস্থ সজ্জন সবে গাহে তব গুণ॥
তব আশীর্ব্বাদে আর তব কৃপাবলে।
এ বাটীর সবে রহে সর্ব্বাঙ্গ কুশলে॥
তোমার কুশলে থাকি আনন্দ-সাগরে।
তোমার কুশল দিয়া সুখী কর মোরে॥
ইচ্ছা আছে যাব ত্বরা নবদ্বীপাশ্রম।
দিন কত রহি' সেথা লভিব বিশ্রাম॥
কৃপায় আমারে ওগো শুদ্ধা ভক্তি দানে।
তোমার দাসের দাস কর এ-অধমে॥
পরম আরাধ্য-নিধি শ্রীগুরু-দর্শনে।
নবদ্বীপ যাইবারে ইচ্ছা জাগে মনে॥
জানায়ো শ্রীগুরুপদে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
তব শ্রীচরণে রাখি শতকোটী নতি॥
আর যত বৈষ্ণবপদে জানায়ো প্রণতি।
কৃপায় ক্ষমহ প্রভু মোর সর্ব্ব ত্রুটি॥

—শ্রীঅমল রঞ্জন মণ্ডল

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের স্বধাম প্রয়াণ

অত্যন্ত বিরহের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত ও তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপ্রাপ্ত পূজ্যপাদ শ্রীল অরণ্য মহারাজ গত ২১শে পৌষ ১৩৭৩, ইং ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৭, শুক্রবার একাদশী তিথির আশ্রয়ে সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী ধলতিখা গ্রামে তাঁহার অনুগত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল কুণ্ডু মহাশয়ের ঠাকুরবাটীতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তনমুখে সজ্ঞানে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া গৌড়ীয় সারস্বত-সমাজকে গভীর বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। সমগ্র গৌড়ীয় সারস্বত সমাজে স্বামীজী মহারাজের অলৌকিক বাগ্মিতা ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্ত্তনে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা একটি বিস্ময়ের বস্তু ছিল।

হরিবাসর ব্রতোপলক্ষে স্বামীজী মহারাজ নিজ শিষ্য ও অনুগত জনগণের নিকট কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তদীয় এক সতীর্থের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনিও উক্ত হরিকীর্ত্তন-সভায় উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে হরিকীর্ত্তনের মধ্যে হঠাৎ স্বামীজী মহারাজ একটু অস্বস্তি বোধ করেন। কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে করিতেই সজ্ঞানে নিত্যধামে বিজয় করেন। এইরূপ অলৌকিকভাবে তাঁহার দেহরক্ষা উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করিয়াছে।

বিগত দামোদর ব্রতকালে মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অস্মদীয় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপস্থিতিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ভিক্ষু মহারাজের বিরহ-সভায় স্বামীজী মহারাজ বৈষ্ণবজগতে বিরহ-তত্ত্ব সম্পর্কে এক দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। মনে হয়, প্রকাশ্য সভায় উহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা।

যশোহর জিলায় গঙ্গারামপুর গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল। গৃহস্থ আশ্রমে থাকাকালীনই তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত হন। বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য শিক্ষা স্বামীজী মহারাজের বেশী না থাকিলেও

তাঁহাতে সহজ ভক্তিসিদ্ধান্তের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও তাহার পরিবেশন-দক্ষতা তদীয় সতীর্থ বৈষ্ণবগণকে কেন, বহু উচ্চশিক্ষিত লোককে-ও মুগ্ধ করিত।

বিশ্বব্যাপী গৌরবাণী কীর্ত্তনকারিণী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিভাব ছিল। তিনি প্রায়শঃই বলিতেন, "শ্রীল প্রভুপাদের বাণী তেজস্বিতার সহিত ইনিই কিছু প্রচার করিতে পারেন এবং করিতেছেন।" এমনকি, সম্প্রতিকালে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে দান করিতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং তজ্জন্য অস্মদীয় আচার্য্যপাদপদ্মকে তিনি যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন। অত্র সমিতির মঠসমূহে প্রায়ই তিনি আগমন করিয়া সেবককে নানাবিধ হৃৎকর্ণরসায়ণী হরিকথা শ্রবণ করাইতেন। আজ তাঁহার স্বধামপ্রয়াণে আমাদের কর্ণ তাঁহার তেজস্বিনী হরিকথা শ্রবণে বঞ্চিত হইল—ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। তিনি প্রচুর পরিমাণে আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহার মূর্ত্তিমান্ আদর্শে আমরাও বাণীর সেবায় যোগ্যতা লাভ করি।

সর্ব্বশেষে পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশে বহু খরচ করিয়া মোটরযোগে পল্লীগ্রাম ধলতিখা হইতে কলিকাতায় কেওড়াতলা শ্মশানে আনীত হইয়া অগ্নিদাহ করা হইয়াছে। ইহা সাত্বত-স্মৃতিগ্রন্থের অনুমোদিত নহে। আমরা ইহাতে বিশেষ দুঃখিত, কারণ সন্ন্যাসিগণের দেহ সমাধিস্থ করারই বিধি আছে। বিশেষতঃ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অরণ্য মহারাজ জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন প্রাচীন সন্ন্যাসী।

—নিজস্ব সংবাদ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

বিগত ১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত কলিকাতা ৩৫নং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবমন্দির ও নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বার্ষিক মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য-পাদপদ্মকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া অনুরোধ ও আহ্বান জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীসহ বুধবার ১১ই মাঘ অপরাহ্ণে নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। এই মহোৎসবে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত বহু সন্ন্যাসী যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা মহানগরীর বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত মন্দির ও নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের আনুষ্ঠানিক হোম, যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন।

আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি প্রভুর বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ১৫ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে তথায় যাত্রা করিয়া পুনরায় ১৭ই মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। ১২ই, ১৪ই ও ১৮ই মাঘ যথাক্রমে 'মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা", "গীতার শিক্ষা" ও "যুগধর্ম্ম" এই তিনটী বিষয়ে শ্রীশ্রীল-আচার্য্যদেব দার্শনিক ভাবগম্ভীর বক্তৃতা প্রদান করেন। যথাক্রমে এই তিন-দিবস কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ব্যানার্জ্জি (ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত পরেশনাথ মুখার্জ্জি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর ২০শে মাঘ শুক্রবার সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ

গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত বক্তৃতাত্রয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। প্রথম দিনের বক্তৃতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ

আজ মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনার কথা। প্রথমেই আমার strike করছে সভাপতি মহোদয়ের কথা, যিনি বাংলাদেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি (Chief Justice, Calcutta High Court)। তাঁর উপস্থিতিই মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা প্রমাণ করছে। সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই নামে উপমা দেওয়া হয়। সুতরাং সিংহবিক্রমে তিনি ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করুন। *

কয়েকটী সাধারণ কথা আমি বলতে চাই। 'মঠ' শব্দ 'মঠ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই ধাতুর অর্থ—'মঠন্তি বসন্তি ছাত্রা যত্র' অর্থাৎ যেখানে ছাত্রগণ বাস করে। তাহলে ত বোর্ডিং হাউসকেও মঠ বলা যায়?—না তা বলা যায় না, পার্থক্য আছে। মঠ-মন্দির যে শ্রেণীর ছাত্রাবাস মেস (mess), বোর্ডিংকে সে শ্রেণীর ছাত্রাবাস বলা যায় না। দেবস্থান, ধর্ম্মশিক্ষার স্থানকে 'মঠ' বলা হয়। যা শিক্ষা সাধারণ স্কুলে দেওয়া হয়, সেখানে ধর্ম্ম কোথায়, কি, এ'শিক্ষার স্থান নেই। এমন কি সাধারণ নীতিশিক্ষাও স্কুলে দেওয়া হয় না।

ছাত্র শব্দ ছদ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। ছদ্ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন করা। মঠবাসীরা আচ্ছাদন করে রাখে। কিসে থেকে তারা কি আচ্ছাদন করে রাখে? দেশে যত তাপ, উত্তাপ তারা রক্ষা করে দেশকে শীতল রাখে। Political (রাজনীতির) কিছু ঘটলে স্কুল, কলেজ আগুন হ'য়ে যায়, মঠ কিন্তু calm and quiet (শান্ত সমাহিত)।

স্মৃতি-শাস্ত্রকার বলেন, যে-গ্রামে মঠ-মন্দির নাই, সে গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবে না। গ্রামে মন্দির থাকলে লোকের চিত্তবৃত্তির শোধন হয়। সাধারণ লৌকিক উদাহরণ দেই—হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু এরা অসুর ছিল, ঈশ্বর-বিরোধী ছিল। সেজন্য এদের রাজত্বে প্রকৃত শান্তি ছিল না। বরাহদেব নৃসিংহদেব এদের ধ্বংস করেছেন। এদের দৃষ্টি ছিল শুধু টাকা উপায় করা। কেবল টাকা উপায় কর, টাকাই সব করবে। অনেকে আবার বলে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ডাকলে কি খেতে পাওয়া যাবে? আমি বলছি, ভগবানকে ডেকেছেন কি? ডেকে যদি না পেতেন তা'হলে কথা হত।

* সভাপতি মহাশয়ের উপাধি সিংহ। উহাকে লক্ষ্য করিয়া সিংহবিক্রমে বলা হইয়াছে।

আমাদের এই প্রাকৃত দৃষ্টিকে স্তব্ধীভূত না কর্‌তে পারলে দেশে শান্তি আসবে না। ভক্ত প্রহ্লাদকে মেরে ফেলতে হবে, হিরণ্যের সেবা করতে হবে—এই principle (নীতি) নিয়ে এখন রাজনীতি চলছে। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে, এমন কি ইংরেজ আমলেও ধর্ম্ম কিছু ছিল, আজকাল আর তা নেই।

স্মৃতি শব্দের অর্থ Codified Rule। ঋষিগণ কতকগুলি Codified Rule তৈরী করে দিয়েছিলেন। দেশের শাসন ব্যবস্থা সেইভাবেই চলত। এখন সেইগুলো তুলে দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। আমাদের দেশে সুখ ছিল, ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে এই অবস্থা। গাঁজাখোর একটা place (স্থান) পেয়েছে রাষ্ট্রের কাছে, কিন্তু দুর্ভাগা ধর্ম্ম রাষ্ট্রের Constitution-এ (সংবিধানে) কোন স্থান পায় নি। গাঁজাখোরদের গাঁজার দোকান, মদ্যপায়ীদের মদের দোকান, আফিংখোরদের আফিং-এর দোকান—এই প্রকার নেশাখোরদের provide করবার (বাঁচিয়ে রাখবার) জন্য লাইসেন্স দিয়ে বড় বড় দোকান খোলা হ'য়েছে। কিন্তু দুর্ভাগা ধার্ম্মিক লোকদের জন্য কোন Provision বা বন্দোবস্ত নেই, অধিকন্তু তাদের পেছনে লেগে পড়া যাতে তাদের অশান্তি ও অসুবিধা হয়। এতে দেশে শান্তি আসবে কি করে? আমাদের দেশ থেকে যদি ধর্ম্ম উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেশের এই অসৎ প্রগতি রুখবে কে? মঠ-মন্দির সেই স্থান।

অল্প কয়েকদিন হ'ল অরণ্য মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন। সামান্য চিঠিও লিখতে তিনি পারতেন না, কিন্তু বক্তৃতা দিলে লোকে বলত ইনি M.A.,D.Litt. ইত্যাদি। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এমনই একটা স্কুল খুলেছেন।

দেখা যায়, সাধুরা ফুঁ দিলে জ্বর সেরে যাবে। এই যে science বিজ্ঞান)—আমি এটাকে science বলছি—এটা উঠে যাবে কেন? পরদেশের শিক্ষা নেওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়।

মঠ মন্দিরের দরকার কি? আমি একটা political কথা বলছি। Unemployment (বেকার সমস্যা) Government (সরকার) সমাধান করতে পারছে না, totally failure (সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য)। বহু

শিক্ষিত লোক মঠে আছে এরা যদি চাকুরী করত, ব্যবসা করত, তাতে আরও বহু লোক বেকার হ'য়ে যেত।

সাধুরা যদি জমি নিয়ে লাঙ্গল চাষ করে, তাহলে বহু চাষীর জমির অভাব হ'ত। সাধুরা যদি ব্যবসা করে, তাহলে অনেকের ব্যবসার চাটিবাটী উঠে যেত। তারা যদি চাকরী করত তাদের দ্বারা অনেকের চাকরী করাও বন্ধ হ'য়ে যেত। সুতরাং সাধুরা দেশের সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বতোভাবে উপকার করছে। অধিকন্তু সাধুরা সাধারণ ভোগী লোকেরা যে সমস্ত ভোগ করে থাকে, সেগুলো গ্রহণ না করায় তাদের ভোগের দ্রব্য সুলভ হ'য়েছে। [আজকাল মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের (accuse) দোষারোপ করে যে, তারা পেঁয়াজ, মুর্গী খায় বলে ওরা মুর্গী পেঁয়াজ পায় না। কারণ তারা দরিদ্র, অত অধিক মূল্যে পেঁয়াজ, মুর্গী কিনতে পারে না; হিন্দুদের দরুণ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।]

অত্যন্ত দুঃখ পেলে লোকে মঠে এসে শান্তি পায়। এমন কি ঐ যে হিরণ্যকশিপু, তার বড় ভাই-এর মৃত্যুতে তার বিধবা পত্নীকে শান্তি দিতে কোন টাকার তোড়া রাখেনি, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তা'কে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

আজকাল অনেক মঠ হয়েছে—মঠের শিক্ষা তাদের নেই, অথচ নাম মঠ। খাও দাও থাক—এই তাদের শিক্ষা। এগুলোকে মঠ বলে না, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শিক্ষা মঠ দেয় না। এটা suicidal (আত্মহত্যার) নীতি। এই শিক্ষায় কেউ কাউকে মানে না। সকলে বলে, "আমি বড়, আমি ব্রহ্ম, তুমি বড় কিসের? তোমার চেয়ে আমিই বড়।" "তৃণাদপি সুনীচ" ভাবে সেটা নেই। বঙ্কিম চাটুজ্জ্যের 'আনন্দ মঠ' বই আমাদের আনন্দ দেবে না, তাতে যুদ্ধবিগ্রহ আছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এর চেয়ে suicidal মত আর নেই। এই সমস্ত শিক্ষা যেখানে আছে, সেখানে মঠ শব্দের তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় না। —**নিজস্ব**

আনন্দপাড়ায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

গত ৪ঠা মাধব, ১৬ই মাঘ, ইং ৩০শে জানুয়ারী, সোমবার পৌষ-কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব-তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে পালিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সেবকসূত্রে জগতে আবির্ভূত হন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বসু প্রতিবৎসর এই বিরহ-তিথি বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়া নিজবাটিতে (পাকিস্থান পরিত্যাগের পর নির্ম্মিত) বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। অস্মদীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মও ১৫ই মাঘ রবিবার কয়েক মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সহ উক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে আনন্দপাড়ায় শুভবিজয় করেন। উৎসব দিবসে মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক জনসমাকীর্ণ মহতী ধর্ম্মসভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার দেড় ঘণ্টাব্যাপী (অপরাহ্ণ ২-৩০টা—৪টা) ভাষণে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সেবার সৌন্দর্য্য, গৌড়ীয় সারস্বত গগনে তাঁহার অলৌকিক অবদান ও ভক্তের প্রীতিবিধানে অবার্থকাল চিন্তানিরত প্রভৃতি বিবিধ অমূল্য গুণরাজি এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানে ধর্ম্মজগতের পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণন করিতে করিতে বিরহে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

সকাল হইতে মহাজন-বিরচিত বহু বিরহ-কীর্ত্তন গীত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন এবং মধ্যাহ্নে ভোগারতি ও সভার আদি-অন্তেও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। তদন্তর সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে ভোগরন্ধন-কার্য্যে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রচুর সেবায় সুযোগ লাভ করেন।

পরদিবস মঙ্গলবার ১৭ই মাঘ পার্শ্ববর্ত্তী বড়া গ্রামে পরলোকগত শ্রীপাদ নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী (মুখার্জ্জি) মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা পরিজনবর্গের অনুরোধে উক্ত বাটিতে সকালে অবস্থান করিয়া অপরাহ্ণে কলিকাতায় শ্রীমান্ মাধব মহারাজের মঠে বার্ষিক উৎসবে পুনরায় যোগদান করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

[illegible]-দ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ী[illegible]-বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
ভেষরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৭ই চৈত্র ১৩৭৩, ইং ২১শে মার্চ্চ ১৯৬৭, মঙ্গলবার হইতে ১৩ই চৈত্র, ২৭শে মার্চ্চ, সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ-সেবান্তে অপরাহ্ণে সহর-নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগ-দান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি— ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ ; ইং ২৩।১১।৬৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট উপরি-উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিবেচনীয়।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার ; 21st Mar. (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহদেবপল্লী** (**মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা**) ;

(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৮ই চৈত্র, বুধবার ; 22nd Mar. (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের-দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৯ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার ; 23rd Mar. (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জাম্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

(৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)— **মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১০ই চৈত্র, শুক্রবার ; 24th Mar. (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) — রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)— সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা।

৫। ১১ই চৈত্র, শনিবার ; 25th Mar. (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজির সমাধি, শ্রীধর অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট; তৎপরে **মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদসেবান্তে** নবদ্বীপ-সহরে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ১২ চৈত্র, রবিবার ; 26 Mar.—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১৩ই চৈত্র, সোমবার ; 27th Mar.—সাধারণ মহোৎসব (**সর্ব্ব-সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।